Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३४ब
८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
पुस्तकालय

विषय संख्या १४ ब
पुस्तक संख्या ८
आगत पञ्जिका संख्या

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक समय तक पुस्तक अपने पास न रखें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যমেব জয়তে

মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য

(বঙ্গানুবাদ)

চতুর্থ খণ্ড

অধ্যায় ১০-১২

অনুবাদক—শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ

মূল্য—তিন টাকা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सत्यमेव जयते

মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য

(বঙ্গানুবাদ)

চতুর্থ খণ্ড

অধ্যায় ১০-১২

অনুবাদক—শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तक सं० ....
आगत सं० ....

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দশম অধ্যায়

	পৃষ্ঠা
'শাস্ত্র' শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ ...	৯৭৯
বেদের একটীমাত্র মন্ত্রও যাবজ্জীবন অবিস্মৃত রাখিতে হইবে ...	৯৭৯
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের পক্ষে বেদ অধ্যাপনা নিষিদ্ধ ...	৯৭৯
অধ্যাপন এবং প্রবচনের পার্থক্য	৯৭৯
'অধীয়ীরন্' ইহার কর্ম্ম 'বেদ' না হইলে অদৃষ্ট কল্পনা প্রসঙ্গ হয়	৯৮০
ব্রাহ্মণ সকল বর্ণকে বৃত্তিবিষয়ক উপদেশ দিবেন ...	৯৮০
ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রভু এবং শ্রেষ্ঠ কেন	৯৮০
চারি বর্ণ ছাড়া বাকী সব সঙ্করজাতি (বর্ণসঙ্কর)	৯৮১
শূদ্রের উপনয়ন নাই কেন ...	৯৮১
গোত্ব, ঘৃততৈলত্বাদি জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণত্বাদি প্রত্যক্ষ হয় না ...	৯৮১
ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি জানিবার উপায়	৯৮২
সমানজাতীয় বিবাহসংস্কৃত নারীর গর্ভজাত সন্তানে পিতামাতার জাতি	৯৮২
"অক্ষতযোনিষু" বলিবার সার্থকতা নাই (আপত্তি) ...	৯৮২
অবিবাহিত সমানজাতীয় কুমারীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তানে পিতা-মাতার জাতি নাই ...	৯৮৩
পত্নীত্ব সম্পাদক যে 'যজ্ঞসংযোগ' তাহার অর্থ কি ...	৯৮৩
"অক্ষতযোনিষু" বলিবার সার্থকতা প্রদর্শন	৯৮৩
মতান্তরে ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিও প্রত্যক্ষগম্য কিরূপে ...	৯৮৩
উৎপাদনকারীর জাতিস্মরণ এই প্রত্যক্ষে সহকারী ...	৯৮৩
যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বচন পর্য্যালোচনা	৯৮৪
তথায় 'পত্নী' শব্দটীর প্রয়োগ না থাকিলেও ক্ষতি নাই ...	৯৮৪
কুণ্ড, গোলক প্রভৃতির ব্রাহ্মণত্ব না থাকিলে শ্রাদ্ধে নিষেধ হয় কিরূপে	৯৮৪
উহাদের কোন জাতি নাই—উহারা মনুষ্যজাতি মাত্র ...	৯৮৫
উহারা পুত্র বলিয়া শ্রাদ্ধ করিবার অধিকারী	৯৮৫
অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মে সকলেরই অধিকার	৯৮৫
সকল অপধ্বংসজকেই শূদ্র বলিলে দোষ	৯৮৬
কুণ্ড, গোলকাদিরা ক্ষেত্রজসন্তান বলিয়া গ্রহণীয় ...	৯৮৬
ব্রাহ্মণত্বাদিজাতি প্রত্যক্ষগম্য নহে	৯৮৬
অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপারম্পর্য্য হইতে ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির বোধ ...	৯৮৭
জাবাল সত্যকামের উপাখ্যান ...	৯৮৭
মতান্তরে বিবাহিতই হউক আর অবিবাহিতই হউক সমানজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষের সংসর্গজাত সন্তান তজ্জাতীয় হয় ...	৯৮৭
জাবাল সত্যকাম উপাখ্যানের তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন ...	৯৮৭
অনুলোম সঙ্করে মাতা অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণের হইলে পুত্রের জাতি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ...	৯৮৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃষ্ঠা

অম্বষ্ঠ, নিষাদ, উগ্র এই সকল সঙ্করজাতি কিভাবে হয় ... ৯৮৮
'অপসদ' কাহাকে বলে ... ৯৮৯
কিরূপ বর্ণসঙ্করে মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা এবং চণ্ডাল-জাতি হয় ৯৮৯
চণ্ডালজাতি অস্পৃশ্য ... ৯৮৯
বর্ণত্রয়ের অনুলোম সঙ্করজাত সন্তান মাতৃজাতীয় এবং সংস্কারার্হ ৯৮৯
কিরূপ সঙ্কর ঘটিলে 'আবৃত', 'আভীর', 'ধিগ্বণ', 'মাগধ', 'বৈদেহ', 'সূত', 'পুক্কস', এবং 'কুকুটক' জাতি হয় ... ৯৯০
'ব্রাত্য' জাতি কি ... ৯৯০
ভৃজ্জকণ্টক, আবন্ত, বাটধান পুষ্পধ এবং শৈখ কাহারা ... ৯৯০
বর্ণসঙ্কর কি কি কারণে হয় ... ৯৯১
বর্ণসঙ্করের মধ্যে নূতন করিয়া আবার বর্ণসঙ্কর ... ৯৯১
অম্বষ্ঠজাতি বৈশ্য অপেক্ষা উচ্চ ... ৯৯২
অন্যান্য সঙ্করজাতিরও উচ্চনীচতা বিবেচনা ৯৯২
বর্ণত্রয়ের প্রতিলোম সঙ্করেরও দ্বিজত্ব এবং সংস্কারার্হত্ব ... ৯৯২
সঙ্করের সঙ্কর নিকৃষ্ট ... ৯৯২
কেবল অনুলোম এবং কেবল প্রতিলোম সঙ্কর ... ৯৯৩
সঙ্করজাতি অসংখ্য হয় কিরূপে ... ৯৯৩
চারি বর্ণ ছাড়া অন্যত্র 'বর্ণ' শব্দটী গৌণার্থক ৯৯৩
সৈরন্ধ্র এবং মৈত্রেয়ক জাতির উৎপত্তি ও তাহাদের কর্ম্ম ... ৯৯৩

মার্গব, দাস এবং কৈবর্ত্ত একই জাতি, তাহাদের উৎপত্তি এবং নৌকর্ম্মবৃত্তি ... ... ৯৯…
কারাবর, অন্ধ্র এবং মেদজাতির উৎপত্তি ... ... ৯৯…
সোপাক এবং অন্ত্যাবসায়ীর জন্ম এবং বৃত্তি ... ... ৯৯…
অপধ্বংসজগণ শূদ্রধর্ম্মা ... ৯৯…
অনুলোম সঙ্করের জাত্যুৎকর্ষ হইতে পারে ... ... ৯৯…
পুণ্ড্রক প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় হইলেও কিভাবে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইল ... ৯৯…
দিগন্তবাসীরা নিকৃষ্টজাতি—এ সম্বন্ধে বেদবচন ... ৯৯…
'দস্যু' কাহাদের বলা হয় ... ৯৯৭
সূত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতির বৃত্তি নির্দ্দেশ .. ... ৯৯…
পুক্কস, চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিদের বাসস্থান গ্রামের বাহিরে ৯৯৮
'অপপাত্র' বলিতে কি বুঝা৲ ... ৯৯৮
উহাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষত্ব ... ... ৯৯…
জন্মগত দোষ (জারজত্ব) কিভাবে প্রকাশ পায় ... ৯৯…
অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতিগুলি সাধারণ ধর্ম্ম ... ১০০০
যাহারা হিংসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদের পক্ষে অহিংসা ধর্ম্মপালন সম্ভব কি না ১০০০
শূদ্রা, বৈশ্যা এবং ক্ষত্রিয়ার সন্তান কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে ১০০১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃষ্ঠা

ঐ বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয় কিরূপে ১০০১

উহাদের উপনয়নাদি সংস্কার এবং শ্রৌতকর্ম্মে অধিকার হয় ... ১০০১

উচ্চবর্ণের নারীতে হীনবর্ণ পুরুষের উৎপাদিত সন্তান হীনই হইবে ১০০২

শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণবীজ জাত সন্তানও হীন ... ১০০২

বীজ এবং ক্ষেত্র উভয়েরই সমতা প্রশস্ত ১০০২

বীজপ্রাধান্যবাদীর মতও ঠিক নহে ১০০৩

স্ব স্ব কর্ম্মই উৎকর্ষ বা অপকর্ষের হেতু ১০০৩

কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট জাতিই কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারে না, কিন্তু গুণ আবশ্যক ... ১০০৩

ব্রাহ্মণের ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে তিনটী দৃষ্টার্থক এবং তিনটী অদৃষ্টার্থক ১০০৪

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে বেদ অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ ১০০৪

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধনুর্ব্বেদ এবং শিল্প-বিদ্যাদি অধ্যাপম নিষিদ্ধ নহে ১০০৪

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের জীবিকার উপায় কি ১০০৫

আপৎকালে ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অনুমোদিত ... ১০০৫

উহার অভাবে কৃষিবাণিজ্যও আপৎকালে অনুমোদিত ... ১০০৫

পৃষ্ঠা

বেদমধ্যে কৃষিকর্ম্মের প্রশংসা ... ১০০৬

ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষি নিন্দিত কেন ১০০৬

ব্রাহ্মণের কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্য ভাল ১০০৬

ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রেয় নহে ১০০৭-৮

ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় পাতিত্যজনক বা অত্যন্ত দোষের ১০০৯

আপৎকাল ভিন্ন বৈশ্যবৃত্তিতে ব্রাহ্মণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয় ... ১০০৯

কোন্ কোন্ দ্রব্যের দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তুর বিনিময় হয় ... ১০০৯

বিক্রয় এবং বিনিময় এক কিনা ... ১০০৯

বৈশ্যের পক্ষে কোন দ্রব্য অবিক্রেয় নহে ১০১০

আপৎকালে ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও ঐ নিয়ম ১০১০

ব্রাহ্মণবৃত্তি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ১০১০

অধমজাতি উত্তমজাতির বৃত্তি গ্রহণ করিলে রাজদণ্ড কিরূপ ১০১০

স্বধর্ম্ম বিগুণভাবে কৃত হইলেও সুসম্পাদিত পরধর্ম্ম হইতে ভাল ১০১০

শূদ্রের পক্ষে কারুক ও শিল্পীর কার্য্য বৃত্ত্যর্থে অনুমোদিত ... ১০১১

কারু এবং শিল্পীর পার্থক্য কি ... ১০১১

অসৎ প্রতিগ্রহ অপেক্ষা বৈশ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত ... ১০১১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
কিরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণ অসৎ-প্রতিগ্রহ করিতে পারে ...	১০১১
গর্হিত যাজন এবং গর্হিত অধ্যাপনাও ব্রাহ্মণের পক্ষে কখন অনুমোদিত	১০১১
কিরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্বান্নভোজন দোষের নহে ...	১০১২
এ সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অজীগর্ত্ত উপাখ্যান 'পরকৃতি' অর্থবাদ	১০১২
আপৎকালে অসৎপ্রতিগ্রহ এবং অসদন্নভোজন বিষয়ক অন্যান্য অর্থবাদ	১০১২
অসৎ প্রতিগ্রহটী সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট কেন ...	১০১৩
ঐ দুইটী কর্ম্মজনিত পাপ কিভাবে দূর করা যায় ...	১০১৩
শিল এবং উঞ্ছ ইহার মধ্যে উঞ্ছ প্রশস্ত কেন	১০১৩
কি কি নিমিত্তে রাজার নিকট ধন যাচ্ঞা করা যায় ...	১০১৩
সাত প্রকারে ধনলাভ ধর্ম্মসঙ্গত—কি কি	১০১৪
দশ প্রকার বৃত্তি (জীবিকা) সর্বজনসাধারণ—কি কি ...	১০১৪
ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট হইতে সুদ লওয়া উচিত নহে ...	১০১৫
কোষ ক্ষয় হইলে রাজা শস্যের চতুর্থ ভাগ লইতে পারেন ...	১০১৫
বৈশ্যের নিকট হইতে ধনগ্রহণে রাজার দোষ নাই ...	১০১৫
শূদ্রের পক্ষে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সেবা কেবল কৃত্যার্থক ...	১০১
শূদ্র কিরূপে কৃতকৃত্যতা লাভ করে	১০১
ব্রাহ্মণের প্রতি শূদ্রের এবং শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ...	১০১
শূদ্রকে 'উচ্ছিষ্ট অন্ন' দিবে ইহার অর্থ ভুক্তাবশিষ্ট নহে ...	১০১৬
শূদ্রের পক্ষে অবশ্যকরণীয় কোন বৈধ কর্ম্ম নাই যাহা না করিলে তাহার পাপ হইবে ...	১০১৭
লশুন, পলাণ্ডু প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে শূদ্রের পাপ নাই ...	১০১৭
শূদ্র স্মার্ত্তকর্ম্ম পাকযজ্ঞাদি বিনামন্ত্রে নমঃশব্দযোগে করিতে পারে	১০১৭
উপনয়ন না থাকায় দর্শপৌর্ণমাসাদি শ্রৌতকর্ম্ম শূদ্র ঐভাবে করিতে পারে না ...	১০১৭
শূদ্রের পক্ষে আবসথ্য অগ্নি আধান শাস্ত্রসঙ্গত কিনা ...	১০১৭
শূদ্রের পক্ষে লৌকিক অগ্নিতে বৈশ্বদেব কর্ত্তব্য ...	১০১৮
ধনী শূদ্র প্রতিগ্রহ দ্বারা ব্রাহ্মণগণের বাধা ঘটায় ...	১০১৮
শরীর রক্ষিত হইলে তবেই ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব, এই কারণেই আপদ্ধর্ম্ম নির্দ্দেশ ...	১০১৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

একাদশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোন্ নয়জন ব্যক্তিকে দান করা কর্ত্তব্য	১০১৯
'সার্ব্ববেদস' বলিতে কিরূপ অর্থ গ্রহণীয়	১০১৯
প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে দানের বিধি-নির্দ্দেশ অপ্রাসঙ্গিক কি না ...	১০১৯
অন্যান্য ব্যক্তিকে কিরূপ দান করা উচিত	১০২০
কাম্য যজ্ঞার্থে ধনার্থীকেও ধন দান করা রাজার কর্ত্তব্য ...	১০২০
দ্বিতীয় বিবাহকারীকে ধনদান কর্ত্তব্য নহে	১০২০
কি পরিমাণ ধন থাকিলে সোম-যাগ কর্ত্তব্য	১০২০
অল্পধনশালী ব্যক্তি কাম্য সোম-যাগ করিলে ফলভাগী হয় না	১০২১
নিজ পোষ্যবর্গকে কষ্ট দিয়া অন্যকে দান করা অধর্ম্ম... ...	১০২১
ঐভাবে কাম্য ধর্ম্মকর্ম্ম করাও অধর্ম্ম	১০২১
দানাদি ধর্ম্মবিহীন বৈশ্যের দ্রব্য চুরি করিয়াও ব্রাহ্মণের যজ্ঞ সম্পাদনার্থে দেওয়া যায় ...	১০২১
এতাদৃশ স্থলে চৌর্য্যলব্ধ ধনেও শাস্ত্রপ্রামাণ্যবলে স্বত্ব সিদ্ধ হয়	১০২২
শূদ্রের গৃহ হইতেও ঐরূপ ক্ষেত্রে লওয়া যায়	১০২২
শূদ্রের ধনে যাগ করা নিষিদ্ধ, ইহার সহিত বিরোধ হয় কি না ...	১০২২
তিনদিন আহার না জুটিলে এক-দিনের উপযোগী পরদ্রব্য অপ-হরণ করা যায় ...	১০২৩
কিরূপ ব্রাহ্মণের ধন কিরূপ অবস্থায় ক্ষত্রিয়াদিরাও চুরি করিতে পারে ...	১০২৩
এরূপ ক্ষেত্রে চৌর্য্যের দণ্ডবিধান প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে ...	১০২৪
রাজার দোষেই প্রজারা অবসন্ন হয়	১০২৪
যে কোন উপায়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তি ব্যবস্থা করা রাজার কর্ত্তব্য ...	১০২৪
শূদ্রের নিকট ভিক্ষালব্ধ ধনে কৃত যজ্ঞাদি অসিদ্ধ ...	১০২৪
অযাচিতভাবে উপস্থিত শূদ্রদ্রব্যও গ্রহণ করা যায় ...	১০২৪
'দেবস্ব' ইহার অর্থ কি ...	১০২৫
দেবগণের স্ব(ধন এবং ধনাধিকার) হইতে পারে কি না ...	১০২৫
কোথায় উহা মুখ্যার্থক এবং কোথায় গৌণার্থক ...	১০২৫
দেবস্ব বিষয়ক বিশেষ আলোচনা ২।১৮৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য	১০২৫
প্রতি বৎসর বৈশ্বানরেষ্টি কর্ত্তব্য ...	১০২৫
যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প করিতে সমর্থ তাহার পক্ষে অণুকল্প গ্রহণ করায় দোষ ...	১০২৬
ব্রাহ্মণ নিজ শক্তিতে নিজের প্রতি অন্যায়কারিগণের শাস্তি-বিধান করিবেন ...	১০২৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃষ্ঠা

এতাদৃশ স্থলে অভিচার কর্ম্ম দোষাবহ নহে ... ১০২৬
কোন্ কোন্ স্থলে উহা করা যায় ১০২৬
রাজার উপর নির্ভর করা অপেক্ষা নিজের উপর নির্ভর করা শ্রেয় ১০২৬
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—ইহারা কিভাবে বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিবে ... ১০২৭
ব্রাহ্মণকে কুবাক্য কিংবা কর্কশ কঠোর বাক্য বলিবে না ... ১০২৭
অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ভার কন্যা, যুবতী, অনুপনীত ব্যক্তি প্রভৃতির উপর দেওয়া চলে না ... ১০২৭
ঐরূপ করিলে কি দোষ হয় ... ১০২৭
কোনও কর্ম্মে ঋত্বিক্‌কে অল্প দক্ষিণা দিতে নাই ১০২৮
উহার দোষ নির্দ্দেশ ... ১০২৮
গৃহস্থ হইয়া অগ্নিহোত্রের অগ্নি উদ্বাপনে 'বীরহা' হইতে হয় ... ১০২৮
শূদ্রের অর্থে অগ্নিহোত্র করিলে দোষ ১০২৮
কি কি কারণে মানব প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় ১০২৯
কাম্য কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয় কি না ১০২৯
বিহিতাকরণে প্রত্যবায় হয়, ইহার প্রমাণ (বচন) কোথায় ... ১০৩০
বিহিতাকরণে প্রত্যবায় হয়, ইহার শ্রুতার্থাপত্তি সিদ্ধ ... ১০৩০
নিত্যকর্ম্মসকলের স্বর্গফল কল্পনায় দোষ ১০৩০
অশুচিস্পর্শনিমিত্তক কর্ম্মের নিত্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয় ... ১০৩০

পৃষ্ঠা

অগ্নিহোত্রের নিত্যত্বও ঐরূপেই বোধিত হয় ১০৩
"প্রসজংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু" এটির পুনরুক্তিদোষ ঘটিতেছে কি না ১০৩
ইচ্ছাকৃত পাপ এবং অনিচ্ছাকৃত পাপ উভয় স্থলেই প্রায়শ্চিত্ত ১০৩
প্রায়শ্চিত্ত পাপ নষ্ট করে কি না ১০৩
পূর্ব্বপক্ষমতে বিনা ভোগে কর্ম্মক্ষয় না বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক নহে ... ১০৩১
কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নূতন করিয়া বিধিলঙ্ঘনজনিত পাপ হইবে ১০৩১
সিদ্ধান্তে প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশকতা দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন... ১০৩২
প্রায়শ্চিত্তও দুঃখভোগ ... ১০৩২
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যে শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকার সিদ্ধ হয় তাহা নহে ১০৩২
অনিচ্ছাকৃত পাপে লঘু এবং ইচ্ছাকৃত পাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ... ১০৩২
অচ্ছিাকৃত পাপে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য হইতে পারে না (শঙ্কা) ... ১০৩২
জলভ্রমে জলমিশ্রিত সুরাপানে দোষ হয় কি না ... ১০৩২
কেহ কেহ বলেন নিষিদ্ধানুষ্ঠান বিষভক্ষণের ন্যায় ফলজনক ... ১০৩৩
নিষিদ্ধানুষ্ঠানকারী মাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত বচনবলে বিহিত ... ১০৩৩
প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তি কোন ধার্ম্মিকের সহিত সংসর্গ করিবে না ১০৩৩
যাহাদের সহিত সংসর্গ করিবে তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ ... ১০৩৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

	পৃষ্ঠা
পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত পাপচিহ্ন প্রকাশ পাইলেও প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য	১০৩৩
পূর্ব্বজন্মে কোন্ কোন্ পাপে কি কি চিহ্ন প্রকাশ পায় ...	১০৩৪
পিশুন এবং সূচক—উভয়ের পার্থক্য কি	১০৩৪
মহাপাতক কোন্গুলি ...	১০৩৪
সুরাপান কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই মহাপাতক	১০৩৪
পাতক কাহাকে বলে ...	১০৩৫
কোন্ কোন্ কর্ম্ম ব্রহ্মহত্যার সমান	১০৩৫
গুরুর চিত্তব্যাকুলতাকারক অনুষ্ঠানও ঐ প্রকার ...	১০৩৫
কোন্ কর্ম্ম সুরাপানতুল্য এবং কোন্গুলি ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণ সদৃশ	১০৩৫
কুমারীগমন, ভগিনীগমন প্রভৃতি পাপের গুরুত্ব নির্দ্দেশ ...	১০৩৫
কোন্ কোন্গুলি উপপাতক ...	১০৩৬
স্বাধ্যায়ত্যাগ কখন উপপাতক এবং কখন অনুপাতক ...	১০৩৬
স্মার্ত্ত অগ্নিত্যাগ করিলে উপপাতক	১০৩৭
শ্রৌত অগ্নিত্যাগে অনুপাতক ...	১০৩৭
কন্যাদূষণ প্রভৃতি উপপাতক ...	১০৩৭
সঙ্কল্পিত ব্রত পরিত্যাগে কেন প্রায়শ্চিত্ত হইবে ...	১০৩৭
নিষিদ্ধ পণ্য বিক্রয় প্রভৃতি উপপাতক	১০৩৮
অভিচারাদি কর্ম্ম উপপাতক ...	১০৩৮
সমর্থ হইয়াও অগ্ন্যাধান না করা উপপাতক	১০৩৮
অগ্ন্যাধান না করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে কেন	১০৩৯
কোন্ কোন্ কর্ম্ম জাতিভ্রংশকর	১০৩৯
সঙ্করীকরণ পাতক কোন্গুলি ...	১০৪০
অপাত্রীকরণ পাতক কি কি ...	১০৪০
মলাবহ পাতক কোন্গুলি ...	১০৪০
ব্রহ্মহত্যার দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ	১০৪০
উহার অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৪১
ঐ প্রায়শ্চিত্তগুলির কোন্টী কোথায় প্রয়োজ্য ...	১০৪২
বিপন্ন—মৃত্যুমুখে পতিত গো-ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাও ঐ পাপনাশক	১০৪২
অশ্বমেধের অবভৃথস্নানকালে সেই-স্থানে স্নান করাও ঐ পাপনাশক	১০৪৩
ব্রাহ্মণ দেবগণেরও দেবতা কেন	১০৪৩
প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তির গম্য পরিষৎ কিরূপ হইবে ...	১০৪৪
'দশাবরা পরিষৎ' ইহার অর্থ-নির্দ্দেশ	১০৪৪
কেবলমাত্র 'বেদবিৎ' থাকিলেই 'পরিষৎ' হয় কি না ...	১০৪৪
পরিষদ্গমন কি জন্য কর্ত্তব্য ...	১০৪৪
অবিজ্ঞাতগর্ভবধে এবং যজ্ঞকারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবধে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত	১০৪৪
'আত্রেয়ী' বধের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৪৫
'আত্রেয়ী' কথাটীর অর্থনিরূপণ ...	১০৪৫
পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানপূর্ব্বক বধেই প্রয়োজ্য	১০৪৬
ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সুরাপান করিলে অগ্নিবৎ তপ্ত সুরাযোগে মৃত্যু-বরণ করিবে ...	১০৪৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
পৈষ্টী ছাড়া অন্য সুরাপানের এবং অনিচ্ছাকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত	১০৪৭
পৈষ্টী সুরা ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পক্ষেই নিষিদ্ধ ...	১০৪৭
ত্রিবিধ সুরার বিবরণ ...	১০৪৭
পিষ্টাদিকে কিরূপ অবস্থায় মদ্য বলা হয়	১০৪৭
যাহাতে মত্ততা না জন্মে সেই পরিমাণ পান করিলে দোষ হয় কি না	১০৪৭
সুরামাত্রই (পরিমাণ নির্ব্বিশেষে) নিষিদ্ধ	১০৪৮
যাহা সুরাভাব প্রাপ্ত হয় নাই তাদৃশ পিষ্টাদিভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে	১০৪৮
পৈষ্টী ছাড়া অন্য সুরাদ্বয় ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে ...	১০৪৮
ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ কেন	১০৪৯
ব্রাহ্মণের হৃদয়ই বেদ—কিরূপে ?	১০৪৯
ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণ অপহরণের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৪৯
তপস্যাবিশেষও উহার প্রায়শ্চিত্ত	১০৫০
গুরুতল্পগমনের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৫০
'গুরুতল্প' ইহার অর্থনির্দ্দেশ ...	১০৫০
ঐ জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত ভেদে প্রায়শ্চিত্তভেদ ...	১০৫০
আতিদেশিক গুরুপত্নী (পিতৃব্যপত্নী, মাতুলানী প্রভৃতি) গমনের প্রায়শ্চিত্ত	১০৫১
গোহত্যারূপ উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত	১০৫১
দুই মাস গোব্রতপালন ও গোমূত্রে স্নান কর্ত্তব্য	১০৫১
গোষ্ঠে বাস, গো-সেবা এবং গো-পদোত্থিত রজঃ পান করা বিহিত	১০৫২
কিভাবে 'গোব্রত' পালন করিতে হয়	১০৫৩
প্রমাদকৃত গোবধের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৫৩
বিকল্পিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যেটী দিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করা সেইটী দিয়াই উহা সমাপনীয় ...	১০৫৩
ভিন্ন ভিন্ন গোবধ প্রায়শ্চিত্তগুলির কোন্‌টী কোন্‌স্থলে প্রয়োজ্য তাহার ব্যবস্থা ...	১০৫৪
অন্যান্য উপপাতকে গোবধ প্রায়শ্চিত্ত অথবা চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য ...	১০৫৪
অবকীর্ণীর প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ ...	১০৫৪
উহারই বিশেষ বর্ণনা ...	১০৫৪
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রেতঃপাত নিষিদ্ধ ...	১০৫৫
এক বৎসর ব্রতপালন এবং তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা ...	১০৫৫
জাতিভ্রংশকর পাপের প্রায়শ্চিত্ত সান্তপন অথবা প্রাজাপত্য ...	১০৫৫
প্রায়শ্চিত্তে নিমিত্তের সাহিত্য বিবক্ষিত নহে ...	১০৫৫
সঙ্করীকরণ এবং অপাত্রীকরণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত	১০৫৬
আচারবান্ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য বধ করার প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৫৬
ব্রাহ্মণকৃত অনিচ্ছামূলক ক্ষত্রিয়-বধের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৫৬
বৈশ্য এবং শূদ্রবধের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৫৭
মার্জ্জার, নকুল প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণীকে একসঙ্গে বধ করিলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত	১০৫৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

	পৃষ্ঠা
সাহিত্য বিবক্ষিত হইতে পারে কি না	১০৫৭
সিদ্ধান্তপক্ষে হবিরার্ত্তি-অধিকরণ নির্দ্দেশ	১০৫৮
ঐ বিশেষ বিবরণ ...	১০৫৮
একসঙ্গে সমষ্টির বধও সম্ভব—তাহার উদাহরণ ...	১০৫৮
উহাদের এক-একটি বধের প্রায়শ্চিত্ত	১০৫৯
সর্প কিংবা ষণ্ডবধে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত	১০৫৯
বরাহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর বধে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যদান প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৫৯
বেশ্যাবধের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৬০
যথানির্দ্দিষ্ট দানের অসামর্থ্যে ‘প্রাজাপত্য’ কর্ত্তব্য ...	১০৬০
কোন্ কোন্ প্রাণী সহস্রসংখ্যক কিংবা একগাড়ী বধে শূদ্রহত্যা-ব্রত কর্ত্তব্য	১০৬০
ফলদ বৃক্ষছেদনের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৬১
খাদ্যদ্রব্যে সঞ্জাত কৃমি কীট প্রভৃতি প্রাণীর বধে প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৬১
তৃণধান্যাদির বৃথা ছেদনে প্রায়শ্চিত্ত	১০৬১
অজ্ঞানপূর্ব্বক গৌড়ী কিংবা মাধ্বী সুরাপানে ব্রাহ্মণের পক্ষে তপ্ত-কৃচ্ছ্র এবং পুনঃসংস্কার ...	১০৬২
ঐ জ্ঞানতঃ পুনঃ পুনঃ করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৬২
সুরাপানবিষয়ক ব্যবস্থা সংগ্রহ ...	১০৬২
সুরাপাত্র শুষ্ক না হইলে তাহাতে জল পান করার প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৬২
পৈষ্টীসুরা দান ও পরিগ্রহে প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৩
সুরাপায়ীর মুখের কিংবা সুরা-ভাণ্ডের ঘ্রাণ লইলে প্রায়-শ্চিত্ত	১০৬৩
গৌড়ী কিংবা মাধ্বীর পক্ষে উহা প্রয়োজ্য নহে ...	১০৬৩
মনুষ্যের রেতঃ ও মলমূত্র ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৩
অভোজ্যান্ন ব্যক্তিদের অন্ন এবং স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৩
অভক্ষ্য পক্ষিমাংস ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৪
শূকর প্রভৃতির মলমূত্র ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৪
সূনামাংস (কসাইখানার মাংস) ও ব্যাঙের ছাতা ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৪
অন্যস্থানের মাংস ভক্ষণেও প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৪
মাংস—পক্ষীর মাংস এবং নরমাংস ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৬৫
ব্রহ্মচারী মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৬৫
ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে ...	১০৬৫
অজ্ঞানত অখাদ্যভক্ষণে তাহা বমন করিয়া তদনন্তর প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য	১০৬৬
ধান্য, অন্ন, ধনাদি অপহরণের প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৬
ঐ সম্বন্ধেই বিশেষ আলোচনা ...	১০৬৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
দাস, দাসী, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল চুরির প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৬৭
অল্পসার দ্রব্য চুরির প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৬৭
যানাসনশয্যাতৃণকাষ্ঠাদি অপহরণে প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৭
ভক্ষ্য এবং ভোজ্যের পার্থক্য ...	১০৬৭
সহোদরা, কুমারী, অন্ত্যজা রমণী প্রভৃতি গমনে প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৬৮
মাতুলকন্যা প্রভৃতি বিবাহে প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৮
মনুষ্যেতর প্রাণিগমনে প্রায়শ্চিত্ত	১০৬৯
গো-গমনের প্রায়শ্চিত্ত গুরুতর ...	১০৬৯
'সখীগমন' এস্থলে 'সখী' শব্দটির অর্থ কি	১০৬৯
চণ্ডাল, কিংবা অন্ত্যজা নারীগমনে উহাদের অন্নভোজনে পাতিত্য	১০৬৯
'অন্নভোজন করিয়া' এটি কাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ...	১০৭০
ব্যভিচারিণী নারীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য	১০৭০
ব্যভিচারিণী নারীর প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ	১০৭০
ব্যভিচারিণী নারীগমনে পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ ...	১০৭১
অবিবাহিতা দুশ্চরিত্রা নারীতে গমন 'পরদারগমন' কি না ...	১০৭১
উহার প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৭১
প্রায়শ্চিত্তাদির পর পুনরায় ব্যভিচারিণীর প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৭১
বৃষলীগমনের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৭২
'বৃষলী' শব্দটির অর্থ বিচার ...	১০৭২
পতিতসংসর্গের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৭২
'পতিত' বলিতে কিরূপ অর্থ বুঝায়	১০৭৩
কিপ্রকার সংসর্গ কতবার করিলে সংসর্গকারীর পাতিত্য ...	১০৭৩
পঞ্চবিধপাতকের উপদেশ এবং অতিদেশ সমালোচনা ...	১০৭৩
অতিদেশের স্থল নিরূপণ ...	১০৭৪
দুইবার করা এবং শতবার করা, এই প্রকার অভ্যাসের তারতম্য আছে কি ?	১০৭৪
সিদ্ধান্তপক্ষের কথা ...	১০৭৪
নিন্দিত কর্ম্মসকলের পার্থক্য অর্থবাদ হইতে নিরূপণীয় ...	১০৭৫
পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার উদকক্রিয়া কিরূপ ...	১০৭৫
ঐ অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত পতিত ব্যক্তির সহিত সকল প্রকার সামাজিকতা এমনকি বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে হইবে ...	১০৭৫
তাহার ধার-দেওয়া অর্থও সে পাইবে না	১০৭৬
পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলে 'উদকক্রিয়া' দ্বারা সমাজে ব্যবহার্য্য হইবে ...	১০৭৬
পতিত স্ত্রীলোকের প্রতি কর্ত্তব্য কিরূপ	১০৭৬
গর্ভপাত, স্বামিহত্যা প্রভৃতি কর্ম্মে স্ত্রীলোক পতিত হয় ...	১০৭৭
যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করে নাই তাহাদের সহিত ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহার নিষিদ্ধ ...	১০৭৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
স্ত্রীলোক, বালক এবং শরণাগত হত্যাকারী এবং কৃতঘ্ন প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অব্যবহার্য্য ...	১০৭৭
নির্দিষ্ট কালমধ্যে উপনয়ন না হইলে (ব্রাত্যের) প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৭৮
'বিকর্ম্মস্থ' এবং বেদবিস্মরণপ্রাপ্ত দ্বিজাতির প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৭৮
অসদুপায়ে লব্ধ ধন পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য ...	১০৭৮
অসৎ প্রতিগ্রহকারীর প্রায়শ্চিত্ত	১০৭৯
ব্রাত্যযাজনের প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৭৯
নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির শ্মশানকর্ম্ম কিংবা অভিচারকর্ম্ম অথবা অহীনযাগকারীর প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৭৯
মতান্তর অহীনকর্ম্মে আর্ত্বিজ্যকারীর প্রায়শ্চিত্ত	১০৭৯
অভিচার এবং অহীনযাগের মূলতঃ পার্থক্য নিরূপণ ...	১০৮০
কোন্ স্থলে অভিচারকর্ম্ম দোষাবহ নহে	১০৮০
সিদ্ধান্তে স্থলবিশেষে যজমানের এবং সর্ব্বত্র ঋত্বিক্ কর্ম্মকারীর প্রায়শ্চিত্ত	১০৮০
অপাংক্তেয় ব্যক্তি কিভাবে শুদ্ধ হয়	১০৮১
শাকলহোম কাহাকে বলে ...	১০৮১
উষ্ট্রযান, গর্দ্দভযান আরোহণে সবস্ত্র স্নান ও প্রাণায়াম কর্ত্তব্য	১০৮১
শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মলোপের প্রায়শ্চিত্ত	১০৮১
ব্রাহ্মণ কিংবা গুরুজনকে হুঙ্কার ত্বঙ্কার করিলে প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৮১
উঁহাদের তৃণ দ্বারা আঘাত করিলেও প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৮২
ব্রাহ্মণকে বাড়ী উঁচাইলে কিংবা মারিলে অথবা রক্তপাত করিলে কিরূপ নরকবাস ...	১০৮২
উহার প্রায়শ্চিত্ত ...	১০৮২
যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলা হয় নাই তথায় কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ...	১০৮২
চণ্ডালবধে শূদ্রবধ প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজ্য কিনা ...	১০৮২
পাপের গুরুত্ব লঘুত্ব কিরূপে নিরূপণ করিতে হয় ...	১০৮৩
'প্রাজাপত্য' কাহাকে বলে—তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা কিরূপ	১০৮৩
প্রাতঃকালে ভোজনে 'নিয়ম' করিলে সায়ংভোজন নিবৃত্ত হয় কিরূপে	১০৮৩
ঐ প্রাতর্ভোজনটীর অর্থ অল্প পরিমাণ হবিষ্যভোজন ...	১০৮৪
'সান্তপন' কৃচ্ছ্রের ইতিকর্ত্তব্যতা	১০৮৪
'সান্তপন' দুই প্রকার ...	১০৮৪
'অতিকৃচ্ছ্র' ব্রতের ইতিকর্ত্তব্যতা	১০৮৪
তপ্তকৃচ্ছ্র, পরাক এবং চান্দ্রায়ণ ব্রতের ইতিকর্ত্তব্যতা ...	১০৮৫
স্মৃত্যন্তরোক্ত বিধিও অনুসরণীয় (বাধা না থাকায়) ...	১০৮৫
যবমধ্যচান্দ্রায়ণ, যতিচান্দ্রায়ণ এবং শিশুচান্দ্রায়ণ বর্ণনা ...	১০৮৫
চান্দ্রায়ণ সকলেই সর্ব্বাবস্থায় করিতে পারে ...	১০৮৬
চান্দ্রায়ণ সাধারণভাবে সর্ব্বনাশক	১০৮৬
কিরূপস্থলে উহার অনুষ্ঠানে তন্ত্রতা কিংবা আবৃত্তি হইবে ...	১০৮৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
চান্দ্রায়ণ জ্ঞানাজ্ঞানকৃত অনুক্ত প্রায়শ্চিত্তক পাপনাশক ...	১০৮৭
চান্দ্রায়ণের অঙ্গরূপে হোম কি অনগ্নিকেরও কর্ত্তব্য ? ...	১০৮৭
চান্দ্রায়ণকারীর দিনে তিনবার এবং রাত্রে তিনবার স্নান কর্ত্তব্য ...	১০৮৭
রাত্রিকালে মহানিশা এবং তাহার পরবর্ত্তী অংশে স্নান নিষিদ্ধ ...	১০৮৭
অপ্রকাশ্যকৃত পাপে কর্ত্তব্য কি ...	১০৮৮
খ্যাপন, অনুতাপ, তপস্যা, শাস্ত্র-পাঠ এবং দান পাপমুক্তির উপায়	১০৮৮
কোন পাপকর্ম্ম করিবার সঙ্কল্প করাও নিষিদ্ধ ...	১০৮৯
পাপ অনুষ্ঠান করা এবং তাহার সঙ্কল্প করা উভয় স্থলেই তুল্য প্রায়শ্চিত্ত কিনা ...	১০৮৯
উভয় স্থলে গুরুত্ব লঘুত্ব নিবন্ধন প্রায়শ্চিত্তভেদ ...	১০৮৯
প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরায় পাপানুষ্ঠান বা সঙ্কল্প পরিত্যাজ্য	১০৯০
তপ ঐহিক, পারত্রিক সকল সুখের মূল	১০৯০
ব্রাহ্মণাদি কোন্ কোন্ বর্ণের পক্ষে কোন্ কোন্ কর্ম্ম তপঃস্বরূপ ...	১০৯০
'জ্ঞান ব্রাহ্মণের তপঃস্বরূপ' ইহার তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ ...	১০৯১
ঋষিগণ তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবনের সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেন ...	১০৯১
তপস্যার প্রভাব ...	১০৯১
কৃচ্ছ্র ব্রত সকল সংযোগপৃথক্তন্যায়ে অভ্যুদয়সাধক ...	১০৯১
ইহাতে প্রকরণ বিরোধ হয় কিনা বিচার	১০৯১
তপস্যার মাহাত্ম্য বর্ণন ...	১০৯২
তপ বিনা যাগযজ্ঞাদিও ফলপ্রদ হয় না	১০৯৩
উপবাসাদি তপোবিহীন ব্যক্তির দ্রব্য দেবতারা গ্রহণ করেন না	১০৯৩
বেদপাঠাদি নিত্যকর্ম্মসকলের পাপনাশকতা ...	১০৯৩
আত্মজ্ঞানের পাপনাশকতা ...	১০৯৪
প্রত্যহ ষোলবার প্রাণায়াম ও ব্যাহৃতিপাঠ এক মাস করিলে মহৎ ফল	১০৯৪
কোন্ কোন্ পাপ কোন্ কোন্ মন্ত্র কতদিন কি পরিমাণ জপে দূর হয়	১০৯৫
একাধিক পাপে প্রায়শ্চিত্তের তন্ত্রতার লিঙ্গ প্রদর্শন ...	১০৯৫
গো-পরিচর্য্যা এবং 'পাবমাণী' ঋক্-জপ পাপনাশক ...	১০৯৬
ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তান্তর ঋক্-সংহিতা পাঠ ...	১০৯৬
সমগ্র ঋগ্বেদধারীর পাপস্পর্শ-রাহিত্য	১০৯৭
বেদত্রয়ের ত্রিরাবৃত্তির সর্ব্বপাপ-নাশকতা	১০৯৭
ওঙ্কারতত্ত্বজ্ঞই বেদবিৎ ...	১০৯৭
ওঙ্কারই সমগ্র বেদের সঙ্কুচিত রূপ	১০৯৮

—:—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বাদশ অধ্যায়

	পৃষ্ঠা
কর্ম্মফল বিষয়ক জিজ্ঞাসা ...	১০৯৯
কোন্ কর্ম্মের ফল এখানে জিজ্ঞাসিত হইতেছে ...	১০৯৯
ঐ প্রকার সংশয়ের কারণ বিশ্লেষণ	১০৯৯
নিষিদ্ধ কর্ম্মসকলের ফলই এখানে জিজ্ঞাসিত	১০৯৯
নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল থাকিতে পারে কিনা	১০৯৯
নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফলসম্বন্ধ শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য হইতে পারে কি ...	১১০০
ঐ প্রকার আপত্তির কারণ বিশ্লেষণ	১১০০
সিদ্ধান্তে নিষেধবিধির স্বরূপ বিশ্লেষণ	১১০০
৫।৮৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা বলা হইয়াছে	১১০০
অনিষ্টপ্রাপ্তিশঙ্কা ব্যতীত কেহ নিষিদ্ধানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হয় না	১১০১
ঐ অনিষ্ট কি প্রকার তাহা শাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য ...	১১০১
শাস্ত্রবর্ণিত অনিষ্টপ্রাপ্তিকে অর্থবাদ বলা যায় না কেন ...	১১০১
শুভাশুভ কর্ম্ম কায়িক, বাচিক এবং মানসিক তদনুসারে গতিও উত্তম, অধম কিংবা মধ্যম হয়	১১০১
ঐ সকল কর্ম্ম আবার দশ প্রকার	১১০১
মনের দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্ম কিরূপ	১১০২
সকল কর্ম্মের মূলে মনের কার্য-কারিতা বিশ্লেষণ ...	১১০২
মানস (মনঃকৃত) কুকর্ম্ম ত্রিবিধ কি কি	১১০২
‘পরদ্রব্যে অভিধ্যান’ এবং ‘মনে মনে অনিষ্টচিন্তন’ দুইটীর পার্থক্য কি ...	১১০২
‘বিতথাভিনিবেশ’ কিরূপ ...	১১০৩
কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম্মের ফলভোগ কিরূপে হয়	১১০৩
উক্ত প্রকার ত্রিবিধ পাপকর্ম্মের কোন্‌টীর ফলে কিরূপ জন্ম লাভ হয়	১১০৩
‘ত্রিদণ্ডী’ কাহাকে বলে ...	১১০৩
ত্রিদণ্ডী বর্ণনের প্রসঙ্গ কি তাহা নিরূপণ	১১০৪
ক্ষেত্রজ্ঞ, ভূতাত্মা এবং জীব বা অন্তরাত্মার স্বরূপ নিরূপণ ...	১১০৪
মতান্তরে অন্তঃকরণই জীব ...	১১০৪
মহান্ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার অধীন	১১০৫
ক্ষর, অক্ষর এবং ‘কূটস্থ’ কাহাকে বলা হয়	১১০৫
‘পরমাত্মার শরীর’ বলিতে কি বুঝায়	১১০৫
পাপের উৎকট যন্ত্রণারূপ ফল ভোগ করিবার জন্য তদুপযুক্ত ‘নারক শরীর’ ধারণ করিতে হয়	১১০৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃষ্ঠা

নরকভোগের পর কিরূপ গতি হয় ১১০৬

মহৎ এবং পরমাত্মা উভয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী ... ১১০৬

অন্তঃকরণকে কর্ত্তাও বলা যায় (ঔপচারিকভাবে) ... ১১০৬

ঈশ্বর জীবকৃত কর্ম্মসাপেক্ষ ফল দাতা ১১০৭

জীবকৃত কর্ম্মসাপেক্ষতায় ঈশ্বরত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না ১১০৭

বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত দ্বারা স্বমত সমর্থন ১১০৭

স্বর্গ এবং নরকভোগ কি কারণে কিরূপে সাধিত হয় ... ১১০৭

ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং স্বর্গনরক বর্ণনার প্রয়োজন নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপসংহার ১১০৮

'সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এগুলি আত্মার গুণ' ইহার তাৎপর্য্য নিরূপণ ১১০৮

গুণত্রয়ের কার্যকারিতা কিরূপ ... ১১০৮

সত্ত্বগুণের আধিক্যে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় ... ১১০৮

রজঃ এবং তমোগুণের স্বরূপ বর্ণন ১১০৯

দেহমধ্যে গুণত্রয়ের কার্য্য কিরূপ ১১০৯

তমোগুণের কার্য্য অকার্য্যকরণ এবং লজ্জাপ্রাপ্তি ... ১১১০

রজোগুণের কার্য্য খ্যাতি, সম্মানাদিলাভের জন্য কর্ম্ম করা ১১১০

কামনাপ্রধানতা তমোগুণের লক্ষণ ১১১১

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের এক একটীর প্রাবল্যে যথাক্রমে দেব, মনুষ্য এবং তির্য্যগ্‌জন্মলাভ ১১১১

ঐগুলিও আবার উৎকর্ষাপকর্ষবশতঃ উত্তম, মধ্যম এবং অধম হয় ১১১১

তমোগুণের উত্তম, মধ্যম এবং অধমগতি কিরূপ ... ১১১১

ঝল্ল ও মল্ল পার্থক্য নিরূপণ ... ১১১১

রজোগুণের উত্তম, মধ্যম এবং অধমগতি কিরূপ ... ১১১২

সত্ত্বগুণের উত্তম, মধ্যম এবং অধমগতি কিরূপ ... ১১১২

বেদজন্ম সাত্ত্বিকগতি, ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হয় ... ১১১২

চেতন বেদপুরুষ বরুণলোকে আছেন ১১১২

উত্তম সাত্ত্বিকী গতিতে ব্রহ্মা বিশ্বসৃক্‌, অব্যক্ত প্রভৃতি ভাব প্রাপ্তি ১১১২

অব্যক্তভাব প্রাপ্তিতে যদি জড়ত্ব প্রাপ্তি ঘটে তবে উহা ইষ্ট হয় কি ১১১৩

'অব্যক্ত' ইহার অর্থ এখানে সাংখ্যসম্মত 'প্রধান' নহে ... ১১১৩

নানাপ্রকার অধমযোনিতে জন্ম হয় কেন ১১১৩

নরকভোগের পরও পাপকর্ম্ম কিছুটা থাকিয়া যায় ১১১৪

কোন্ কোন্ পাপকর্ম্মের ভুক্তাবশিষ্ট অংশে কি কি জন্ম হয় ... ১১১৪-১৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
ব্রাহ্মণদিবর্ণ আপৎকাল ভিন্ন নিজ নিজ বৃত্তিত্যাগ করিলে কি গতি প্রাপ্ত হয় ...	১১১৫
বিষয়ে আসক্ত হওয়ার পরিণাম পাপানুষ্ঠান	১১১৬
পাপানুষ্ঠানের ফল অতি ভয়ঙ্কর সব নরক ভোগ করা ...	১১১৬
কুম্ভীপাক বর্ণন	১১১৬
পাপের অপরাপর ফল ...	১১১৭
মনে যে ভাব লইয়া সদসৎকর্ম্ম করা হয় তদনুসারে ফলভোগ হয়	১১১৭
ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা প্রভৃতি কোন্ কোন্ কর্ম্ম সাধারণভাবে মুক্তির উপকারক ...	১১১৭
আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ...	১১১৭
আত্মজ্ঞান দ্বিবিধ—কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরূপে দেহাতিরিক্ত আত্মাকে জানা এবং অদ্বৈত আত্মজ্ঞান	১১১৮
বেদাভ্যাসাদিকর্ম্ম শ্রেয়স্কর বৈদিক কর্ম্ম শ্রেয়স্করতর ...	১১১৮
"পূর্ব্বেষাং" এস্থলে 'নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী' কিরূপে সঙ্গত হয় ...	১১১৯
ঐ প্রকার আপত্তির স্বপক্ষে যুক্তি	১১১৯
শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধস্থলে কিরূপ অর্থ গ্রহণীয় ইহা তাহারই নির্দ্দেশ	১১১৯
কেবল বেদাভ্যাস অপেক্ষা যাগাদি শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ	১১২০
বৈদিক কর্ম্মকলাপের ফলশ্রুতি অর্থবাদ—'রোচনার্থা' ...	১১২০
অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া বেদান্তবিহিত জ্ঞানের অধিকার-সম্পাদনই উহার ফল ...	১১২০
পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারে ষষ্ঠীর সমর্থন ...	১১২০
বেদাভ্যাস প্রভৃতি বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানেরই অন্তর্ভুক্ত হয় কিরূপে	১১২০
কর্ম্মত্যাগ না হইলে মোক্ষ হইবে কিরূপে	১১২১
'ক্রিয়াবিধি' ইহার অর্থ দ্বিবিধ উপাসনা—তাহা কি কি ...	১১২১
প্রবৃত্তকর্ম্ম এবং নিবৃত্তকর্ম্ম কিরূপ এবং কোন্ ফলদায়ক ...	১১২১
দেবগণের সাম্যলাভ প্রবৃত্তকর্ম্মের ফল, ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হয়	১১২২
উহা নিত্যকর্ম্মেরও ফল হইতে পারে না, তাহার ফল প্রত্যবায় পরিহার	১১২২
"ভূতান্যপেতি পঞ্চবৈ" ইহার অর্থ কি	১১২৩
নিবৃত্তকর্ম্মের প্রশংসারূপে ঐরূপ বলা হইয়াছে ...	১১২৩
আত্মজ্ঞান হইতে অবিদ্যার উচ্ছেদ ও ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি ...	১১২৩
সর্ব্বত্র 'সম'দর্শী—নিজ আত্মরূপে সর্ব্বদর্শী ব্যক্তির স্বারাজ্যলাভ	১১২৪
'স্বারাজ্য' ইহার অর্থ কি ...	১১২৪
আত্মজ্ঞানের জন্য সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ কর্ত্তব্য কিনা ...	১১২৪
আত্মজ্ঞান লাভেই ব্রাহ্মণের কৃতকৃত্যতা	১১২৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃষ্ঠা

সর্ব্বত্র আত্মৈকত্বদর্শনের উপদেশ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ (আপত্তি) ... ১১২৫

বেদ অপ্রমাণ নহে কেন ... ১১২৫

বেদের বিধিনির্দ্দেশ 'আগুন দিয়া ভিজাও' এই প্রকার উক্তির সমান নহে ১১২৫

রাগদ্বেষাদি বিপরীত ভাবনা দ্বারা দূর হয় ১১২৬

ভাবনা দ্বারা বস্তুর সাক্ষাৎকার হয় ১১২৬

একত্বই তাত্ত্বিক বলিয়া তাহা ভাবনা দৃষ্ট হইলেও বাধশূন্য ... ১১২৬

বেদবহির্ভূত পৌরুষেয় ধর্ম্মোপদেশ এবং অসৎতর্ক প্রভৃতি সব নিষ্ফল তামসিক ... ১১২৬

ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অলৌকিক বিষয়ে পৌরুষেয় উপদেশ প্রমাণ নহে কেন ১১২৬

সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ হয় না কেন ... ১১২৬

বেদবহির্ভূত শাস্ত্রসকল ইদানীন্তন-কালীন মনুষ্যকল্পিত ... ১১২৭

বেদ নিত্য এবং ত্রিভুবনের পোষক ১১২৭

বেদ কিভাবে শরীর এবং ভোগ্য বস্তুসকলের উৎপত্তির কারণ ১১২৭

বেদ কিভাবে সমস্ত জীবকে ধারণ করে ১১২৮

বেদশাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি সর্ব্ব বিষয়ের যোগ্য পাত্র ১১২৮

বেদবিৎ ব্যক্তির ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় ১১২৯

বেদের গ্রন্থী, ধারী, জ্ঞানী এবং 'ব্যবসায়ী' ইহাদের মধ্যে পর পরবর্ত্তীরা শ্রেষ্ঠ কেন ... ১১২৯

তপস্যা দ্বারা পাপক্ষয় এবং বিদ্যা দ্বারা মুক্তি হয় ... ১১২

ধর্ম্মের নিশ্চিত সিদ্ধান্তজ্ঞানের জন্য প্রত্যক্ষাদিকে শুদ্ধ করা আবশ্যক ১১

অশুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানে কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটে শব্দের অনিত্যত্ব এবং বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন তাহার দৃষ্টান্ত ... ১১৩

'আর্ষ ধর্ম্মোপদেশ' ইহার অর্থ বেদোক্ত ধর্ম্মোপদেশ ... ১১৩

উহার 'অবিরোধী তর্ক' এবং বিরোধী তর্কের উদাহরণ ... ১১৩

প্রকারান্তরে শ্লোকটীর অর্থপ্রদর্শন ১১৩

প্রকারান্তরে ধর্ম্মবিষয়ে 'অসৎতর্ক' প্রদর্শন ১১৩

অনুপদিষ্ট ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় হইতে পারে কিনা ... ১১৩

সন্দিগ্ধ স্থলে শিষ্টগণ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া দিবেন ... ১১৩

'শিষ্ট' কাহাকে বলে ... ১১৩

শ্রুতিই প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদি স্বরূপ ১১৩৩

'পরিষদ্' কয়জন লইয়া হইবে ... ১১৩৩

পরিষদের কিরূপ গুণ থাকা আবশ্যক ১১৩৪

কিরূপ লোক লইয়া 'পরিষদ্' হইবে না ১১৩৪

শাস্ত্রের উপসংহার এইখানে হইতে পারে কিনা ... ১১৩৫

আত্মতত্ত্ব, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য ১১৩৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
ত্মা' অর্থ' ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা নহে কিন্তু পরমাত্মা-অভিন্ন জীবাত্মা	১১৩৬
ত্মতত্ত্ব কেবলমাত্র বেদান্তবেদ্য	১১৩৬
ত্মদর্শনে বিধি ...	১১৩৭
সম্বন্ধে সমালোচনা (পাদটীকা)	১১৩৭
মস্ত বস্তু কিভাবে আত্মাতে লয় করা সম্ভব	১১৩৭
গযজ্ঞাদির দ্রব্যদেবতাদি সমস্তই আত্মস্বরূপ	১১৩৮
জ শরীরের মধ্যে বহির্বস্তু সকলকে কিভাবে লয় করিতে হয়	১১৩৮

	পৃষ্ঠা
চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে কোন্ কোন্ অঙ্গে লয় করিতে হয় ...	১১৩৮
পরমাত্মারই অলঙ্ঘ্য শাসনে সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতির ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে	১১৩৯
পরমেশ্বরই অগ্নি, মনু, প্রজাপতি প্রভৃতি নামে অভিহিত হন ...	১১৩৯
সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে নিজ হইতে অভিন্ন দর্শনে ব্রহ্মভাব লাভ	১১৩৯
মেধাতিথি-ভাষ্যটী লুপ্ত হওয়ায় রাজা মদন ইহার জীর্ণোদ্ধার করাইয়াছেন ...	১১৪০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দশম অধ্যায়

(ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের ব্যক্তিগণ দ্বিজাতি; ইঁহারা স্ব-স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরত থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণই অধ্যাপনা করিবেন, অন্য দুই বর্ণের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে, "উপনিষৎ এবং বেদাঙ্গের সহিত সমগ্র বেদশাখা অধ্যয়ন করা দ্বিজাতিগণের ...শ্য কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে যে স্বাধ্যায় বিধিদ্বারা (বেদাধ্যয়নবিষয়ক ...ধিদ্বারা) ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে যে বেদগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার ...বেদ গ্রহণ করিবার পর যে আশ্রমেই থাকা হউক না কেন ঐ গৃহীত বেদ বিস্মরণ হওয়া ...তীব দোষাবহ—কাজেই উহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না, ইহাও বলা হইয়াছে। "বেদাধ্যয়নে ...রত নিযুক্ত থাকিবে", "প্রতিদিন শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিবে" ইত্যাদি বিধিও নির্দ্দিষ্ট ...য়াছে। 'শাস্ত্র' শব্দটীর মুখ্য বৃত্তি অনুসারেই অর্থ হইতেছে বেদ; কারণ অন্য কোন ...াণের সাহায্যে যাহা অবগত হওয়া যায় না তাদৃশ বিষয়ের বিধান বেদেই উল্লিখিত হইয়াছে; ...ইজন্য. 'যাহা শাসন করে অর্থাৎ প্রমাণান্তরাবেদ্য বিষয়ের উপদেশ করে তাহা শাস্ত্র'; সুতরাং ...স্ত্র' অর্থে বেদই অভিহিত হইয়া থাকে। বেদই একমাত্র শাস্ত্র। অপরাপরস্থলে ...থসন্দর্ভের সাদৃশ্যবশতঃ 'শাস্ত্র' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। আরও কথা, "সংযত ...হয়া বেদাভ্যাস করিবে, "বেদ পরিত্যাগ করা কিংবা বেদ নিন্দা করা" ইত্যাদি বচনসকলও ...হিয়াছে (যাহাদ্বারা বেদ বিস্মরণ এবং বেদ নিন্দা নিবারণ করা হইয়াছে)। বেদাধ্যয়নরূপ ...া ব্রহ্মযজ্ঞ বিহিত হইয়াছে তাহা ইহাতেই সম্পাদিত হইয়া যায়, তাহা পালিত হয় যদি প্রতিদিন ...বদের একটীমাত্র সূক্ত, একটীমাত্র সাম, একটীমাত্র অনুবাক, খণ্ড কিংবা কণ্ডিকা যাবজ্জীবন ...ধ্যয়ন করা হয়। কাজেই ইহাদ্বারা বেদস্মরণ করার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উঠে না। কাজেই ...খানে যে ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে বেদাধ্যয়নের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ইহার স্বতন্ত্র কোন ...বধেয় না থাকায়, ইহা বিধি নহে, কিন্তু অনুবাদই হইতেছে।

"ইহাদের মধ্যে কিন্তু ব্রাহ্মণই অধ্যাপন করিবেন, অন্য দুই বর্ণ তাহা করিবে না", ইহা ...ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বেদাধ্যাপন নিষেধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি 'অধ্যাপন করা ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য" এইরূপ যখন বিধি রহিয়াছে তখন ইহা দ্বারাই ত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে অধ্যাপনের প্রাপ্তি নিবারিত হইয়াছে (সুতরাং পুনরায় এখানে তাহা ...লিবার কারণ কি)? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইহা দোষাবহ হইবে না; কারণ সেখানে ব্রাহ্মণের ...বৃত্তি নির্দ্দেশ করিবার স্থলে উহা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বৃত্তির জন্য অধ্যাপনা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের কর্ত্তব্য নহে; এইজন্যই উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ মনে হইতে পারে। কাজেই ধর্ম্মার্থে বিদ্যাদান ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও বিহিত আছে—উহা অকর্ত্তব্য নহে, এইপ্রকার ...শঙ্কা হইতে পারে। এখানে "প্রব্রূয়াৎ" ইত্যাদি বচনে ঐ প্রকার শঙ্কা নিরাস করা হইয়াছে। ইহাতে যদি বলা হয় যে উহাদের পক্ষে অধ্যাপনা করা সাধারণভাবে যখন নিষিদ্ধ হইয়াছে তখন পুনরায় নিষেধ বলা অনাবশ্যক, তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, সেই পূর্ব্বসিদ্ধ নিষেধেরই এখানে পুনরুল্লেখ (অনুবাদ) করা হইতেছে; ইহার পর জাতিবিষয়ক যে আলোচনা করা হইবে তাহারই প্রসঙ্গ ইহাদ্বারা উত্থাপিত হইবে। আর তাহা হইলে, পূর্ব্বে "বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ক আলোচনা এবং সঙ্করজাতিগণের উৎপত্তি (বলা ...হইবে)" এইভাবে যে প্রতিজ্ঞা (বক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ) করা হইয়াছিল তদনুসারে অনুক্রমণীয় ...বিষয়টীর সম্বন্ধও পরিত্যক্ত হয় না অর্থাৎ সেই অনুসারেই আগামী বক্তব্য বিষয়টী উপস্থিত ...হইতে পারে। এস্থলে কেহ কেহ আবার এইরূপ সমাধান বলিয়া থাকেন,—'অধ্যাপন' ইহার অর্থ শব্দ উচ্চারণ (যাহা শুনিয়া শিষ্য তাহা আয়ত্ত করিবে)। আর 'প্রবচন' ইহার অর্থ শুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ নহে কিন্তু তাহার অর্থও ব্যাখ্যা করা। কাজেই 'অধ্যাপন' এবং 'প্রবচন' ইহাদের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে বলিয়া অধ্যাপন নিষিদ্ধ হইলেও অর্থ ব্যাখ্যারূপ 'প্রবচন' নিষিদ্ধ হয় না; এইজন্য এখানে তাহা নিষেধ করিবার নিমিত্ত এই পুনরুল্লেখ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আচ্ছা, এখানে ত 'বেদ' এই শব্দটীর উল্লেখ নাই; তাহা হইলে "অধীয়ীরন্" এই ক্রি কর্ম্ম হইতেছে বেদ, ইহা কিরূপে বলা যায়? সুতরাং লৌকিক গদ্যপদ্য গ্রন্থ অধ করিবার কথাও ইহা দ্বারা বলা হইতেছে (এরূপও ত হইতে পারে)? ইহার উত্তরে ব এরূপ বলিলে এই বিধিটীকে অদৃষ্টার্থক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (কারণ এই বিধি কোন দৃষ্ট ফল নির্দ্দিষ্ট না থাকায় ইহাদ্বারা লৌকিকগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে অদৃষ্ট—স্ব হইবে এই কথা বলা হইয়াছে, এইরূপ অর্থ বলিতে হয়, অন্যথা বিধিটী নিষ্ফল হইয়া পড় শুধু তাহাই নহে, ইহাতে অধিকার (ফল) কল্পনাও করিতে হয় এবং ইহার মূলীভূত এক অজ্ঞাত বেদবচনও কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু যেভাবে ব্যাখ্যা বলা হইল তাহাতে স্মৃতির মূলীভূত বেদবচনটী (স্বাধ্যায় বিধিটী) উপলভ্যমানই রহিয়াছে; কাজেই এখ অদৃষ্ট (অজ্ঞাত) একটী বেদবচনকে মূল বলিয়া কল্পনা করিবার কোন প্রসঙ্গই থাকে ন এখানে "দ্বিজাতয়ঃ" ইহাদ্বারাই বক্তব্য বিষয়টী নির্দ্দেশ করা হইয়া যায় বলিয়া "ত্রয়ো বর্ণ এই অংশটী শ্লোকের পাদপূরণের জন্য বলা হইয়াছে। "স্বকর্ম্মস্থাঃ" এই শব্দটীর সম্বন্ধে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ উহাও পাদপূরণার্থক—উহাদ্বারা অতিরিক্ত কোন বি কথা বলা হয় নাই। ১

(ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কি তাহা জানিবেন, তিনি অপর বর্ণকে তাহা শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে উপদেশ দিবেন এবং নিজেও সেইরূপ বৃত্তি হইবেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে "ইহাকে ধর্ম্মবিষয়ক কোন উপদেশ দিবে না" এই বচনে শূদ্রের প্র ধর্ম্মোপদেশ করা কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ বলা হইয়াছে। এক্ষণে এখানে তাহারই 'অপবা (বিশেষবিধি বা ব্যতিক্রম)-রূপে বলা হইতেছে যে শূদ্রকেও বৃত্তিবিষয়ক ধর্ম্মোপদেশ কর্ত্ত 'বৃত্তি' ইহার অর্থ নিজ শরীর এবং কুটুম্ব (পোষ্য)বর্গের স্থিতি বা রক্ষা; তাহার যে সক উপায় (শাস্ত্রে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা "বিদ্যাৎ"=বিদিত হইবেন। "প্রব্রূয়াৎ সর্ব্বে ইতরেভ্যঃ"=অপর সকল বর্ণকে উপদেশ দিবেন,। "ইতরেভ্যঃ" এখানে বহুবচন দ্বারা শূদ্রে উপদেশ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে (তাহা না হইলে 'অন্য দুই বর্ণকে উপদেশ দিবে') এইরূ দ্বিবচনের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইত। "স্বয়ঞ্চ তথা ভবেৎ"=বৃত্তিসম্বন্ধে যে সকল নি উপদিষ্ট হইয়াছে ব্রাহ্মণ নিজেও তাহা পালন করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ২

(ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রভু; কারণ তাঁহার মধ্যে গুণাধিক্যরূপে বিশেষত্ব রহিয়াছে, তাঁ উৎপত্তি স্থানের শ্রেষ্ঠতা রহিয়াছে, তিনি নিয়ম পালন করেন, এবং তাঁহার মধ বিশেষ সংস্কার নিয়মও রহিয়াছে।)

(মেঃ)—কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকেই যে এখানে আলোচ্যরূপে ধরা হইতেছে কিন্তু ক্ষত্রিয়াদিকে ধরা হয় নাই, ইহার কারণ কি? (উত্তর)—ইহারই অঙ্গরূপে প্ররোচনাত্মক অর্থবাদ বলিতেছে "বৈশেষ্যাৎ" ইত্যাদি। "বৈশেষ্যাৎ" ইহার অর্থ বিশিষ্টতাহেতু অর্থাৎ গুণাধিক্য আ বলিয়া। সেই গুণাধিক্যটী কি তাহাই বলিতেছেন "প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যাৎ"; প্রকৃতি ইহার অ কারণ অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান; তাহার শ্রেষ্ঠতা; যেহেতু (বিরাট্ পুরুষের) উত্তমাঙ্গ (মস্তক অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। "নিয়মস্য চ ধারণাৎ"; ব্রাহ্মণের পক্ষে যে মদ্যপা নিষেধ, এইটাই এখানে নিয়ম বলিয়া অভিপ্রেত। অথবা বংশদণ্ডধারণ প্রভৃতি যে সক স্নাতকব্রত আছে সেইগুলিই নিয়ম; সেগুলি কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই পালনীয় বলি উপদিষ্ট হইয়াছে। "সংস্কারস্য বিশেষাৎ"=সংস্কারের বিশেষ নিয়ম হেতু;—স্নাতকব্রতকলাপকে লক্ষ্য করিয়া 'বিশেষ' এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা শৈশব অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের উপনয়ন বিধান বলিয়া উহাই তাঁহাদের সংস্কারের বিশেষত্ব। পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহাদে শৈশব অতিক্রান্ত হইলে একাদশ এবং দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন। এই সমস্ত কারণে ব্রাহ্ম অপর বর্ণত্রয়ের 'প্রভু' অর্থাৎ অনুশাসনকর্ত্তা—অধ্যাপন এবং বৃত্তি উপদেশের অধিকারী। ৩

(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনটী বর্ণ হইতেছে 'দ্বিজাতি'; আর চতুর্থ বর্ণ শূ হইতেছে 'একজাতি'; ইহা ছাড়া পঞ্চম কোন বর্ণ নাই।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইল ঐগুলি কি?—বর্ণশব্দের অর্থ কি
(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি ঐ যে 'বর্ণ' বলা
ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা নহে; কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র
নুষ্যজাতি? ইহা ছাড়া বর্ব্বর, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি অন্য যে সকল মনুষ্য
র্যান্ত চারিজাতীয় মনুষ্যই চারি বর্ণ। ঐ চারিবর্ণের মধ্যে তিনটী বর্ণ দ্বিজাতি—
াছে তাহারা সংকীর্ণযোনি অর্থাৎ বর্ণসংকর। উপনয়ন কেবল ঐ তিনটী বর্ণের
ইহাদের দুইবার জন্ম হয়; কারণ দ্বিতীয়-জন্ম-উৎপাদক (উহাদের একবার মাত্রই 'জাতি'=জন্ম
পক্ষেই শাস্ত্র মধ্যে বিহিত হইয়াছে। শূদ্র 'একজাতি' বিধিবাক্যের দ্বারা উপনয়ন বিহিত হইয়াছে
হয়); যেহেতু শূদ্রের উপনয়ন নাই। কারণ, যে উল্লেখ রহিয়াছে। যথা,—
তথায় ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বর্ণেরই (কেবল তিনটী বর্ণেরই) বৎসরে এবং বৈশ্যকে দ্বাদশ
"ব্রাহ্মণকে অষ্টম বৎসরে উপনয়ন দিবে, ক্ষত্রিয়কে একাদশ হয় নাই। (প্রশ্ন)—আচ্ছা,
বৎসরে"। এস্থলে শূদ্রের জন্য কোন উপনয়ন কাল আম্নাত উল্লিখিত হয় নাই তখন যে-কোন কালেই
শূদ্রের জন্য যখন কোন বিশেষ কাল (ঋতু ও বয়স) হইবে—এমনও ত হইতে পারে?
(যে-কোন ঋতুতে ও বয়সেই) না হয় শূদ্রের উপনয়ন বিধির সহিত সম্বন্ধহীন
(উত্তর)—হাঁ, তাহা হইতে পারিত যদি এই উক্তপ্রকার বিশেষ হইলে "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত"
(নিরপেক্ষ) একটী সাধারণ উপনয়নবিধি থাকিত; আর তাহা নিমিত্তবোধক ও স্তুতিপ্রতিপাদক
ইত্যাদি বাক্যগুলি বিশেষ বর্ণ এবং বিশেষ কালরূপ গুণযোগে অর্থাৎ উপনয়নবিধায়ক
হইত। কিন্তু উপনয়নের স্বতন্ত্র কোন উৎপত্তি বাক্য নাই হইবে—(তাহার কোন
অন্য কোন বাক্য নাই। সুতরাং শূদ্রের উপনয়ন যে অনিয়তকাল প্রমাণ বলে স্বীকার করা
নির্দ্দিষ্ট কাল থাকিবে না কিন্তু যেকোন কালেই হইবে), ইহা কোন্ একজাতি" একথা বলিবার
যায়? (প্রশ্ন)—যদি তাহাই হয় তবে আর "শূদ্র চতুর্থবর্ণ উপনয়ন হইতে পারে, এই প্রকার
প্রয়োজন কি? (উত্তর)—তাহা ঠিক; তবে কিনা, শূদ্রেরও এইরূপ বলা হইতেছে। যেহেতু
আশংকা যদি হয়, এই জন্য তাহা দূর করিবার নিমিত্ত মন্ত্রে যে-কোন কালে শূদ্রের
"মন্ত্রবিহীনভাবে তাহার কর্ম্ম হইবে" এই বচন অনুসারে বিনা জিজ্ঞাসা করি, "মন্ত্রবর্জ্জং"
উপনয়ন হইবে, এই প্রকার শংকাও হইতে পারে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, উহা দ্বারা সেই প্রকরণেরই
এই বচনটী ত পাকযজ্ঞ বিধানের প্রকরণে পঠিত; সুতরাং প্রসংগ হইতে পারে কিরূপে?
কর্ম্ম সম্বন্ধে বিধান বোধিত হয়; উহা দ্বারা উপনয়নের প্রাপ্তি
(উত্তর)—এইজন্যই ত বলা হইল যে 'এইরূপ শংকা—সন্দেহ হইতে পারে'; (বস্তুতঃপক্ষে উহার
প্রাপ্তিই নাই)। এইজন্যই এই শ্লোকটীতে ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়ম বলা হইতেছে, এই প্রকার
অর্থ বলা যায়। ৪

(চারিবর্ণের মধ্যে নিজ নিজ বর্ণসম্ভূত, অক্ষতযোনি, বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে অনুলোমক্রমে
যে সন্তান জন্মে তাহাদিগকে সেই জাতীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বলা হয় কোন্গুলিকে (তাহার পরিচয়
কি)? কারণ, চারিবর্ণের প্রত্যেকের মধ্যে এমন কোন চিহ্ন নাই যাহা দ্বারা উহাদের পরস্পর
পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। যেহেতু ব্যক্তি হইতেই জাতির প্রতীতি হইয়া থাকে (একটী
গরু দেখিলে তবেই গোত্বজাতি প্রতীত হয়)। কিন্তু যে সকল 'ব্যক্তি'র মধ্যে অবয়বসন্নিবেশগত
বৈশিষ্ট্য প্রতীত হয় না (যেমন বহু গরুর মধ্যে), সেখানে তাহাদের মধ্যে যে জাতিগত
পার্থক্য আছে তাহা বলা যায় না। আবার গরু এবং অশ্বের মধ্যে যেমন আকৃতিগত
বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে (কাজেই সেখানে গোত্ব এবং অশ্বত্ব জাতিরও পার্থক্য বোধ হয়), ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে ত সেভাবে আকারগত কোন পার্থক্য নাই। কাজেই ঐ জাতি যখন
ব্রাহ্মণাদি রূপবদদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান নাই তখন ঐ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির চাক্ষুষ
প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। দ্রবীভূত (গলিয়া যাওয়া) ঘৃত এবং তৈলের জাতিগত পার্থক্য
যেমন (চক্ষুর্গাহ্য না হইলেও) তাহাদের গন্ধরসাদির পার্থক্য হইতে উহা উপলব্ধ হয় ব্রাহ্মণাদি
বর্ণের মধ্যে কিন্তু সেভাবে ক্রিয়াগত কোন বৈশিষ্ট্য নাই: (কাজেই তাহা দ্বারাও উহাদের
ভেদ নিরূপিত হয় না)। আবার, শৌচ, আচার, পিংগলকেশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা যে
উহাদের পরস্পর পার্থক্য নিশ্চয় করা যাইবে তাহাও হইতে পারে না; কারণ ঐ ধর্ম্মগুলি
সকল মনুষ্যেই থাকিতে পারে বলিয়া উহা জাতিবিশেষের লক্ষণ হইলে সব সংকরপ্রাপ্ত হয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মিশিয়া একটিমাত্র জাতিই হইয়া যায়)। আবার ব্যবহার দ্বারাও যে জাতি নির্ণয় হই তাহাও সম্ভব নহে; কারণ ব্যবহার মানুষের ইচ্ছাধীন; তাহার উপর, মানুষের মধ্যে ভ প্রতারকই সংখ্যায় অধিক। কাজেই ঐ সন্দিগ্ধ ধর্ম্মের (লক্ষণের) দ্বারা জাতির স্বর নিরূপিত হয় না। এই সমস্ত কারণে জাতির লক্ষণ কি তাহা বলা হইতেছে।

সকল বর্ণের পক্ষেই জাতির (সর্ব্ববর্ণসাধারণ) লক্ষণটী এই যে, "তুল্যাসু"=সমান জাতিতে উৎপন্ন যে সকল নারী, তাহারা "পত্নীষু"=যথাবিধি পরিণীত হইলে, তাহাদের গর্ভে যাহারা জন্মিয়া থাকে "জাত্যা জ্ঞেয়াঃ তে এব"=তাহাদিগকে সেই জাতীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ এতাদৃশ সন্তানের জাতি তাহাদিগের পিতামাতার জাতি হইতে অভিন্ন) মাতা এবং পিতার যে জাতি বিবাহিত নারীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তানের সেই একই জাতি বুঝিতে হইবে। পত্নী শব্দটী বিশেষ একপ্রকার সম্বন্ধের বোধক; এখানে ঐ পত্নী শব্দের প্রয়োগ থাকায় এখানে পিতার উল্লেখ না থাকিলেও—যে সেই নারীকে বিবাহ করিয়াছে সেই ব্যক্তিই পিতা হইবে। সুতরাং ইহা হইতে এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি তাহার স্বজাতীয় নারীকে বিবাহ করিয়াছে সেই ব্যক্তিরই ঔরসে সেই বিবাহিত নারীর গর্ভে যদি কোন সন্তান জন্মে তবেই সে তাহার মাতাপিতার সমানজাতীয় হইবে। এখানে "অক্ষতযোনি" এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায়, কোন নারীকে যদি দ্বিতীয়বার কেহ (কোন স্বজাতীয় ব্যক্তিই) বিবাহ করে তাহা হইলে সেই নারীও তাহার পত্নীই হইল (সুতরাং তাহার গর্ভের সন্তান তাহাদের স্বজাতীয়ই হইবে) যদি কেহ এই প্রকার শঙ্কা করে তবে তাহাকে উহা দ্বারা নিরস্ত করা হইল অর্থাৎ ঐ প্রকার শঙ্কা নিরাস করা হইল। (অর্থাৎ সে সন্তান তাহাদের স্বজাতীয় হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ)। আবার, যাহারা সহোঢ় এবং কানীনমাতৃক তাহাদেরও তৎসমান জাতিত্ব নিরস্ত হইল। ইহাতে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে,—যে সকল নারীকে কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সেরূপ স্থলে তাহাদের বিবাহ সংস্কারই নাই; কারণ পূর্ব্বে (৮।২২৬ শ্লোকে) বলা হইয়াছে যে "বিবাহমন্ত্র কেবল কন্যাবিবাহস্থলেই বিহিত (প্রয়োজ্য)"। ইহাতেও প্রশ্ন হইতে পারে—"সেই গর্ভটী (সন্তানটী) বিবাহকারী ব্যক্তিরই হইয়া থাকে" ইত্যাদি বচনে যখন বিবাহ শব্দটীর প্রয়োগ রহিয়াছে তখন সে স্থলেও শাস্ত্রোক্ত সংস্কার (মন্ত্রপাঠাদি) অবশ্যই হইবে, ইহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এরূপ শঙ্কা সঙ্গত নহে; কারণ তাদৃশ স্থলে সেই সন্তানটীকে সেই বিবাহকারী পুরুষই পাইয়া থাকে, ইহাই মাত্র এখানে বক্তব্য; কিন্তু ইহা ছাড়া এখানে এরূপ বিবাহে বিহিত সংস্কারের কর্ত্তব্যতা বুঝা যাইতেছে না। এইজন্য এখানে "বোঢ়ুঃ" ইহার অর্থ 'ঐ নারীকে যে পুরুষ স্বীকার (গ্রহণ) করে তাহার'। সুতরাং এস্থলে 'বহ' ধাতুটীর অর্থ 'স্বীকারকরা' (গ্রহণকরা)। কন্যার পিতা প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে স্বীকার করিয়াছে সে বোঢ়া; তাহারই সেই কন্যা এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানটীও তাহারই হইবে। পুনর্ভূ নারীর কোন শাস্ত্রোক্ত সংস্কার নাই। এইজন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "যদি সেই নারী অক্ষতযোনি হয়"। যে নারী 'গতপ্রত্যাগতা' তাহার সম্বন্ধেও "পুনঃ" শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় সে যে তাহার ভর্ত্তারই 'স্ব' তাহা বুঝা যায় এবং তাহার ভর্ত্তার পক্ষে সংস্কার করিবার কথাও বলা হইয়াছে বুঝা যায়। বস্তুতঃ ঐ প্রকার নারীর যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে সহাধিকার নাই; অথচ পুরুষের যজ্ঞের সহিত যে নারীর সম্বন্ধ থাকে তাহাকেই পত্নী বলা হয়। এইজন্য এখানে "অক্ষতযোনি" শব্দটী অতিরিক্ত (অনর্থক)। এস্থলে কোন কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকার 'পত্নী' শব্দের পরিবর্ত্তে 'নারীষু' এইরূপ পাঠ স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাহাও কোন কাজের নহে অর্থাৎ তাহাতেও 'অক্ষতযোনি' শব্দটীর কোন সার্থকতা দেখান যায় না। আবার 'পত্নী' শব্দটী না থাকিয়া কেবল 'অক্ষতযোনি' এই শব্দটী যদি থাকে তাহা হইলে যাহার বিবাহসংস্কার হয় নাই তাদৃশ অক্ষতযোনি নারীর (কন্যার) গর্ভে (সজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়া) যে সকল সন্তান জন্মিবে তাহারাও ঐ মাতাপিতার সমানজাতীয় হইয়া পড়ে; (অথচ তাহা স্বীকার করা হয় না)। এজন্য 'পত্নী' শব্দটী এখানে পঠিত হইয়াছে; যে নারীকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে সংস্কার করিয়া ভার্য্যা করা হইয়াছে তাদৃশ নারীই এখানে (জাতিলক্ষণে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ কুমারী অবস্থাতেই যে সকল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রী পুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয় তাহারা সেই পুরুষের নিকট 'অক্ষতযোনি' বটে, কিন্তু তাহারা ত্নী' নহে। অতএব এখানে 'অক্ষতযোনি' শব্দটী প্রয়োগ করিবার কারণ কি তাহা ব্যাখ্যা রিয়া বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে;—। পূর্ব্বে যে বলা ইয়াছে 'অক্ষতযোনি' হইলেও উহাদিগকে 'পত্নী' বলা যায় না, যেহেতু তাহাদের সহিত জ্ঞ সংযোগ নাই, ইহা সংগত নহে। কারণ তাহাদিগকে যদি বিবাহ করা হয় তাহা হইলেই জ্ঞসংযোগ নিষ্পন্ন হইয়া যায়; যেহেতু ঐ বিবাহ কর্ম্মটীতেও পূষা, অর্য্যমা এবং বরুণ দেবতার যাগ অবশ্যই রহিয়াছে। কারণ, যাগ এবং যজ্ঞ এই দুইটী শব্দেরই অর্থ এক। কাজেই বিবাহ করা হইলে অবশ্যই তাহাকে পত্নী বলিতে হইবে। তবে এ-কথা অবশ্য বলা যুক্তিসংগত হইবে যে, এতাদৃশ (পুনর্ভূ) নারীর যখন কন্যাত্ব নাই তখন সে বিবাহ-সংস্কারের অযোগ্য; কাজেই তাহাকে পত্নী বলা যায় না। এইরূপে 'অক্ষতযোনি' শব্দটী অনর্থক প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলে ঐ শব্দটীর প্রয়োজন কি তাহা বলা যাইতেছে—। যজ্ঞসংযোগ না থাকিলেও লৌকিক ব্যবহারে লক্ষণারূপে পত্নী শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায়; যেমন, 'রজকের পত্নী' ইত্যাদি। যেমন কোন স্ত্রীলোক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা (রক্ষিতা) হইলে তাহাকে তাহার গৃহিণী বলিয়া উল্লেখ করা হয়; সেরূপ স্থলেও ঐ শব্দটী ভার্য্যা অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, কারণ ভার্য্যার সহিত তাদৃশ স্ত্রীলোকের কিছুটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। যদিও এ-কথা সত্য যে মুখ্য অর্থ সম্ভব হইলে লক্ষণা স্বীকার করা অনুচিত তথাপি যাহারা মন্দবুদ্ধি তাহাদের আশংকা দূর করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রকার বন্ধুরূপে উপদেশ দিতেছেন। কারণ অল্পবুদ্ধি লোকেদের নিকট যে-কোন প্রকার আশংকাই সম্ভব। এখানে যে "আনুলোম্য" কথাটী রহিয়াছে পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত এটীকে গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ কেহ এখানে "ত এব তে" এইরূপ পাঠ ধরেন; তাঁহাদের মতেও অর্থ ঐ 'তজ্জাতীয়' এইরূপই হইবে।

এস্থলে এইপ্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে—স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ জাতিসম্বন্ধে এই যে স্মরণ (স্মৃতি) নির্দ্দেশ করিলেন ইহার মূলে প্রমাণ কি? ইহা দ্বারা ত কোন কার্য্য (কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা) উপদিষ্ট হইতেছে না; কাজেই ইহা ধর্ম্মাধর্ম্ম উপদেশের সমান নহে। অথচ এই 'জাতি' নিরূপণ বিষয়ে যে অন্য কোন প্রমাণ নাই, তাহা বলাই হইয়াছে। আবার এই স্মৃতিটীকে যদি স্মৃত্যন্তরমূলক বলা হয় তাহা হইলে অন্ধপরম্পরাপ্রসংগ হইবে, এ-কথা পূর্ব্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) প্রমাণশ্লোকগুলির মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ শংকা হইলে তাহার উত্তরে বলা যায় যে, সাধুত্ব স্মৃতির ন্যায় এই স্মৃতিরও মূল হইতেছে বৃদ্ধব্যবহার (অর্থাৎ কোন্ পদটী সাধু তাহা যেমন বৃদ্ধব্যবহার হইতে নিরূপিত হয় এই 'জাতি'বিষয়ক স্মৃতিও সেইরূপ)। আচ্ছা, এতাদৃশ স্মৃতিও যে সাপরাধা (দোষযুক্ত) তাহাও ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে? এইজন্যই বলা হয় যে, নিয়ামিকা স্মৃতিসকলই ফলবতী (সার্থক বা গ্রহণীয়)। কারণ প্রমাণভূত ব্যক্তিগণের যে স্মরণ তাহা যে অন্যথা (অযথার্থ) হইবে ইহা বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা শাস্ত্রাশ্রিত এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহাদের প্রামাণ্য অধিকই হইয়া থাকে। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে যে অনাদি ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে তাহা সুমূলই হইবে, ইহাই সম্ভব। এইজন্য কোন কোন আচার্য্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি তাঁহাদেরই নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যাঁহাদের মধ্যে মাতাপিতার জাতিস্মরণ রহিয়াছে এবং সন্তানটী যে তদুভয়জন্য তাহাও জ্ঞাত হইয়াছে।* স্মৃতি বিবেক-নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

---

*মীমাংসাদর্শনের ১।২।১৩ সূত্রের ভাষ্যব্যাখ্যায় ভট্টপাদ কুমারিল বলিয়াছেন—গোত্বাদিজাতির প্রত্যক্ষে যেমন কতকগুলি ইতিকর্ত্তব্যতা বা সহকারী থাকে সেইরূপ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষেও উৎপাদনকর্ত্তার জাতিস্মরণ হইতেছে ইতিকর্ত্তব্যতা বা সহকারী। আর কোন্ ব্যক্তি যে সন্তানটীর উৎপাদক তাহা একমাত্র জননীরই প্রত্যক্ষ। তাঁহার কথা অনুসারে অন্যেরও সে সম্বন্ধে জ্ঞান হয় বটে কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং ইহা হইতে অন্যেরও মাতার জাতিজ্ঞান এবং উৎপাদকের জাতিস্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদের সন্তানের জাতি প্রত্যক্ষগম্য হইয়া থাকে। এইজন্য উৎপাদনকারীর সম্বন্ধে সংশয় হইলে সন্তানের জাতিসম্বন্ধেও সংশয় হয়। এই 'জাতি' হইতেছে জন্মনিমিত্তক, ইহা কর্ম্মনিমিত্তক নহে। যেহেতু ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিকে কর্ম্মনিমিত্তক বলিলে দৃষ্টবিরোধ, শাস্ত্রবিরোধ, অন্যোন্যাশ্রয়, অব্যবস্থা, যুগপৎ বৃত্তিদ্বয় বিরোধ প্রভৃতি বহু দোষ উপস্থিত হয়। অধিক কথা তন্ত্রবার্ত্তিকে অথবা সংস্কৃত মীমাংসা-দর্শনের বঙ্গানুবাদে ঐ স্থলে দ্রষ্টব্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, (এখানে 'পত্নী' শব্দটী লইয়া যেরূপ আলোচনা করা হইল), অ… স্মৃতিমধ্যে ত এরূপ বিশেষত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিমধ্যে ব… হইয়াছে, "সমান বর্ণের স্ত্রী ও পুরুষ হইতে উৎপাদিত হইলে যে সন্তান জন্মে তাহা… ঐজাতীয় হইয়া থাকে। অনিন্দ্য (উত্তম) বিবাহগুলিতে আবদ্ধ নরনারীর পুত্রসকল সন্তান… বৃদ্ধিকর হয়"। এস্থলে শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধে জাতির লক্ষণ বলা হইয়াছে; আর শ্লোকটী… শেষার্দ্ধে এই কথা বলা হইয়াছে যে, অনিন্দ্য অর্থাৎ 'ব্রাহ্ম' প্রভৃতি উত্তম বিবাহে যে-সক… পুত্র জন্মে তাহারা সন্তানবৃদ্ধিকর হইয়া থাকে। এস্থলে শ্লোকটীতে জাতিলক্ষণে 'সবর্ণ… পুরুষ এবং 'সবর্ণ' নারী, এইরূপই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু পত্নী শব্দের ত উল্লেখ নাই (তবে এখানে 'পত্নী' শব্দটীর উপর এতাদৃশ প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে কেন)?

(উত্তর)—'পত্নী' শব্দের উল্লেখ নাই কি রকম? কারণ, উক্ত বচনটীর পরেই ত এইরূ… বলা হইতেছে যে "বিবাহিত স্ত্রীর সম্বন্ধে এইরূপ বিধান ঋষিগণ স্মরণ করিয়া আসিতেছেন"। অথবা ওখানে 'পত্নী' শব্দটীর প্রয়োগ নাই বা রহিল; তথাপি যে স্মৃতির মধ্যে কোন বিষে… বিষয়ের বিশেষত্ব উল্লিখিত হয় নাই আর যে স্মৃতির মধ্যে সেই বিশেষত্বটী বোধিত হইতে… এই দুইটীর মধ্যে ঐ বিশেষত্ববোধক স্মৃতিটীই প্রবল; 'না দেখা' এবং 'দেখা' এ-দুটী… মধ্যে দেখাটাই অধিক বলশালী (কারণ, বিশেষ বিষয়েই পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থা… অবিশেষ বা 'সামান্য' বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। 'যাগ কর' এই প্রকারে 'সামান্য'-রূ… যাগের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিলে বহু যাগের মধ্যে কোন্ যাগটী করিব এইপ্রকার নিশ… হয় না বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্তি অর্থাৎ অনুষ্ঠান সম্পাদনের প্রযত্ন হইতে পারে না, কিন্… 'দর্শপূর্ণমাস যাগ কর' এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ থাকিলে তাহা অনুষ্ঠান করা সম্ভব বলিয়… তাহাতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ, 'না দেখা' দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পাদিত হয় না, কিন্তু 'দেখা' দ্বারাই তাহা সম্ভব। এইজন্যই উহা বলবৎ)। যেহেতু এস্থলে এইরূপ… হওয়াই সম্ভব যে, একজন স্মৃতিকার এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিষয়ক মূল শ্রুতিবচনটী দেখেন… নাই (কাজেই তিনি স্মৃতিরূপে তাহা নিবন্ধ করেন নাই); কিন্তু অপর একজন স্মৃতিকার সেটী দেখিয়াছেন। এই কারণে যে-সমস্ত ব্যক্তি প্রমাণভূত তাঁহাদের যাহা স্মরণ তাহার মূল… থাকা সম্ভব; এইজন্য তাহাও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয়।

(শঙ্কা)—জাতির এই যে লক্ষণ বলা হইল ইহা অব্যাপ্তিদোষগ্রস্ত, কাজেই ইহা লক্ষ… হইতে পারে না। কারণ, এই লক্ষণ অনুসারে, যে-সকল সন্তান সহোঢ়, কানীন, পৌনর্ভব প্রভৃতি তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহাতে যদি বলা হয় যে, কুণ্ড, গোলক এবং ক্ষেত্রজ-সন্তানগণের ঐ ব্রাহ্মণজাতিত্ব অনভিপ্রেতই হইতেছে অর্থাৎ উহারা ব্রাহ্মণ পিতা এবং ব্রাহ্মণজাতীয়া মাতার সন্তান হইলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ হইবে না; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, উহাদের তবে জাতিটী কি হইবে? কারণ, কুণ্ড, গোলক সন্তানের যদি ব্রাহ্মণত্বই না থাকে তাহা হইলে তাহাদের শ্রাদ্ধকর্ম্মে (শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে) যখন প্রাপ্তিই নাই তখন তাহাদের সম্বন্ধে নিষেধবিধান করা সংগত হয় কিরূপে? তাহা ত অনর্থকই হইয়া থাকে! শুধু তাহাই নহে, ইহাতে অন্য স্মৃতির সহিত বিরোধও হইয়া পড়ে। কারণ, অন্য… স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে,—"সজাতীয় তনয়গণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি এই প্রকার বিধি বলিলাম" ইত্যাদি। আরও কথা এই যে, যাহা লক্ষণ তাহাই লক্ষ্য (অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে লক্ষণ বলা হইতেছে) হইতে পারে না। কারণ, লক্ষ্য পদার্থটী হয় অনির্জ্ঞাত… (তাহার সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নাই); কিন্তু লক্ষণটী হইয়া থাকে 'নির্জ্ঞাত' (তাহার সম্বন্ধে সংশয়াদিশূন্য জ্ঞান আছে)। যেমন—'দেবদত্ত ব্যক্তিটী কে', এইরূপ সংশয় হইলে 'যে লোকটী অংগদ ও কুণ্ডল এই দুইটী আভরণ পরিয়া রহিয়াছে, যাহার বক্ষঃস্থলটী বিপুল এবং যাহার বাহুদ্বয় গোল'—সেই লোকটী 'দেবদত্ত', ইহা বলিলে লক্ষণটী নির্জ্ঞাতস্বরূপ… হইয়া থাকে (বলিয়া ইহাই যথার্থ লক্ষণ)। কিন্তু 'কাক কাহাকে বলে'? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয় 'কাক হইতে যে জন্মিয়াছে তাহাকে কাক বলে';—ইহা যেরূপ উত্তর হইয়া থাকে, সেইরূপ, 'ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে'?—ইহার উত্তরে যদি বলা হয় 'যে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মিয়াছে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলে'—এই উত্তরটীও তদ্রূপই হয়। কারণ উহার জনকের…

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রাহ্মণত্বও ত এইভাবে অপ্রসিদ্ধ (অনিরূপিত) হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ সহোঢ়, কানীন প্রভৃতি সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা না হইলে লৌকিক নিয়মের সহিত বিরোধও ঘটিয়া থাকে। কারণ, সজাতীয় পুরুষ হইতে সজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে সে যে তৎসজাতীয় হইয়া থাকে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ; যেমন, পুং-গরুর সংসর্গে স্ত্রী-গরুতে যে সন্তান জন্মে তাহা জাতিতে গরুই হয়; এইরূপ, অশ্ব হইতে বড়বার (মাদী ঘোড়ার) গর্ভে যাহা জন্মে তাহা জাতিতে অশ্বই হয়। এইপ্রকার শংকা উত্থাপিত হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য,—'তাহাদের জাতিটা কি হইবে' এইরূপ যে প্রশ্ন করা হইয়াছে ইহার উত্তরে বলিব—তাহাদের আর অন্য জাতি কি হইবে না হইবে তাহা জানিবার প্রয়োজন কি? তাহারা যে মনুষ্য (মনুষ্যজাতীয়), ইহা ত ঠিক। সুতরাং যে-সমস্ত ধর্ম্ম (কর্ত্তব্য) কোন জাতিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই কিন্তু যেগুলি মনুষ্য সাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত সেই সকল কর্ম্মে তাহাদের অধিকার থাকিবে। আর যেহেতু তাহারা পুত্র সেইজন্য শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মেও তাহাদের অধিকার হইবে। আর দান কার্য্যটীতে ত মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার রহিয়াছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যের মধ্যেও যদি তাহার বিশেষত্বটী কি তাহা বলিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে তাহাকে লইয়া কোন ব্যবহারই ত নিষ্পন্ন হয় না; কারণ 'মনুষ্যজাতি' সর্ব্বমানব সাধারণ, (সুতরাং), 'এ-ব্যক্তি মনুষ্যজাতি' এরূপ বলিলে ত কোন ব্যবহার চলিতে পারে না? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এপ্রকার শংকা সমীচীন নহে। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক একটী বিশেষ বিশেষ নাম থাকে, যেমন 'এ যজ্ঞদত্ত, এ দেবদত্ত' ইত্যাদি। (সুতরাং তাহা দ্বারাই লোক-ব্যবহার নিষ্পন্ন হইবে)। ইহাতে যদি বলা হয়, কোন সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়াই ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, 'কানীন, সহোঢ়' ইত্যাদি প্রকারে তাহাদের উল্লেখ করিলেই চলিবে। ইহাতে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ঐপ্রকার উল্লেখ (কানীন, সহোঢ় ইত্যাদি শব্দে নির্দ্দেশ) চারিবর্ণের মধ্যেই ত হইতে পারে; কাজেই ইহাও ত সাধারণভাবেই নির্দ্দেশ হইল, কোন বিশেষ নির্দ্দেশ হইল না ত? ইহার উত্তরে বক্তব্য, (যদি বিশেষই উল্লেখ করিতে হয় তাহা হইলে) 'এ-ব্যক্তি দেবদত্তের কানীন' ইত্যাদি প্রকারে তাহার জন্মদাতার নামসহযোগে উল্লেখ করিলেই চলিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এরূপ স্থলে (বিশেষ জাতি নির্দ্দিষ্ট না থাকায়) সেইসব অবিবাহজাত সন্তানগণকে কি বলিয়া ডাকা হইবে, এই প্রকার যাহা প্রশ্ন করা হইয়াছে তাহা অসংগত।

এরূপ হইলে ত সমস্ত ধর্ম্মই কেবল চারিবর্ণের লোকেদের জন্যই উপদিষ্ট হইয়া থাকে—কিন্তু অনুলোম বা প্রতিলোমজাত বর্ণসংকরগণের ত কোন ধর্ম্ম থাকে না? "অন্তরপ্রভবানাং চ" এস্থলে যে বহুবচন রহিয়াছে উহা ব্রাহ্মণাদি চারিটী জাতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক জাতিরই 'অন্তরপ্রভব' হইতে পারে, এইজন্য বহুবচন রহিয়াছে। ঐ যে বর্ণসংকর ইহাদের মধ্যে যে এক জাতি তাহা নহে। কারণ জাতির যে লক্ষণ বলা হইল তাহা ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির পক্ষেই প্রয়োজ্য। যেহেতু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে তাহার ঔরসে যে সন্তান জন্মে সে জাতিতে ব্রাহ্মণই হয়; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির পক্ষেও ঠিক ঐরকম সমজাতীয় মাতা-পিতার সন্তান জন্মিতে পারে। (কাজেই তাহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র হইয়া থাকে)। যদি সমস্ত বিশেষেরই অভাব ঘটে তাহা হইলে 'সামান্য' বিদ্যমান থাকা সম্ভব নহে। শিংশপা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যত রকম গাছ আছে কোনটাই যদি না থাকে তাহা হইলে বৃক্ষত্বরূপ সামান্যও (জাতিও) থাকা সম্ভব নহে। 'অন্তরপ্রভব' বলিতে অনুলোম এবং প্রতিলোম বর্ণসংকরকে বুঝায়। ইহাদের মধ্যে যাহারা অনুলোমজ তাহাদের জাতি তাহাদের মাতার জাতির সমান। আর যাহারা প্রতিলোমজ তাহাদের পক্ষে 'অহিংসা, শৌচ, অস্তেয়' প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম ছাড়া কোন বিশেষ ধর্ম্মে অধিকার নাই। তবে উহাদের প্রত্যেকটীর সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা (নাম) নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সহোঢ়, কানীন প্রভৃতির কোন নামই উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং যে-সকল ধর্ম্মে (শাস্ত্রীয় কর্ম্মে) ইহাদের অধিকার সেগুলি কোন্‌গুলি? যে শাস্ত্রবচনে ইহাদের অধিকার বিধান করা হইয়াছে তাহাই বা কোথায়? কারণ "চারিবর্ণের এবং সঙ্করজাতির ধর্ম্ম" এই বলিয়াই আরম্ভ করা হইয়াছে কিন্তু কোন জাতিবিশেষাশ্রিত কিংবা স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুষ্ঠেয় কোন ধর্ম্মের বিধান ত উক্ত হয় নাই?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে;—। অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মে চারিবর্ণেরই অধিকার, এইপ্রকার যে বিধান বলা হইয়াছে উহা দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার উপলক্ষিত হইয়াছে। কারণ এইভাবে প্রতিলোমজাতির অধিকার স্বীকার করা হইলেও ঐ অহিংসা প্রভৃতি বিধায়ক বাক্যের অধিকারবোধক পদের মুখ্যার্থই থাকে। এবং তাহা মধ্যপতিত অন্যান্য সংকরজাতিরও অধিকার লক্ষণাদ্বারা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ ; কিন্তু উহাদের বাদ দিয়া (কেবল চাতুর্ব্বর্ণ্যকে লইয়া) মধ্যপথে দাঁড়াইয়া থাকিবে, ইহা বলা সংগত নহে। এসম্বন্ধে বিশেষ কথা সেইখানেই বলিব। তবে এখানে বচনমধ্যে এইরূপ রহিয়াছে "সকল 'অপধ্বংসজ' অর্থাৎ সংস্কারবিহীন ব্যক্তিরাই শূদ্রের সমানধর্ম্ম হইবে"। 'অপধ্বংস' ইহার অর্থ সংস্কারবিহীন মনুষ্য। তাহারা আট প্রকার। ইহা, "বর্ণগণের মধ্যে ব্যভিচার হইতে বর্ণসংকরের উৎপত্তি" (১০।২৪) ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে। এখানে 'ব্যভিচার' ইহার অর্থ সজাতীয় পরস্ত্রীগমন। ইহার অন্যপ্রকার অর্থও সেই স্থলে যথাস্থানে বলিব। সুতরাং ঐ যে কানীন, সহোঢ়, কুণ্ড এবং গোলক উহাদের স্বতন্ত্র কোন বর্ণ না থাকিলেও শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকার বচনমূলক (শাস্ত্রবচনে যে যে কর্ম্মে উহাদের অধিকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে কেবল সেই সেই কর্ম্মই তাহাদের অনুষ্ঠেয়)। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কিন্তু তাদৃশ সন্তান তাহার মাতার সমজাতিই হইবে; কারণ ঐরূপ লিঙ্গদর্শন (জ্ঞাপক—অর্থান্তরসূচক বচন) রহিয়াছে। দ্ব্যামুষ্যায়ণ (উভয়-গোত্রীয়) পুত্র এবং তাহার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মও উল্লিখিত আছে। অপরাপর শ্রৌতকর্ম্মেও তাহার পক্ষে অন্যান্য নিয়ম উপদিষ্ট হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণ হইতে ইহা নিরূপিত হয় যে, ইহারা ব্রাহ্মণাদিজাতীয়ই হইবে এবং নিজ পিতৃব্যের সহিত পিতামহের বিষয়ের সমান সমান ভাগ পাইবে। কারণ বচন রহিয়াছে "অতএব ধর্ম্ম অনুসারে (যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মে) তাহার ভাগ দিবে"। কিন্তু পূর্ব্বের ঐ বিধি স্বীকার করিলে ইহা সম্ভব হয় না। কারণ তদনুসারে সে শূদ্রসমানধর্ম্মা হইয়া থাকে। আর যজ্ঞের জন্যই ধন, ইহা যখন বলা হইয়াছে তখন (যজ্ঞাধিকার যদি না থাকে তবে) উহার ঐ পরিমাণ ভাগ হয় কিরূপে?

বস্তুতঃ 'কুণ্ড' এবং 'গোলক' ইহারা ক্ষেত্রজসন্তান বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। এ-সম্বন্ধে শিষ্টজনব্যবহারও এইরূপ। পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর ইঁহারা ক্ষেত্রজসন্তান বলিয়াই মাতৃজাতীয় (পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র ক্ষত্রিয় এবং বিদুর শূদ্র) ছিলেন। এইজন্য শ্রাদ্ধে তাহাদের নিষেধ করা সংগত। বস্তুতঃ পতিত ব্যক্তির পক্ষেও শ্রাদ্ধাধিকার সেখানে নিষিদ্ধ হইয়াছে; অথচ পতিত ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্মেরই অনধিকারী বলিয়া শ্রাদ্ধকর্ম্মেও তাহার অধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনাই ছিল না (তথাপি তাহারও অধিকার নিষেধ করা হইয়াছে। কাজেই শ্রাদ্ধে নিষেধ আছে বলিয়াই যে ব্রাহ্মণত্ব সম্ভাবিত, ইহা বলা সংগত নহে)। আর সজাতীয় সম্বন্ধেও যে অন্য স্মৃতির বচন বলা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত বিষয়েরই অনুবাদ-স্বরূপ, এইরূপ অর্থ ধরিয়া সম্ভবমত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অথবা কৃত্রিম পুত্রসম্বন্ধে ঐরূপ বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

আর যে বলা হইয়াছে, যাহা নিঃসংশয়ে জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই লক্ষণ হইয়া থাকে, ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণপদার্থটী কি লোকপ্রসিদ্ধ নহে? (সুতরাং উহা যদি লোকপ্রসিদ্ধ হয় তাহা হইলে উহা যখন নিঃসন্দেহে জ্ঞাত তখন উহা দ্বারা লক্ষণ করিলে তাহাতে অসংগত কি হইল)? উহা লোকপ্রসিদ্ধ সুতরাং নিঃসন্দেহে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যেখানে ব্রাহ্মণ শব্দের উল্লেখ থাকে সেখানে অপধ্বংসশঙ্কা নিবৃত্তির জন্যই তাহা বলা হয় বুঝিতে হইবে। মাতাপিতার জাতিরও ইহাই লক্ষণ। আর, ইহাতে যে অনবস্থা দোষ ঘটিবে তাহা বলা যায় না; কারণ, সংসার অনাদি। সহোঢ়, কানীন প্রভৃতি সন্তানকে ব্রাহ্মণ না বলিলে লোকপ্রসিদ্ধ নিয়মের সহিত বিরোধ ঘটে, এইরূপ যে আপত্তি করা হইয়াছিল তাহাও সংগত নহে; কারণ কাকাদির ন্যায় ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিও যদি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগম্য হইত তাহা হইলে ঐ প্রকার বলা চলিত। কিন্তু, ইহার স্বরূপ স্মৃতি অনুসারেই নিরূপণ করিতে হয়। কাজেই স্মৃতিমধ্যে যেরূপ নির্দ্দেশ আছে সেইরূপেই তাহা গ্রহণীয় হওয়া উচিত। যেমন 'বশিষ্ঠ' প্রভৃতি ব্রাহ্মণত্ববিশেষবোধক শব্দ সকলের দ্বারা যে বিশেষ এক-একটী ব্রাহ্মণ শ্রেণী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বোধিত হয় সেখানে কোন অন্বয়ধর্ম্ম (অনুগত বিশেষ চিহ্ন) নাই, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি-পরম্পরাক্রমে ঐ সংজ্ঞায় বিদিত প্রসিদ্ধ যে পদার্থ তাহা বুঝাইবার জন্যই ঐসকল শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এবং সেই অনুসারেই, 'ইঁহারা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ,' 'বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ শুনিতেছেন', ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে। আলোচ্য স্থলটীতেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন, ভৃগু, বৎস, ভরদ্বাজ—ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যদিও একই ব্রাহ্মণত্বজাতি সমভাবে বিদ্যমান, তথাপি 'ভৃগুগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ' ইত্যাদিরূপ যে বিশেষত্ব প্রচলিত রহিয়াছে তাহা কেবলমাত্র স্মৃতি অনুসারেই নিরূপিত হয়। সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বজাতি সমভাবে বিদ্যমান থাকিলেও 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ, ইঁহারা ক্ষত্রিয়', ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারও কেবলমাত্র স্মৃতি অনুসারেই নিরূপিত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ এস্থলে 'লিংগদর্শন'রূপে জাবাল বিষয়ক শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপনিষদের আখ্যায়িকা) উল্লেখ করেন। সেটী এইরূপ;—। "জবালা নামক একটী নারীর এক পুত্র ছিল, তাহার নাম 'সত্যকাম'। তিনি নিজ জননীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—মা! আমাদের গোত্র কি? তখন সেই জবালা এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন—যৌবনকালে আমি 'বহু' পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকায় বড় কর্ম্মব্যস্ত ছিলাম। সেই অবস্থায় আমি তোমায় পাইয়াছি; কাজেই তোমাদের গোত্রটী যে কি তাহা আমার জানা হয় নাই"। সেই সত্যকাম তখন মাতার এইরূপ উক্তি শুনিয়া গৌতম হারিদ্রুম নামক ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার নিকটে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করিতে (বেদাধ্যয়ন করিতে), ইচ্ছা করি"। ইহা শুনিয়া গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার গোত্রটী কি"? তাহাতে সত্যকাম উত্তর দিলেন, আমি জননীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু মা উত্তর দিলেন "আমি যৌবনে তোমাকে পাইয়াছি" ইত্যাদি। ইহা শুনিয়া গৌতম বলিলেন, "যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নয় সে এরূপ সরল কথা বলিতে পারে না। অতএব হে সৌম্য! তুমি সমিধ্-আহরণ কর আমি তোমায় উপনয়ন সংস্কৃত করিয়া দিব"। (পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন)—এই শ্রুতিটীর অর্থ এইরূপ,—যৌবনকালে আমি বহু পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়াছিলাম; কাজেই কোন্ পুরুষটী যে তোমার উৎপাদক তাহা আমি জানি না। গৌতম কিন্তু তাঁহার এই প্রকার সরল সত্য কথা শুনিয়া নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, এ বালকটী ব্রাহ্মণের ঔরসেই জন্মিয়াছে। এবং সেইজন্য তখন তিনি তাহার উপনয়ন দিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা এইরূপ মনে করিতে পারি যে, সমানজাতীয়া অবিবাহিতা স্বৈরিণী নারীর গর্ভে তাহার সমানজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক যে সন্তান উৎপাদিত হয় তাহাদেরও জাতি উহাদের সমানই হইয়া থাকে। (ইহার উত্তরে বলা যায়—) এই প্রকার উক্তিটী কিছুই নহে—ইহা অতি অসার। কারণ এখানে শ্রুতিবাক্যের অর্থটী হইতেছে এইরূপ,—'যেহেতু আমি যৌবনকালে তোমায় লাভ করিয়াছি, আর যৌবনকালে স্মৃতি দৃঢ় হয় না, কারণ যৌবনে চিত্ত প্রধানতঃ উৎকলিকাপরবশ থাকে। আরও কথা, "পরিচারিণী"—আমি ক্ষুধার তাড়নায় পরিচারিকার কার্য্য করিতাম—সেইজন্য আমায় 'বহু' ঘোরাফেরা করিতে হইত, এক জায়গায় স্থায়িভাবে থাকিতাম না। এইজন্যও আমার স্মরণ নাই যে আমার পতির গোত্র কি। (সুতরাং দেখা যাইতেছে 'জবালা' স্বৈরিণী ছিলেন না। কাজেই তাঁহার পুত্রের জাতি লইয়া যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা সংগত নহে)। অতএব ইহা স্থির হইল যে, সমানজাতীয় বিবাহিত নারীর গর্ভে যেসকল সন্তান জন্মে তাহারা তজ্জাতীয় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ সত্যকাম নামক বালকটীর ঐরূপ কথা শুনিয়াই যে সে ব্রাহ্মণ এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান গৌতমের জন্মিয়াছিল তাহা নহে কিন্তু তিনি আগে থেকেই জানিতেন যে সে ব্রাহ্মণ। তবে তাহার গোত্রটী তাঁহার জানা ছিল না। আর এখানে যে গোত্রসম্বন্ধে প্রশ্ন উহা দ্বারা বেদশাখারই প্রশ্ন করা হইয়াছে—তাঁহারা বেদের কোন্ শাখা অধ্যয়ন করেন। ইহার কারণ এই যে, বেদের শাখাভেদ অনুসারে উপনয়নের পার্থক্য থাকে। (কাজেই যিনি উপনয়ন দিবেন তাঁহার সেটী জানা আবশ্যক)। বস্তুতঃপক্ষে গোত্রভেদে যে উপনয়নভেদ হয় তাহা নহে। (কাজেই এখানে উপনয়নের জন্য গোত্র প্রশ্নপূর্ব্বক বেদশাখারই প্রশ্ন করা হইয়াছিল)। কেহ কেহ বলেন, এখানে বাস্তবিকপক্ষে জাতিসম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হইয়াছিল; কিন্তু সাক্ষাৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে;—। অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মে চারিবর্ণেরই অধিকার, এইপ্রকার যে বিধান বলা হইয়াছে উহা দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার উপলক্ষিত হইয়াছে। কারণ এইভাবে প্রতিলোমজাতির অধিকার স্বীকার করা হইলেও ঐ অহিংসা প্রভৃতি বিধায়ক বাক্যের অধিকারবোধক পদের মুখ্যার্থই থাকে। এবং তাহা মধ্যপতিত অন্যান্য সংকরজাতিরও অধিকার লক্ষণাদ্বারা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ; কিন্তু উহাদের বাদ দিয়া (কেবল চাতুর্ব্বর্ণ্যকে লইয়া) মধ্যপথে দাঁড়াইয়া থাকিবে, ইহা বলা সংগত নহে। এসম্বন্ধে বিশেষ কথা সেইখানেই বলিব। তবে এখানে বচনমধ্যে এইরূপ রহিয়াছে "সকল 'অপধ্বংসজ' অর্থাৎ সংস্কারবিহীন ব্যক্তিরাই শূদ্রের সমানধর্ম্মা হইবে"। 'অপধ্বংস' ইহার অর্থ সংস্কারবিহীন মনুষ্য। তাহারা আট প্রকার। ইহা, "বর্ণগণের মধ্যে ব্যভিচার হইতে বর্ণসংকরের উৎপত্তি" (১০।২৪) ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে। এখানে 'ব্যভিচার' ইহার অর্থ সজাতীয় পরস্ত্রীগমন। ইহার অন্যপ্রকার অর্থও সেই স্থলে যথাস্থানে বলিব। সুতরাং ঐ যে কানীন, সহোঢ়, কুণ্ড এবং গোলক উহাদের স্বতন্ত্র কোন বর্ণ না থাকিলেও শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকার বচনমূলক (শাস্ত্রবচনে যে যে কর্ম্মে উহাদের অধিকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে কেবল সেই সেই কর্ম্মই তাহাদের অনুষ্ঠেয়)। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কিন্তু তাদৃশ সন্তান তাহার মাতার সমজাতিই হইবে, কারণ ঐরূপ লিংগদর্শন (জ্ঞাপক—অর্থান্তরসূচক বচন) রহিয়াছে। দ্ব্যামুষ্যায়ণ (উভয়-গোত্রীয়) পুত্র এবং তাহার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মও উল্লিখিত আছে। অপরাপর শ্রৌতকর্ম্মেও তাহার পক্ষে অন্যান্য নিয়ম উপদিষ্ট হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণ হইতে ইহা নিরূপিত হয় যে, ইহারা ব্রাহ্মণাদিজাতীয়ই হইবে এবং নিজ পিতৃব্যের সহিত পিতামহের বিষয়ের সমান সমান ভাগ পাইবে। কারণ বচন রহিয়াছে "অতএব ধর্ম্ম অনুসারে (যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মে) তাহার ভাগ দিবে"। কিন্তু পূর্ব্বের ঐ বিধি স্বীকার করিলে ইহা সম্ভব হয় না। কারণ তদনুসারে সে শূদ্রসমানধর্ম্মা হইয়া থাকে। আর যজ্ঞের জন্যই ধন, ইহা যখন বলা হইয়াছে তখন (যজ্ঞাধিকার যদি না থাকে তবে) উহার ঐ পরিমাণ ভাগ হয় কিরূপে?

বস্তুতঃ 'কুণ্ড' এবং 'গোলক' ইহারা ক্ষেত্রজসন্তান বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। এ-সম্বন্ধে শিষ্টজনব্যবহারও এইরূপ। পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর ইঁহারা ক্ষেত্রজসন্তান বলিয়াই মাতৃজাতীয় (পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র ক্ষত্রিয় এবং বিদুর শূদ্র) ছিলেন। এইজন্য শ্রাদ্ধে তাহাদের নিষেধ করা সংগত। বস্তুতঃ পতিত ব্যক্তির পক্ষেও শ্রাদ্ধাধিকার সেখানে নিষিদ্ধ হইয়াছে; অথচ পতিত ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্মেরই অনধিকারী বলিয়া শ্রাদ্ধকর্ম্মেও তাহার অধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনাই ছিল না (তথাপি তাহারও অধিকার নিষেধ করা হইয়াছে। কাজেই শ্রাদ্ধে নিষেধ আছে বলিয়াই যে ব্রাহ্মণত্ব সম্ভাবিত, ইহা বলা সংগত নহে)। আর সজাতীয় সম্বন্ধেও যে অন্য স্মৃতির বচন বলা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত বিষয়েরই অনুবাদ-স্বরূপ, এইরূপ অর্থ ধরিয়া সম্ভবমত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অথবা কৃত্রিম পুত্রসম্বন্ধে ঐরূপ বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

আর যে বলা হইয়াছে, যাহা নিঃসংশয়ে জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই লক্ষণ হইয়া থাকে, ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণপদার্থটী কি লোকপ্রসিদ্ধ নহে? (সুতরাং উহা যদি লোকপ্রসিদ্ধ হয় তাহা হইলে উহা যখন নিঃসন্দেহে জ্ঞাত তখন উহা দ্বারা লক্ষণ করিলে তাহাতে অসংগত কি হইল)? উহা লোকপ্রসিদ্ধ সুতরাং নিঃসন্দেহে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যেখানে ব্রাহ্মণ শব্দের উল্লেখ থাকে সেখানে অপধ্বংসশংকা নিবৃত্তির জন্যই তাহা বলা হয় বুঝিতে হইবে। মাতাপিতার জাতিরও ইহাই লক্ষণ। আর, ইহাতে যে অনবস্থা দোষ ঘটিবে তাহা বলা যায় না; কারণ, সংসার অনাদি। সহোঢ়, কানীন প্রভৃতি সন্তানকে ব্রাহ্মণ না বলিলে লোকপ্রসিদ্ধ নিয়মের সহিত বিরোধ ঘটে, এইরূপ যে আপত্তি করা হইয়াছিল তাহাও সংগত নহে; কারণ কাকাদির ন্যায় ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিও যদি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগম্য হইত তাহা হইলে ঐ প্রকার বলা চলিত। কিন্তু, ইহার স্বরূপ স্মৃতি অনুসারেই নিরূপণ করিতে হয়। কাজেই স্মৃতিমধ্যে যেরূপ নির্দ্দেশ আছে সেইরূপেই তাহা গ্রহণীয় হওয়া উচিত। যেমন 'বশিষ্ঠ' প্রভৃতি ব্রাহ্মণত্ববিশেষবোধক শব্দ সকলের দ্বারা যে বিশেষ এক-একটী ব্রাহ্মণ শ্রেণী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বোধিত হয় সেখানে কোন অন্বয়ধর্ম্ম (অনুগত বিশেষ চিহ্ন) নাই, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি-পরম্পরাক্রমে ঐ সংজ্ঞায় বিদিত প্রসিদ্ধ যে পদার্থ তাহা বুঝাইবার জন্যই ঐসকল শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এবং সেই অনুসারেই, 'ইঁহারা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ,' 'বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ শুনিতেছেন', ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে। আলোচ্য স্থলটীতেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন, ভৃগু, বৎস, ভরদ্বাজ—ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যদিও একই ব্রাহ্মণত্বজাতি সমভাবে বিদ্যমান, তথাপি 'ভৃগুগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ' ইত্যাদিরূপ যে বিশেষত্ব প্রচলিত রহিয়াছে তাহা কেবলমাত্র স্মৃতি অনুসারেই নিরূপিত হয়। সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বজাতি সমভাবে বিদ্যমান থাকিলেও 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ, ইঁহারা ক্ষত্রিয়', ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারও কেবলমাত্র স্মৃতি অনুসারেই নিরূপিত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ এস্থলে 'লিঙ্গদর্শন'রূপে জাবাল বিষয়ক শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপনিষদের আখ্যায়িকা) উল্লেখ করেন। সেটী এইরূপ;—। "জবালা নামক একটী নারীর এক পুত্র ছিল, তাহার নাম 'সত্যকাম'। তিনি নিজ জননীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—মা! আমাদের গোত্র কি? তখন সেই জবালা এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন—যৌবনকালে আমি 'বহু' পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকায় বড় কর্ম্মব্যস্ত ছিলাম। সেই অবস্থায় আমি তোমায় পাইয়াছি; কাজেই তোমাদের গোত্রটী যে কি তাহা আমার জানা হয় নাই"। সেই সত্যকাম তখন মাতার এইরূপ উক্তি শুনিয়া গৌতম হারিদ্রুম নামক ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার নিকটে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করিতে (বেদাধ্যয়ন করিতে), ইচ্ছা করি"। ইহা শুনিয়া গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার গোত্রটী কি"? তাহাতে সত্যকাম উত্তর দিলেন, আমি জননীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু মা উত্তর দিলেন "আমি যৌবনে তোমাকে পাইয়াছি" ইত্যাদি। ইহা শুনিয়া গৌতম বলিলেন, "যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নয় সে এরূপ সরল কথা বলিতে পারে না। অতএব হে সৌম্য! তুমি সমিধ্-আহরণ কর আমি তোমায় উপনয়ন সংস্কৃত করিয়া দিব"। (পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন)—এই শ্রুতিটীর অর্থ এইরূপ,—যৌবনকালে আমি বহু পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়াছিলাম; কাজেই কোন্ পুরুষটী যে তোমার উৎপাদক তাহা আমি জানি না। গৌতম কিন্তু তাঁহার এই প্রকার সরল সত্য কথা শুনিয়া নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, এ বালকটী ব্রাহ্মণের ঔরসেই জন্মিয়াছে। এবং সেইজন্য তখন তিনি তাহার উপনয়ন দিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা এইরূপ মনে করিতে পারি যে, সমানজাতীয়া অবিবাহিতা স্বৈরিণী নারীর গর্ভে তাহার সমানজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক যে সন্তান উৎপাদিত হয় তাহাদেরও জাতি উহাদের সমানই হইয়া থাকে। (ইহার উত্তরে বলা যায়—) এই প্রকার উক্তিটী কিছুই নহে—ইহা অতি অসার। কারণ এখানে শ্রুতিবাক্যের অর্থটী হইতেছে এইরূপ,—'যেহেতু আমি যৌবনকালে তোমায় লাভ করিয়াছি, আর যৌবনকালে স্মৃতি দৃঢ় হয় না, কারণ যৌবনে চিত্ত প্রধানতঃ উৎকলিকাপরবশ থাকে। আরও কথা, "পরিচারিণী"—আমি ক্ষুধার তাড়নায় পরিচারিকার কার্য্য করিতাম—সেইজন্য আমায় 'বহু' ঘোরাফেরা করিতে হইত, এক জায়গায় স্থায়িভাবে থাকিতাম না। এইজন্যও আমার স্মরণ নাই যে আমার পতির গোত্র কি। (সুতরাং দেখা যাইতেছে 'জবালা' স্বৈরিণী ছিলেন না। কাজেই তাঁহার পুত্রের জাতি লইয়া যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা সঙ্গত নহে)। অতএব ইহা স্থির হইল যে, সমানজাতীয় বিবাহিত নারীর গর্ভে যেসকল সন্তান জন্মে তাহারা তজ্জাতীয় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ সত্যকাম নামক বালকটীর ঐরূপ কথা শুনিয়াই যে সে ব্রাহ্মণ এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান গৌতমের জন্মিয়াছিল তাহা নহে কিন্তু তিনি আগে থেকেই জানিতেন যে সে ব্রাহ্মণ। তবে তাহার গোত্রটী তাঁহার জানা ছিল না। আর এখানে যে গোত্রসম্বন্ধে প্রশ্ন উহা দ্বারা বেদশাখারই প্রশ্ন করা হইয়াছে—তাঁহারা বেদের কোন্ শাখা অধ্যয়ন করেন। ইহার কারণ এই যে, বেদের শাখাভেদ অনুসারে উপনয়নের পার্থক্য থাকে। (কাজেই যিনি উপনয়ন দিবেন তাঁহার সেটী জানা আবশ্যক)। বস্তুতঃপক্ষে গোত্রভেদে যে উপনয়নভেদ হয় তাহা নহে। (কাজেই এখানে উপনয়নের জন্য গোত্র প্রশ্নপূর্ব্বক বেদশাখারই প্রশ্ন করা হইয়াছিল)। কেহ কেহ বলেন, এখানে বাস্তবিকপক্ষে জাতিসম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হইয়াছিল; কিন্তু সাক্ষাৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্বন্ধে 'তোমার জাতি কি' এরূপ প্রশ্ন করা হইলে মুখরতা (অসৌজন্য বা মুখদুষ্টতা) প্রকাশ পায়। এজন্য অভিজনসম্বন্ধ জ্ঞাত হইলে গোত্র হইতেই জাতি জানা যাইবে এই অভিপ্রায়ে গোত্র জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ৫

(অব্যবহিত পরবর্ত্তী জাতীয় নারীতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যে পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকেন তাহাদের জাতি উৎপাদকের জাতির সদৃশ কিন্তু অভিন্ন নহে; কারণ মাতৃদোষে তাহারা নিন্দিত অর্থাৎ মাতার হীনজাতীয়তাহেতু তাহাদের জাতি উৎপাদকের জাতি হইতে অভিন্ন নহে।)

(মেঃ)—"অনন্তরাসু"=অব্যবহিত পরবর্ত্তী জাতির নারীতে অনুলোমক্রমে যে সমস্ত পুত্র উৎপাদিত হয় তাহাদের জাতি উৎপাদকের জাতির সদৃশ কিন্তু অভিন্ন নহে, অর্থাৎ তাহারা তজ্জাতীয় হয় না, বুঝিতে হইবে। যেমন, ব্রাহ্মণ পুরুষ কর্তৃক ক্ষত্রিয়া নারীতে এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ কর্তৃক বৈশ্যজাতীয়া নারীতে যাহারা উৎপাদিত হয় তাহারা ঐ উৎপাদকের সদৃশজাতি কিন্তু অভিন্নজাতি নহে। ইহার হেতু কি তাহাই বলিতেছেন, তাহারা "মাতৃদোষ-বিগর্হিতান্"=মাতার হীনজাতিত্বরূপ দোষে পিতার জাতি অপেক্ষা নিন্দিতজাতি; (তাহাদের জাতি তদপেক্ষা হীন বা নিকৃষ্ট)। এস্থলে 'তৎসদৃশ' এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, তাহাদের জাতি তাহাদের মাতার জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিন্তু পিতার জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আবার এখানে "দ্বিজৈঃ" এস্থলে বহুবচন প্রয়োগ থাকায় এবং 'মাতৃদোষ' অভিহিত হওয়ায় অনুলোমসংকরস্থলেই এইরূপ নিয়ম সম্ভব। পক্ষান্তরে প্রতিলোম সংকরস্থলে মাতা অপেক্ষা পিতা নিকৃষ্টজাতীয় বলিয়া সেরূপস্থলে পিতার দিক্ থেকে জাতি গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু মাতার দিক্ থেকে নহে। এইজন্য পূর্ব্বশ্লোকে যে 'আনুলোম্য' কথাটী আছে তাহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সেখানে যে বলা হইয়াছে 'এই শব্দটী উত্তরবর্তী শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে' তাহা এখানেও (এই শ্লোকটীতেও) প্রয়োজনশূন্য; ইহার পরবর্তী শ্লোকগুলিতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ৬

(অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণের নারীর গর্ভে যাহারা জন্মে তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম। কিন্তু মাতা ও পিতার মধ্যে দুই-একটী বর্ণ মাঝে ব্যবধান থাকিলে বক্ষ্যমাণ বিধানই ধর্ম্মসংগত বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যাহা বলা হইল এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধে তাহারই অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) করা হইতেছে, আর শ্লোকটীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করা হইতেছে। "দ্ব্যেকান্তরা",—শূদ্রানারী ব্রাহ্মণের পক্ষে দুইটী জাতির ব্যবধানে পড়ে বলিয়া সে 'দ্ব্যন্তরা'; আর বৈশ্যা নারী হয় 'একান্তরা'। শ্লোকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। ৭

(বৈশ্যজাতীয়া নারীর গর্ভে ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে যে সন্তান জন্মে তাহাকে 'অম্বষ্ঠ' বলে। আর শূদ্রানারীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সন্তান হয় তাহার নাম নিষাদ ও পারশব।)

(মেঃ)—বৈশ্যানারী ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্তরিত; তাহার গর্ভজাত সন্তান 'অম্বষ্ঠ'। অন্য স্মৃতিমধ্যে ইহাকে 'ভৃজ্যকণ্ঠ' বলা হইয়াছে। শূদ্রকন্যা ব্রাহ্মণের নিকট দ্ব্যন্তরিত; তাহার গর্ভজাত সন্তান জাতিতে 'নিষাদ' অথবা 'পারশব'। 'নিষাদ' শব্দটী প্রতিলোমজাতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে যে 'কন্যা' শব্দটী রহিয়াছে উহা তজ্জাতীয় নারী অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং 'বৈশ্যকন্যা' ইহার অর্থ বৈশ্যজাতীয়া নারী। অপরাপর সব কয়টী স্থলেও এইরূপ অর্থ দ্রষ্টব্য। ৮

(ক্ষত্রিয়জাতীয় পুরুষের ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহাকে 'উগ্র' বলে; তাহার স্বভাব ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এই স্বভাবদ্বয় মিশ্রিত এবং তাহার আচারবিহার ক্রূর।)

(মেঃ)—আচার এবং বিহার বলিতে এখানে শারীরিক ক্রিয়া এবং কথাবার্ত্তা; সে দুইটীই ইহার "ক্রূর" অর্থাৎ উদ্ধত। ইহা দ্বারা ঐ জাতির স্বভাবের উল্লেখ করা হইল। 'বপুঃ' এই শব্দটীর অর্থ এখানে স্বভাব। উভয়জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহার স্বভাব উভয়-সংমিশ্রিত। ৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ব্রাহ্মণের পক্ষে তিনটী বর্ণের নারীতে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুইটী বর্ণের নারীতে এবং বৈশ্যের পক্ষে একটী বর্ণের নারীতে অনুলোমজ সন্তান জন্মে বলিয়া এই ছয়জাতীয় সন্তান 'অপসদ'—ইহা স্মৃতিমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীর প্রথম তিনটী পাদ অনুবাদস্বরূপ। আর চতুর্থ পাদটীতে 'অপসদ' ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে (ইহা বিধি বা অজ্ঞাতজ্ঞাপক)। ত্রৈবর্ণিক পুরুষগণের একান্তরিত এবং দ্ব্যন্তরিত নারীর গর্ভে উৎপাদিত এই ছয়জাতীয় সন্তান 'অপসদ' নামে প্রসিদ্ধ বুঝিতে হইবে। ইহাদের যে 'অপসদ' বলা হয় তাহার কারণ এই যে, পুত্রের যে প্রয়োজন তাহা হইতে ইহারা অপসারিত; সমানজাতীয় পুত্রের সহিত তুলনা করিয়াই ইহাদিগকে 'অপসদ' এই নিন্দাবোধক নামে উল্লেখ করা হয়। ১০

(ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে সে 'সূত'জাতি হইয়া থাকে। বৈশ্যজাতীয় পুরুষের ঔরসে ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহাদিগকে যথাক্রমে 'মাগধ' এবং 'বৈদেহ' বলা হয়।)

(মেঃ)—অনুলোম সংকর হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম; কিন্তু প্রতিলোম সংকর যদি হয় তাহা হইলে কি হইবে বলা হইতেছে। 'কন্যা' শব্দটীর অর্থ কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (অর্থাৎ ইহার অর্থ তজ্জাতীয় নারীমাত্র)। বৈশ্যজাতীয় পুরুষ হইতে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় নারীর গর্ভজাত সন্তান হইবে 'মাগধ' এবং ব্রাহ্মণ নারীর গর্ভজাত সন্তান হইবে 'বৈদেহ'। ১১

(শূদ্রজাতীয় পুরুষের ঔরসে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীর গর্ভে যথাক্রমে 'আয়োগব', 'ক্ষত্তা' এবং মনুষ্যজাতির অধম 'চণ্ডাল' এইসব বর্ণসংকর জন্মে।)

(মেঃ)—এখানেও যথাক্রমে অন্বয় হইবে। যদিও এখানে 'বৈশ্য রাজন্য' এইরূপ জাতিবোধক এবং পুংলিঙ্গ উল্লেখ রহিয়াছে তথাপি এখানে শব্দসামর্থ্যে স্ত্রীলিঙ্গরূপ অর্থই বুঝিতে পারা যায়; 'মৃগক্ষীর', 'কুক্কুটাণ্ড' ইত্যাদি স্থলে যেমন মৃগী এবং কুক্কুটীর প্রতীতি হইয়া থাকে (এখানেও সেইরূপ হইবে)। এখানে ছন্দের অনুরোধে স্ত্রীপ্রত্যয় ('আ'প্রত্যয়= বৈশ্যা ও রাজন্যা) করা হয় নাই। ১২

(একান্তরিত বর্ণের নারীতে উৎপাদিত অনুলোমজ 'অম্বষ্ঠ' এবং 'উগ্র' যেমন স্পর্শযোগ্য প্রতিলোমক্রমে একান্তরিত উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে উৎপাদিত 'ক্ষত্তা' এবং 'বৈদেহক'ও সেইরূপ হইবে।)

(মেঃ)—একান্তরে=একটীমাত্র বর্ণের ব্যবধানে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যজাতীয়া নারীর গর্ভে জাত 'অম্বষ্ঠ' এবং ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাগর্ভে জাত 'উগ্র'—ইহারা অনুলোমজ। এইরূপ প্রতিলোমক্রমে শূদ্রপুরুষের ঔরসে ক্ষত্রিয়া নারীর গর্ভে জাত 'ক্ষত্তা' এবং বৈশ্য কর্তৃক ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীতে জাত 'বৈদেহ'। ইহারা সকলে তুল্য—ভবনাদিক্রিয়াতেই (স্পর্শাদিবিষয়ে) ইহারা তুল্য কিন্তু যজনাদি ক্রিয়াতে ইহাদের তুল্যতা নাই। প্রতিলোমজগণের মধ্যে একমাত্র চণ্ডালই অস্পৃশ্য। 'দিবাকীর্ত্তি' জাতিবিষয়ক শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, উহাদের স্পর্শ ঘটিলেই স্নান করিতে হয় কিন্তু অন্য কোন প্রতিলোমজ বর্ণের স্পর্শ হইলে স্নান করিতে হয় না। সূত, মাগধ এবং আয়োগব ইহারা প্রতিলোমক্রমে অনন্তর বর্ণজাত, দণ্ডাপূপিকান্যায়ে ইহাদের স্পর্শাদিসম্বন্ধ সিদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ ইহারা অস্পৃশ্য নহে। ১৩

(দ্বিজাতিগণের অনন্তরবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে জাত যে সমস্ত সন্তানের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইল তাহারা মাতার জাতিগতদোষে ঐ 'অনন্তর' নামে অভিহিত হয়।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা নারীর গর্ভে যেমন সন্তান উৎপাদিত হয়, এইরূপ ক্ষত্রিয়কর্তৃক বৈশ্য এবং শূদ্র এই উভয়জাতীয় নারীতে সন্তান উৎপাদিত হইতে পারে; উহাদিগকে অনন্তরনামে অভিহিত করা হয়। 'অনন্তর' ইহার অর্থ অনুলোম; তাহাদের জাতি সমান অর্থাৎ তাহারা মাতৃজাতীয়। এখানে যে 'অনন্তর' কথাটী বলা হইয়াছে উহার অর্থ বিবক্ষিত নহে; অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্ণের, ইহা বক্তব্য নহে। এইজন্য বলিতেছেন "মাতৃদোষাৎ"। তাহাদের পিতার জাতি উৎকৃষ্ট; কাজেই সেদিক্ দিয়া তাহাদের জন্মের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দুষ্টতা হইতে পারে না। এই কারণে তাহারা বর্ণসংকর হইলেও মাতৃজাতীয়ই হইবে, যেহেতু বিশেষ বচনে ঐরূপ নির্দ্দেশ করা রহিয়াছে। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে তাহাদের সংস্কারও কর্ত্তব্য হইবে। কারণ এই বচনটীতে ইহা যদি বলিয়া দেওয়া না হইত তাহা হইলে তাহাদের যে ক্ষত্রিয়াদির ন্যায় সংস্কার করা হয় তাহা অন্য প্রকারে জানা যাইত না। যেহেতু উহারা অশ্বতরের ন্যায় স্বতন্ত্র জাতিই হইতেছে। কিন্তু বচনমধ্যে যদি ইহা বলিয়া দেওয়া থাকে যে উহারা মাতৃজাতীয় হইবে তাহা হইলে আর কোন দোষ হয় না। ১৪

(ব্রাহ্মণের ঔরসে উগ্রজাতীয় নারীতে যে সন্তান জন্মে তাহাকে 'আবৃত' বলা হয়; অম্বষ্ঠজাতীয়া নারীতে যে জন্মে সে 'আভীর' এবং আয়োগবজাতীয়া নারীতে যে জন্মে সে 'ধিগ্বণ' নামে পরিচিত। আয়োগব, ক্ষত্তা এবং চণ্ডাল ইহারা মনুষ্যগণের মধ্যে অপকৃষ্ট, কারণ এই তিন জাতি শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে জন্মে; ইহারা পুত্রকার্য্য করিবার অযোগ্য; এজন্য ইহারা অপসদ। বৈশ্য হইতে প্রতিলোমক্রমে জন্মে 'মাগধ' এবং 'বৈদেহ'; এইরূপ ক্ষত্রিয় হইতে জন্মে 'সূত'; পরবর্ত্তী এই তিনটীও প্রতিলোমসংকরজাত বলিয়া ইহারা 'অপসদ' অর্থাৎ পুত্রকার্য্য করিবার অযোগ্য। শূদ্রজাতীয় স্ত্রীতে বক্ষ্যমাণ নিষাদজাতীয় পুরুষ হইতে যে সন্তান জন্মে সে জাতিতে 'পুক্কস' হইয়া থাকে। আবার শূদ্র হইতে নিষাদজাতীয় স্ত্রীতে যে জন্মে সে 'কুক্কুটক' নামে স্মৃত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে (৮ম শ্লোকে) শূদ্রানারীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তানকে নিষাদ বলা হইয়াছে; এখানকার (১৮শ শ্লোকের) 'নিষাদ' বলিতে তাহাকে বুঝাইতেছে না (কারণ সে অনুলোমসংকর); কিন্তু অগ্রে যে প্রতিলোমসংকর নিষাদজাতি বর্ণিত হইবে, ইহা সেই 'নিষাদ'। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, এখানে প্রতিলোম জাতির বিষয়ই আলোচিত হইতেছে; আর পুক্কসজাতি প্রতিলোমসংকর বলিয়াই প্রসিদ্ধ। নিষাদীতে শূদ্র হইতে জন্মিলে হয় 'কুক্কুটক'। ১৫-১৮

(উগ্রারমণীতে ক্ষত্তা হইতে জন্মিলে তাহাকে 'শ্বপাক' বলা হয়। অম্বষ্ঠনারীতে বৈদেহক হইতে জন্মিলে সে 'বেণ' নামে অভিহিত হয়।)

(মেঃ)—অনুলোম স্ত্রী এবং প্রতিলোম পুরুষ; ইহাদের সন্তান 'শ্বপাক' ও 'বেণ'; ইহারা প্রতিলোমজাতীয়। ১৯

(দ্বিজাতিগণের সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত যে-সমস্ত সন্তান বেদব্রতবিহীন হয় সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট সেই সকল মনুষ্যকে 'ব্রাত্য' নামে অভিহিত করিবে।)

(মেঃ)—ইহারা যে প্রতিলোমবর্ণসংকর তাহা নহে। এইজন্য এ-সম্বন্ধে নিয়ম কি তাহা বলা হইতেছে। দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—ইহারা) সবর্ণা স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে তাহারা যদি "অব্রত"=অব্রহ্মচারী হয়, "সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট"=উপনয়ন সংস্কারবিহীন হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে 'ব্রাত্য' এই নামে অভিহিত করিবে। এস্থলে "অব্রতান্ জনয়ন্তি"= যে-সমস্ত 'অব্রত' সন্তান উৎপাদন করে, এরূপ সম্বন্ধ (অন্বয়) হইবে না। কারণ, জন্মিবার সময় কেহ কখন ব্রতী অথবা অব্রতী উৎপাদিত হয় না; যেহেতু জন্মিবার পর (বিশেষ বয়সে) উপনয়ন বিহিত হইয়াছে। কাজেই পূর্ব্বে ব্রাত্যের যে লক্ষণ বলা হইয়াছিল তাহারই এখানে অনুবাদ (নির্দ্দেশ) করা হইতেছে পরবর্ত্তী বক্তব্যের পাতনিকারূপে। কেহ কেহ এখানে "অব্রতায়াং জনয়ন্তি"=অব্রতা নারীতে যাহাদিগকে উৎপাদন করে তাহাদিগকে 'ব্রাত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে এইরূপ পাঠ ধরেন। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্রাত্যলক্ষণের সহিত বিরোধ ঘটে। ২০

(ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে পাপী 'ভূর্জকণ্টক' জন্মে; তাহাকেই দেশভেদে 'আবন্ত্য', 'বাটধান', 'পুষ্পধ' এবং 'শৈখ' এইসব নামে অভিহিত করা হয়।)

(মেঃ)—এখানে পূর্ব্বশ্লোকের "সবর্ণাসু"=সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভে, এই অংশটীর অনুবৃত্তি হইবে। এখানে এই শ্লোকটীতে স্ত্রী কোন্ জাতীয় তাহা বলা হয় নাই অথচ তাহা অবশ্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অপেক্ষিত (বলা এবং জানা আবশ্যক)। এ-সম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে;—বৈশ্যা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ হইতে যে জন্মে তাহাকে 'ভৃজ্জকণ্টক' বলা হয়। এইজন্যই এখানে 'পাপাত্মা' এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। তবে কিন্তু বৈশ্যা-ব্রাহ্মণজ হওয়ায় সে অনুলোমজ ; কাজেই পাপাত্মা হইতে পারে না বটে কিন্তু এই 'ভৃজ্জকণ্টক' অসংস্কৃত ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে জন্মে বলিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অনধিকারী। এজন্য 'পাপাত্মা' বলিয়া তাহার সম্বন্ধে যে নিন্দা করা হইল তাহা সঙ্গত। 'ভৃজ্জকণ্টক', 'আবন্ত্য' ইত্যাদিগুলি যে পর্য্যায়শব্দ তাহা নহে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই নামগুলি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণ এখানে এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এগুলি সব ঐ ভৃজ্জকণ্টকেরই পুত্রপৌত্রাদির সংজ্ঞা। ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত হয় ভৃজ্জকণ্টক ; আবন্তীর গর্ভজাত হয় 'আবন্ত্য' ; তাহারই গর্ভে জন্মে 'বাটধান'। বাটধান হইতে জন্মে 'পুষ্পশেখর'। এইভাবে পরে পরে জন্মিয়া থাকে। ২১

(ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছিবি, নট, করণ, খস এবং দ্রবিড় এইসব নামে প্রসিদ্ধ সন্তান জন্মে। ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সুধন্বা, আচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র এবং সাত্বত এইসকল নামে প্রসিদ্ধ সন্তান উৎপন্ন হয়।)

(মেঃ)—এইসকল নামে প্রসিদ্ধ, ইহারা সব এইজাতীয় হয় (ইহাদের জাতি এই) বুঝিতে হইবে। ২২, ২৩

(বর্ণগুলির মধ্যে ব্যভিচার হইতে, 'অবেদ্যা'-বিবাহ হইতে এবং নিজ নিজ অবশ্যপালনীয় শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের পরিত্যাগ হইতে বর্ণসংকর জন্মে।)

(মেঃ)—'ব্যভিচার' ইহার অর্থ পরস্ত্রীগমন। সমানজাতীয় পরকীয় স্ত্রী, অনুলোম, প্রতিলোম, বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল প্রকার নারীতেই ব্যভিচার হইতে পারে। "অবেদ্যাবেদন" ইহার অর্থ—যাহাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ তাহাকে বিবাহ করা। ভগিনী, নাতনী প্রভৃতিরা অবিবাহ্যা। "স্বকর্ম্মণাং ত্যাগঃ"=উপনয়ন, বেদগ্রহণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করা। কেহ কেহ বলেন, (ব্রাহ্মণ হইয়াও) যাহারা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ক্ষাত্রবৃত্তি প্রভৃতি হইয়া রহিয়াছে তাহারাও ইহা দ্বারা উক্ত হইল অর্থাৎ তাহারাও স্বকর্ম্মত্যাগী বলিয়া গণ্য। ২৪

(যে সমস্ত অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সংকরজাতি পরস্পরের মধ্যে সংসর্গ দ্বারা সংকর সৃষ্টি করিয়াছে এক্ষণে তাহাদের কথা বলিব।)

(মেঃ)—"ব্যতিষঙ্গ" ইহার অর্থ সম্বন্ধ। পরস্পর অনুলোমজগণ অন্য অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ মধ্যে এবং প্রতিলোমজগণ অপর প্রতিলোম এবং অনুলোমের মধ্যে (সংসর্গ করিয়া) অপর সংকর সৃষ্টি করিয়াছে। পরে যে নাম নির্দ্দেশ করা হইবে তাহারই জন্য এইরূপ বলা হইল। ২৫

(সূত, বৈদেহক, মনুষ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা এবং আয়োগব ইহারা ছয়জন নিজ নিজ সমানজাতীয় নারীর মধ্যে সদৃশ বর্ণেরই সন্তান উৎপাদন করে, হীনবর্ণা স্ত্রীতে মাতৃজাতীয় এবং উচ্চবর্ণাতে নিকৃষ্টজাতীয় সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—এই সমস্ত প্রতিলোম বর্ণের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; বক্ষ্যমাণ বিষয়টীর জন্য ইহাদের পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। "এতে"='সূত' প্রভৃতি প্রতিলোমজাতিগণ নিজ নিজ সমানবর্ণা স্ত্রীতে "সদৃশান্ জনয়ন্তি"=তজ্জাতীয় সন্তান উৎপাদন করে। যেমন,—সূত-জাতীয় পুরুষ সূতজাতীয় নারীতে ঐ সূতজাতীয় সন্তানই উৎপাদন করে। এইরূপ, চণ্ডালজাতীয় পুরুষ, চণ্ডালজাতীয় নারীতে চণ্ডালজাতীয় সন্তানেরই জন্ম দিয়া থাকে। আর যাহারা অনুলোমক্রমে হীনবর্ণা নারীতে মাতৃজাতীয় সন্তান উৎপাদন করে, তাহাদের বিষয় পূর্ব্বে "তাননন্তরনাম্নঃ" (১৪ শ্লোক) ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে। উহারাও সমানজাতীয় নারীতে নিজ নিজ সমানজাতীয় সন্তানই উৎপাদন করে। যেমন অম্বষ্ঠজাতীয় পুরুষ অম্বষ্ঠা রমণীতে। কিন্তু ঐ অম্বষ্ঠজাতীয় পুরুষ বৈশ্যা নারীতে যে সন্তান উৎপাদন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করে তাহারা অম্বষ্ঠ অপেক্ষা হীন বৈশ্যজাতি হয়; কারণ এরূপ স্থলে সন্তানের জাতি যে তাহার মাতার জাতির অনুরূপ হয়, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ এখানে "মাতৃজাতৌ প্রসূয়ন্তে" এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন। তখন অর্থটী দাঁড়ায় এইরূপ;— অম্বষ্ঠ তাহার "স্বযোনিষু"=অম্বষ্ঠাদিজাতীয়া নারীতে এবং বৈশ্যা স্ত্রীতে তাহার সদৃশ-জাতীয় সন্তানই উৎপাদন করে। যদিও অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরা শুদ্ধবৈশ্য অপেক্ষা উচ্চজাতীয় তথাপি এখানে বলা হইতেছে যে ঐ বৈশ্যাস্ত্রীর সন্তান মাতৃসমানজাতীয় হইবে। কারণ উভয়েরই বৈশ্যের ধর্ম্মে অধিকার রহিয়াছে। যদিও এখানে প্রতিলোমের আলোচনা চলিতেছে বলিয়া প্রতিলোম বর্ণেরই প্রতীতি হয় তথাপি এখানে যে অনুলোম বলিয়া ধরা হইতেছে তাহা 'মাতৃজাতি' এই শব্দটীর সামর্থ্য হইতে পাওয়া যাইতেছে। আর প্রতিলোম-জাতিগণ উচ্চজাতীয়া নারীতে নিজের চেয়েও হীনতরজাতীয় সন্তান উৎপাদন করে, ইহা বক্ষ্যমাণ বিষয়টী পর্য্যালোচনা করিয়া নিরূপিত হয়। আয়োগব প্রভৃতি জাতির পুরুষ ঐজাতীয় নারীতে যে সন্তান উৎপাদন করে সে কিন্তু 'আয়োগব' নামে পরিচিত হয় না(?)। তবে এখানে যে 'সদৃশ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা প্রতিলোমত্বরূপ সাদৃশ্যকে লক্ষ্য করিয়া। অর্থাৎ প্রতিলোমত্ব উভয় স্থলেই রহিয়াছে (উভয়েই প্রতিলোমজাতি), এইজন্য 'সদৃশ' বলা হইয়াছে। আর ইহাদের মধ্যে যে অবান্তর বিশেষত্ব আছে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া 'হীনতর' বলা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে বাক্যটীর অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ,—প্রতিলোমজাতীয় পুরুষ হইতে তাহার সমানজাতীয়া কিংবা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টজাতীয়া স্ত্রীতে প্রতিলোমজাতীয় সন্তানই জন্মে। ২৬, ২৭

(তিনটী দ্বিজাতীয় বর্ণেতে ব্রাহ্মণের যে সন্তান জন্মে সে যেমন ব্রাহ্মণের আত্মা অর্থাৎ দ্বিজ হইয়া থাকে সেইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের দ্বারা তাহার অনন্তরবর্ত্তী উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে সেও দ্বিজ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—তিন বর্ণের নারীতে এই ব্রাহ্মণের আত্মা (সদৃশ=দ্বিজ) সন্তান জন্মে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই দুইটী বর্ণের স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে সে দ্বিজ হয়। স্বযোনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে দ্বিজ হয়। এইরূপে তিন বর্ণের নারীতে ব্রাহ্মণ যে সন্তান উৎপাদন করে সে দ্বিজ হয়। এইরূপ বাহ্যস্থলেও অর্থাৎ প্রতিলোমক্রমে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদিত হয় সেও তাহাদের 'আত্মা' অর্থাৎ দ্বিজই হইয়া থাকে। আর তাহারা যখন দ্বিজ হইতেছে তখন তাহাদের উপনয়ন-সংস্কার কর্ত্তব্য। ইহা আচার্য্য স্বয়ং "ইহারা ছয়জন দ্বিজধর্ম্মা" ইত্যাদি বচনে বলিয়া দিবেন। তবে বিশেষ এইমাত্র যে, যাহারা অনুলোমক্রমে জন্মে তাহারা মাতার জাতি অনুসারে সেই জাতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা যে প্রশংসার্থবাদমাত্র তাহা অগ্রে বলিব, অর্থাৎ শূদ্র কর্ত্তৃক উৎপাদিত প্রতিলোম অপেক্ষা ইহারা উচ্চ, কারণ ইহারা বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়রূপ দ্বিজ হইতে উৎপন্ন। ২৮

(ঐ সমস্ত প্রতিলোমজাতীয় পুরুষগণ আবার পরস্পরজাতীয় স্ত্রীতে তদপেক্ষা অধিক দূষিত, নিন্দিত বহু বহু সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—"তে চাপি"=ঐ আয়োগব প্রভৃতি ছয়জাতীয় ব্যক্তিরাও পরস্পরজাতীয় স্ত্রীতে বহু বাহ্য (নিকৃষ্টজাতীয়) সন্তানের জন্ম দেয়। যেমন,—আয়োগব ক্ষত্তৃজাতীয় স্ত্রীতে, আবার ক্ষত্তা আয়োগবজাতীয় নারীতে পরস্পর নিজ নিজ অপেক্ষায় নিন্দিত সন্তান উৎপাদন করে। যেমন,—আয়োগব পুরুষ ক্ষত্তৃজাতীয় স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে সে অধিক বাহ্য (নিকৃষ্ট) হইয়া থাকে। আবার সে চণ্ডালজাতীয় নারীতে যে সন্তানের জন্ম দেয় সে হয় আরও নিকৃষ্ট। অপরাপর সকল স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ২৯

(শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণ স্ত্রীতে বাহ্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট সন্তানের জন্ম দেয় সেইরূপ অপরাপর বাহ্যজাতিও চারিবর্ণের নারীতে আরও অধিক বাহ্য অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয় সন্তান উৎপাদন করে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—এইভাবে প্রতিলোম স্ত্রীতে পরস্পর সংসর্গ করিলে অধিক নিকৃষ্টজাতীয় সন্তান জন্মে, ইহা পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে। এক্ষণে চারিবর্ণের সংকর বলা যাইতেছে। এই প্রকরণে 'সূ' ধাতুটী 'জন্' ধাতুর সহিত অভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। "প্রসূয়তে" ইহার অর্থ উৎপাদন করে। বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী শ্লোকে নির্দ্দেশ করা হইবে। ৩০

(নিকৃষ্টজাতীয় পুরুষগণ শাস্ত্রের প্রতিকূল আচরণ করিতে থাকিয়া হীন এবং অহীন পনরটী বর্ণের সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—এক-একটী বর্ণের অনেক সংকর সৃষ্টি হয়। কোন বর্ণের কেবল অনুলোমসংকর, কোন বর্ণের কেবল প্রতিলোমসংকর, আবার কোন কোন বর্ণের অনুলোম এবং প্রতিলোম উভয়বিধ সংকরই সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের কেবল অনুলোম এবং শূদ্রের কেবল প্রতিলোমসংকরই হইয়া থাকে। আর ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অনুলোম ও প্রতিলোম উভয় প্রকার সংকরই হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুইটী অনুলোম এবং একটী প্রতিলোম হয়। বৈশ্যের পক্ষে অনুলোম একটী এবং প্রতিলোম দুইটী। এই প্রকারে এই অনুলোম এবং প্রতিলোম বারটী হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটী সংকরজাতি আবার চারিবর্ণের স্ত্রীতে উপগত হইলে স্বতন্ত্র চারিটী চারিটী করিয়া সংকরজাতির সৃষ্টি করে। তাহারা সব কতকগুলি হয় হীনজাতি আবার কতকগুলি হয় অহীনজাতি। কিন্তু সকলেই ইহারা বাহ্যতর। 'বাহ্যতর' ইহার অর্থ মাতা এবং পিতা উভয়ের জাতি হইতেই দূরবর্ত্তী; কারণ তাহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত। উদাহরণ দ্বারা ইহা বিশদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে। প্রথমত প্রতিলোমদের ধরিয়া বলিব। শূদ্র পুরুষের ঔরসে বৈশ্যা নারীর গর্ভে জন্মে 'আয়োগব'। সেই 'আয়োগব' শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণী এই চারিজাতীয় স্ত্রীতে চারিজাতীয় সন্তান উৎপাদন করে। এইরূপে ঐ চারিজনকে এবং নিজেকে লইয়া আয়োগব হয় পাঁচ প্রকার। ক্ষত্তা এবং চণ্ডাল ইহারাও এইভাবে পাঁচ পাঁচ প্রকারের। এইভাবে শূদ্র হইতে সৃষ্ট সংকরজাতি তিন-পাঁচ পনর রকম হইয়া থাকে। এইরূপ বৈশ্য হইতে দুইটী প্রতিলোম সংকর সৃষ্ট হয়—ক্ষত্রিয় নারীতে 'মাগধ' এবং ব্রাহ্মণ স্ত্রীতে 'বৈদেহক'। আর শূদ্রা রমণীতে বৈশ্য কর্তৃক অনুলোমসংকর সৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভজাত যে সংকরজাতি সে যখন আবার চারিবর্ণের নারীতে সংকর সৃষ্টি করে তখনও ঐ একই প্রকার (পনরটী সংকরজাতি প্রকাশ পায়)। সে যখন শূদ্রা রমণীতে উপগত হয় তখন তাহাতে তদপেক্ষা হীনতর সন্তান জন্মে। এইরূপ, সে বৈশ্যা নারীর সহিত সংসর্গ করিয়া হীনতর সন্তান উৎপাদন করে। এইরূপ, শুদ্ধ শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ নারীতে যে সন্তান জন্মে তাহারা উৎকৃষ্ট(?)। তাহারা সব হীন এবং অহীন দুই রকমই হয়। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ পুরুষের পক্ষেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। তবে ব্রাহ্মণের বেলায় বিশেষ এই যে, তাহা হইতে কেবল অনুলোমই জন্মিয়া থাকে। এইপ্রকারে চারিবর্ণের প্রত্যেকের দ্বারা পনরটী করিয়া সংকর সৃষ্ট হওয়ায় সমষ্টিতে (৪×১৫=৬০) ষষ্টি সংখ্যায় দাঁড়ায়। আর চারিটী প্রধান (শুদ্ধ) বর্ণ রহিয়াছে। এইরূপে সাকল্যে চতুঃষষ্টি (৬৪) হইয়া থাকে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আবার সংসর্গ ঘটিয়া অনন্ত সংকর সৃষ্ট হয়। এইজন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "তাহারাও বহু বহু বাহ্য (সংকর) জাতি উৎপাদন করে"। (মূল শ্লোকের)—"প্রতিকূলম্" ইহার অর্থ শাস্ত্রলংঘন করিয়া, "বর্ত্তমানাঃ"=মিথুন হইয়া পড়িলে (মৈথুন করিলে),—। "হীনাহীনান্" এটী একটী সমাসবদ্ধ পদ। অথবা হীনজাতি হইয়া অহীন-জাতীয় সন্তান উৎপাদন করে। "বর্ণান্ পঞ্চদশৈব"=পনরটী বর্ণ,—। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণাদি চারিটীই বর্ণ—পঞ্চম বর্ণ নাই। সুতরাং পঞ্চমের যদি বর্ণত্ব না থাকে তাহা হইলে পঞ্চদশটী বর্ণ হইবে কিরূপে? কাজেই এখানে বর্ণত্ব ঔপচারিক বুঝিতে হইবে—উহা মুখ্য 'বর্ণ' নহে কিন্তু গৌণ। ৩১

(দস্যু নামক সংকরজাতীয় পুরুষ আয়োগব নারীতে 'সৈরন্ধ্র'জাতীয় সন্তান উৎপাদন করে; তাহারা অপরের সাজসজ্জা নির্ম্মাণ করিতে এবং অনুবৃত্তি করিতে অভিজ্ঞ;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহারা অদাস অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট ভক্ষণাদি দাসকর্ম্ম রহিত কিন্তু তাহারা অংগসম্বাহনাদি দাসকর্ম্মের দ্বারা জীবন ধারণ করে, পশুহিংসা তাহাদের বৃত্তি।)

(মেঃ)—"প্রসাধন" ইহার অর্থ মণ্ডন—অন্যের সাজসজ্জা করা; 'উপচার' ইহার অর্থ অনুবৃত্তি (অপরের মন যোগান)। কেশবিন্যাস, কুংকুম-চন্দন প্রভৃতি দ্বারা অনুলেপন এবং বিচ্ছিত্তি (তিলক-উল্কি) রচনা করা, হাত-পা টিপিয়া দেওয়া, কোন্ কার্য্যের কোন্টী উপযুক্ত সময় তাহা ঠিকমত বুঝিয়া ক্ষিপ্র সেই কার্য্য সম্পাদন করা; এইসব যাহার জানা আছে তাহাকে 'প্রসাধনোপচারজ্ঞ' বলা হয়। তাহারা "দাস্যজীবন"=এক বৎসরের বেতন লইয়া কিংবা ছয় মাসের বেতন লইয়া যে-কোন ব্যক্তির সেবা করে। অথবা তাহারা ঐ প্রসাধনাদি বিধিবিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া জীবিকার নিমিত্ত সকলের সেবক হইয়া থাকে। উহাদের জীবিকার জন্য বাগুরাবৃত্তিও অভিপ্রেত। 'বাগুরাবৃত্তি' ইহা তাহাদের দ্বিতীয় প্রকার বৃত্তির উপায়। 'বাগুরা' ইহার অর্থ বন্যপশু বধ। আর্য্যগণ দেবতা এবং পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে করণীয় কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য উহা করেন বটে কিন্তু ব্যাধের ন্যায় পশু বধ করিয়া তাহার মাংস বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না। রাজার আদেশে জীবিকার জন্য তাহারা বহু প্রাণী বধ করে। 'দস্যু' নামক বক্ষ্যমাণ জাতি "আয়োগবে"= আয়োগবজাতীয় নারীতে 'সৈরন্ধ্র' নামক সন্তান "সূতে"=উৎপাদন করে। যদিও "আয়োগবে" এখানে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ রহিয়াছে তথাপি সামর্থ্যবশতঃ এখানে 'আয়োগবস্ত্রী' এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। ৩২

(বৈদেহ নামক সংকরজাতির পুরুষ আয়োগবজাতীয় স্ত্রীতে 'মৈত্রেয়ক'জাতীয় সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। উহারা মধুরভাষী; উহারা প্রভাতকালে ঘণ্টা বাজাইয়া মানুষের অজস্র প্রশংসা করে।)

(মেঃ)—"মৈত্রেয়কং"=মৈত্রেয়ক নামক বর্ণ (সংকরজাতি) আয়োগবজাতীয় নারীতে "সংপ্রসূয়তে"=উৎপাদন করে। বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে যে সন্তান জন্মে তাহার নাম 'বৈদেহ'। 'মৈত্রেক' এস্থলে 'মৈরেয়ক' এইরূপ পাঠান্তরও আছে। 'মাধূক' এটী উপমাবোধক শব্দ; ইহার অর্থ মধূক-পুষ্পের তুল্য; কারণ তাহারা বড় মিষ্টভাষী। অথবা যাহারা "মধু"= মধুর "কায়তি"=শব্দ করে। এখানে "অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে 'ড' প্রত্যয় হইয়াছে। আর "অন্যেষামপি" ইত্যাদি সূত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে 'মধূক' এস্থলে উকারটী দীর্ঘ হইয়াছে। তাহার পর স্বার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া আদিস্বরের বৃদ্ধি (মাধূক) হইয়াছে। তাহারা "নৄন্"=মানবগণের, "প্রশংসন্তি"=প্রশংসা করে, "অজস্রং"= সর্ব্বদা। তাহাদিগকে 'বন্দী' এই নামে অভিহিত করা হয়। "অরুণোদয়ে"=প্রভাতকালে জাগিবার সময় ঘণ্টা বাজায়—রাজা এবং অন্যান্য মানবগণকে জাগাইবার জন্য। এখানে 'আয়োগবজাতীয় নারীতে' এইটাই ধরিয়া লইতে হইবে; কারণ তাহারই কথা পূর্ব্বশ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। ৩৩

(আয়োগবজাতীয় নারীতে নিষাদজাতীয় পুরুষ 'মার্গব' নামক সংকর সৃষ্টি করিয়া থাকে; তাহাদের দাস বলা হয়; আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিগণ তাহাদিগকে কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাহারা নৌকর্ম্মের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে।)

(মেঃ)—এখানে প্রতিলোমসংকর সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে বলিয়া 'নিষাদ' বলিতে শূদ্রাগর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান এরূপ অর্থ গ্রহণীয় নহে; কিন্তু 'দস্যু'জাতির ন্যায় ইহাও একটী প্রতিলোমজাতিই হইবে। 'মার্গব' নামক প্রতিলোম বর্ণসংকর সৃষ্টি করে; আয়োগবজাতীয় নারীতেই এই সংকর সৃষ্ট হয়, বুঝিতে হইবে। উহারই এই দুইটী অপর নাম 'দাস' এবং 'কৈবর্ত্ত'। 'আর্য্যাবর্ত্ত'—ইহা প্রসিদ্ধ। তাহার বৃত্তি হইতেছে 'নৌকর্ম্ম'= নৌকা চালান, ইহা দ্বারা সে জীবন ধারণ করে। ৩৪

(জাতিবিহীন এ তিন প্রকার মানুষ শববস্ত্রধারিণী অমেধ্যাশিনী অস্পৃশ্যা আয়োগব নারীতে জন্মে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—পূর্ব্বে 'মার্গব' পর্য্যন্ত যে তিন প্রকার পুরুষের কথা বলা হইল (সৈরন্ধ্র, মৈত্রেয়ক এবং মার্গব) তাহাদের মা কোন্ জাতীয় তাহা বলা হয় নাই। তাহা জানাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। ইহারা সব আয়োগবজাতীয়া নারীর গর্ভে জন্মে। ঐ নারীদেরই বিশেষণ "মৃতবস্ত্রভৃৎসু" ইত্যাদি ; ইহার অর্থ যাহারা শব-বস্ত্র পরিধান করে "অনার্য্যাসু"=অস্পৃশ্যা। তাহারা গর্হিত (উচ্ছিষ্ট) অন্ন-মাংসাদি ভোজন করে। ৩৫

(নিষাদ পুরুষ হইতে 'কারাবর' জাতি জন্মে; ইহারা চর্ম্ম-কর্ম্ম করে। কারাবর এবং নিষাদজাতীয়া নারীতে 'বৈদেহিক' পুরুষ হইতে 'অন্ধ্র' এবং 'মেদ' এই দুই বর্ণসঙ্কর সৃষ্ট হয়; গ্রামের বাহিরে ইহাদের বাসস্থান।)

(মেঃ)—পরবর্ত্তী শ্লোকে "বৈদেহ্যামেব" এইস্থলে 'এব' শব্দটী থাকায় তাহারই সামর্থ্যে এখানে এইরূপ সম্পর্ক বুঝা যাইতেছে যে 'বৈদেহী' নারীতে 'নিষাদ' হইতে 'কারাবর' জাতির উৎপত্তি—। (সেই কারাবর জাতি চামড়ার কাজ করে)। 'বৈদেহিক' পুরুষ হইতে অন্ধ্র এবং মেদ এই দুই বর্ণসংকর সৃষ্ট হয়। কোন্ জাতীয় নারীর গর্ভে তাহাদের জন্ম? (উত্তর)—কারাবর ও নিষাদজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে; কারণ ইহারাই এখানে সন্নিহিত। বৈদেহী নারীর গর্ভে 'বৈদেহ' হইতে স্বতন্ত্র বর্ণের উৎপত্তি সম্ভব নহে, এইজন্য এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইতেছে। আর একই বৈদেহিক বর্ণ হইতে দুইটী ভিন্নজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে এই দুইটী জাতির উৎপত্তি। "বহির্গ্রামং"=গ্রামের বাহিরে "প্রতিশ্রয়" অর্থাৎ বাসস্থান যাহাদের। ৩৬

(চণ্ডালজাতীয় পুরুষ হইতে বৈদেহজাতীয় নারীতে 'পাণ্ডুসোপাক' নামক বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি; ইহারা বাঁশ হইতে ঝোড়া-চুবড়ী প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। নিষাদ পুরুষের ঔরসে ঐ 'বৈদেহী' নারীতেই 'আহিণ্ডিক' জাতির উৎপত্তি।)

(মেঃ)—চণ্ডালজাতীয় পুরুষ হইতে বৈদেহী নারীতে 'পাণ্ডুসোপাক' নামক বর্ণ জন্মে। তাহার বৃত্তি—"ত্বক্‌সারব্যবহারবান";=ত্বক্‌সার অর্থাৎ বাঁশ, তাহা ব্যবহার করিয়া—ক্রয়-বিক্রয় করিয়া কিংবা মাদুর, চেটা প্রভৃতি (ঝোড়া-চুবড়ী) তৈয়ারি করিয়া তাহা বেচিয়া জীবন ধারণ করে। নিষাদ পুরুষ হইতে ঐ বৈদেহী নারীতেই 'আহিণ্ডিক' জাতির উৎপত্তি। তাহারও বৃত্তি ইহাই ; অথবা তাহার অন্য কোন্ বৃত্তি আছে তাহা শাস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ৩৭

(চাণ্ডাল পুরুষের ঔরসে পুল্কসজাতীয় রমণীতে 'সোপাক' নামক জাতির উৎপত্তি। বধ্য পুরুষ বধ করা তাহার কাজ; সে পাপকর্ম্মা, সাধুজনগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা নিন্দিত।)

(মেঃ)—'ব্যসন' বলিতে দুঃখ বুঝায়; তাহার কারণ হইতেছে 'মূল' মারণ (মারিয়া ফেলা); তাহা যাহার বৃত্তি। রাজার আদেশে বধ্য ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলা, অনাথ ব্যক্তির মৃতদেহ বহন করা, তাহার বস্ত্রাদি গ্রহণ করা, প্রেতপিণ্ড ভোজন করা ইত্যাদি প্রকার তাহার বৃত্তি। পুল্কসরমণীতে চণ্ডাল পুরুষ হইতে তাহার জন্ম। অথবা, বৃক্ষ প্রভৃতির যে মূল তাহার ব্যসন অর্থাৎ পৃথক্‌করণ, তাহাই উহার বৃত্তি। গাছ কাটিয়া লওয়া হইলে তাহার যে মূল (গোড়া) অংশটী পড়িয়া থাকে তাহা উঠাইয়া লইয়া বিক্রয়াদি দ্বারা সে জীবন ধারণ করে। ৩৮

(নিষাদজাতীয় নারী চণ্ডালজাতীয় পুরুষ হইতে 'অন্ত্যাবসায়ী' নামক সন্তান প্রসব করে; সে শ্মশানের কাজ করিয়া থাকে; সে নিকৃষ্টজাতিরও নিন্দিত।)

(মেঃ)—'অন্ত্যাবসায়ীকে' চণ্ডালই বলে। অথবা নিষাদ স্ত্রীতে চণ্ডাল কর্ত্তৃক যে পুত্র উৎপাদিত হয় তাহার নামই হইতেছে 'অন্ত্যাবসায়ী'। "শ্মশানগোচরং"=শবদহন করা প্রভৃতি তাহার বৃত্তি। এইজন্য সে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে বর্ণসংকরের কতকগুলি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল; কারণ অনন্তপ্রকার বর্ণসংকর হইতে পারে। ৩৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(বর্ণসংকরস্থলে এই যে-সমস্ত জাতির কথা বলা হইল; ইহাদের পিতা-মাতার নির্দ্দেশ পরিচয় প্রদর্শিত হইল। আর যাহারা গুপ্তভাবে কিংবা প্রকাশ্যভাবে বর্ণসংকররূপে উৎপাদিত হয় তাহাদের জাতিপরিচয় তাহাদের কর্ম্ম হইতে জানিতে হইবে।)

(মেঃ)—বাঁশ লইয়া ব্যবসা করা প্রভৃতি এই যে-সমস্ত কর্ম্ম সম্বন্ধে আগে বলা হইল সেই সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা পরিচিত ঐ 'সোপাক' প্রভৃতি নামীয় ব্যক্তিরা ঐ সোপাকাদিজাতীয় হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। উহাদের পিতা এবং মাতা অনুসারে ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। তাহারা সব গুপ্তভাবে উৎপাদিত হউক কিংবা প্রকাশ্যভাবেই উৎপাদিত হউক উহারা ঐভাবে মাতা-পিতা অপেক্ষা নিকৃষ্টজাতীয় হইবে। যেমন 'আয়োগবজাতীয় নারীতে', এইরূপ উল্লেখ থাকায় মাতৃ উল্লেখপূর্ব্বক বিভাগ বলা হইল; আবার "নিষাদ ও বৈদেহিক হইতে অন্ধ্র এবং মেদজাতির জন্ম" এইরূপ বলায় পিতৃ অনুসারে বিভাগ বলা হইল। ৪০

(দ্বিজাতিগণের স্ব স্ব বর্ণোৎপন্ন তিনটী এবং অনন্তর বর্ণোৎপন্ন তিনটী এই ছয়টী সন্তান দ্বিজধর্ম্মযুক্ত। আর অপধ্বংসজ অর্থাৎ প্রতিলোমজ সন্তান মাত্রেই শূদ্রধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"স্বজাতিজ"=ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় হইতে স্ব স্ব বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে যাহারা উৎপন্ন তাহারা সব দ্বিজধর্ম্মযুক্ত; ইহা সিদ্ধ বিষয়; কাজেই এ-সম্বন্ধে এই যে উক্তি ইহা অনুবাদ-স্বরূপ। আর অনন্তরবর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণকে যে দ্বিজতুল্য বলা হইল, ইহা দ্বারা এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইল যে উহারা সব দ্বিজোচিত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। "অনন্তরজ" ইহার অর্থ অনুলোমজ। যেমন,—ব্রাহ্মণ পুরুষ হইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় নারীর গর্ভজাত সন্তান এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে বৈশ্যরমণীর গর্ভজাত সন্তান, ইহারাও সব দ্বিজধর্ম্মা; কাজেই ইহাদের উপনয়ন হইবে। আর, উপনয়ন হইলে দ্বিজাতির কর্ত্তব্য সকল প্রকার ধর্ম্মেই ইহারা অধিকারী হইবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে 'তাননন্তরনাম্নঃ' ইত্যাদি শ্লোকে ত ইহা বলাই হইয়াছে যে ইহাদের সকলের জাতি ইহাদের মাতার জাতির অনুরূপ। আর তাহা হইলে সেই জাতির যে-সমস্ত ধর্ম্ম আছে তাহাতে যে ইহাদের অধিকার, ইহা ত সিদ্ধই হইতেছে। (উত্তর)—ইহা ঠিক; তবে "অনন্তরনাম্নঃ" এইরূপে নাম উল্লিখিত হওয়ায় কাহারও এই প্রকার শংকা হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা কেবল নামই বলা হইয়াছে, জাতি নির্দ্দেশ করা হয় নাই; এইজন্য ঐ জাতি-নির্দ্দেশটী স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবার নিমিত্ত "ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" এই বচনটী বলা হইল। যাহারা কিন্তু "অপধ্বংসজ" অর্থাৎ প্রতিলোমসংকরজাত তাহারা সকলে "শূদ্রাণাং সধর্ম্মাণঃ"=শূদ্রের সমান আচারযুক্ত; তাহারা শূদ্রোচিত ধর্ম্মেরই অধিকারী, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। তবে প্রতিলোমসংকরজাতিগণের পক্ষে বিশেষ নিয়ম অগ্রে বলা হইবে। এখানে যে 'অনন্তর' কথাটী বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা 'অনুলোমজ' এই কথাটীই উপলক্ষিত হইয়াছে। কাজেই ব্রাহ্মণ পুরুষ হইতে বৈশ্যানারীতে যে সন্তান উৎপন্ন হয় সে অনন্তরজ না হইয়া ক্ষত্রিয়ব্যবহিত হইলেও তাহাকেও এখানে উক্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে 'পারশব' নামক সন্তান জন্মে সে অনুলোমজ হইলেও দ্বিজধর্ম্মা হইবে না; কারণ এখানে ছয়জনকেই 'দ্বিজধর্ম্মী' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া সে ছয়জনের অতিরিক্ত—তাহার বাহিরে পড়ে। ৪১

(ঐ অনুলোমজ জাতিগুলি এই মনুষ্যলোকে তপঃপ্রভাবে এবং বীজপ্রভাবে কয়েকটী জন্মের পর জাতিগত উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"তে"=তাহারা অর্থাৎ এই অনন্তরজ (অনুলোমজ) সন্তানগণ তপস্যার সামর্থ্যে এবং বীজের সামর্থ্যে "যুগে যুগে"=জন্মে জন্মে উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। এ-সম্বন্ধে বিশেষ কথা অগ্রে "শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ" (১০।৬৪) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে বলিব। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে "স্বকর্ম্ম ত্যাগ করায়" সে সম্বন্ধেই বিশেষ বিবরণ এইরূপ,—। ৪২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(এই সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতিগণ নিত্য কর্ম্ম না করায় এবং বেদের ব্রাহ্মণমধ্যে বিহিত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করায় ক্রমে ক্রমে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।)

(মেঃ)—"ক্রিয়ালোপ",—যেমন উপনয়নাদিরূপ যে যে ক্রিয়ায় উহারা সংস্কার্য্য কর্ম্মরূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট এবং নিত্যাগ্নিহোত্র, সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি যে যে ক্রিয়ায় কর্ত্তৃরূপে উহারা প্রাপ্ত সেই সেই উপনয়নাদি এবং নিত্যাগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়ার লোপ অর্থাৎ এই উভয় প্রকার ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান না হওয়া। কাজেই কেবলমাত্র উপনয়ন সংস্কারের অভাবেই যে তাহাদের জাতিভ্রংশ ঘটিয়াছে এরূপ নহে, কিন্তু উপনয়ন হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকলাপ না করার জন্যও উহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে। এইজন্য বলিতেছেন "শনকৈঃ" অর্থাৎ ধীরে ধীরে বা ক্রমে ক্রমে। তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি সন্ততি হইতে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি কিন্তু জন্মিবামাত্রই শূদ্রত্ব হয় নাই। কেবলমাত্র উপনয়নের অভাব ঘটিলে তাহাদেরই অন্য নাম ('ব্রাত্য' নাম) হইত। যদিও ঐ জাতি নিবৃত্ত হয় না তথাপি উহাদের সংস্কার না হওয়ায় উহাদের পুত্রপৌত্রগণের 'ভূর্জকণ্টক' প্রভৃতি স্বতন্ত্র জাতিরূপেই উল্লেখ হইবে। "ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ" ইহার অর্থ ব্রাহ্মণোক্ত বিধিবিধান লঙ্ঘন করায়। অথবা শাস্ত্রার্থে সংশয় হইলে কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক হইলে তাহার নিষ্পত্তির জন্য 'পরিষৎ' (ধর্ম্মনির্দ্দেশক ব্রাহ্মণ সমাজ) প্রাপ্ত না হওয়ায়। ৪৩

(পুণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ,—ইহারা সব ঐভাবে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।)

(মেঃ)—'পুণ্ড্রক' প্রভৃতি শব্দগুলি বস্তুগত্যা জনপদবোধক। তবে এখানে "ক্ষত্রিয় অর্থেই উহাদের মুখ্যবৃত্তি; আর সেই ক্ষত্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ঐগুলি জনপদরূপ অর্থেরও বোধক" এই মতবাদ অনুসারে বলা হইয়াছে। যেমন পাণিনি ব্যাকরণের 'লুপ্' বিধি প্রকরণে 'তস্য নিবাস' এই অর্থে জনপদবোধক শব্দে তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপ হয়, বলা হইয়াছে। কিন্তু "লুপ্যোগাপ্রত্যাখ্যানাৎ" এই নিয়মটী এখানে অনুসরণীয় নহে। এই সমস্ত দেশে চাতুবর্ণ্যের লোক বেশী নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়া উহাদিগের বৃষলত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। আর এমন যদি হয় যে এই পুণ্ড্র প্রভৃতি শব্দগুলির দেশ সম্বন্ধ বিনাই অন্য অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় তাহা হইলে ঐগুলি ঐসব জাতিবোধক হইবে। 'মহাভরত প্রভৃতি গ্রন্থ মধ্যে ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা আছে, কাজেই এখনও পর্য্যন্ত ইহারা ক্ষত্রিয়ই আছে', কাহারও হয় ত এই প্রকার ভ্রান্তি হইতে পারে। তাহা দূর করিবার জন্য বলা হইল যে ইহারা 'বৃষল' হইয়া গিয়াছে। কিরাত, বেন, দরদ প্রভৃতি এই যে-সমস্ত দিগন্তবাসী ইহাদের স্থান যে বৈদিকজন দ্বারা বর্জ্জিত তাহা বেদমধ্যে (বৃহদারণ্যক উপনিষদে) অনুবাদরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—"যেহেতু ঐ দিগন্তে পাপের স্থান অতএব ঐ দিগন্তবাসী লোকের নিকট যাইবে না, ঐ দিগন্তেও যাইবে না"। ৪৪

(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণের বহির্ভূত যে-সমস্ত জাতি তাহারা ম্লেচ্ছভাষাভাষীই হউক অথবা আর্য্যভাষাভাষীই হউক তাহারা সকলে 'দস্যু' নামে পরিচিত হইবে।)

(মেঃ)—অসাধু শব্দসকলের অর্থ অসৎ (অবিদ্যমান) অর্থাৎ সেগুলির মধ্যে অনাদি-বাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ নাই; সেইরূপ ভাষাকে ম্লেচ্ছ বলা হয়। যেমন কিরাত, শবর কিংবা অপরাপর অন্তজগণের ভাষা। আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিগণ 'আর্য্যবাক্'। যদি তাহারা চাতুর্ব্বর্ণ্যের বহির্ভূত হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে দস্যু বলা হয়। এই শ্লোকটীতে যাহা বলা হইল তাহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—। কোন একটী বিশেষ দেশে বাস করিয়া সেই দেশের ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করে বলিয়াই যে সে ব্যক্তি সংকরজাতি হইবে, সুতরাং ঐ ম্লেচ্ছ ভাষাভাষিত্ব যে বর্ণসংকরত্বের কারণ হইবে তাহা বলা হইতেছে না; কিন্তু যাহারা ঐ 'বর্ব্বর' প্রভৃতি শব্দে পরিচিত তাহারা সংকরজাতি, ইহাই বক্তব্য। প্রজাপতির মুখ প্রভৃতি স্থান হইতে যাহারা উৎপন্ন তাহাদের ঐ বর্ব্বরাদি শব্দে প্রসিদ্ধি (পরিচয়) হইবে না কিন্তু ব্রাহ্মণাদি শব্দেই প্রসিদ্ধি হইবে। উহারা সব 'দস্যু' নামে অভিহিত হয়। ৪৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(দ্বিজগণের মধ্যে যাহারা 'অপসদ' অর্থাৎ অনুলোমসংকরজ এবং যাহারা 'অপধ্বংসজ' অর্থাৎ প্রতিলোমসংকরজ বলিয়া পরিচিত তাহারা দ্বিজগণের উপকারক নিন্দিত দাসত্ব প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।)

(মেঃ)—'অপসদ' ইহার অর্থ অনুলোমজ এবং প্রতিলোমজ। 'অপধ্বংসজ' অর্থেও তাহাই বুঝায়,—গোবলীবর্দ্দন্যায়ে (অবস্থাঘটিত কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব অনুসারে) ইহাদের ভেদ। দ্বিজগণের উপযোগী প্রেষ্য (ভৃত্য) কর্ম্মের দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। ইহাদের ঐ কর্ম্ম "নিন্দিত"; কারণ উহা ভৃত্যকর্ম্ম। কাহার কি কর্ম্ম হইবে তাহা অগ্রে বলিতেছেন। ৪৬

(সূতজাতির কর্ম্ম হইবে অশ্বের সারথিত্ব করা, অম্বষ্ঠজাতির কর্ম্ম হইবে চিকিৎসা করা, বৈদেহকজাতির কার্য্য হইবে অন্তঃপুর রক্ষা করা, আর মাগধজাতির কর্ম্ম হইবে বাণিজ্য করা।)

(মেঃ)—"স্ত্রীকার্য্য" ইহার অর্থ অন্তঃপুর রক্ষা করা। 'বণিক্‌পথ'—স্থলপথ ও জলপথাদিতে বাণিজ্য করা, ইহা প্রসিদ্ধ। ৪৭

(নিষাদগণের কার্য্য হইতেছে মৎস্য শীকার করা, আয়োগবের কর্ম্ম হইবে কাষ্ঠ লইয়া কর্ম্ম করা। মেদ, অন্ধ্র, চুঞ্চু এবং মদ্‌গুজাতির বৃত্তি হইতেছে বন্য পশু বধ করা।)

(মেঃ)—"ত্বষ্টি" (তক্ষণ) ইহার অর্থ কাঠ চাঁচাছোলা; (ছুতোরের কাজ)। ৪৮

(ক্ষত্তা, উগ্র, এবং পুক্কস ইহাদের কাজ হইবে গর্ত্তবাসী প্রাণী ধরা বা বধ করা। ধিগ্বণজাতিরা চাম্‌ড়ার কাজ করিবে; বেণজাতি ভাণ্ডনির্ম্মিত বাদ্য প্রস্তুত করিবে ও বাজাইবে।)

(মেঃ)—'বিলৌকা' বলিতে সাপ, বেঁজি, গর্গর প্রভৃতি প্রাণী বুঝায়। সেই সমস্ত প্রাণী বধ করা কিংবা ধরা; ইহাই হইবে ক্ষত্তা প্রভৃতির জীবিকা। চর্ম্মকার্য্য (চাম্‌ড়ার কাজ)—যেমন সাঁজোয়া প্রভৃতি সেলাই করা, জুতা তৈয়ারি করা ইত্যাদি। 'ভাণ্ডবাদন'=মুরজ, অর্দ্ধমুরজ প্রভৃতি (ভাণ্ডনির্ম্মিত) বাদ্য বাজান। ৪৯

(চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশান, পর্ব্বত ও উপবন সমীপে ইহারা নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকিয়া সকলের পরিচিত হইয়া বাস করিবে।)

(মেঃ)—যাহারা গ্রামের বাহিরে থাকিবার যোগ্য তাহারা পর্ব্বতাদি প্রদেশের সমীপে বাস করিবে। 'বিজ্ঞাত'—ইহাদের জাতিচিহ্ন যাহারা জানে তাহাদের নিকট পরিচিত। যাহার পক্ষে যে কাজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে সেই কর্ম্মের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মসংকর ঘটাইবে না। ৫০

(চণ্ডাল, শ্বপচ প্রভৃতি জাতির বাসস্থান হইবে গ্রামের বাহিরে। তাহাদিগকে 'অপপাত্র' করিয়া দিতে হয়; কুকুর এবং গাধা হইবে তাহাদের ধনস্বরূপ।)

(মেঃ)—"প্রতিশ্রয়" ইহার অর্থ নিবাস; তাহা তাহাদের গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত (বহির্ভূত) হইবে। 'অপপাত্র'=নিরবসানীয় ; তাহারা সোনারূপা ছাড়া অন্য যে পাত্রে ভোজন করিবে তাহা অগ্নি সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ করা চলিবে না, কিন্তু তাহা পরিত্যাগই করিতে হইবে। কারণ সোনা ও রূপার পাত্র হইলে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা—বিশেষ শুদ্ধি শাস্ত্রমধ্যে বলিয়া দেওয়া আছে। অথবা তাহারা 'অপপাত্র' হইবে অর্থাৎ তাহারা যে পাত্র স্পর্শ করিয়া থাকিবে তাহাতে অন্ন-শক্তু প্রভৃতি দেওয়া চলিবে না; কিন্তু পাত্রটী মাটীর উপর রাখিয়া দিলে কিংবা অন্য কোন লোক তাহা হাতে করিয়া ধরিয়া থাকিলে তাহার উপর ভাত-ছাতু প্রভৃতি দিয়া মাটীর উপর রাখিয়া দিলে তাহারা উহা লইবে। অথবা ভাঙ্গা পাত্রকে অবপাত্র বলে। আচার্য্য স্বয়ং ইহা অগ্রে "ভিন্ন (ভাঙ্গা) পাত্রে তাহাদের ভোজন" ইত্যাদি বচনে বলিয়া দিবেন। ইহাদের ধন হইবে কুকুর ও গাধা; গবাশ্বাদি পশু এবং সুবর্ণরজতাদি দ্রব্য ইহারা ধনরূপে পাইবে না। ৫১

(মৃত ব্যক্তির বস্ত্র ইহাদের আচ্ছাদন হইবে, ভাঙ্গা পাত্রে ইহারা ভোজন করিবে; ইহাদের অলঙ্কার লৌহ-নির্ম্মিত হইবে এবং ইহারা সকল সময়ে ঘুরিয়া বেড়াইবে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—সকল সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবে কিন্তু একই স্থানে বাস করিবে না। ৫২

(ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাদের সহিত কোনপ্রকার সংগ করিবেন না। তাহাদের পরস্পরের মধ্যেই আচারব্যবহার সীমাবন্ধ থাকিবে; তাহাদের সদৃশজাতির সহিত বিবাহ হইবে।)

(মেঃ)—'সময়', সংকেত, এক-কার্য্যতা এবং সংগতি (মিলন—মেলামেশা) এগুলি সব একই অর্থবোধক। তাহাদের সহিত একই স্থানে—দাঁড়ান, বসা, বিহার করা ইত্যাদি কর্ত্তব্য নহে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। বিবাহ=ভার্য্যা গ্রহণ করা ইত্যাদি। তাহাও ঐ প্রকার হইবে। ৫৩

(ইহাদের অন্ন পরাধীন অর্থাৎ সাক্ষাৎ ইহাদের পাত্রে অন্ন দেওয়া হয় না, কিন্তু মাঝখানে কাহাকেও রাখিয়া তাহার পাত্রে ইহাদিগকে অন্ন দেওয়া হইবে। তাহারা রাত্রিকালে গ্রামে অথবা নগরে চলাফেরা করিবে না।)

(মেঃ)—ইহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্ন দিবে না কিন্তু পূর্ব্বে (৫১ শেলাকে) যেরূপ বলা হইয়াছে সেইভাবে ভৃত্যাদিব্যবধানে দিতে হয়। আর রাত্রিকালে নগর এবং গ্রামের মধ্যে ইহাদের চলাফেরা নিষিন্ধ; কারণ তাহাতে উহাদিগের স্পর্শ ঘটিবার আশংকা থাকে। ৫৪

(তাহারা রাজাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিয়া ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্য্যের জন্য দিবাভাগে বিচরণ করিবে। যে-সমস্ত শব বান্ধবশূন্য তাহাদের ইহারা সৎকার করিবে, ইহাই নিয়ম।)

(মেঃ)—দিবাভাগে বিচরণ করিবে—"কার্য্যার্থং"=ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্য্য সম্পাদনের জন্য। অথবা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত নগরের উৎসবাদি দেখিবার জন্য বিচরণ করিবে। কিন্তু তাহা হইলেও "চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ"=রাজাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বজ্র প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত হইয়া অথবা বধ্যব্যক্তিকে বধ করিবার জন্য পরশু (টাঙ্গি), কুঠার প্রভৃতি স্কন্ধে রাখিয়া চলিবে। ৫৫

(ইহারা রাজার আদেশে বধ্য ব্যক্তিদের যথানিয়মে বধ করিবে; বধ্য লোকেদের বস্ত্র, শয্যা, অলংকারও ইহারা গ্রহণ করিবে। কোন লোক উচ্চবর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও সে যে বর্ণভ্রষ্ট, হীন, জারজ তাহা জানা না গেলেও তাহার কর্ম্মের দ্বারা উহা বুঝিয়া লইতে হয়।)

(মেঃ)—"বর্ণাপেতং"=চাতুর্ব্বর্ণ্য হইতে ভ্রষ্ট (বহির্ভূত), "অবিজ্ঞাতং"=সন্দেহ হইলে, সে যে জারজ তাহা তাহার বক্ষ্যমাণ কর্ম্মকলাপ এবং স্বভাবের বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। যে লোক হীনকর্ম্মে নিরত এবং নিষ্ঠুর কর্ম্মকারী তাহার জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে সে যে "কলুষযোনিজ" অর্থাৎ জারজ তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ৫৭

(পরবিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, লোভহিংসাপরতা এবং শাস্ত্রীয় কর্ম্মহীনতা এগুলি সব লোকের জন্মগত দুষ্টতা সূচিত করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—"অনার্য্য"=বিদ্বেষ ও মাৎসর্য্যপ্রধান। "নিষ্ঠুর"=স্বার্থপর। "ক্রূর" অর্থাৎ লোভ-হিংসাপরায়ণ। "নিষ্ক্রিয়াত্মা"=শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াবর্জ্জিত। এই সমস্ত স্বভাবের দ্বারা লোকের জন্মগত দোষ সূচিত হয়। ৫৮

(জন্মগত দোষযুক্ত ব্যক্তি হয় তাহার পিতার, না হয় তাহার মাতার কিংবা উভয়েরই স্বভাব পাইয়া থাকে, সে কখনও নিজ জন্মের যাহা কারণ তাহা চাপা দিতে পারে না।)

(মেঃ)—"দুর্যোনি" ইহার অর্থ বর্ণসংকরজাত। "প্রকৃতিং স্বাং"=নিজ জন্মের কারণ অর্থাৎ জন্মের দোষ নিয়ত চাপিয়া রাখিতে পারে না। ৫৯

(উচ্চবংশে জন্মিলেও যাহার বীজদোষ আছে সে ব্যক্তি তাহার সেই বীজের স্বভাব অল্পই হউক কিংবা বেশীই হউক কিছু না কিছু অবশ্যই পাইয়া থাকে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—"তচ্ছীলং"=তাহার স্বভাব;—ইহার অর্থ যে পুরুষ কর্ত্তৃক সে উৎপাদিত হইয়াছে, তাহারই স্বভাব, কিন্তু যাহার ক্ষেত্রে (পত্নীতে) উৎপাদিত হইয়াছে তাহার স্বভাব নহে। যাহার ক্ষেত্র তাহাকে ত সকলেই জানে। ৬০

(যে রাজার রাজ্যে এই সমস্ত বর্ণসংকর ব্যভিচারদোষে উৎপাদিত হয় সেই রাজার রাজ্য এবং রাজ্যস্থ লোকেরা শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়।)

(মেঃ)—অতএব বর্ণসংকর ব্যভিচার রাজার পক্ষে অবশ্যবর্জ্জনীয়। "রাষ্ট্রীয়" ইহার অর্থ জনপদবাসী। "রাষ্ট্র"=অমাত্য প্রভৃতি। ৬১

(ব্রাহ্মণের উপকার করিবার নিমিত্ত, গোজাতির রক্ষার কারণে, স্ত্রীলোক এবং বালকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য বাহ্য জাতিরা কোন অর্থ না লইয়া যদি দেহপাত করে তবে উহা তাহাদের উৎকর্ষ লাভের কারণ হয়।)

(মেঃ)—"অনুপস্কৃতঃ"=অর্থ না লইয়া। "অভ্যবপত্তি"—ইহার অর্থ অনুগ্রহ। "বাহ্যানাং"=বাহ্য অর্থাৎ প্রতিলোম জাতিগণের; "সিদ্ধিকারণম্"=উৎকৃষ্ট জাতিতে জন্মলাভ, উহা সিদ্ধির কারণ হয় বলিয়া তাহাই এইভাবে কথিত হইতেছে। তাহারা এরূপ জন্মলাভ করে যাহাতে শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হয়। অথবা স্বর্গাদি প্রাপ্তিকে 'সিদ্ধি' বলা হইয়াছে। ৬২

(অহিংসা, সত্য, অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা, শৌচ এবং ইন্দ্রিয়সংযম—এইগুলি সব চারি-বর্ণের সকল মনুষ্যের পক্ষে সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ ইহা সকলেরই পালনীয়।)

(মেঃ)—"শৌচং"—ইহার অর্থ মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা দেহের বহির্ভাগ শুদ্ধ করা। "সামাসিকং"=সকল মনুষ্য জাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট—কেবল যে ব্রাহ্মণাদি বিশেষ জাতিবিভাগ মধ্যে (এই ধর্ম্মগুলি) সীমাবদ্ধ তাহা নহে। অন্য অংশগুলি স্বতঃ ব্যাখ্যাত (ঐগুলির ব্যাখ্যা বলা অনাবশ্যক)। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, অহিংসা যদি প্রতিলোম জাতিগণের ধর্ম্ম (অবশ্যপালনীয়) হয় তাহা হইলে এসব কথা কিভাবে উপদেশ করা হইল যে, "মৎস্যবধ করা নিষাদগণের ধর্ম্ম", "গর্ত্তবাসী সর্পনকুলাদি প্রাণী বধ করা কিংবা ফাঁদ পাতিয়া ধরা", "ক্ষত্তৃ প্রভৃতি জাতির বন্য পশু বধ করা ধর্ম্ম" ইত্যাদি? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, জীবিকার জন্য যেসমস্ত প্রাণী উহাদের বধ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্য প্রাণীর প্রতি অহিংসা তাহাদের কর্ত্তব্য। অন্য কেহ বলেন, অহিংসা তাহাদের অভ্যুদয়ের কারণ হয়; কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণিহিংসা করা যে তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ তাহা নহে। "মাংসভক্ষণে দোষ নাই" ইত্যাদি বচনে যেমন নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে ইহাও সেইরূপ। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, অহিংসা যদি উহাদের পক্ষে ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে উহারা বাঁচিবে কিরূপে? কাজেই তাহাদের পক্ষে হিংসা ত্যাগ করা সঙ্গত হয় না। যদি বলা হয় ধর্ম্মের জন্য হিংসা ত্যাগ করিবে, তাহা হইলে ঐ একই প্রশ্ন থাকিয়া যায় তাহাদের জীবনধারণের উপায় কি হইবে? কারণ, অপরাপর যেসকল বৃত্তি আছে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে ব্যবস্থিত; (কাজেই তাহাদের পক্ষে সেগুলি গ্রহণ করা যায় না)। অধ্যাপন, যাজন প্রভৃতি বৃত্তি তাহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং সেগুলির প্রাপ্তি সম্ভাবিত নহে। আবার কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম বৈশ্যগণের মধ্যে ব্যবস্থিত। শূদ্রের পক্ষে সেবা অথবা অন্য প্রকার সাধারণ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। (উত্তর)—তাহারা হিংসা পরিত্যাগ করিয়াও যেভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে তাহা "বিদ্যাশিল্পং" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিব। আর তাহাদের বৃত্তির জন্য যে বলা হইয়াছে "তাহারা দ্বিজগণের উপকারসাধক নিন্দিত কর্ম্মের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে" ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহাদের পক্ষে বিহিত যে হিংসা তাহার অধিক নিন্দিত কর্ম্ম আর কি আছে? তাহাদের পক্ষে বৃত্তিরূপে বিহিত যে মৎস্যশীকার তাহা দ্বিজগণের উপকারসাধক নহে, (কারণ, তাহা তাঁহাদের নিত্য আবশ্যক হয় না), শ্রাদ্ধে কিংবা অতিথিভোজনাদি কর্ম্মে কখন কদাচিৎ আবশ্যক হয়। কাজেই তাহাতে তাহাদের সার্ব্বকালিক জীবিকা নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব, মৎস্যবধ প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহক নহে। ৬৩

(শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে স্ত্রীসন্তান জন্মে সে যদি আবার ব্রাহ্মণের দ্বারাই গর্ভ গ্রহণ করিয়া স্ত্রীসন্তান প্রসব করে এবং ঐ স্ত্রীসন্তানও যদি আবার ঐভাবে সন্তান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রসব করে তাহা হইলে ঐ নিম্ন জাতিও সপ্তম স্তরে উৎকৃষ্ট জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—যদিও "ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ" এখানে পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ রহিয়াছে তথাপি "গর্ভে গ্রহণ করে", "শ্রবণ হইতে গর্ভ হইয়াছে" ইত্যাদি প্রয়োগ অনুসারে এখানেও অপত্য গ্রহণযোগ্যতা বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। সুতরাং এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে স্ত্রীসন্তান জন্মে সে যদি "শ্রেয়সা"=উৎকৃষ্ট জাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সংসর্গেই "প্রজায়তে"=বিবাহাদি দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সন্তান প্রসবের সুযোগ পায়, আবার সেটী যদি স্ত্রীসন্তান হয় এবং সেও ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিত হয় তাহা হইলে এইভাবে পর পর সপ্তম স্তরে সেই স্ত্রীসন্তানটী ব্রাহ্মণজাতীয় হইয়া যায় এবং তাহার গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মে সে তখন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে অর্থাৎ সে তখন জাতিতে ব্রাহ্মণই হইয়া থাকে। এখানে যে "শ্রেয়সা" পদটী রহিয়াছে ইহা যদিও বৈশ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতিমাত্রকেই বুঝাইতে পারে তথাপি এখানে যখন 'ব্রাহ্মণ' শব্দটী সন্নিহিত রহিয়াছে সে কারণে এবং অগ্রেও "শূদ্র ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হয়" এইভাবে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের উল্লেখ থাকায় এখানে শূদ্রবর্ণের ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার পদ্ধতি অনুসারে বৈশ্যা নারীর গর্ভজাত বর্ণ পঞ্চম স্তরে এবং ক্ষত্রিয়া রমণীর প্রসূত সন্তান তৃতীয় স্তরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। আর এস্থলেও ঐভাবে স্ত্রীসন্তানের পারম্পর্য্যক্রমেই বর্ণের উৎকর্ষ হয়, বুঝিতে হইবে। এইরূপ বৈশ্যবর্ণের ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয় তৃতীয় স্তরে। বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রা নারীর গর্ভে উৎপাদিত স্ত্রীসন্তান যদি বৈশ্যের সহিত সংযুক্ত হয় তাহা হইলে ঐভাবে তৃতীয় জন্মে সেই বর্ণের বৈশ্যত্ব প্রাপ্তি ঘটে। আবার ক্ষত্রিয় পুরুষ কর্ত্তৃক শূদ্রা নারীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তানের ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয় পঞ্চম স্তরে। শ্লোকে যে 'যুগ' শব্দটী আছে উহার অর্থ জন্ম। "অশ্রেয়ান্"=নিকৃষ্ট বর্ণ, "শ্রেয়সীং জাতিং" =উৎকৃষ্ট জাতি "গচ্ছতি"=প্রাপ্ত হয়। "আ সপ্তমাৎ"—এখানে 'আ' এটী অভিবিধি অর্থাৎ ব্যাপ্তি অর্থবোধক। ৬৪

(শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব লাভ করে। ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে এবং বৈশ্য জাতীয় পুরুষ হইতে যে জন্মে তাহার বর্ণোৎকর্ষও এইভাবে হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—'শূদ্রো "ব্রাহ্মণতামেতি"—ইহার অর্থ বলা হইয়াছে। "ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং"=ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে 'ব্রাহ্মণ' বলিতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক (শূদ্রা রমণীতে) উৎপাদিত 'পারশব' জাতি অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সেই পারশব যদি ঐভাবের কোন শূদ্রা রমণীকে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহার সন্তান হীনজাতিত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শূদ্রই হইয়া যায়। তবে তৃতীয় জন্মে (স্তরে) ইহা ঘটিয়া থাকে, এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ঐভাবে যুগ-পরিবর্ত্তে (জন্মবিবর্ত্তনে সপ্তমাদি স্তরে) যাহারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তাহারা সেই সেই জাতির উপনয়নাদি সংস্কার এবং শ্রৌতকর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৫

(ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রা রমণীতে যাদৃচ্ছিকভাবে অর্থাৎ বিবাহ বর্জ্জিতভাবে যে সন্তান উৎপাদিত হয় এবং শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ নারীতে যে সন্তান উৎপাদিত হয় ইহাদের মধ্যে কাহার প্রাধান্য হইবে?)

(মেঃ)—"কস্য"—এখানে 'কিং' শব্দটী প্রশ্নার্থে বা নিষেধার্থে। বীজের প্রাধান্যবশতঃ হীন-জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তান যদি তাহার মাতৃজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া ক্রমে পিতৃজাতিত্ব লাভ করিতে পারে তাহা হইলে ক্ষেত্রের যেখানে প্রাধান্য থাকে সেখানেও ত এইরূপ হইতে পারে? যেমন, ক্ষেত্রজ পুত্রের বেলায় হয়। কাজেই "অনার্য্যায়াং"=শূদ্রা নারীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান যেমন উৎকৃষ্ট হয় "যদৃচ্ছয়া"=যাদৃচ্ছিকভাবে উৎপাদিত অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ করা না হইলেও তাহার গর্ভে উৎপাদিত—। এইরূপ ব্রাহ্মণ নারীতে শূদ্র কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান ক্ষেত্রের প্রাধান্যে (মাতার জাতিগত উৎকর্ষে) "শ্রেয়স্ত্ব"=জাতিগত উৎকর্ষ (পায় কি)? কারণ, একথা বলা হইয়াছে যে, "কোন কোন স্থলে বীজের প্রাধান্য আবার কোথাও কোথাও ক্ষেত্রের প্রাধান্য থাকে।" ৬৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(হীনজাতীয় নারীতে উচ্চবর্ণের পুরুষ হইতে যে সন্তান জন্মে সে গৌণভাবে উচ্চবর্ণের হইয়া থাকে কিন্তু অনার্য্য অর্থাৎ হীনবর্ণের পুরুষ হইতে উচ্চবর্ণের নারীতে যে জন্মে সে হীনবর্ণই হইয়া থাকে, ইহা অবধারিত।)

(মেঃ)—"নার্য্যাং"=নারীতে "অনার্য্যায়াম্"=হীনজাতীয়া, "আর্য্যাৎ জাতঃ"=উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপাদিত সন্তান আর্য্য (উচ্চবর্ণ) হইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—সে কি ব্রাহ্মণজাতীয় হয়? (উত্তর)—না, তাহা নহে; এইজন্য বলিতেছেন "গুণৈঃ"=গৌণভাবে,—পাকযজ্ঞাদি কর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে এই সাদৃশ্যবশতঃ বক্ষ্যমাণ অনার্য্য (হীনবর্ণ) পুরুষের তুলনায় তাহাকে আর্য্য (উৎকৃষ্ট বর্ণ) বলা হয়। কিন্তু "অনার্য্যাৎ"=শূদ্র হইতে "আর্য্যায়াং"=ব্রাহ্মণ জাতীয়া নারীতে উৎপাদিত সন্তান অনার্য্যই (হীনবর্ণই) হইয়া থাকে, ইহা অবধারিত। এখানে যাহা বলা হইল তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—। কাহার প্রাধান্য (জাতিগত উৎকর্ষ) হইবে তাহা বচন অনুসারেই নিরূপণ করিতে হয়—বচন মধ্যে যেরূপ নির্দ্দেশ আছে মাত্র সেই পরিমাণ অর্থই গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু এরূপ স্থলে অনুমানের দ্বারা অন্য প্রকার অর্থ প্রসঞ্জন করা যায় না। (এইজন্য ক্ষেত্রের প্রাধান্যের দ্বারা তাহার গর্ভজাত সন্তানের প্রাধান্য নিরূপিত হয় না।) কাজেই সমান জাতীয় স্ত্রীর সহিতই সংসর্গ করা সঙ্গত। ক্ষেত্রজ সন্তানের বেলাই কেবল ক্ষেত্রের প্রাধান্য (বচন অনুসারে) স্বীকৃত হয়। (কাজেই তাহা এখানে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।) ৬৭

(ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রা গর্ভজাত এবং শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন যে সন্তান—ইহারা উভয়েই উপনয়নাদি সংস্কারের অযোগ্য, ইহাই শাস্ত্রব্যবস্থাসিদ্ধ নিয়ম। কারণ, ইহাদের মধ্যে প্রথমটীতে জন্মগত বিগুণতা অর্থাৎ মাতার হীনবর্ণতারূপ দোষ রহিয়াছে আর শেষেরটী প্রতিলোমক্রমে উৎপাদিত হইয়াছে।) সুতরাং এরূপ হইলে,—

(মেঃ)—উভয়েই অর্থাৎ 'চণ্ডাল' এবং 'পারশব' দুজনেই "অসংস্কার্য্যৌ"=উপনয়ন সংস্কারের অযোগ্য। এ সম্বন্ধে 'হেতুবন্নিগদ'রূপ অর্থবাদ বলিতেছেন—"বৈগুণ্যাৎ জন্মতঃ" ইত্যাদি। যে শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মিয়াছে তাহার বীজের উৎকর্ষ আছে বটে তথাপি তাহার জন্ম বিগুণ অর্থাৎ যোনিদোষে (মাতৃদোষে) দোষযুক্ত। আর, "উত্তরঃ"=পরবর্ত্তীটী অর্থাৎ ঐ যে চণ্ডালজাতীয় সন্তান সে "প্রতিলোমতঃ"=চরম প্রতিলোমজ; কাজেই তাহার জন্মক্ষেত্রের (মাতার) জাতিগত উৎকর্ষ থাকিলেও পিতার (অপকৃষ্টবর্ণতারূপ) দোষে সেও দোষগ্রস্ত। ৬৮

(উৎকৃষ্ট বীজ যদি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে পড়ে তাহা হইলে তাহা যেমন উৎকৃষ্ট জাতীয় শস্য হইয়া জন্মে সেইরূপ যে সন্তান উচ্চবর্ণের নারীতে উচ্চবর্ণের পুরুষ হইতে জন্মে সেও উৎকৃষ্ট জাতীয় হয় বলিয়া সে সকল প্রকার সংস্কার পাইবার অধিকারী।)

(মেঃ)—পূর্ব্বোক্ত সন্তানদ্বয় সংস্কারের অযোগ্য; কিন্তু যাহারা সমবর্ণের স্ত্রী-পুরুষ হইতে উৎপন্ন তাহারা সংস্কার পাইবার উপযুক্ত—এই উভয় প্রকার অর্থ সম্বন্ধেই অর্থবাদ বলা হইতেছে "সুবীজম্" ইত্যাদি। কাজেই "ক্বচিদ্ বীজং ক্বচিদ্ যোনিঃ" ইত্যাদি বচনে যেরূপ উপদেশ করা হইয়াছে তাহাই এখানে প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং ব্রাহ্মণাদির পক্ষে একান্তরিত বর্ণের স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নহে। ৬৯

(এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বীজের প্রশংসা করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রাধান্য দেন, আর এক সম্প্রদায় ক্ষেত্রের প্রাধান্য দিয়া থাকেন, আবার অন্য সম্প্রদায় বীজ এবং ক্ষেত্র উভয়েরই উৎকৃষ্টতার প্রাধান্য দেন। এরূপ স্থলে যাহা সিদ্ধান্ত তাহা এইপ্রকার হইবে,—।)

(মেঃ)—এ সম্বন্ধে তিনটী পক্ষ (মতবাদ) আছে। সেগুলির মধ্যে কেহ কোন একটীকে অবলম্বন করেন। কেহ কেহ বলেন বীজই শ্রেষ্ঠ। এইজন্য ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির নারীর গর্ভে ব্রাহ্মণ দ্বারা যে উৎপাদিত হয় সে তাহার মাতার জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় হইয়া থাকে। আবার অন্য এক সম্প্রদায় বলেন ক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ; কারণ, ক্ষেত্রজ সন্তান যে ক্ষেত্রে জন্মে সে সেই জাতীয় হইয়া থাকে; সেই অপত্য (সন্তান) তাহারই হয়। আবার অপর কোন কোন পণ্ডিত-সম্প্রদায় এই প্রকার অভিমত দেন যে, বীজ এবং ক্ষেত্র দুইটীই শ্রেষ্ঠ। এইজন্য বলা হইয়াছে "উৎকৃষ্ট বীজ এবং উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র" ইত্যাদি। কিন্তু ইহার কোন পক্ষটীই নিজ সম্মত নহে; এইজন্য বলিতেছেন "তত্রেয়ং তু ব্যবস্থিতিঃ";—এরূপ স্থলে এই বক্ষ্যমাণ প্রকার সিদ্ধান্ত নিরূপণ করা আছে (যথা,—)। ৭০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(অক্ষেত্রে অর্থাৎ বাজে, অকেজো জমিতে বীজ ফেলিলে তাহা মধ্যপথেই নষ্ট হইয়া যায়। আবার উৎকৃষ্ট ভূমি হইলেও যদি তাহাতে উপযুক্ত বীজ না পড়ে তাহা হইলে উহা কেবল বাড়ীর উঠান বা পোড়ো জমি হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"অক্ষেত্রে"=অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে "উৎসৃষ্টং বীজং"=বপন করা বীজ উৎকৃষ্ট হইলেও "অন্তরা এব"=মধ্যস্থলেই অর্থাৎ ফল না দিয়াই "বিনশ্যতি"=নষ্ট হইয়া যায়। "অবীজকম্"= যাহাতে মোটে বীজ পড়ে নাই কিংবা যাহাতে উপযুক্ত (উৎকৃষ্ট) বীজ পড়ে নাই তাদৃশ ক্ষেত্র কেবল স্থণ্ডিলস্বরূপ—পতিত ভূমিস্বরূপ; অর্থাৎ তাহা হইতে ফসল পাওয়া যায় না। ৭১

(যেহেতু বীজেরই মাহাত্ম্যে তির্য্যক্ যোনিজাত সন্তানরাও ঋষি হইয়া ছিলেন এবং তাঁহারা সকলের পূজা ও প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন সেই কারণে বীজকে প্রশস্ত অর্থাৎ প্রধান বলা যায়।)

(মেঃ)—"পূজিতাঃ"=সকল ব্যক্তির পূজা ও প্রণামভাজন, "প্রশস্তাঃ"=স্তুতিবাক্যের দ্বারা প্রশংসিত; "সেই কারণে বীজই প্রধান";—ইহা হইল বীজ প্রাধান্যবাদিগণের মত। ইহা যে যুক্তিযুক্ত নহে তাহা পূর্ব্বে "তত্রেয়ং তু ব্যবস্থিতিঃ" এই অংশে বলা হইয়াছে। অথবা "বীজপ্রভাবেণ"—ইহা দ্বারা বীজের প্রাধান্য দেখান হইতেছে না; কিন্তু এ পক্ষে যে দোষ আছে তাহা বলা হইতেছে। 'মন্দপাল' প্রভৃতির বীজগত উৎকর্ষ ছিল বলিয়া তাঁহারা তির্য্যক্ জাতির (পশুর) গর্ভে জন্মিয়াও ঋষি হইয়াছিলেন, ইহা পুরাণমধ্যে দৃষ্ট হয়—এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সংগত নহে। কারণ, সেখানে বীজের উৎকৃষ্টতাবশত যে তাহাদের সন্তানগণ ঋষি হইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ তপস্যা এবং শাস্ত্রজ্ঞানাদির প্রভাবরূপ ধর্ম্ম-বিশেষের বলেই ঋষি এবং সকলের প্রণম্য হইয়াছিলেন। ৭২

(হীনজাতীয় ব্যক্তি যদি সাধুকর্ম্মকারী হয় এবং উচ্চবর্ণের লোক যদি হীনকর্ম্মকারী হয় তাহা হইলে তাহারা উভয়ে সমানও হইবে না এবং অসমানও হইবে না, ইহা প্রজাপতি মনু নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।)

(মেঃ)—'অনার্য্য' অর্থ শূদ্র; সে যদি "আর্য্যকর্ম্মা" হয় অর্থাৎ দ্বিজাতির শুশ্রূষাদি নিরত এবং পাকযজ্ঞকারী হয় ও দেবতা এবং ব্রাহ্মণকে সতত নমস্কার করিতে থাকে,—। "আর্য্য"= ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ, "অনার্য্যকর্ম্মা"=যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে থাকে,—। "সম্প্রধার্য্য",—তাহাদের উভয়ের গুণ অবগত হইয়া,—। ইহাদের দুইজনের মধ্যে কি একজনের গুণ অধিক আর একজনের জাতি উৎকৃষ্ট, এই প্রকার নিরূপণ করিয়া, "ধাতা"=প্রজাপতি মনু বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা নির্ণয় করিয়া "অব্রবীৎ"= বলিয়াছিলেন;—। "ন সমৌ"=তাহারা উভয়ে সমান নহে; শূদ্র উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত হইলেও গুরু জাতির (উচ্চবর্ণের) সমান নহে। আবার বিপরীতভাবেও বলিতেছেন "নাসমৌ"=তাহারা উভয়ে অসমানও নহে। ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎকৃষ্ট হইলেও যদি বহু দোষে দুষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার ঐ জাতিগত উৎকর্ষ মাত্র কি উপকার সাধন করিবে? এখানে এই শ্লোকটীতে যাহা বলা হইল তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ;—কেবল যে জাতির বল (প্রবলতা বা উৎকর্ষ) অনুসারেই মানুষ সম্মান-ভাজন হয় তাহা নহে, কিন্তু লোকের গুণই সম্মানস্থান। যেহেতু কেহ যদি গুণহীন হয় তাহা হইলে তাহাকে তাহার জাতিগত উৎকর্ষ উদ্ধার করিতে পারে না অর্থাৎ তাহার শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি করাইতে পারে না। সেরূপ যদি হইত তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিধিসকল ব্যর্থ হইয়া পড়িত (যেহেতু অন্যের ন্যায় ব্রাহ্মণকেও নিষিদ্ধাচরণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়)। পূর্ব্বোক্ত "অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নঃ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে এই শ্লোকটী পর্য্যন্ত অংশে সৎকর্ম্মের প্রশংসা বুঝাইবার জন্য বর্ণসংকরের নিন্দা করা হইয়াছে; কারণ এখানে বিধি কিংবা নিষেধ কোনটীরই নির্দ্দেশ নাই। কাজেই এখানে কোন অপূর্ব্ব (অজ্ঞাত) বিষয় বোধিত হইতেছে না। সুতরাং সৎকর্ম্মের প্রশংসা করাতেই এগুলির তাৎপর্য্য (সৎকর্ম্মই সকলের অনুষ্ঠেয়)। ৭৩

(বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরত থাকিয়া নিজ অধিকার বা যোগ্যতা অনুসারে ছয়টী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—এক্ষণে আপদ্ধর্ম্মের ভূমিকা করিতেছেন। "ব্রহ্মযোনিস্থ"—এখানে 'যোনি' শব্দটীর অর্থ 'কারণ'। ব্রহ্মযোনিস্থ ব্রাহ্মণগণ ছয়টী কর্ম্ম "উপজীবেয়ুঃ"=অনুষ্ঠান করিবেন। ধাতুসকলের অর্থ অনেক প্রকার হইতে পারে; এইজন্য এখানে "অনুতিষ্ঠেয়ুঃ"—এইপ্রকার অর্থ করা হইল। "যথাক্রমম্"=নিজ নিজ অধিকার অনুসারে;—যিনি যে কর্ম্মের অধিকারী বা যোগ্য তিনি সেই কর্ম্ম করিবেন। ঐ ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি অদৃষ্টার্থক এবং কতকগুলি হইতেছে দৃষ্টার্থক। ৭৪

(অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ—এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত।)

(মেঃ)—প্রথম অধ্যায়েও এইগুলির উল্লেখ আছে বটে (কিন্তু সেখানে তাহা বিধিরূপে উপদিষ্ট হয় নাই), কেবল শাস্ত্রের প্রশংসা করিবার জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এখানে এগুলি বিধি নির্দ্দেশ করিবার জন্য উপদিষ্ট হইতেছে। যদিও ঐগুলির প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবেই বিধি বক্তব্য তথাপি এখানে বন্ধুভাবে—অনায়াসে বুঝিবার জন্য একসঙ্গে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কাজেই এই যে সমষ্টিভাবে উল্লেখ, ইহা অন্য বিধির সহিত সাপেক্ষ। অতএব বিধিমধ্যে যেভাবে বিহিত হইয়াছে তাহা উল্লেখপূর্ব্বক এ সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ বিষয়টী বিহিত হইবে। ৭৫

(এই ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে কিন্তু তিনটী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জীবিকাস্বরূপ। সে তিনটী হইতেছে যাজন, অধ্যাপন এবং বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দানগ্রহণ।)

(মেঃ)—ঐ কর্ম্মগুলিকে যে তিনটী তিনটী করিয়া ভাগ করা হইল তাহার প্রয়োজন স্পষ্ট। তন্মধ্যে একটী 'ত্রিক' (তিনটী কর্ম্মের সমষ্টি) দৃষ্টার্থরূপে দেখান হইল। আর অন্য তিনটী যে অদৃষ্টার্থক তাহা উহাদের সামর্থ্য (অর্থ) অনুসারে সিদ্ধ হয়। "বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ"—এখানে 'বিশুদ্ধ' শব্দটীর অর্থ 'যে লোক পাপানুষ্ঠাননিরত নহে'। (প্রশ্ন)—এরূপ হইলে ত শূদ্রও বিশুদ্ধ হইতে পারে? (উত্তর)—তাহাতে আপনার বিদ্বেষ কেন? (প্রশ্ন)—তাহা হইলে যে অন্য স্মৃতিবচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়? কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে, "যে সমস্ত দ্বিজাতি নিজ নিজ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রশস্ত, ব্রাহ্মণ তাহাদেরই অন্ন ভোজন এবং দান গ্রহণ করিতে পারেন। (উত্তর)—এরূপ বিরোধ যখন হইতেছে তখন যাহাতে বিরোধ না হয় সেইভাবেই "বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ" ইহার ব্যাখ্যা করা উচিত। কারণ যদি অবিরোধ দেখান সম্ভব হয় তাহা হইলে বিরোধ স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ ইহা অনুবাদস্বরূপই হইতেছে। কারণ, "রাজার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি স্থলে এই বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ বিহিত হইয়াছে। ৭৬

(ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণের যে তিনটী বিশেষ ধর্ম্ম অধ্যাপন, যাজন এবং তৃতীয়তঃ প্রতিগ্রহ ঐগুলি বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—এই তিনটী ক্ষত্রিয়ের জীবিকা কর্ম্ম হইবে না। কিন্তু যজন, অধ্যয়ন এবং দান সেগুলি ঠিক থাকিবে। তবে বেদের কথাই আলোচনা হইয়া আসিতেছে বলিয়া ঐ বেদ অধ্যাপন করাটাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ; কিন্তু ধনুর্ব্বেদ, শিল্প, কলাবিদ্যা প্রভৃতি অধ্যাপনা করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। ৭৭

(বৈশ্যের পক্ষেও ঐগুলি বর্জ্জনীয়, ইহাই নিয়ম। কারণ প্রজাপতি মনু ঐগুলিকে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—ইহাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দেন নাই।)

(মেঃ)—পূর্ব্বের ব্যাখ্যাতেই ইহার ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে। "তৌ প্রতি"=ঐ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের প্রতি, এই অধ্যাপন প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি, মনু প্রজাপতি, বিহিত বলিয়া উপদেশ দেন নাই—ইহা তাঁহার স্মৃতিতে নাই। ৭৮

(ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ এবং বৈশ্যের পক্ষে বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম জীবিকার জন্য বিহিত; আর দান, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞ—এগুলি তাহাদের সকলেরই ধর্ম্মার্থে কর্ত্তব্য।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই দুই জাতির ইহা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বিহিত কর্ম্ম। শস্ত্র—যেমন খড়্গ প্রভৃতি। অস্ত্র—অস্ত্র এবং ধনুর্ব্বিদ্যাবিষয়ক মন্ত্র যাহা ধনুর্ব্বেদে প্রসিদ্ধ। ইহাও পূর্ব্বকথিত বিষয়ের অনুবাদস্বরূপ। 'বণিক্' এবং 'পশু'—এই দুইটী শব্দ এখানে 'তদ্‌বিষয়ক কর্ম্ম' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উঁহাদের অর্থ যথাক্রমে বাণিজ্য এবং পশু-পালন। যদিও অধ্যয়নাদিগুলি দ্বিজাতিগণের সকলের পক্ষেই ধর্ম্মরূপে বিহিত, তথাপি এই কর্ম্মগুলি ইহাদের পক্ষে প্রধান। ৭৯

(ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ অধ্যাপন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে লোকরক্ষা এবং বৈশ্যের পক্ষে কৃষিবাণিজ্যরূপ 'বার্ত্তা' কর্ম্ম তাহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য অপরাপর সকল কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।)

(মেঃ)—'বেদাভ্যাস' বলিতে এখানে বেদ অধ্যাপন; কারণ, এখানে বৃত্তিবিষয়ক কর্ম্মের সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে (আর উহা ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা জীবিকা)। এইভাবে, "বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু", —শাস্ত্রমধ্যে ইহাদের জন্য অপরাপর যে সকল বৃত্তিকর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে—অপরাপর জীবিকা নির্ব্বাহক কর্ম্মের মধ্যে এইগুলি শ্রেয়োজনক। ৮০

(ব্রাহ্মণ যদি পূর্ব্বোক্ত স্বীয় বৃত্তি দ্বারা পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন; কারণ তাহাই ইঁহার নিকটবর্ত্তী কর্ম্ম।)

(মেঃ)—যখন ব্রাহ্মণের নিজ শরীর, নিজ পোষ্যবর্গ এবং নিজ নিত্যকর্ম্ম পীড়িত (বাধাপ্রাপ্ত) হইতে থাকিবে ঐসমস্ত অধ্যাপনাদি কর্ম্ম হইতে আবশ্যকমত ধন যথেষ্ট সংগ্রহ হইবে না, তখন তাঁহাকে 'অজীবন্' বলা যাইবে। "যথোক্তেন" ইহার অর্থ অধ্যাপনাদি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম। তখন তিনি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় গ্রামনগর রক্ষা করা, অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করা—এই সকলের দ্বারা এবং যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। 'জীব্' ধাতুর অর্থটী যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইল তাহাই এখানে গ্রহণীয়; উহা 'কেবল নিজ শরীর রক্ষা করা' এরূপ অর্থ এখানে বুঝাইতেছে না। কিন্তু উহা দ্বারা কুটুম্ব (পোষ্য) বর্গের প্রতিপালন এবং নিত্যকর্ম্ম (অবশ্যকরণীয় শাস্ত্রীয় কর্ম্ম) কলাপও লক্ষিত হইয়াছে। "স হি অস্য প্রত্যনন্তরঃ"=যেহেতু ঐ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই (বৃত্তিই) ইহার "প্রত্যনন্তর" অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্ত্তী। এখানে "স হি" এই অংশে 'হেতু' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এজন্য ব্যবহিত বৃত্তি অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তী বৈশ্যবৃত্তি ইহার পক্ষে পাপপ্রদ। নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করা হইলেও এরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্ম্ম যেটাই অবলম্বন করা হউক না কেন উভয় স্থলেই যে শাস্ত্র লঙ্ঘন হইবে তাহাতে কোন প্রভেদ থাকিবে না। এইজন্য এইটা বলিয়া দিতেছেন (যে, না—তাহা নহে—উহাতে যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে)। ৮১

(যদি উক্ত উভয় প্রকার কর্ম্মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভব না হয় তাহা হইলে কিরূপ হইবে, ইহাই যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কৃষি, গোপালনাদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।)

(মেঃ)—"উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু"—ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণের পক্ষে বৃত্তির ক্রম দেখান হইল। প্রথমতঃ অব্যবহিত পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয়বৃত্তি; তাহার অভাবে ব্যবহিত পরবর্ত্তী বৈশ্যবৃত্তি। এখানে যে কৃষি এবং গোরক্ষার উল্লেখ করা হইল ইহা দ্বারা বৈশ্যবৃত্তি মাত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর তাহা হইলে বাণিজ্য প্রকরণে ব্রাহ্মণের পক্ষে কতকগুলি দ্রব্য অবিক্রেয়—তাহা বিক্রয় করা যে নিষেধ করা হইয়াছে ইহা সঙ্গত হয়। "জীবেদ্ বৈশ্যস্য জীবিকাম্",—এখানে "জীবিকা এবং জীবেৎ" এই উভয় স্থলেই 'জীব্' ধাতু থাকায় একই ক্রিয়া বুঝাইতেছে বটে তবে উহাদের মধ্যে একটী (জীবিকাটী) সামান্যবোধক বলিয়া সাধ্যস্বরূপ, আর 'জীব্' ধাতুটী বিশেষবোধক; কাজেই সাধনস্বরূপ, এইভাবে সাধ্য-সাধনরূপে উহাদের পরস্পর অন্বয় হইবে ইহা পূর্ব্বে (প্রথম অধ্যায়ে) উপপাদন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কৃষি, বাণিজ্য এবং কুসীদ—এগুলি অনাপৎকালেও (আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে) ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যাপনাদির ন্যায় বৈধ। এইজন্য বলা হইয়াছে "কৃষিকর্ম্ম 'প্রমৃত' নামে স্মৃত হইয়া থাকে" এবং "বাণিজ্য সত্যানৃতস্বরূপ"; —ইহা কাহারও কাহারও মত। এইজন্য স্মৃত্যন্তরে উপদিষ্ট হইয়াছে,—"অপরের দ্বারা সম্পাদিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কৃষি এবং বাণিজ্য; এইরূপ কুসীদ, এইগুলি ব্রাহ্মণও বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারে"। ঐগুলি নিজে করাটাও এখানে (আপৎকালে) অনুমোদিত হইতেছে। 'ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মও অধ্যাপনাদির ন্যায় গ্রহণ করা যাইতে পারে' এইভাবে অধ্যাপনাদির সহিত এগুলির সমতা আছে, এই প্রকার যে শংকা করা হইয়াছিল তাহার পরিহার এইখানেই বলা হইয়াছে। কারণ, কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মগুলি যদি সকলের পক্ষেই সমভাবে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হয় তাহা হইলে "বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকর্ম—এগুলি বৈশ্যের পক্ষে জীবিকারূপে বিহিত" একথা বলা হয় কি প্রকারে? এরূপ হইলে এই কর্ম্মগুলি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে জীবিকারূপে বিহিত হইতে পারে না। তাহা যদি হইত তবে "যাজন, অধ্যাপন এবং বিশুদ্ধ ব্যক্তির দান গ্রহণ" এইরূপে যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেখানে এইগুলিও বলিয়া দেওয়া হইত। অতএব এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি অধ্যাপন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন তাঁহার পক্ষে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মগুলি অবশ্যই নিষিদ্ধ। আর এই বৃত্তি নির্দ্দেশের প্রকরণ ছাড়াও অন্য স্থলে যে ঐ অধ্যাপনাদি কর্ম্মগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে দেখা যায় তাহার প্রয়োজন যে কি তাহা সেই সেই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৮২

(ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়—ইহারা বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকিলেও কৃষিকর্ম্মটীকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, কারণ ইহাতে প্রাণিহিংসা ঘটে এবং পরের উপর নির্ভর করিতে হয়।)

(মেঃ)—এখানে যে কৃষিকর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে ইহার উদ্দেশ্য অপরাপর বৈশ্যবৃত্তিগুলির প্রশংসা করা; কিন্তু কৃষিবৃত্তির নিষেধ করা ইহার তাৎপর্য্য নহে। কারণ, তাহা হইলে পূর্ব্বে এই কৃষিবৃত্তির যে উপদেশ করা হইল সেটী ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ৮৩

(কেহ কেহ কৃষিকর্ম্মকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করেন; বস্তুতঃ ঐ বৃত্তিটী নিন্দিত; কারণ উহার জন্য ভূমি কর্ষণকালে লৌহমুখকাষ্ঠ অর্থাৎ লাংগল ভূমি এবং ভূমিস্থিত প্রাণী উভয়কেই বধ অথবা আঘাত করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—লোকেরা কৃষিকে নির্দ্দোষ কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। এইজন্য এইরূপ কথিত হয় —"যে লোক ভূমি কর্ষণ করে তাহার প্রচুর ধান্য লাভ হয়, আর তাহাতে সে ব্যক্তি অতিথি প্রভৃতিকে অন্ন দান করিয়া লোকের উপকার করিতে পারে। এই কারণে এই বৃত্তিটী প্রশস্ত। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে, "যে লোক কৃষিবৃত্তি সম্পন্ন নহে সে অতিথির প্রতি প্রসন্নও নহে"। "পৃথিবীর সকল স্থলে যত্নপূর্ব্বক কৃষিকর্ম্ম করিবে"। বেদমধ্যেও কৃষি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা—"ফালযুক্ত লাঙ্গল যজমানের সুখসমৃদ্ধিকারক; তাহা যজমানের পাপনাশক; তাহা (শস্য সম্পাদন দ্বারা) যজমানের পক্ষে হৃষ্টপুষ্ট গো-মেষাদি পশু সুলভ করিয়া দেয়"* ইত্যাদি। যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহাদের ঐ মতটী ঠিক নহে। কারণ ঐ কৃষিবৃত্তি সাধুজননিন্দিত। (প্রশ্ন)—কি জন্য? (উত্তর)—যেহেতু লৌহমুখ কাষ্ঠখন্ড অর্থাৎ লাঙল ভূমিকে বধ, আঘাত করে এবং 'ভূমিশয়' প্রাণীদেরও জীবনাসান ঘটায়। যাহারা ভূমিতে শয়ন করে (পড়িয়া থাকে) তাহাদের বলে 'ভূমিশয়'; যেমন জলৌকা প্রভৃতি। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ভূমিকে বধ করাটা আবার কি রকম? কারণ, চেতনাযুক্ত প্রাণীর ন্যায় ভূমি ত আর লাঙ্গল তাড়নজনিত পীড়া অনুভব করে না? (উত্তর)—ভূমি বিদারণ করাটাই দোষাবহ, ইহাই এখানে বোধিত হইতেছে। ৮৪

(নিজ বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ সম্ভব না হইলে ব্রাহ্মণ যদি ধর্ম্মে নিষ্ঠা বজায় রাখিতে না পারেন তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি বাদ দিয়া বৈশ্যগণের বিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন, ইহাতে ধনবৃদ্ধি হয়।)

(মেঃ)—"ইদম্"—ইহা দ্বারা বক্ষ্যমাণ দ্রব্যগুলি নির্দ্দেশ করা হইতেছে। বৈশ্যের পণ্য= 'বিট্‌পণ্য'—বৈশ্যগণের পক্ষে যাহা বিক্রয় করা শাস্ত্রানুমোদিত তাহা একজন ব্রাহ্মণে

*ভাষ্যটি এখানে অশুদ্ধ রহিয়াছে। এই মন্ত্রটি যজুর্ব্বেদ মধ্যে যেরূপ দৃষ্ট হয় তদনুসারে বেদভাষ্যের অর্থ দেওয়া হইল। বাজসনেয়সংহিতা-১২।৭১ মন্ত্র এবং উহার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"বৃত্তিবৈকল্যাৎ"=অর্থাভাব ঘটিলে বিক্রয় করিতে পারেন। "উদ্ধৃতোদ্ধারম্",—এস্থলে উদ্ধার্য্য (পরিত্যাজ্য—অবিক্রেয়) দ্রব্যগুলিকে 'উদ্ধার' বলা হইয়াছে। উদ্ধৃত (পরিত্যক্ত হইয়াছে 'উদ্ধার' যাহাতে তাহাকে "উদ্ধৃতোদ্ধার' বলা হয়)। সুতরাং তিনি বক্ষ্যমাণ নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন। "বিত্তবর্দ্ধনম্"=ইহা অর্থবৃদ্ধিকারক। ইহা কর্ম্মের স্বভাবেরই অনুবাদ; কারণ বাণিজ্য কর্ম্মে যে ধনবৃদ্ধি হয় ইহা প্রসিদ্ধ। "ধর্ম্মনৈপুণম্" =ধর্ম্মের প্রতি যে নিষ্ঠা তাহা "ত্যজতঃ"=যিনি ত্যাগ করিবেন,—। সুতরাং ধর্ম্মের প্রতি যিনি নিষ্ঠাবান্ তাঁহার পক্ষে পণ্য বিক্রয় কর্ত্তব্য নহে, ইহা বোধিত হইতেছে। অতএব ইহা হইতে এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে, বৈশ্যের যতগুলি বৃত্তি আছে তন্মধ্যে কৃষিটী অপকৃষ্ট; বাণিজ্যের অপকৃষ্টতা উহা অপেক্ষা কম; গোরক্ষা—পশুপালনের অপকৃষ্টতা তাহা অপেক্ষাও কম অর্থাৎ এইটাই শ্রেষ্ঠ। ৮৫

(সর্ব্ব প্রকার রস অর্থাৎ গুড় প্রভৃতি, পাক করা অন্ন, তিল, প্রস্তর, লবণ এবং পশু ও মনুষ্য—এইগুলি বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পরিত্যাগ করিতে হইবে।)

(মেঃ)—মধুর প্রভৃতি ছয় প্রকার রস; অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্যে ঐসকল রসের প্রাধান্য বা আধিক্য থাকে,—যেমন গুড়, ডালিম, কিরাত, তিক্তক প্রভৃতি দ্রব্য; এগুলি সব বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। কেবল (দ্রব্য সম্বন্ধরহিত) রস মিলিতে পারে না। যদিও শুক্ল প্রভৃতি শব্দ যেমন দ্রব্যের সহিত সামানাধিকরণ্যে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ শুক্ল বলিতে যেমন শুক্ল গুণ বুঝায় সেইরূপ শুক্ল দ্রব্যও বুঝায় কিন্তু রসবাচক শব্দ সেভাবে দ্রব্য বুঝায় না তথাপি "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় উহা লক্ষণা দ্বারা দ্রব্যবোধকও হইয়া থাকে। "অপোহেত"=পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ বিক্রয় করিবে না। এস্থলে এরূপ অর্থ নহে যে, তিল এবং সিদ্ধান্ন মিশ্রিতভাবেই বিক্রয় করা নিষিদ্ধ কিন্তু পৃথক্‌ভাবে উহা বিক্রয় করা শাস্ত্রানুমোদিত। "অশ্মনঃ"=সর্ব্ব প্রকার প্রস্তরজাতীয় দ্রব্য। "লবণম্"=যে লবণ পাষাণজাতীয় নহে তাহাও অবিক্রেয়; পাষাণজাতীয় লবণ বলিতে সৈন্ধব লবণ বুঝায়। যদিও লবণ ছয় প্রকার রসের মধ্যেই পড়ে তথাপি পৃথক্‌ভাবে উহা নিষেধ করিবার অভিপ্রায় এই যে, লবণ বিক্রয় সকল সময়ে সকল অবস্থায় নিষিদ্ধ। সুতরাং মধুর প্রভৃতি রসবদ্ দ্রব্য বিক্রয় করা না করা বৈকল্পিক। "পশবঃ"=গ্রাম্য কিংবা বন্য সকল প্রকার পশু বিক্রয়ই নিষিদ্ধ। "মানুষাঃ"=মনুষ্য—ইহা বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ। ৮৬

(লাল রঙের পট, ওড়না প্রভৃতি, সকল প্রকার সুতার কাপড়, শণ নির্ম্মিত, ক্ষৌম এবং মেষলোম নির্ম্মিত যে কোন প্রকার বস্ত্র—তাহা লাল রঙের হউক বা নাই হউক-- ফল, মূল এবং ওষধি—এগুলি বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।)

(মেঃ)—'তান্তবম্"=তন্তুনির্ম্মিত বস্ত্র প্রভৃতি। "রক্তং"=লোহিত বর্ণ; কারণ 'লোহিত বর্ণ' অর্থেতেই 'রক্ত' শব্দের প্রয়োগ সমধিক প্রসিদ্ধ। এইজন্য 'রক্ত গো' বলিতে লাল রঙের গরু বুঝায়। তবে সাদা রঙ্‌কে অন্য রঙে পরিবর্ত্তন করাও 'রঞ্জি' ধাতুটীর অর্থ। শণনির্ম্মিত, ক্ষৌম এবং মেষলোম নির্ম্মিত বস্ত্র রক্তবর্ণ না হইলেও ঐগুলি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। এইজন্য বলিতেছেন "অপি চেৎ স্যুররক্তানি"। অবশিষ্ট অংশটীর অর্থ প্রসিদ্ধ। ৮৭

(জল, অস্ত্রশস্ত্র, বিষ, মাংস, সোমলতা, সকল প্রকার গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, মধু, দধি, ঘৃত, তৈল, মোম, গুড় এবং কুশ—এগুলি সব বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।)

(মেঃ)—"শস্ত্র"—যেমন খড়্গ, পাশ প্রভৃতি। "গন্ধ"—যেমন টগর, উশীর, চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যসকল। পূর্ব্বে 'রস' শব্দটীর সেরূপ ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে এই 'গন্ধ' শব্দটীরও ব্যাখ্যা সেইরূপ হইবে। "ক্ষীরং"—ইহার অর্থ গোরস (দুগ্ধ) অবস্থান্তরিত করা অর্থাৎ ঘন করা দুধ, অন্য স্মৃতিমধ্যে ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ (উল্লিখিত) আছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন রকমের যে ঘোল—যাহাকে মস্তু, কীলাট, উদশ্বিৎ বলা হয় তাহাও বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। তবে এখানে যে দধি এবং ঘৃতকে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কারণ অবস্থান্তরিত দুগ্ধের মধ্যে ঐগুলির প্রাধান্য রহিয়াছে। "মধু"—ইহার অর্থ মধূচ্ছিষ্ট অর্থাৎ মোম। একাংশ উহ্য রাখিয়া 'দেবদত্ত'কে যেমন 'দত্ত' বলা হয় সেইরূপ এখানেও একাংশ লোপ করিয়া মধূচ্ছিষ্টকে মধু বলা হইয়াছে; কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং এখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'ক্ষৌদ্র' শব্দের দ্বারা মধুই নিষিদ্ধ হইয়াছে। মধু বলিতে এখানে মাধবীক (মদ্যবিশেষ) বুঝাইবে না; কারণ 'মদ্য' শব্দ উল্লেখ করিয়া তাহা অগ্রে স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ করা হইবে। কেহ কেহ বলেন 'মাধবীক' যখন মদ্যরূপে পরিণত না হয় তখনও তাহা বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইতেছে। ইহা কিন্তু সংগত নহে। কারণ কিস্‌মিস্‌-মনাক্কা-আঙুর প্রভৃতির রস নির্য্যাসরূপে বাহির করিলে যে দ্রব্য হয় তাহাকে মধু বলে না। কিন্তু মদ্য অর্থেই মধু শব্দটী ব্যবহৃত হয়। মহাভারত মধ্যে "মদ্য এবং আসব পানে উভয়েই মত্ত হইয়া" ইত্যাদি প্রয়োগ রহিয়াছে দেখা যায়। আর, মত্ততা মদ্যপান হইতেই জন্মে। গুড় রস নহে—ইহা যাঁহারা বলেন তদনুসারে উহা স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ করা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন খন্ড, মৎস্যন্ডিকা প্রভৃতি গুড়পাক দ্রব্যগুলি বিক্রয় করা অনুমোদিত, ইহা জানাইবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে 'গুড়' উল্লিখিত হইয়াছে। ৮৮

(সকল প্রকার বন্য পশু, দংষ্ট্রাযুক্ত প্রাণী, পক্ষী, মদ্য, নীলী, গালা এবং সকল প্রকার একশফ অর্থাৎ যোড়া খুরযুক্ত প্রাণী—এগুলি বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।)

(মেঃ)—'আরণ্য' এবং 'পশু'—এই দুই শব্দের তাৎপর্য্য কি তাহা গুড় এবং লবণ ইহাদের পৃথক্ উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য যেরূপ দেখান হইয়াছে তাহা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ গ্রাম্য পশু বিক্রয় করা যে অনুমোদিত, ইহা বলা হইল। গ্রাম্য পশু বিক্রয়ও নিষিদ্ধ, যদি সেগুলি হিংসাপ্রাপ্ত হইবে এরূপ সম্ভাবনা থাকে। দংষ্ট্রী—যেমন কুকুর, শূকর প্রভৃতি। "বয়াংসি"=পক্ষীসকল। "একশফ"—যেমন অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতি যোড়া খুরযুক্ত প্রাণী। শেষকালে যে 'তথা' শব্দটী রহিয়াছে তাহার বদলে "বহূন্" এই প্রকার পাঠও আছে। সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ জাতীয় একটী প্রাণী বিক্রয় করিলে দোষ নাই। ৮৯

(কৃষক স্বয়ং কৃষিকর্ম্ম দ্বারা যাহা উৎপাদন করিয়াছে সেই রকম তিল বেশী দিন না রাখিয়া এবং অন্য কোন বস্তুর সহিত না মিশাইয়া লোকের ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য বিক্রয় করিতে পারে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে "সিদ্ধান্ন এবং তিল বিক্রয় নিষিদ্ধ" ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে উহার স্বরূপবিশেষ এবং প্রয়োজনবিশেষ ধরিয়া প্রতিপ্রসব। 'শুদ্ধ এবং অ-চিরস্থিত' তিল, ইহা হইল তিলের স্বরূপবিশেষ। আর 'ধর্ম্মার্থ'—ইহা হইল প্রয়োজনবিশেষ। 'শুদ্ধ' ইহার অর্থ যাহা ধান্যাদির সহিত মিশ্রিত নহে। কারণ কৃশরা (খিচুড়ি) প্রভৃতির জন্য মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করা সম্ভব। "অচিরস্থিতাঃ";—অধিক অর্থাদি লাভের অপেক্ষা না করিয়া,—। আজ ইহার মূল্য অল্প আছে, কিছুকাল বাদে (ইহার দর বাড়িবে) বহু মূল্য লাভ করিব—এরূপ প্রতীক্ষা করা চলিবে না। অথবা 'শুদ্ধ'—ইহার অর্থ যে তিল কৃষ্ণবর্ণ নহে; কৃষ্ণ তিল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। "অচিরস্থিতান্" এই বিশেষণটী ঐ জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে; কারণ তিল বেশীদিন থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। কৃষ্ণবর্ণ তিল উৎপাদন করিয়া কিংবা ক্রয় করিয়া বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। "স্বয়ং কৃষ্যা কৃষীবলঃ"=কৃষক স্বয়ং কৃষি দ্বারা উৎপাদন করিয়া,—ইহা প্রায়িক বিষয়ের অনুবাদমাত্র অর্থাৎ এই রকমই সাধারণতঃ হইয়া থাকে, তাহারই উল্লেখ করা হইল; কাজেই এই পদগুলি বিবক্ষিতার্থক নহে—অর্থাৎ ঐগুলির কোন সার্থকতা নাই, যেহেতু উহা দ্বারা এখানে নিষেধ বিধির কোন উপকার হইতেছে না। কারণ প্রতিগ্রহাদি দ্বারা যাহা অর্জ্জিত হইয়াছে সে তিল বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ নহে। লোকের ধর্ম্মের জন্য আবশ্যক যে তিল তাহা বিক্রয় হয় যখন, তখন তাহা নিষিদ্ধ নহে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে দক্ষিণা দিবার জন্য, কিংবা স্বাধ্যায় এবং অগ্নিহোত্রের জন্য টাকা দিয়া গরু কেনা হয়; দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতির জন্য ব্রীহি প্রভৃতি ক্রয় করা হয়। এতাদৃশ স্থলে যে বিক্রয় তাহা ধর্ম্মার্থ বিক্রয়। দানাদি ধর্ম্মের জন্য যেখানে তিল আবশ্যক হয়, কিংবা ঔষধের জন্য তৈল বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়, তাদৃশ স্থলে যে বিক্রয় তাহাও এইরূপ ধর্ম্মার্থ বিক্রয়ই হইয়া থাকে। ৯০

(ভোজন, মর্দ্দন এবং দান ছাড়া অন্য কারণে যদি কেহ তিলের নিষিদ্ধ বিক্রয়াদি করে তাহা হইলে সে লোক তাহার পিতৃপিতামহাদির সহিত কুকুরের বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া ডুবিয়া থাকে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—প্ূর্ব্বোক্ত প্রকার তিলবিশেষ ছাড়া অন্য প্রকার তিল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। তাহারই সম্বন্ধে বিশেষ অর্থবাদ বলা হইতেছে। আচ্ছা, যেখানে প্রতিষিদ্ধ বিষয়ের দোষ সূচিত করা হয় সেখানে তাহা নিষিদ্ধানুষ্ঠানের ফলই ত প্রকাশ করে, সেইভাবেই ত উহা নিষেধের সহিত অন্বিত হয়? তাহা হইলে "ভোজন, অভ্যঞ্জন" ইত্যাদি যাহা বলা হইতেছে তাহা কি জন্য অর্থবাদ হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এখানে অসম্ভব এবং শাস্ত্রান্তরবিরুদ্ধ ফল উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই এইরূপ বলা হইতেছে। কারণ, এখানে বলা হইতেছে যে 'পিতৃগণের সহিত' তাহার ঐ দশা হয়। কিন্তু পিতৃগণ ত কোন দোষ করে নাই। (তবে তাহাদের ঐ দুর্গতি হইবে কেন?) যে লোক বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে সেই কর্ত্তারই ভালমন্দ ফল ভোগ হয়। কিন্তু পিতৃগণের ত ইহলোকের কোন কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আরও কথা, "মাংস বিক্রয় করিলে সদ্যসদ্যই পতিত হয়", এইরূপ বলা হইয়াছে; কিন্তু পাঁচটী মহাপাতক ছাড়া অন্য স্থলে পাতিত্য ঘটে না, এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে। অতএব এরূপ স্থলে এই প্রকার সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, এতাদৃশে কার্য্যে কিছু অনিষ্ট আছে, মাত্র এই অংশটীই নিষেধের সহিত অন্বিত হয়। কিন্তু যেরূপ বলা হইয়াছে ঠিক সেই প্রকার অর্থটী মোটেই খাটে না। যেখানে ভোজনাদি ক্রিয়ার জন্য তিল আবশ্যক তাহা ছাড়া স্নানাদি অন্য প্রয়োজনে যে ব্রাহ্মণ তিল বিক্রয় করে সে কৃমিত্ব প্রাপ্ত হয়—ঐ প্রকার দোষযুক্ত হয়। ৯১

(মাংস, গালা ও লবণ বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ সদ্য সদ্য পতিত হয়। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষীর বিক্রয় করে তাহা হইলে সে তিন দিন ঐ কাজ করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর অর্থ স্পষ্ট। ৯২

(ব্রাহ্মণ যদি আপৎকাল ছাড়া অন্য সময়ে অপরাপর পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে তাহা হইলে সে সাত দিনে বৈশ্য হইয়া যায়।)

(মেঃ)—এখানে "কামতঃ"=ইচ্ছামত—খুসীমত, এইরূপ উল্লেখ থাকায় আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ঐরূপ হয়, ইহা সূচিত হইতেছে। মাংস প্রভৃতি বিক্রয় স্থলে দোষের যে গুরুত্ব কিংবা লঘুত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে উহা দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের পার্থক্য বোধিত হইতেছে। কারণ,—পাপ গুরু হইলে প্রায়শ্চিত্ত সকলও গুরু হইবে এবং পাপ লঘু হইলে প্রায়শ্চিত্ত সকলও লঘু হইবে, ইহা আমরা অগ্রে বলিব। ৯৩

(এক প্রকার রসের বিনিময়ে অন্য প্রকার রস দেওয়া নেওয়া যাইতে পারে কিন্তু লবণ দ্বারা রস বিনিময় করা চলিবে না; এইরূপ, এক প্রকার অন্নের দ্বারা অন্য প্রকার অন্নের এবং ধান্যের দ্বারা তাহার সমপরিমাণ তিল বিনিময় করা যায়।)

(মেঃ)—"রসাঃ"=পূর্ব্বে যে সকল রসের কথা বলা হইয়াছে তাহা "রসৈর্নিমাতব্যাঃ"=রসের দ্বারাই বিনিময় করা যায়। যেমন মিষ্টরস যে গুড় প্রভৃতি তাহা বদল দিয়া অম্লাদি রসের আমলকী প্রভৃতি লওয়া যাইতে পারিবে। কেবল লবণ বদল দিয়া অন্য কোন রস গ্রহণ করা চলিবে না। এখানে "লবণং তিলৈঃ" এই প্রকার পাঠান্তর আছে; ইহাতে তিলের সহিতই লবণ বিনিময় করা নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু অন্য কোন রসের সহিত উহা বিনিময় করা নিষিদ্ধ নহে। 'কৃতান্ন' অর্থাৎ খাদ্যরূপে প্রস্তুত করা সক্তু (ছাতু), ভাত প্রভৃতি দ্রব্য, পায়স, পিঠা প্রভৃতি কৃতান্ন দ্বারা বিনিময় করা চলে। তিলের বিনিময় হইবে ধান্যাদি শস্যের সহিত; কিন্তু ঐ তিল দিতে হইবে ধান্যাদি শস্যের সমপরিমাণ। যেমন এক প্রস্থ পরিমাণ তিল দিয়া ধান্যাদি ঐ এক প্রস্থ পরিমাণই লইতে হইবে, কিন্তু মূল্যের তারতম্য বিবেচনা করিয়া অধিক পরিমাণ লওয়া চলিবে না। কেহ কেহ বলেন, বিনিময় বলিতে বিক্রয়ই বুঝায়; কারণ 'ক্রী' ধাতুটীর অর্থ দ্রব্যবিনিময়, ইহাই ধাতু পাঠমধ্যে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে; কারণ "বিক্রয় স্থলে প্রকৃতিবিনিময়" ইত্যাদি বলিয়া গোতম ইহাদের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য প্রসিদ্ধ টাকাকড়ি লইয়া কোন দ্রব্য দেওয়া হইলে তাহা হয় বিক্রয়। আর একটী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অপর একটী দ্রব্য দেওয়া হইলে তাহা হয় বিনিময়। ৯৪

(ক্ষত্রিয় অর্থাভাবরূপ বিপদে পড়িলে পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ অনিষিদ্ধ সকল প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিয়াও বরং জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে কিন্তু সে যেন কখনও ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ না করে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—"এতেন সর্ব্বেণাপি"=এইগুলির সব কয়টী দ্বারাও;—ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে (পূর্ব্বে যে পণ্যদ্রব্যগুলি বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, আপৎকালে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেগুলিও বিক্রয় করা অনুমোদিত); বৈশ্যের পক্ষে যেমন কোন কিছু অবিক্রেয় নাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও সেইরূপ কোন দ্রব্যই অবিক্রেয় নাই। তবে কিন্তু ক্ষত্রিয় নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিলেও "জ্যায়সীং বৃত্তিং"=ব্রাহ্মণের বৃত্তি যেন কখনও "ন অভিমন্যেত"=আমি ইহা গ্রহণ করিব এরূপ চিন্তাও না করে। 'অনয়'—ইহার অর্থ প্রতিকূল দৈব অর্থাৎ ভাগ্য-বিপর্য্যয়; ইহা দ্বারা আপৎকাল উপলক্ষিত হইয়াছে। "গত" অর্থাৎ "অনয়গত"—ইহার অর্থ দুর্দৈবপ্রাপ্ত অর্থাৎ বিপদে পতিত। ৯৫

(যে লোক জাতিতে হীন হইয়াও জীবিকার জন্য উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি লোভবশতঃ অবলম্বন করে, রাজার কর্ত্তব্য তাহার সমস্ত ধন বাজেয়াপ্ত করিয়া অতি দ্রুত তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা।)

(মেঃ)—"যো জাত্যা অধমঃ"=যে লোক জাতিতে নিকৃষ্ট, যেমন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি,—। যদিও এখানে ক্ষত্রিয়ের কথাই আলোচিত হইতেছে তথাপি ব্রাহ্মণেতর সকল জাতির পক্ষেই ব্রাহ্মণবৃত্তি গ্রহণ নিষিদ্ধ করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। 'উৎকৃষ্ট' বলিতে অন্যের উপর নির্ভরশূন্য একমাত্র ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। "কর্ম্মভিঃ"—ইহার অর্থ অধ্যাপনাদি কর্ম্ম দ্বারা। তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া দণ্ডিত করা উচিত। ৯৬

(অপরের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্যরূপে বিহিত অর্থাৎ যাহা যাহার পক্ষে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত নয় তাহা ভালভাবে অনুষ্ঠান করা হইলেও তাহা অপেক্ষা ত্রুটিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত যে নিজ ধর্ম্ম তাহা বরং ভাল। কারণ, অপরের বৃত্তি দ্বারা যে জীবন ধারণ করে সদ্য সদ্য তাহার জাতিভ্রংশ ঘটে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে বিধি বলা হইল ইহা তাহারই নিন্দার্থবাদ। যাহার পক্ষে জাতি অনুসারে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত ধর্ম্ম তাহা "বিগুণঃ"=সমগ্র অংগযুক্ত না হইলেও অনুষ্ঠান করা সংগত। কিন্তু অপরের পক্ষে যাহা ধর্ম্মরূপে বিহিত তাহা সর্ব্বাংগসম্পূর্ণ হইলেও অনুষ্ঠেয় নহে। ইহারই নিন্দার্থবাদরূপে বলা হইতেছে "পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি" ইত্যাদি। ৯৭

(বৈশ্যের পক্ষে যদি নিজবৃত্তিতে জীবন ধারণ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে সে শূদ্রবৃত্তি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। তবে নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি করিতে পারিবে না। কিন্তু শক্তি থাকিলে অর্থাৎ আপৎকাল কাটিয়া গেলে সম্ভব হইলে সকলের পক্ষেই অন্য বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত।)

(মেঃ)—যে বৈশ্য নিজ বৃত্তিতে জীবন ধারণ করিতে পারিতেছে না তাহার পক্ষে শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ করা অনুমোদিত। ব্রাহ্মণের পা ধুইয়া দেওয়া, সেবা করা ইত্যাদি কর্ম্ম সে করিতে পারিবে। "অনাচরন্ অকার্য্যাণি"=অকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া;—। উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা প্রভৃতিগুলি অকার্য্য; সেগুলি তাহার পক্ষে বর্জ্জনীয়। "শক্তিমান্ নিবর্ত্তেত"=সমর্থ হইলে অন্য বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইবে; ইহা সকল বর্ণের উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও ইহা অতিদিষ্ট হইতেছে, ইহা ঐ শব্দের সামর্থ্য হইতে বোধিত হয়। অন্য কেহ কেহ ইহাতে সন্দেহ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, (তাহা হইতে পারে না, কারণ) ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করিবে কিরূপে? (কাজেই তাহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলা অনর্থক।) যেহেতু অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে—"ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র ইহাদের দুইজনের পক্ষে যথাক্রমে অপকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট কর্ম্ম গ্রহণীয় নহে;* কেবলমাত্র মধ্যম কর্ম্মদ্বয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের কর্ম্ম বাদ যাইবে, কারণ ঐ দুইটী কর্ম্ম সর্ব্ববর্ণসাধারণ। অর্থাৎ আপৎকালে অন্য বর্ণও উহা গ্রহণ করিতে পারে।" এরূপ সন্দেহ করা সংগত নহে। কারণ, এই মূল শ্লোকটীর অর্থ এরূপ নহে যে, শব্দসামর্থ্যে এখানে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রবৃত্তি

*যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে ৩৫ শ্লোকের মিতাক্ষরা টীকায় "উৎকৃষ্টং চাপকৃষ্টং চ তয়োঃ কর্ম্ম ন বিদ্যতে" এই প্রকার পাঠ আছে ; তাহাই সঙ্গত। উদ্ধৃত বচনটির এখানে "বিদ্যেতে কর্ম্মণী তয়োঃ" এই প্রকার পাঠ দেখা যাইতেছে। অনুবাদে মিতাক্ষরাধৃত পাঠটীই অনুসরণ করা হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুমোদিত হইতেছে; কিন্তু আমরা যেরূপ অর্থ পূর্ব্বে দেখাইলাম উহা সেইরূপ হইবে। আর "নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্"—ইহা সকলের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে। ৯৮

(শূদ্র দ্বিজাতিগণের সেবা করিতে সমর্থ না হওয়ায় ভার্য্যাপুত্রের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হইলে কারুককর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।)

(মেঃ)—"কারুক" ইহার অর্থ শিল্পী; যেমন পাচক, তন্তুবায় প্রভৃতি; তাহাদের কর্ম্ম, যেমন অন্নাদি পাক, বস্ত্রাদি বয়ন প্রভৃতি। ঐ সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। "পুত্রদারাত্যয়"=পুত্র ও ভার্য্যার ভরণপোষণে অসামর্থ্য। শূদ্রের পক্ষে এই বৃত্তিটী যে নিকৃষ্ট, ইহা অনুমিত হইতেছে। তাহার পক্ষে বিবাহাদি এই সমস্ত কর্ম্ম বিহিত, অথচ তাহার ধনের অভাব; এইজন্য ঐ প্রকার বৃত্তি আপৎকল্পে শূদ্রের জন্য অনুমোদিত। ৯৯

(যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে দ্বিজাতিগণের সেবা-উপকার সম্পাদিত হইয়া যায় সেই সমস্ত কারুকার্য্য এবং নানা প্রকার শিল্পকর্ম্ম শূদ্র করিতে পারিবে।)

(মেঃ)—"প্রচারিত" ইহার অর্থ অনুষ্ঠিত। "শুশ্রূষ্যন্তে"=সেবিত হয়। তাহার উপযোগী যে সকল শিল্পকর্ম্ম আছে—। যদিও শিল্পকর্ম্মও কারুকর্ম্ম ছাড়া আর কিছু নহে তথাপি এখানে যখন উহা পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে তখন এইরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইতেছে যে ছুতার প্রভৃতিকে 'কারু' বলে; তাহার কর্ম্ম বলিতে কাঠ চাঁচা, ছোলা প্রভৃতি। আর শিল্পকর্ম্ম বলিতে ছবি আঁকা প্রভৃতি চিত্রকর্ম্ম বুঝাইতেছে। ১০০

(ব্রাহ্মণ নিজধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া অবৃত্তিক্লিষ্ট হইয়া অবসন্ন হইতে থাকিলে যদি বৈশ্য-বৃত্তি অবলম্বন না করেন তাহা হইলে তিনি এই বক্ষ্যমাণ নিয়ম অনুসরণ করিবেন।)

(মেঃ)—"অনাতিষ্ঠন্"=ইচ্ছা করিয়া যদি তাহা না করেন। এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে যদি বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করে কিংবা অসৎ প্রতিগ্রহ করে; কারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈশ্যবৃত্তি এবং অসৎ প্রতিগ্রহ এই দুইটী বৃত্তিই তুল্যপ্রকার। তবে অসৎপ্রতিগ্রহ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়বৃত্তি ভাল। অথবা ব্রাহ্মণের বৃত্তি সম্ভব না হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া;—। সুতরাং অসৎ প্রতিগ্রহটী বৈশ্যবৃত্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এখানে "স্বে পথি স্থিতঃ"=নিজ ধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া এইরূপ বলায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে আপৎকালে যে সমস্ত বৃত্তি গ্রহণ করা যায় বলা হইয়াছে সেইগুলির মধ্যে একই সংগে একাধিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারা যায়, এই প্রকারে বৃত্তিগুলির সমুচ্চয় বা সাহিত্য হইতে পারে। "অবৃত্তিকর্ষিতঃ"=অবৃত্তি দ্বারা কর্ষিত—দুঃখগ্রস্ত। "সীদন্"=অবসাদ (ক্লেশ)—গ্রাসাচ্ছাদনের দুর্দ্দশা পাইতে থাকিলে। ১০১

(ব্রাহ্মণ দুর্দৈবে পড়িয়া অর্থাভাবক্লিষ্ট হইলে সকলের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে পারেন। কারণ পবিত্র বস্তু দোষগ্রস্ত হইয়া পড়ে, ইহা ধর্ম্মবিষয়ে বলা যায় না।)

(মেঃ)—"সর্ব্বতঃ"=সকলের নিকট হইতে;—ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, যাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করা হইবে তাহার জাতি কিংবা গুণ বিবেচনা না করিলেও চলিবে। পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে ক্ষত্রিয়বৃত্তির অভাব হইলে তবেই বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করা চলে সেইরূপ এস্থলেও হীন, হীনতর এবং হীনতম প্রতিগ্রাহ্যগণের মধ্যে প্রথমটীর অভাব হইলে তবেই পরেরটী প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার নিকট প্রতিগ্রহ করা সংগত হয়, (নচেৎ 'হীন' প্রতিগ্রাহ্য থাকিলে 'হীনতর' অথবা 'হীনতম' প্রতিগ্রাহ্যের দান গ্রহণ করা উচিত নহে)। পবিত্র বস্তু—যেমন গংগাস্রোত; তাহা অপবিত্র বস্তুর সংসর্গে দূষিত হয় না। এইজন্য বলা হইয়াছে "বেগের দ্বারা অর্থাৎ স্রোত চলিতে থাকিলে তাহা দ্বারা নদী শুদ্ধ হইয়া যায়"। ব্রাহ্মণও সেইরূপ (সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া দ্বারা) শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ১০২

(গর্হিত অধ্যাপনা, গর্হিত যাজন কিংবা গর্হিত প্রতিগ্রহবশতঃ ব্রাহ্মণগণের কোন দোষ হয় না; কারণ তাঁহারা অগ্নি এবং জলের সমান।)

(মেঃ)—পূর্ব্বের শ্লোকটীতে অসৎপ্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের পক্ষে আপৎকালে অনুজ্ঞাত হইয়াছে; এক্ষণে এই শ্লোকটীতে সেইরূপ যাজন এবং অধ্যাপনও অনুমোদিত হইতেছে। এখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"গর্হিতাৎ" এই পদটী 'সিংহাবলোকিত ন্যায়ে' প্রথমোক্ত যাজন এবং অধ্যাপন এই দুইটী পদের সহিতও সম্বন্ধযুক্ত হইতেছে। অগ্নি এবং জল যেমন সর্ব্বত্র শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণও সেইরূপ;—এইভাবে প্রশংসা করা হইল। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন;—ব্রাহ্মণের পক্ষে অসৎ প্রতিগ্রহের ন্যায় অসদ্‌যাজন এবং অসৎ-অধ্যাপনও অনুমোদিত হইতেছে। ইহাতে বক্তব্য, তাহাই যদি হইত তবে পূর্ব্ব শ্লোকটীতেই অসৎ-প্রতিগ্রহের সহিত ইহা বলিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই অথচ এখানে 'অসদ্‌যাজন, অসৎ-অধ্যাপন করিবে' এভাবের কোন বিধিপ্রত্যয়ও যখন নাই তখন উহা কিরূপে স্বীকার করা যায়। কারণ, এখানে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে "দোষো ন ভবতি বিপ্রাণাম্" অর্থাৎ ইহাতে ব্রাহ্মণের দোষ হয় না, এইভাবে বর্ত্তমান কালবোধক প্রত্যয় ('তিপ্' প্রত্যয়) রহিয়াছে বলিয়া ইহা সিদ্ধ বস্তু প্রতিপাদনরূপে উল্লেখ, কিন্তু সাধ্য (ক্রিয়া) প্রতিপাদক নির্দ্দেশ নহে; এইজন্য ইহা অর্থবাদরূপে প্রতীত হইতেছে। আরও কথা এই যে, পূর্ব্বের শ্লোকটীতে প্রতিগ্রহবিষয়ক অর্থবাদ বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই শ্লোকটীর একবাক্যতা করিলে এখানে যাজন এবং অধ্যাপনও ঐ প্রতিগ্রহেরই অর্থবাদরূপে উল্লিখিত হইতেছে। আমরা কিন্তু এই কথা বলিব যে, অসৎ-প্রতিগ্রহ (নিন্দিত ব্যক্তির দানগ্রহণ) যদি সুলভ না হয় তাহা হইলে অসৎ-যাজন এবং অসৎ-অধাপন দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করা সঙ্গত। যেহেতু এই প্রকার বৃত্তি সম্বন্ধে এইরূপ স্মৃতিবচন রহিয়াছে "পাপকর্ম্ম ছাড়া অন্য যে কোন উপায়ে নিজেকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য"। এইজন্য এই আপদ্ধর্ম্মের নির্দ্দেশ। ১০৩

(যে ব্রাহ্মণ অন্নাভাবে জীবন সংশয়ে পতিত হইয়াছেন তিনি যদি যেখানে সেখানে অন্ন ভোজন করেন তাহা হইলে, আকাশ যেমন মলিনতা প্রাপ্ত হয় না, তিনিও সেইরূপ পাপে লিপ্ত হন না।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকে অসৎ-প্রতিগ্রহ অনুমোদন করা হইয়াছে, আর এই শ্লোকটীতে আপৎকালে পরিগ্রহ-দুষ্ট অন্নভোজনও যে অনুমোদিত তাহা বলা হইতেছে। "ততস্ততঃ"=যেখানে সেখানে,—ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, অন্নস্বামীর জাতি এবং কর্ম্ম বিচারবিবেচনা করা অনাবশ্যক। অবশিষ্ট অংশটী অর্থবাদ। ১০৪

(পুরাকালে অজীগর্ত্ত ক্ষুধিত হইয়া ক্ষুধার প্রতিকার করিবার জন্য অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নিজ পুত্রকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন অথচ সেজন্য তিনি কোন পাপগ্রস্ত হন নাই।)

(মেঃ)—অজীগর্ত্ত নামক একজন ঋষি। তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া নিজ পুত্র 'শুনঃশেফ'কে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ক্রব্যাদ (রাক্ষস) বলা হয় না। এই 'শুনঃশেফ' বিষয়ক উপাখ্যান ঋগ্বেদে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণে) প্রসিদ্ধ অর্থাৎ তথায় বর্ণিত আছে। কাজেই এখানে সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ মূলের কোন প্রকার উপযোগিতা সম্পাদন করিবে না। বস্তুতঃ পক্ষে, এই অজীগর্ত্ত প্রভৃতির যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে এগুলি সব পরকৃতি নামক অর্থবাদ। অপরগুলিও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ১০৫

(ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ববিৎ বামদেব ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত কুকুরের মাংস খাইতে উদ্যত হইয়াও পাপে লিপ্ত হন নাই।)

(মেঃ)—এইরূপ, 'বামদেব' ইহা একজন ঋষির নাম—বামদেব নামক ঋষি, "আর্ত্তঃ"=ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১০৬

(মহাতপাঃ ভরদ্বাজ ঋষি সপুত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজন বনে বৃধু নামক ছুতোরের কাছ থেকে বহু গরু দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—'বৃধু' নামক তক্ষা (ছুতোর); সে অপ্রতিগ্রাহ্য অর্থাৎ তাহার দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তাহার নিকট হইতে ভরদ্বাজ নামক ঋষি বহু গরু দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০৭

(ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে কুকুরের লেজের মাংস লইয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—বিশ্বামিত্র নামক মহামুনি প্রসিদ্ধ। তিনি কোন সময়ে ক্ষুধার জ্বালায় চণ্ডালহস্ত হইতে কুক্কুরের পুচ্ছমাংস লইয়া "অত্তুম্"=খাইতে "অভ্যাগাৎ"=অভি অর্থাৎ আভিমুখ্যে অর্থাৎ উন্মুখ হইয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। এখানে "শ্বজাঘনী" অর্থাৎ কুকুরের পুচ্ছমাংস উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এস্থলে আশ্রয়দুষ্ট অন্ন অর্থাৎ নিন্দিত নিষিদ্ধ ব্যক্তির অন্নটীই যে কেবল দুষ্ট ছিল তাহা নহে কিন্তু ঐ খাদ্যটীও স্বভাবতঃই (স্বতঃই) দুষ্ট। সুতরাং শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সর্ব্বপ্রকার দোষযুক্ত যে অন্ন তাহাও আপৎকালে ভক্ষণ করা যায়। ১০৮

(প্রতিগ্রহ, যাজন এবং অধ্যাপন এই কয়টীর মধ্যে প্রতিগ্রহ কর্ম্মটী ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত, ইহা পরলোকে অনিষ্টপ্রদ।)

(মেঃ)—আপৎকালে অল্প গর্হিত (নিন্দিত) যাজন এবং অধ্যাপনরূপ বৃত্তি যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে গর্হিত (নিন্দিত) ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করা উচিত নহে, ইহাই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ। ১০৯

(ধার্ম্মিক লোকেদেরই যাজন এবং অধ্যাপন করা হয় কিন্তু শূদ্র এমন কি অন্ত্যজেরও প্রতিগ্রহ করা সম্ভব; এইজন্য প্রতিগ্রহটী প্রথম দুইটী অপেক্ষা নিকৃষ্ট।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে প্রতিগ্রহ কর্ম্মটী নিকৃষ্ট; সে সম্বন্ধে হেতু নির্দ্দেশ করিবার ছলে অর্থবাদ বলিতেছেন। লোকের প্রবৃত্তিই এইরূপ যে, উপনয়ন না হইলে বেদাধ্যয়ন এবং যাগযজ্ঞ করে না। কাজেই বিপদে পড়িয়াও কেহ শূদ্রের যাজন কিংবা অধ্যাপন করিবে না (কারণ শূদ্রের বেদাধ্যয়ন এবং যজ্ঞ করিবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই)। পক্ষান্তরে দানকর্ম্মে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। সুতরাং শূদ্রের নিকট হইতেও প্রতিগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। এইজন্য বলা হইতেছে প্রতিগ্রহ কর্ম্মটী নিকৃষ্ট। ১১০

(অসৎ-যাজন এবং অসৎ-অধ্যাপন হইতে যে পাপ জন্মে তাহা জপ এবং হোম করিলে নষ্ট হয়, কিন্তু প্রতিগ্রহজনিত পাপ প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ কিংবা তপস্যা করিলে তবেই দূর হয়।)

(মেঃ)—জপ এবং হোমের দ্বারা "এনঃ"=পাপ, "অপৈতি"=বিনষ্ট হয়। "তপসা"=তপস্যা দ্বারা অর্থাৎ "গোষ্ঠে থাকিয়া এক মাস কেবল জল খাইয়া" ইত্যাদি বচনে যে তপস্যার কথা বলা হইবে তাহা দ্বারা—। ১১১

(জীবিকার অভাবে ব্রাহ্মণ 'শিল' কিংবা 'উঞ্ছ'ও বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। প্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিলবৃত্তি প্রশস্ত এবং তাহা হইতেও আবার উঞ্ছবৃত্তি অধিক প্রশস্ত।)

(মেঃ)—ইহাও অর্থবাদরূপে বলা হইতেছে। পরের দ্রব্য গ্রহণ করা, ইহা বড় অন্যায় কাজ। এখানে এই যে 'শিল' উল্লিখিত হইয়াছে ইহা প্রতিগ্রহের সমানজাতীয়। এইজন্য ইহা যে অন্য বৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা বুঝিবার কারণ হইতেছে। "প্রতিগ্রহাচ্ছিলঃ শ্রেয়ান্"='শিল' প্রতিগ্রহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সমানজাতীয় নিকৃষ্ট বস্তু অপেক্ষাই উৎকৃষ্টতার নিমিত্ত উৎকর্ষ অনুভব হয়। যেহেতু, এরূপ উক্তি হইতে পারে না যে, 'চণ্ডাল অপেক্ষা ব্রাহ্মণ অধিক প্রশস্ত'। এইজন্য ঐ গ্রহণ করা বৃত্তির তুলনায়ই 'শিল' এবং 'উঞ্ছ' প্রশস্ত। যদিও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "শিল এবং উঞ্ছ বৃত্তি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট" তথাপি প্রতিগ্রহের সহিত উহাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। এই কারণে শিলোঞ্ছ বৃত্তিও নিরবদ্য নহে। এইজন্য "প্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিলবৃত্তি প্রশস্ত"—ইহা বলা সংগত হইয়াছে। (এই শ্লোকটীর ভাষ্য অধিকাংশ স্থলে অসংলগ্ন।) ১১২

(স্নাতক ব্রাহ্মণ পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের উপায় না দেখিলে কিংবা পোষাকপরিচ্ছদ অলংকার আবশ্যক হইলে অথবা যজ্ঞাদির জন্য স্বর্ণরৌপ্যাদি ধন প্রয়োজন হইলে রাজার নিকট যাচ্ঞা করিবেন; যদি রাজা তাহা দিতে ইচ্ছুক না হন তাহা হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করা উচিত।)

(মেঃ)—রাজার নিকট হইতে তিনটী কারণে প্রতিগ্রহ করা যায়, এই কথা বলা হইতেছে। "সীদদ্ভিঃ"=কুটুম্ব অর্থাৎ পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের উপায় নাই এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আপদ্‌কালে। "কুপ্যমিচ্ছদ্‌ভিঃ"=('কুপ্য'=সুবর্ণরজত ভিন্ন অন্য দ্রব্য যেমন) কুণ্ডল, বলয়, উষ্ণীষ, আসন প্রভৃতি। অথবা "ধনং" অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য আবশ্যক গো-হিরণ্য প্রভৃতি ধন; আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণ নিজ দেশাধিপতির নিকট যাচ্ঞা করিবেন। পূর্ব্বে (চতুর্থ অধ্যায়ে) যে বলা হইয়াছিল "রাজার নিকট দান গ্রহণ করিবে না" উহা দ্বারা দুষ্ট (দোষগ্রস্ত) রাজার দান গ্রহণ নিষেধ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইজন্য সেখানে বলা হইয়াছে, "লুব্ধ এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানরত রাজার দান লইবে না" ইত্যাদি। "অদিৎসন্‌"=যাচ্ঞা করা হইলেও যিনি তাহা দিতে ইচ্ছা না করেন, "ত্যাগম্‌ অর্হতি"=তিনি পরিত্যাগের যোগ্য অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যে বাস করা অনুচিত। অথবা "ত্যাগ"—ইহার অর্থ হানি;—। এখানে যখন অন্য কোন বস্তুর উল্লেখ নাই তখন 'হানি' বলিতে ধর্ম্মহানি; সেই রাজা ধর্ম্মহানি প্রাপ্ত হয়। ১১৩

(আবাদী জমি অপেক্ষা অনাবাদী পতিত ভূমির দান ভাল। এইরূপ, গো, ছাগ, মেষ, স্বর্ণ, ধান্য এবং অন্ন—এইগুলির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলি দান গ্রহণ করা প্রশস্ত।)

(মেঃ)—"অকৃতং ক্ষেত্রম্‌"=যে ভূমি কর্ষণ করা হয় নাই, তাহা প্রশস্ত। এইরূপ অজ (ছাগ), মেষ প্রভৃতিগুলির দান গ্রহণ মধ্যে পরস্পর বিশেষত্ব রহিয়াছে। ১১৪

(সাত প্রকারে ধনলাভ করা ধর্ম্মসংগত। পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্তি, গুপ্তধন প্রাপ্তি, ক্রয় করিয়া, জয় করিয়া, সুদ খাটাইয়া, বাণিজ্যাদি করিয়া এবং সৎ প্রতিগ্রহ করিয়া—এই সাত প্রকার উপায়ে।)

(মেঃ)—"দায়"—ইহার অর্থ পূর্ব্বপুরুষক্রমে আগত ধন। "লাভ"=নিধি প্রভৃতি গুপ্তধন লাভ করা, অথবা "লাভ" ইহার অর্থ পিত্রাদিকর্ত্তৃক অর্জ্জিত যে নিবন্ধ (বিশেষ বিশেষ দ্রব্য) তাহার অংশরূপে যাহা পাওয়া যায়। যদিও 'দায়' বলিতেও ঐরূপ দ্রব্য বুঝায়, তথাপি 'দায়' এবং 'নিবন্ধ' পৃথক্‌। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও (২।১২১ শ্লোকে) 'নিবন্ধ'কে পৃথক্‌ বলা হইয়াছে। অথবা বন্ধুবান্ধব কিংবা শ্বশুরালয় হইতে যে প্রীতি-উপহার পাওয়া যায় তাহাকে বলা হয় 'লাভ'। "ক্রয়ঃ"—ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ। "জয়ঃ"—যুদ্ধ জয় করিয়া অর্থপ্রাপ্তি। "প্রয়োগ"—ইহার অর্থ সুদ খাটাইয়া ধনবৃদ্ধি দ্বারা অর্থলাভ; আর "কর্ম্মযোগ"—ইহার অর্থ কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি। সুতরাং এইগুলি একই বর্ণের পক্ষে যে ধর্ম্মসংগত তাহা নহে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পক্ষে এইগুলির ভিন্ন ভিন্নটী ধর্ম্মসংগত। যেমন;—এইগুলির প্রথম তিনটী অর্থাৎ 'দায়', 'লাভ' এবং 'ক্রয়'—এই তিনটী সকল বর্ণের পক্ষেই ধর্ম্মসংগত। 'জয়'—এটী কেবল ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মসংগত। 'প্রয়োগ' এবং 'কর্ম্মযোগ'—এ দুইটী বৈশ্যের পক্ষে ধর্ম্মসংগত। 'সৎপ্রতিগ্রহ'—এটী কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই ধর্ম্মসংগত। সকল বর্ণেরই প্রতিগ্রহ করা যায় বটে কিন্তু পূর্ব্বে যেভাবে আপৎকালাদি বিভাগ বলা হইল তাহা অনুসরণীয়। ক্রয়লব্ধ অর্থ ধর্ম্মসংগত, ইহাতে কাহারও কাহারও মতান্তর আছে, অর্থাৎ ইহা সকলে অনুমোদন করেন না। ইহা কিন্তু সংগত নহে; কারণ এরূপ হইলে সর্ব্ব প্রকার লৌকিক ব্যবহার লোপ পাইবে। (যেহেতু সকল বর্ণের লোককেই দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়।) আবার কেহ কেহ বলেন 'জয়' দ্বারা অর্থলাভ সকল বর্ণেরই হইতে পারে; কারণ পণবন্ধন করিয়া (টাকা বাজি রাখিয়া) সকল বর্ণের লোকই 'অর্থজয়' করিতে পারে। ইহা কিন্তু সংগত নহে; কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে "পাশুকদ্যূত" ইত্যাদি বচনে দ্যূতধন (ঐভাবে 'জুয়া' দ্বারা লব্ধ অর্থ) যে অশুদ্ধ তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন 'প্রয়োগ'—ইহার অর্থ অব্যাপার। এইজন্য 'জ্ঞানপূর্ব্বপ্রয়োগ' ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ শব্দটীর প্রয়োগ দেখা যায়। বস্তুতঃ ঐ সব স্থলে শব্দ প্রয়োগই বুঝাইতেছে (ধন-ধান্য প্রয়োগ নহে)। আবার কেহ কেহ বলেন 'কর্ম্মযোগ—' ইহার অর্থ 'কর্ম্মপ্রচার'। ১১৫

(বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি অর্থাৎ পরিশ্রমলব্ধ বেতন, সেবা, গোরক্ষা, পণ্যদ্রব্যবিক্রয়, কৃষি, ধৃতি, ভৈক্ষ এবং কুসীদ—এই দশটী হইতেছে জীবনধারণের উপায়।)

(মেঃ)—সকল জাতির লোকের পক্ষেই আপৎকালে এই বৃত্তিগুলি অনুমোদন করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে 'বিদ্যা' বলিতে বেদবিদ্যা ছাড়া বৈদ্যশাস্ত্রীয় বিদ্যা, তর্কবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, বিষাসন বিদ্যা (বিষ ঝাড়ান মন্ত্র) প্রভৃতি বিদ্যাগুলি সকলেই জীবিকারূপে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে দোষ হয় না। 'শিল্প'—ইহার অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'ভৃতি'—অপরের আদেশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পালনের কর্ম্ম (চাক্‌রি); তাহা হইতে লব্ধ অর্থ। 'সেবা'=অন্যের অনুবৃত্তি করা (মন যোগাইয়া চলা—হুজুরে হাজির থাকা)। 'ধৃতি'=সন্তোষ;—ইহা মাত্র দৃষ্টান্তের জন্য বলা হইল। অতএব স্ব স্ব বর্ণবিহিত জীবিকা বৃত্তির অভাব ঘটিলে এইগুলি জীবিকাস্বরূপ হইবে,—কারণ ইহা মানুষমাত্রেরই অবলম্বনীয় হইতে পারে। ১১৬

(ধর্ম্মপালন করিতে হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ইহাদের কাহারও পক্ষে সুদ পাইবার প্রত্যাশায় ধনপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে হীন ব্যক্তিকে অল্পস্বল্প সুদে কিছু অর্থ দিলে হয় ত দিতে পারেন।)

(মেঃ)—"ধর্ম্মার্থং"=ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে;—ইহা দ্বারা, এটী যে পূর্ব্বোক্ত আপৎকালীন বৃত্তি তাহা বলা হইল। "পাপীয়সে"=নিন্দিতকর্ম্মা ব্যক্তিকে (অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া যাইতে পারে);—ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট হইতে অল্প পরিমাণেও সুদ লওয়া চলিবে না। "কৃষি, বাণিজ্য এবং কুসীদ—এগুলি ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যাপন বৃত্তিরই সমান" এই প্রকার যে বচন রহিয়াছে উহা আপৎগত ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্ত্তব্য, ইহাই ব্যবস্থা। ১১৭

(রাজা যদি কোষক্ষয়রূপ বিপদে পড়েন তাহা হইলে তখন তিনি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে যদি ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে প্রজাপালন করিতে থাকিয়া প্রজাগণের উৎপাদিত ধান্যের চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করেন তবে তাহাতেও পাপে লিপ্ত হন না।)

(মেঃ)—রাজার কোষক্ষয় হইলে শস্যের চতুর্থ ভাগ কর গ্রহণ করা অনুমোদন করা হইতেছে; ইহা 'রাজা ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিবেন' এই নিয়মেরই অপবাদ (ব্যতিক্রম) স্থল। শ্লোকের অবশিষ্ট অংশটী অর্থবাদ। "পরং" এটী এখানে ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠভাবে (যথাশক্তি) রক্ষা করিতে থাকিয়া,—ইহাই উহার তাৎপর্য্যার্থ। ১১৮

(যুদ্ধে জয় করিয়া অর্থলাভ করাই রাজার স্বধর্ম্ম; যুদ্ধে বিমুখ হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বৈশ্যগণকে রক্ষা করিয়া রাজা বৈশ্যের নিকট হইতে কর-স্বরূপে ধন গ্রহণ করিতে পারেন।)

(মেঃ)—এখানে যে "বিজয়" শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা বিজয়ের ফল (বিজিতের নিকট হইতে ধনগ্রহণ) রাজার স্বধর্ম্মরূপে বিহিত (অনুমোদিত) হইতেছে। আরও কথা, যুদ্ধে বিমুখ হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। ভয় উপস্থিত হইলে তাহার জন্য যদি যুদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে তাহাতে বিমুখ হওয়া উচিত নহে। এই প্রকারে রাজা বৈশ্যগণের রক্ষাবিধান করিতে থাকিয়া বৈশ্যের নিকট হইতে ধন আদায় করিতে পারেন। কারণ, বৈশ্যগণ স্বভাবতঃ অতি ধনশালী হইয়া থাকে। কাজেই রাজনিযুক্ত পুরুষগণ ঐভাবে ধনগ্রহণ করিতে থাকিলে কোন অপরাধ হয় না, কেহ তাহাদিগকে বধ করে না। ১১৯

(যাহারা ধানের কারবার করে তাহাদিগের নিকট হইতে লভ্যাংশের অষ্টম ভাগ এবং কার্ষাপণ প্রভৃতি দ্রব্যের কারবারে বিশ ভাগের এক ভাগ রাজা আপৎকালে শুল্ক লইতে পারেন। শূদ্র, কারু এবং শিল্পী ইহাদের নিকট হইতে কোন শুল্ক গ্রহণ করা চলিবে না—ইহারা রাজার বেগার খাটিয়া দিবে।)

(মেঃ)—যাহারা ধান্যের ব্যবহার করে (ধানের কারবার করে) তাহাদের তাহাতে যাহা লাভ হইবে তাহার অষ্টম ভাগ রাজা লইতে পারেন। "বিশাং" এখানে 'বিশ্‌' শব্দটীর অর্থ প্রজা। যাহারা সোনার কারবার করে তাহাদের লভ্যাংশের বিশ ভাগের এক ভাগ রাজা লইতে পারেন। শূদ্রগণ হইবে "কর্ম্মোপকরণ"=কর্ম্ম (কাজ করিয়া দেওয়া) উপকরণ অর্থাৎ উপকার যাহাদের। শূদ্রগণকে কিছু শুল্ক দিতে বাধ্য করা চলিবে না। শিল্পী এবং কারুগণের সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম। একথা আগে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে "শিল্পীরা মাসে মাসে রাজার কিছু বেগার খাটিবে" ইত্যাদি। রাজা আপৎকালে অধিক অংশ লইতে পারেন, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। ১২০

(জীবিকালাভের নিমিত্ত শূদ্র ক্ষত্রিয়ের সেবা করিতে পারে, এমন কি ধনবান্ বৈশ্যেরও সেবা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—শূদ্র যদি বৃত্তিলাভ করিতে অভিলাষ করে তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের আরাধনা করিবে। এখানে 'বৃত্তি' শব্দটী থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্যই ক্ষত্রিয়সেবা—ইহা ধর্ম্মের জন্য নহে অর্থাৎ ইহাতে ধর্ম্ম হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণের সেবা দ্বারা বৃত্তি এবং ধর্ম্ম দুই প্রকার প্রয়োজনই সাধিত হইয়া থাকে। এইরূপ, ধনবান্ বৈশ্যের আরাধনা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। ১২১

(যে শূদ্র স্বর্গলাভের নিমিত্ত কিংবা স্বর্গলাভ এবং বৃত্তিলাভ উভয় প্রকার প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণের সেবা করে এবং তাহার ফলে 'ইনি ব্রাহ্মণসেবক' এইভাবে তাহার নাম উল্লেখের সহিত 'ব্রাহ্মণ' এই শব্দটীও উল্লিখিত হইতে থাকে তখনই তাহার কৃতকৃত্যতা হইয়াছে অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ' শব্দযুক্ত করিয়া অভিহিত হওয়াই শূদ্র-জীবনের পরম সার্থকতা।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "আরাধনা করিবে"। সেই কথাটাই আবার বলিতেছেন,—। "জাতব্রাহ্মণশব্দস্য"—'এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ' (হইয়া গিয়াছে), এই প্রকার শব্দ যখন এই শূদ্রের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় তখন সে "কৃতকৃত্য"=কৃতার্থ হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। অথবা, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণাশ্রিত—ব্রাহ্মণসেবক, এই প্রকার উল্লেখ যখন হইতে থাকে তখন সে কৃতকৃত্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১২২

(ব্রাহ্মণের সেবা করাই শূদ্রের বিশিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। কারণ, ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু সে করে তাহা উহার নিষ্ফল হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণসেবাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া "যদন্যৎ"=আর যাহা কিছু ব্রত, উপবাস প্রভৃতি সে করে তাহা উহার পক্ষে নিষ্ফল—অনর্থক। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ইহা দ্বারা শূদ্রের পক্ষে দান, পাকযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান বস্তুতঃ নিষেধ করা হইতেছে না, কারণ তাহা প্রত্যক্ষবচন দ্বারা বিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, এখানে অপরাপর কর্ম্মের যে নিষেধ (নিষ্ফলতাকীর্ত্তন—তাহাতে ইহার তাৎপর্য্য নাই কিন্তু) ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণসেবারই প্রশংসা করা হইয়াছে। ১২৩

(ব্রাহ্মণগণেরও কর্ত্তব্য হইবে নিজের শক্তি এবং ঐ শূদ্রের কর্ম্মকুশলতা এবং কতগুলি তাহার পোষ্য—এসমস্ত বিবেচনা করিয়া নিজ প্রতিপাল্যগণের জন্য সঞ্চিত অর্থ হইতে ঐ শূদ্রেরও বৃত্তিবিধান করা।)

(মেঃ)—দ্বিজাতিগণের ইহা ধর্ম্ম—ইহা কর্ত্তব্য। সেবাপরায়ণ সেই শূদ্রের বৃত্তির (জীবিকার) ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। "স্বকুটুম্বাৎ"=নিজ পোষ্যবর্গের মধ্য হইতে,—ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, পুত্রের ন্যায় তাহাকে পালন করা কর্ত্তব্য। নিজের শক্তি (অর্থাদি ব্যয় করিবার সামর্থ্য) বিবেচনা করিয়া। "দাক্ষ্যং"=সেই শূদ্রের কর্ম্মকুশলতা। এবং "ভৃত্যানাং"=সেই শূদ্রেরই প্রতিপাল্য স্ত্রীপুত্রাদির সংখ্যা—কতজন ইহার পোষ্য, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সকলের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ১২৪

(উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ পরিত্যক্ত বস্ত্র, আক্ড়া ধান এবং জীর্ণ পুরাণ শয্যাসনাদি পরিচ্ছদ, এগুলি সব ব্রাহ্মণ সেই আশ্রিত শূদ্রকে দিয়া দিবে।)

(মেঃ)—'উচ্ছিষ্ট' শব্দটীর অর্থ কি তাহা পূর্ব্বে (চতুর্থ অধ্যায়ে) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতিথি প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহার নাম উচ্ছিষ্ট; তাহা শূদ্রকে দিয়া দিবে। এইরূপ জীর্ণবস্ত্রসকলও ধৌত এবং শুক্ল করিয়া তাহাকে দিতে হয়। 'পুলাক' ইহার অর্থ অসার ধান্য। এইরূপ 'পরিচ্ছদ' অর্থাৎ শয্যা, আসন প্রভৃতি,—এগুলিও তাহাকে দিয়া দিবে। ১২৫

(শূদ্রের পক্ষে বিশেষভাবে যাহা নিষিদ্ধ হয় নাই তাহা করিলে শূদ্রের কোন পাপ জন্মে না; শূদ্রের উপনয়নাদিরূপ কোন সংস্কারও নাই; শূদ্রের কোন ধর্ম্মে নিয়ত অধিকার নাই; এবং পাকযজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করাও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।)

(মেঃ)—এই গোটা শ্লোকটীই অনুবাদস্বরূপ। শূদ্রের পক্ষে প্রত্যেকটী ধরিয়া বিশেষ বিশেষ নাম উল্লেখ করিয়া যাহা নিষিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু যেগুলি সর্ব্ব বর্ণ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেমন, হিংসা, চৌর্য্য প্রভৃতি কর্ম্মের যে নিষেধ তাহাতে কোন বিশেষ বর্ণের নাম উল্লেখ নাই —সেসব নিষেধ লঙ্ঘন করিলে শূদ্রের কোন পাপ জন্মে না। বস্তুতঃ, হিংসা, স্তেয় প্রভৃতি কর্ম্মগুলিও তাহার সম্বন্ধে নিষিদ্ধরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই তাহাতে উহার পাপই হইবে। "ন চ সংস্কারম্ অর্হতি"=সে উপনয়নরূপ সংস্কারেরও অধিকারী নহে। এইজন্য কথিত হইয়াছে "তিনটী বর্ণই দ্বিজাতি" ইত্যাদি। এইরূপ, "ধর্ম্মে"=স্নান, উপবাস, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে "ন অস্য অধিকারঃ"=ইহার নিত্য (অবশ্যকরণীয় এই প্রকার) অধিকার নাই। সুতরাং ঐসকল ক্রিয়া সে যদি না করে তাহা হইলে প্রত্যবায়ভাগী হইবে না। "ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্"=ধর্ম্মকর্ম্ম তাহার পক্ষে নিষিদ্ধও নহে। স্নান, উপবাস প্রভৃতি যেসমস্ত কর্ম্ম শূদ্রের পক্ষে নিত্যকর্ম্ম বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই—সুতরাং নিত্যকর্ম্ম না হওয়ায় যেগুলি না করিলে তাহার কোন প্রত্যবায় নাই—অথচ যেগুলি তাহার পক্ষে নিষিদ্ধও হয় নাই সেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে তাহার নিষেধ নাই। এতাদৃশ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য তাহার পক্ষে কোন নিষেধ নাই। কাজেই ঐসকল কর্ম্ম শিষ্ট (শাস্ত্রে উপদিষ্ট) অথচ তাহার পক্ষে উহা যখন নিষিদ্ধ নহে তখন অভ্যুদয় (পুণ্যলাভ) অভিলাষ থাকিলে সেগুলি সে করিতে পারে। এইরূপ, লশুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শূদ্রের কোন দোষ হয় না; কিন্তু উহা হইতে নিবৃত্ত হইলে তাহার অভ্যুদয়লাভ ঘটে। কারণ, "এসমস্ত হইতে নিবৃত্ত হইলে তাহার ফল অতি মহৎ" এই প্রকার সামান্য শাস্ত্রের দ্বারা (সর্ব্বসাধারণ বিধি দ্বারা) ঐগুলি বিহিত হইয়াছে। এইজন্য এতাদৃশ ধর্ম্মকর্ম্ম আরম্ভ করিলে তাহাতে তাহার নিষেধ নাই। ১২৬

(ধার্ম্মিক শূদ্রগণ ধর্ম্মোপার্জ্জন মানসে শিষ্টগণাচরিত ধর্ম্ম মন্ত্রপাঠ বর্জ্জনপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে কোন দোষ তাহাদিগকে স্পর্শ করে না, প্রত্যুত তাহাতে তাহারা প্রশংসালাভ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—সামান্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান শূদ্রের পক্ষে যে নিষিদ্ধ নহে, এই কথাটীই বলিয়া দিতেছেন। "ধর্ম্মেপ্সবঃ"=যাহারা ধর্ম্মলাভ করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ যাহারা অভ্যুদয় (পুণ্য) কামনা করে। "সতাং"=সাধুগণের "ধর্ম্মম্ অনুষ্ঠিতাঃ"=ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া,—। "মন্ত্রবর্জ্জং"=সেই সমস্ত অনুষ্ঠান মন্ত্র বাদ দিয়া যদি করিতে থাকে, "ন দুষ্যন্তি"=তাহাতে তাহারা দোষ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং তাহারা ঐভাবে অনেক দিন ধরিয়া উপবাস, দেবতাপূজা এবং গুরু ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করা প্রভৃতি সাধুজনানুষ্ঠিত কর্ম্ম করিতে থাকিলে দোষগ্রস্ত হয় না। প্রত্যুত তাহার ফলস্বরূপে প্রশংসালাভ করিয়া থাকে। এস্থলে এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, 'দর্শপূর্ণমাস' যাগ প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্ম ব্রাহ্মণাদির পক্ষে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কর্ত্তব্য শূদ্রও সেই সকল কর্ম্মই মন্ত্রপাঠ না করিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। কারণ, ঐসকল কর্ম্ম মন্ত্রপাঠ সহকারেই কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। কাজেই, ঐগুলি মন্ত্রবর্জ্জিতভাবে অনুষ্ঠান করা শাস্ত্রসঙ্গত নহে (সুতরাং উহা নিষ্ফলই হইবে)। তবে যে এখানে "মন্ত্রবর্জ্জং" এইরূপ বলা হইয়াছে ইহা কোথায় প্রয়োজ্য তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যাসদেবও এইরূপ বলিয়াছেন, "শূদ্র কোন কর্ম্ম করিয়া ইহলোকে পতিত হয় না, ইহা ঠিক; সে উপনয়ন সংস্কারেরও অধিকারী নহে; কোন শ্রুতিবিহিত ধর্ম্মে অথবা স্মৃতিবিহিত কর্ম্মেও তাহার অধিকার নাই; আবার সামান্যধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে"। এই বচনটীও যথাপ্রাপ্তেরই অনুবাদস্বরূপ। শূদ্র লশুনভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতি দ্বারা পতিত হয় না। সে যে উপনয়ন সংস্কারের অযোগ্য (অনধিকারী) তাহা বলাই হইয়াছে। আর যেহেতু তাহার উপনয়ন হয় নাই সেইজন্য শ্রুতিবিহিত ধর্ম্মে তাহার অধিকার নাই। তথাপি শ্রৌতধর্ম্ম কর্ত্তব্য না হইলেও স্মৃতিমধ্যে সামান্যধর্ম্মরূপে যেসকল কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বে যেমন বলিয়া দেওয়া হইল সেইভাবে সেই প্রকার ধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—"শূদ্র পাকযজ্ঞ নামক ধর্ম্মকর্ম্মসকল স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে পারে; সেই সমস্ত কর্ম্মে 'নমঃ' এই শব্দটী সে মন্ত্ররূপে প্রয়োগ করিতে পারিবে"।

কেহ কেহ বলেন "আবসথ্য অগ্নি আধান করা, পার্ব্বণকর্ম্ম, বৈশ্বদেবকর্ম্মের জন্য অন্ন পাক এবং পাকযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মে শূদ্রের বৈকল্পিক অধিকার আছে"; ইঁহাদের এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় যে কি তাহা আমরা বুঝি না। কারণ, 'আবসথ্য অগ্নি' আধান করা—এই অনুষ্ঠানটী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গৃহ্যসূত্রকারগণ কেবল ত্রৈবর্ণিকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান দিয়াছেন। কিন্তু মনু প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণ উহার কোন বিধান বলেন নাই। কারণ, মনু কর্ত্তৃক পূর্ব্বে (তৃতীয় অধ্যায়ে) এই মাত্র বলা হইয়াছে "গৃহ্যকর্ম্মকলাপ বৈবাহিক অগ্নিতে সম্পাদন করিবে"। সেখানে কিন্তু ঐ আবসথ্য অগ্নি আধান করিবার বিষয় উপদিষ্ট হয় নাই। সুতরাং শূদ্রের পক্ষে অগ্ন্যাধান কোন্ শাস্ত্রমতে বিহিত হয়? ইহাতে যদি বলা হয় যে, শূদ্রের পক্ষে যখন পাকযজ্ঞের বিধি রহিয়াছে তখন ঐ বিধিরই আকাঙ্ক্ষাবলে অগ্ন্যাধানও তাহার কর্ত্তব্য হইবে (যেহেতু শাস্ত্রীয় অগ্নি না থাকিলে শাস্ত্রোক্ত অগ্নিসাধ্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না)। এরূপ উক্তিও সংগত নহে। কারণ, লৌকিক অগ্নিতে বৈশ্বদেব কর্ম্মটী নিষ্পাদিত হইতে পারে। যেহেতু, যাহা বচন দ্বারা বিহিত তাহা ততটুকু মাত্রই করা শাস্ত্রসংগত যতটুকু সেই বচন দ্বারা বোধিত হয়; কাজেই তাদৃশ কর্ম্ম দ্বারা অন্য কোন কিছু অর্থাপত্তি বলে টানিয়া আনা যায় না (তাহা শাস্ত্র-সম্মত হয় না, কিন্তু অশাস্ত্রীয়ই হইয়া থাকে)। এসমস্ত কথা ঐ 'বৈবাহিক অগ্নি' শব্দটীর ব্যাখ্যা করিবার স্থলেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি। উদ্ধৃত স্মৃতিবচনটীতে যে 'পার্ব্বণ' শব্দটী রহিয়াছে তাহা দ্বারা যদি 'অমাবস্যা শ্রাদ্ধ' বোধিত হয় তাহা হইলে আমরা তাহা অনুমোদন করি। কারণ, 'অষ্টকা', 'পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ' এবং 'বৈশ্বদেব কর্ম্ম' এগুলি শূদ্রের পক্ষেও বিহিত। আর যদি উহা দ্বারা 'দর্শপূর্ণমাস' যজ্ঞ অভিহিত হয় তাহা হইলে আগেই তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে অর্থাৎ উহা করা যে শূদ্রের অধিকার বহির্ভূত তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ১২৭

(শূদ্র কাহারও প্রতি অসূয়াপরবশ না হইয়া যে পরিমাণে সদাচার পালন করিতে থাকে সেই পরিমাণে সে ইহলোক এবং পরলোক জয় করে—কাহারও নিন্দাভাজন হয় না।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর অর্থ উক্তই হইয়াছে অর্থাৎ উহার অর্থ স্পষ্টই আছে। ১২৮

(শূদ্র ধনসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলেও তাহার ধনসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, শূদ্র ধন-সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণদেরই প্রত্যবায়গ্রস্ত করাইবে।)

(মেঃ)—"শক্তেন অপি" ইহার অর্থ কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা ধনসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলেও শূদ্রের ধনসঞ্চয় কর্ত্তব্য নহে। ইহারই হেতুস্বরূপ অর্থবাদ বলিতেছেন,—শূদ্র বহু ধন লাভ করিলে ব্রাহ্মণগণেরই বাধা ঘটাইবে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, ব্রাহ্মণগণের আবার 'বাধা' কিরূপ? (উত্তর)—শূদ্র মহাধনবান্ হইলে ব্রাহ্মণগণকে খুব বেশী দান করিবে—ব্রাহ্মণগণ সেই দান গ্রহণ করিবে। অথচ শূদ্রের দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর শূদ্র উহার নিমিত্তকারণ হইয়া দোষগ্রস্ত হইবে। অতএব সে ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা করিবে না, ইহাই হইতেছে এখানে বাধা। ১২৯

(চারি বর্ণের পক্ষে এইসকল আপদ্ধর্ম্ম কথিত হইল। ইহা ঠিক ঠিকভাবে পালন করিলে লোকে পরমা গতি লাভ করে।)

(মেঃ)—আপদ্ধর্ম্মসকল সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে পরমা গতি লাভ করা যায়। কারণ, উহা দ্বারা শরীর রক্ষা করা যায়; আর শরীর রক্ষিত হইলে বিহিত কর্ম্ম লঙ্ঘন করিতে হয় না, তাহার ফলে মঙ্গল লাভ করা যায়—উৎকৃষ্ট ফল (স্বর্গাদি) প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপদ্গত হইলে সেই আপৎকালে অসৎ প্রতিগ্রহ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি গ্রহণ করিতে দ্বিধা করা উচিত নহে, ইহাই শাস্ত্রোক্ত বিধানের অনুবাদ বা সার কথা। ১৩০

(চারি বর্ণের পক্ষে এই আপদ্ধর্ম্মবিধি সম্পূর্ণভাবে বলা হইল। ইহার পর শুভফলক প্রায়শ্চিত্তবিধি বলিব।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটী পাঠ করিলেই ইহার অর্থ বুঝা যায়। ১৩১

ইতি ভট্টবীরস্বামীর পুত্র মেধাতিথি বিরচিত মনুভাষ্যে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি, শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজশ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত
মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদে দশম অধ্যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একাদশ অধ্যায়

(বংশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত সন্তানাভিলাষে যিনি বিবাহার্থী, অবশ্যকরণীয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে যিনি ইচ্ছুক, পথিক, সর্ব্বস্ব দান করিয়া যিনি যজ্ঞ করিয়াছেন, গুরু-দক্ষিণার জন্য যিনি অর্থপ্রার্থী, পিতামাতার ভরণপোষণের নিমিত্ত যিনি ধনাভিলাষী, বেদাধ্যয়ন-কালে নিজ প্রয়োজন নির্ব্বাহের নিমিত্ত যাঁহার অর্থ আবশ্যক এবং যিনি রোগগ্রস্ত—এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুসারে ভিক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া ইঁহাদিগকে স্নাতক বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইঁহারা ধনহীন হইয়া অর্থ প্রার্থনা করিলে ইঁহাদের বিদ্যা বিবেচনা করিয়া কমবেশী দান করা কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—এখানে দুইটী শ্লোকে বাক্যার্থ সমাপ্ত হইতেছে। দানপ্রার্থী ব্যক্তিদিগকে নানা প্রকার বিশেষণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। 'সান্তানিক' প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যদি নিঃস্ব হইয়া ধর্ম্মের জন্য ভিক্ষা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিদ্যা অনুসারে তাঁহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য। এখানে 'ধর্ম্মভিক্ষুক' শব্দটী সম্প্রদানের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় উহা দ্বারা যে ইহাদিগের দান গ্রহণের অধিকার সম্পাদন করা হইতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে। এবং এই নয় প্রকার বিশেষণ বোধিত নিমিত্ত উপস্থিত হইলে দান করা কর্ত্তব্য, এইভাবে নৈমিত্তিক দানাধিকারের বিষয় বলা হইতেছে।

"সান্তানিকং"=সন্তান অর্থাৎ অপত্য (পুত্র) প্রয়োজন যাহার; সুতরাং সান্তানিক ইহার অর্থ 'বিবাহার্থী'; কারণ তাহাতে ধনের প্রয়োজন আছে। বিবাহ কর্ম্মটীর পরম্পরাক্রমে প্রয়োজন হইতেছে সন্তানলাভ। এখানে "ধর্ম্মভিক্ষুকান্" এই স্থলে 'ধর্ম্ম' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, যে ব্যক্তি দ্বিতীয়, তৃতীয় বার বিবাহে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে যে অর্থ দিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। ইহা অগ্রে "কামতস্তু প্রবৃত্তানাং" এই শ্লোকে বলিবেন। এইরূপ, "যক্ষ্যমাণ" অর্থাৎ নিত্য (অবশ্যকরণীয়) যে অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ, তাহার জন্য যিনি ধন প্রার্থনা করেন। "অধ্বগ"—পথিক, যাহার পাথেয় প্রভৃতি সম্বল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। "সার্ব্ববেদস",—যিনি বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণারূপে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন; কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির জন্য যাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিতে হইয়াছে সেরূপ ব্যক্তি নহে। "স্বাধ্যায়ার্থী",—যিনি স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়ন করিতেছেন; সত্য বটে ব্রহ্মচারী হইয়া বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য এবং তাঁহার পক্ষে ভিক্ষা-ভোজনও বিহিত তথাপি তাঁহার বস্ত্রাদির উপযোগী অর্থ তাঁহাকে দেওয়া আবশ্যক। অথবা বেদ গ্রহণের পর ব্রহ্মচারীর নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া যখন বেদার্থ বিচার করিতে থাকেন তখন তিনি ভৈক্ষজীবী নহেন; কাজেই তাঁহাকে তখন অর্থ দান করা কর্ত্তব্য। "উপতাপী"=রোগী। এখানে যে ইহাদের সকলকে স্নাতক বলা হইয়াছে ইহা প্রশংসার্থক অর্থাৎ ইহাদের ধন দান করা প্রশস্ত, তাহা স্নাতক ব্যক্তিকে ধন দান করার সমান, এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে। "গুর্ব্বর্থং"=গুরুর জন্য অর্থাৎ গুরুকে বেদাধ্যয়নানন্তর দক্ষিণা দিবার জন্য যাঁহার অর্থ প্রয়োজন; 'গুর্ব্বর্থত্ব' এবং 'স্বাধ্যায়ার্থত্ব' এ দুটী সাধারণতঃ স্নাতকের মধ্যেই থাকে। কারণ, ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। "নিঃস্বেভ্যঃ"=ইহারা যদি ধনহীন হয় তাহা হইলে "বিদ্যাবিশেষতঃ"=বিদ্যার বিশেষত্ব (পার্থক্য) অনুসারে—যিনি বহু বিদ্যাবিশিষ্ট তাঁহাকে বহু অর্থ এবং যিনি অল্প বিদ্যাযুক্ত তাঁহাকে অল্প অর্থ দান করা কর্ত্তব্য। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, দান সম্বন্ধে এই যে সব আলোচনা ইহা ত মূল আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। কারণ, আগের অধ্যায়টীর অন্তিম শ্লোকটীতে বলা হইয়াছে "ইহার পর প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক বিধান বলিব"। (সুতরাং তাহা না বলিয়া এখানে দান সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইতেছে কেন?)। (উত্তর)—না, ইহা দোষের নহে। কারণ, এই প্রকরণটীতে আশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আর প্রায়শ্চিত্তও ঐ আশ্রমধর্ম্মের তুল্যস্বরূপ বলিয়া উহার সহিত তাহারও বিধিব্যবস্থা বলা হইয়াছে। আবার দানটী প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত বলিয়া ঐ দানের বিষয়ই প্রথমে বলা হইতেছে। মূল শ্লোকে "দানং দেয়ম্" এইরূপ বলা হইয়াছে। এখানে 'দান' শব্দটী ('যাহা দেওয়া যায়' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে) কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই দেয় বস্তুটী কি, এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে তাহার উত্তরস্বরূপে পরবর্ত্তী শ্লোকটী বলা হইয়াছে। ১-২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(এই সকল ব্রাহ্মণগণকে অন্ন এবং দক্ষিণাস্বরূপ অর্থ দান করা কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া অপরাপর প্রার্থী অতিথিকে যজ্ঞের বহির্ভূতভাবে কেবল সিদ্ধান্ন দেওয়া উচিত।)

(মেঃ)—যদিও 'দক্ষিণা' শব্দটীর অর্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মকারী ব্যক্তির উদ্দেশে বিশেষ বস্তু ত্যাগ অর্থাৎ দান করা তথাপি এখানে উহার অর্থ গো, ভূমি, স্বর্ণাদি ছাড়া অন্য দেয় দ্রব্য। এ সম্বন্ধে লৌকিক প্রসিদ্ধিও এইরূপ। "ইতরেভ্যঃ" ইহার অর্থ—পূর্ব্ববর্ণিত নয় জন ছাড়া অন্য যে সমস্ত ভিক্ষাকারী আছে তাহাদিগকে—। "কৃতান্নং"=সিদ্ধান্ন ভোজনার্থে দেওয়া উচিত। "বহির্বেদি"= যজ্ঞের বাহিরে অতিথিদিগকে দান করা যাহা গৃহস্থধর্ম্মমধ্যে প্রসিদ্ধ, তাহারই এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। ৩

(রাজা সর্ব্ব প্রকার রত্নাদি দ্রব্য, বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাদি যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে দান করিবেন এবং তাঁহাদের যজ্ঞের জন্য দক্ষিণা আবশ্যক হইলে তাহাও দিবেন।)

(মেঃ)—সকল বর্ণের পক্ষেই দান করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা স্বর্গাদি ফল দ্বারা পুরুষার্থ সাধক, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে রাজার পক্ষে বিশেষ নিয়মরূপে এই উপদেশ করা হইতেছে। যে রাজার বহু ধন আছে তাঁহার পক্ষে "সর্ব্বরত্নানি"=মণিমুক্তাদি দ্রব্য—"যথার্হম্"=যে ব্রাহ্মণের যেরূপ বিদ্যা এবং যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান সেই অনুসারে তাঁহাকে দান করা কর্ত্তব্য। "যজ্ঞার্থং চ দক্ষিণা"=যজ্ঞের জন্য দক্ষিণা আবশ্যক হইলে তাহাও দেওয়া উচিত। কাম্যকর্ম্ম সম্পাদনের জন্যও দান করা কর্ত্তব্য, এইজন্য এখানে ইহা পুনর্ব্বার বলা হইল। "প্রতিপাদয়েৎ"=গ্রহণ করাইবেন। ৪

(যে লোক একবার বিবাহ করা সত্ত্বেও অর্থ ভিক্ষা করিয়া আবার একটী স্ত্রী সংগ্রহ করিতে চায় তাহার সেই বিবাহ কর্ম্মটীতে কেবলমাত্র রতিরূপ ফলই লাভ হয়, তাহাতে যে সন্ততি জন্মে তাহা ঐ অর্থ ভিক্ষাদানকারী ব্যক্তির হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—কামপরবশ হইয়া যে ব্যক্তি দ্বিতীয়, তৃতীয় বার বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভিক্ষা করিতে উদ্যত হয় ইহা তাহাকে অর্থদান করিবার নিষেধ। "রতিমাত্রফলম্" ইত্যাদি অংশটী অর্থবাদ; উহার যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় নহে। কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা বলেন, যথা,— যে লোক ধর্ম্মের জন্য 'সান্তানিক' তাহাকে অর্থ দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কামার্থে বিবাহাভিলাষী ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত নহে। সেই একই কথাটী এখানে অন্য ভঙ্গিতে পুনরায় বলা হইয়াছে। 'সান্তানিক' (ধর্ম্মার্থ সন্তানাভিলাষে বিবাহার্থী) ব্যক্তিকে দান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু এ ব্যক্তি রতিকামী—এ 'সান্তানিক' নহে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। যে লোক উহাকে অর্থ দান করে তাহারই ঐ সন্ততি হইয়া থাকে—কিন্তু উহার হয় না। ৫

(পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিবার জন্য যাঁহার তিন বৎসরের পক্ষে পর্য্যাপ্ত কিংবা তাহারও অধিক ধান্যাদি আছে তিনি কাম্য সোমযাগ করিতে পারেন।)

(মেঃ)—তিন বৎসর পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত যে ধন তাহা 'ত্রৈবার্ষিক'। তাহারও অধিক পরিমাণ ধন যাঁহার আছে তিনি সোমপান করিতে পারেন। শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, নিত্য সোমযাগটী অবশ্যকর্ত্তব্য; কাজেই তাহার জন্য পোষ্যবর্গের ক্লেশ হইলেও তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া এই শ্লোকে অল্পধন ব্যক্তির পক্ষে যে সোমযাগ সম্বন্ধে নিষেধ দেখা যাইতেছে তাহা তথায় প্রয়োজ্য হইবে না, যেহেতু শ্রুতির বলবত্তা অধিক অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা এই স্মার্ত্ত নিষেধটীর বাধাই হইবে। এইজন্য বুঝা যাইতেছে যে এই নিষেধটী তথায় প্রয়োজ্য নহে, কিন্তু নিত্য সোম-যাগের পর যদি কেহ কাম্য সোমযাগ করে যেটা করা না করা তাহার ইচ্ছাধীন (কেননা তাহা না করিলে কোন প্রত্যবায় হয় না) সেই সোমযাগ সম্বন্ধেই এই নিষেধ যে, তিন বৎসরের সংসার যাত্রার জন্য যাহা আবশ্যক অন্ততঃ সে পরিমাণ ধনধান্য না থাকিলে তাহা করা চলিবে না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, কর্ম্মান্তে ঋত্বিক্‌গণকে পরিক্রয় করিবার জন্য ত ধন আবশ্যক; কারণ, শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "একশত বারটী গরু ঐ সোমযাগের দক্ষিণা"। সুতরাং তাহাতে ত খরচ বাড়িবে। আর তাহা হইলে ত ঐ নিত্যসোমযাগেও ধন আবশ্যক হয়? এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; এইজন্য বলা হইতেছে "যাহার তিন বৎসরের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত ধন আছে"। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, অন্য ধন না থাকিলেও ত খরচ করিবার মত ধন আছে, কাজেই যাহার অন্য ধন নাই তাহারও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত ইহা (সোমযাগ) কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়? (উত্তর)—দান শব্দটী প্রশস্ত বস্তু দান বুঝাইতেছে, কেবলমাত্র অন্ন থাকিলে তাহা হয় না। সোমক্রয়ের জন্য হিরণ্য দান, ইত্যাদি প্রকার প্রয়োজন কেবল অন্ন (ধান্য) দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। ৬

(ইহা অপেক্ষা অল্প ধন থাকিলে যে দ্বিজ সোমপান করে—সোমযাগের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি পূর্ব্বে একবার সোমপান করিলেও তাহার ফল লাভ করে না।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া উহা করিতে যায় সে উহার অনধিকারী, কাজেই উহার ফল পাইবার যোগ্যতা তাহার নাই; ইহা ন্যায় (যুক্তি) সিদ্ধ। ইহার অনুবাদ করিয়া এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। আর এখানে যখন ফলের উল্লেখ রহিয়াছে তখন ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, এই নিষেধটী যে কাম্য সোমযাগ সম্বন্ধেই বলা হইতেছে ইহা পরিস্ফুট। "স পীতসোমপূর্ব্বোঽপি" --তিনি পূর্ব্বে সোমপান করিলেও,—। ইহা দ্বারা দেখান হইল যে প্রথম সোমযাগটী অবশ্য-কর্ত্তব্য। কারণ সপীতত্ব হইলে তবেই এই অর্থবাদটী খাটে, কিন্তু যিনি পূর্ব্বে একবার সোমপান করেন নাই—সোমযাগ করেন নাই তাঁহার পক্ষে এই নিষেধটী প্রয়োজ্য নহে। ৭

(আপনার লোকেরা সব গ্রাসাচ্ছাদনের দুঃখ ভোগ করিতে থাকিলেও দানসমর্থ যে লোক নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিগণকে দান করে তাহার ঐ দানকর্ম্মটী আপাতমধুর কিন্তু পরিণামে বিষময়; উহা ধর্ম্ম নহে কিন্তু ধর্ম্মাভাস।)

(মেঃ)—স্বজন—যেমন, ভৃত্য, অমাত্য, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি। তাহারা "দুঃখজীবিনি"= অন্নবস্ত্রাদির কষ্ট ভোগ করিতে থাকিলে তাহা সত্ত্বেও যে লোক "পরজনে দাতা"=পর অর্থাৎ যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এরূপ লোককে দান করে তাহার ঐ কর্ম্ম "বিষাস্বাদঃ"= বিষবৎ কিন্তু "মধ্বাপাতঃ"=আপাতে অর্থাৎ উপস্থিত সময়ে মধুর। যেমন বিশেষ প্রকার বিষের আস্বাদ মধুর অথচ তাহা পরিণামে বিপরীত হইয়া থাকে, কারণ তাহার ফলে মরণ ঘটিয়া থাকে, ঐ প্রকার দানটীও ঠিক এইরূপ। যদিও তৎকালে ঐ দান হইতে যশ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে সুখ জন্মে বটে তথাপি উহা পরলোকে প্রত্যবায়জনক হওয়ায় বিষ ভক্ষণেরই সমান হইয়া থাকে। এই কথাটীই বলিয়া দিতেছেন "স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ",—উহা ধর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ উহা ধর্ম্ম নহে। যেমন শুক্তিরজতভ্রমে শুক্তিকাকে রজত বলিয়া মনে হয়—শুক্তিকা রজতের ন্যায় প্রকাশ পায়—প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা রজত নহে। ৮

(যে লোক পোষ্যবর্গকে দুঃখ দিয়া পরলোকের জন্য কর্ম্ম করে তাহার সেই কর্ম্ম তাহার জীবিতাবস্থায় এবং মরণের পরও অশুভফলক হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যাহা বলা হইল ইহা তাহারই নিন্দার্থবাদ। "ভৃত্য" ইহার অর্থ কি তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "উপরোধ" ইহার অর্থ—তাহাদের আবশ্যকমত ভাত-কাপড় প্রভৃতি না দেওয়া,—। "ঔর্দ্ধ্বদেহিকম্"=পরলোকের নিমিত্ত। "অসুখোদর্কম্",—'উদর্ক' ইহার অর্থ আগামী কাল; সেই আগামী কাল এই প্রকার অশুভফলক হইয়া থাকে। ৯

(রাজা যদি ধার্ম্মিক হন তাহা হইলে, বিশেষতঃ কোন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতে থাকিলে দ্রব্যের অভাবে তাঁহার যজ্ঞ একটী অংগহীন হইয়া সমাপ্ত হইতে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে দেখিলে তাঁহার সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবার জন্য বৈশ্যের গৃহ হইতে তিনি উহা সংগ্রহ করিয়া দিবেন যদি সেই বৈশ্য বহু পশু ও ধনসম্পন্ন হইয়াও যাগযজ্ঞবিহীন এবং সোমযাগ-বর্জ্জিত হয়।)

(মেঃ)—এখানে 'অঙ্গ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কেবল যজ্ঞের দক্ষিণার অভাব ঘটিলেই যে স্বর্ণাদি সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহা নহে কিন্তু সেই যজ্ঞে আবশ্যক পশু প্রভৃতির অভাব ঘটিলেও তাহা সংগ্রহ করা চলিবে। এখানে "আহরেৎ" এই পদটী দ্বারা কেবলমাত্র লইবার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কি উপায়ে লইবে সে সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম বলা হয় নাই। কাজেই উহা যাচ্ঞা করিয়া, বিনিময় করিয়া কিংবা চৌর্য্যে হরণ করিয়া আত্মসাৎ করা যাইবে। ইহাতে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, চৌর্য্যের দ্বারা লব্ধ বস্তুতে ত কাহারও স্বত্ব জন্মে না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (সুতরাং তাহা দ্বারা যজ্ঞ করা যাইবে কিরূপে)? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শাস্ত্র যখন "হর্ত্তব্যম্"=চুরি করিবে, এইরূপ নির্দ্দেশ দিতেছে তখন সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য অনুসারেই এতাদৃশ স্থলে স্বত্ব জন্মিবে। এইজন্য অগ্রে বলিয়াছেন—"হীনকর্ম্মা ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিবে"। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যিনি যাগের সকল উপকরণ লইয়া যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহার সেই যাগে কোন একটী অংগের জোগাড় না হইলে কেবল তাঁহার পক্ষেই যে এই যাগার্থ দ্রব্য অপহরণ করা কর্ত্তব্য তাহা নহে কিন্তু যিনি যজ্ঞ করিতে সংকল্প করিয়াছেন তাঁহার পক্ষেও উহা অনুমোদিত। কারণ, এস্থলে ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার কোন হেতু নাই। এখানে "ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ"=বিশেতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে, এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, এতাদৃশ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষেও ঐ যজ্ঞের একাংগ পূর্ব্বোক্ত বৈশ্যের নিকট হইতে অপহরণ করা অনুমোদিত। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—"ক্ষত্রিয় যাচ্ঞা করিবে না" এইভাবে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যাচ্ঞা করা ত নিষিদ্ধ হইয়াছে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এটী এমন বেশী কি বলা হইল? কারণ, ব্রাহ্মণের পক্ষেও ত চুরি করা নিষিদ্ধ। অতএব এস্থলে ব্যবস্থা এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, দ্রব্য অর্জ্জন করিবার বিশেষ কোন নিয়ম নাই—(যেরূপে পারিবে সেইভাবেই যজ্ঞের দ্রব্য সংগ্রহ করিবে)। "ধার্ম্মিকে সতি"= রাজা যদি ধার্ম্মিক হন;—এ অংশটী অনুবাদস্বরূপ। যে রাজা ধার্ম্মিক তাঁহার রাজত্বে ঐ প্রকার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে চৌর্য্য বিহিত। আর ইহা ছাড়া অন্য যে-কোন চোরকে ত তিনি দমনই করিয়াছেন, কাজেই তাদৃশ চৌর্য্য সম্ভব নহে। এখানে যে "বহুপশুঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা ধনমাত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যে বৈশ্য "হীনক্রতুঃ"=যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানবিহীন এবং যে যাগাদি ছাড়া দানাদিরূপ অন্য সৎ কর্ম্মও করে না এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে সোমযাগ করে নাই। "কুটুম্বাৎ" ইহার অর্থ গৃহ হইতে। কারণ বাড়ী থেকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া অধিক দোষের; এইজন্য তাহাও এখানে অনুমোদন করা হইতেছে। তবে কেবল এইভাবেই (বাড়ী থেকেই) যে লইতে হইবে এমন নিয়ম এখানে বক্তব্য নহে, কারণ খল (খামার) প্রভৃতি স্থান হইতেও চুরি করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে ইহা বলিয়া দিবেন—"খল হইতে, ক্ষেত্র হইতে কিংবা গৃহ হইতে গ্রহণ করা যায়" ইত্যাদি। ১০-১১

(যজ্ঞের দুইটী বা তিনটী অংগের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা শূদ্রের গৃহ হইতেও লইয়া যাইবে; কারণ যজ্ঞে শূদ্রের কোন দান নাই।)

(মেঃ)—বৈশ্যের গৃহ হইতে সম্ভব না হইলে শূদ্রের গৃহ হইতেও সংগ্রহ করা উচিত। "ত্রীণি বা দ্বে বা" ইহা যজ্ঞাংগ প্রকরণে বলা হইয়াছে; কাজেই দুইটী অথবা তিনটী অংগ এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে অর্থবাদ বলিতেছেন "ন হি শূদ্রস্য" ইত্যাদি। যদিও যজ্ঞাংগ আহরণ (সংগ্রহ) করিবার অনেকগুলি উপায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বটে তথাপি এস্থলে ভিক্ষা অনুমোদিত নহে। কারণ বচন রহিয়াছে "ব্রাহ্মণ শূদ্রের নিকট হইতে যজ্ঞের জন্য ধন যাচ্ঞা করিবে না।" (প্রশ্ন)—আচ্ছা, অন্য স্মৃতিমধ্যে ত ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে যে শূদ্রের ধনে যজ্ঞ করিবে না? (উত্তর) —তাহা সত্য; তবে এস্থলে যখন এই উপদেশ (বচন) দ্বারা তাহা বিহিত হইয়াছে তখন শূদ্রের নিকট হইতেও উহা গ্রহণ করা যায়, বুঝিতে হইবে। এস্থলে অন্য কেহ কেহ এইরূপ সমাধান বলেন,—ব্রাহ্মণ যখন উহা গ্রহণ করিয়াছে তখন আর উহা মোটেই শূদ্রধন নহে। তবে যে ঐ প্রকার নিষেধ রহিয়াছে তাহার অর্থ এই যে, কোন ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্ হইয়া যে ধনের দ্বারা শূদ্রের শান্তিক, পৌষ্টিক প্রভৃতি কর্ম্ম করেন সেই ধন দ্বারা যজ্ঞ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে আলোচ্য স্থলটীতে ঐ ধন পূর্ব্বে শূদ্রের ছিল এই কারণে মাত্র উহাকে শূদ্রধন বলা হয়, এখন যে উহা শূদ্রের নহে কিন্তু ব্রাহ্মণেরই স্বত্বযুক্ত হইয়াছে তাহা শাস্ত্র হইতে নিরূপিত হয়। ১২

(যে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় একশতটী গোধনসম্পন্ন হইয়াও আহিতাগ্নি হন নাই কিংবা এক হাজারটী গরু থাকা সত্ত্বেও সোমযাগ করেন নাই তাঁহাদের গৃহ হইতেও বিনা বিচারে নিঃসংকোচে ঐ যজ্ঞাংগ দ্রব্য সংগ্রহ করিবে।)

(মেঃ)—এতাদৃশ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়ের নিকট হইতেই উহা সংগ্রহ করিবে, ইহাই শ্লোকটীর তাৎপার্য্যার্থ। এখানে যে 'গো' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা উহার সমপরিমাণ ধন বুঝাইতেছে। "অযজ্বঃ" ইহার অর্থ যিনি সোমযাগ করেন নাই। ১৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে ব্যক্তি কেবল ধনসঞ্চয়পরায়ণ অথচ কখন দান করে না সে যদি না দেয় তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইবে। ইহাতে তাহার যশ হইবে এবং ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটী সকল বর্ণের ধনীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। "আদাননিত্য" ইহার অর্থ যে লোক কৃষি, বাণিজ্য, প্রতিগ্রহ, কুসীদ প্রভৃতি উপায়ে সর্ব্বদা কেবল ধন উপার্জ্জনই করে কিন্তু দান করে না,—। তাহার নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিবার জন্য অন্য উপায় আশ্রয় করা উচিত। "অদাতুঃ"=যে দান করে না, ইহা বলা হইলেও 'যে যাগযজ্ঞ করে না' এই অর্থটীও অভিপ্রেত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১৪

(যে ব্যক্তি ছয় বার অন্ন ভক্ষণ করে নাই অর্থাৎ তিন দিন যাহার অন্ন হয় নাই সে সপ্তম বার ভোজনের দিনে অর্থাৎ চতুর্থ দিনে ধর্ম্মকর্ম্মহীন ব্যক্তির গৃহ হইতে কেবল সেই দিনের আহারের মত অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে।)

(মেঃ)—নিজের এবং পোষ্যবর্গের অন্নকষ্টরূপ অবসাদ উপস্থিত হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এখানে "অশ্বস্তন"=পরদিনের জন্য নহে, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে একদিনের জন্য যে পরিমাণ আবশ্যক কেবল তাহাই মাত্র গ্রহণ করা শাস্ত্রানুমোদিত, তাহার বেশী নহে। "হীনকর্ম্মণঃ"=ধর্ম্মকর্ম্মহীন ব্যক্তির নিকট হইতে। এ সম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে—"প্রথমতঃ হীনকর্ম্মা ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, তাহা সম্ভব না হইলে নিজের সমান (সমগুণবিশিষ্ট) লোকের নিকট হইতে লইবে, তাহাও যদি সম্ভব না হয় তখন বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিরও দ্রব্য লইবে"। "সপ্তমে ভক্তে"=সপ্তম বারের ভোজনকাল উপস্থিত হইলে; যে ব্যক্তি তিন দিন ভোজন করে নাই সে চতুর্থ দিবসে প্রাতর্ভোজনের জন্য পরদ্রব্য লইতে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ, "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে ভোজন করিবে" এইভাবে প্রতিদিন দুইবার অন্ন ভোজন করিবার বিধান রহিয়াছে। ১৫

(খামার হইতেই হউক, ক্ষেত হইতেই হউক কিংবা অন্য যে-কোন স্থানে ধান্যাদি সঞ্চিত আছে জানা যাইবে সেইখান থেকেই লইতে পারিবে; সেই দ্রব্যটী যাহার সে লোক যদি জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে তাহাকে ঐভাবে লইবার কারণ কি তাহা বলিতে হইবে।)

(মেঃ)—"যতো বাপি"=যে-কোন স্থানে,—ইহা দ্বারা বাগান প্রভৃতি বুঝাইতেছে। "আখ্যাতব্যং পৃচ্ছতে"=জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, ইহাই যথেষ্ট; পুনরায় "যদি পৃচ্ছতি"=যদি জিজ্ঞাসা করে, এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া কিংবা লোক পাঠাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করিবে না। অথবা এস্থলে এইরূপ অর্থ হইবে—"যদি পৃচ্ছতি"=রাজা যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে "পৃচ্ছতে"=প্রশ্নকারী ধনস্বামীকে বলিবে। রাজার নিকট লইয়া গিয়া বৃত্তান্ত উদ্ঘাটন করিবে। এইজন্য গৌতমও বলিয়াছেন "রাজা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে"। অন্ন না মিলিলে কিংবা যজ্ঞের প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে উভয়স্থলেই ইহা শাস্ত্রানুমোদিত বুঝিতে হইবে। ১৬

(ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কদাপি ব্রাহ্মণের দ্রব্য অপহরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যদি কোন ব্রাহ্মণ দস্যু হয় কিংবা ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াবর্জ্জিত হয় তাহা হইলে জীবন যাইবার উপক্রম হইলে ঐ ক্ষত্রিয়ও সেই ব্রাহ্মণের দ্রব্য অপহরণ করিতে পারে।)

(মেঃ)—এখানে যদিও "ক্ষত্রিয়েণ" ইহা দ্বারা কেবল ক্ষত্রিয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে তথাপি ইহা দ্বারা বৈশ্য এবং শূদ্রকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কাহারও উহা করা উচিত নহে। "কদাচন"=কখনও অর্থাৎ গুরুতর বিপদেও। 'দস্যু' এবং 'নিষ্ক্রিয়'—ইহা ঐ ব্রাহ্মণেরই বিশেষণ। 'দস্যু'=তস্কর, আর 'নিষ্ক্রিয়' ইহার অর্থ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মবর্জ্জিত —অনাশ্রমী। ১৬

(যে ব্যক্তি অসাধু লোকদের অর্থ লইয়া সাধুসজ্জনগণকে দিয়া দেয় সে ঐ কর্ম্মের দ্বারা সংসার সাগর পার হইবার নৌকা তৈয়ারি করিয়া নিজেকে এবং উক্ত দুই প্রকার ব্যক্তিকে পার করিয়া দেয়।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—"প্লব"=ইহার অর্থ যাহা দ্বারা সমুদ্র পার হওয়া যায়। "উভৌ"=দুইজনকে অর্থাৎ যাহার দ্রব্য অপহরণ করে তাহাকে এবং যাহাকে দান করে তাহাকে। এখানে "স কৃত্বা" ইত্যাদি অবশিষ্ট অংশটী অর্থবাদস্বরূপ। ১৮

(যাগযজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তিগণের যে ধন তাহা দেবস্ব বলিয়াই জ্ঞানিগণ বিবেচনা করেন; পক্ষান্তরে যজ্ঞবিমুখ লোকেদের যে ধন তাহা অসুরস্ব বলিয়া কথিত হয়।)

(মেঃ)—ইহাও পূর্ব্বোক্ত বিষয়টীর অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। গুণবান্ ব্যক্তিগণের দ্রব্য অপহরণ করা কর্ত্তব্য নহে, তবে গুণহীন ব্যক্তিদের অর্থ অপহরণে দোষ নাই। ১৯

(এতাদৃশ স্থলে ঐ অপহরণকারী ব্রাহ্মণের উপর দণ্ডবিধান করা ধার্ম্মিক রাজার কর্ত্তব্য নহে। কারণ ব্রাহ্মণ যে ক্ষুধায়-অন্নাভাবে কষ্ট পায় ক্ষত্রিয়ের অর্থাৎ রাজার মূঢ়তাই তাহার কারণ।)

(মেঃ)—এরূপ স্থলে যাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছে তাহাদের উপর দণ্ডবিধান করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। কারণ ঐ রাজার "বালিশ্যাৎ"=মূর্খতা নিবন্ধন লোক ক্ষুধায় অবসন্ন হয়। এখানে 'ক্ষুধা' শব্দটীর অর্থ বিবক্ষিত নহে অর্থাৎ কেবল ক্ষুধায় অবসন্ন হয়, ইহা বক্তব্য নহে, কিন্তু যজ্ঞাদিতেও দ্রব্যের অভাব বোধ করে,—ইহাও বক্তব্য; কারণ ঐ দুই প্রকার বিষয়ই এখানে আলোচনা করা হইতেছে; বিশেষতঃ এ শ্লোকটীও অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। ২০

(সেই অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণের পোষ্যবর্গ কতটী, তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কিরূপ ইহা জানিয়া লইয়া ধার্ম্মিক রাজা নিজ কুটুম্বের অর্থ লইয়াও তাঁহার জন্য ধর্ম্মসংগত বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।)

(মেঃ)—"ধর্ম্ম্যা বৃত্তি"=ধর্ম্মসংগত বৃত্তি যাহা দ্বারা তাঁহার নিত্য (অবশ্যকরণীয়) কর্ম্মকলাপও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যদি রাজার কোষ ক্ষয়প্রাপ্তও হইয়া থাকে তথাপি মহিষী, রাজপুত্র প্রভৃতি রাজকুটুম্বগণের জন্য যে ধন স্বতন্ত্র রক্ষিত আছে তাহা হইতেও কিছু লইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য। এখানে "স্বকুটুম্বাৎ" এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে মহাধনশালী রাজার পক্ষেই এইরূপ বিধান। কারণ পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে "সর্ব্বপ্রকার রত্ন দান করিবে" ইত্যাদি। ২১

(এইভাবে এই ব্রাহ্মণের বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহাকে রক্ষা করা হইলে তিনি যে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবেন তাহার পুণ্যের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজা পাইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীর অর্থ স্পষ্ট। ২২

(যজ্ঞের জন্য শূদ্রের নিকট ধন ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণের কখনও কর্ত্তব্য নহে। কারণ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঐভাবে অর্থ ভিক্ষা করিলে মরিয়া চণ্ডাল হইয়া জন্মিতে হয়।)

(মেঃ)—এস্থলে কেবল ভিক্ষা করাটারই নিষেধ করা হইতেছে। কিন্তু কোন বস্তু যদি অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করা দোষাবহ নহে। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে—"যেসকল দ্রব্য অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা গ্রহণ করা হইলে শিষ্টজন ব্যবহারে এবং শাস্ত্র অনুসারে তাহা অপ্রতিগ্রহের সমান বুঝিতে হইবে"। বস্তুতঃ যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করাই এখানে নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু পোষ্যবর্গ প্রতিপালন করিবার জন্য প্রতিগ্রহ করা নিষিদ্ধ নহে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, এ শ্লোকটীও পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাদি বিষয়ের অর্থবাদ। সুতরাং এরূপ স্থলে ভিক্ষা করিলে যখন দোষ হয় তখন অন্য উপায়ে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, ইহা বলা হইল। ২৩

(যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিয়া তাহার সমস্তটা ঐ কার্য্যে ব্যয় করে না সে শত বৎসর শকুনি অথবা কাক হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—যজ্ঞের নিমিত্ত যাহা ভিক্ষা করা হইয়াছে তাহা যদি অন্য প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার জন্য যজ্ঞ হইতে অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার ফলে কাকযোনি কিংবা ভাসযোনি প্রাপ্তি ঘটে। ২৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে লোক লোভবশতঃ দেবস্ব এবং ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে সেই পাপিস্ঠকে পরলোকে শকুনির উচ্ছিষ্ট খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়।)

(মেঃ)—যাগযজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের যে অর্থ তাহাই 'দেবস্ব'। আবার কোন ব্রাহ্মণ যাগযজ্ঞানিরত না হইলেও তাঁহার যে দ্রব্য তাহা 'ব্রহ্মস্ব'। এইভাবে অর্থ করা হইলেও শ্লোকটীর অর্থ নিশ্চয়ই সংগত হয়। বস্তুতঃপক্ষে এই শ্লোকটীও অর্থবাদ। পূর্ব্বে "যজ্ঞশীল ব্যক্তিগণের যে ধন" ইত্যাদি ১৯ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে 'দেবস্ব' শব্দটী চৌর্য্যাদি শব্দের ন্যায় নহে কিন্তু উহা দ্বারা পারিভাষিক শব্দ এবং পারিভাষিক অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব শ্লোকটীর অন্য প্রকার ব্যাখ্যা বলা যাইতেছে। যাগাদি ক্রিয়ার জন্য দেবতার উদ্দেশে যে ধন উৎসর্গ করা হয় তাহাকে বলে 'দেবস্ব'; কারণ কোন বস্তুর উপর দেবগণের মুখ্য স্ব-স্বামি সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নহে। যেহেতু দেবতারা নিজ নিজ ইচ্ছামত ধন ব্যবহার করেন না; আবার ধন রক্ষা করিবার জন্য যে ব্যাপার আবশ্যক তাহাও দেবতাদের দেখা যায় না। অথচ 'স্ব' বলিতে ঐরূপ অর্থই বুঝায় (যাহাতে তাহার স্বামীর=অধিকারীর রক্ষা করিবার প্রযত্ন এবং নিজ ইচ্ছামত বিনিয়োগ করা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে)। অতএব যখন কোন দ্রব্যের সম্বন্ধে কোন দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ বলা হয় 'ইহা আমার নহে—ইহা অমুক দেবতার' তখনই উহা 'দেবস্ব' হইয়া থাকে। আর দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে ঐভাবে ত্যাগমন্ত্র উচ্চারণ করা শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। শিষ্টাচার অনুসারে 'দুর্গাযাগ' প্রভৃতি স্থলে যে 'দেবস্ব' শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহা গৌণ।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, লৌকিক প্রয়োগ অনুসারে ত দেখা যায় যে 'দেবস্ব' বলিতে চতুর্ভুজ প্রভৃতি দেবতার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে দ্রব্যাদি তাহাই বুঝায়। সুতরাং লোকপ্রসিদ্ধ যে শব্দার্থ তাহাই ত গ্রহণ করা ন্যায়সংগত? ইহার উত্তরে বক্তব্য, 'দেবস্ব' শব্দটী যদি নির্ভাগে (অবয়ব বিভাগ অপেক্ষা না করিয়া) অর্থবোধক হইত তাহা হইলে এ কথা বলা চলিত (ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করা সংগত হইত); বস্তুতঃ অবয়ব বিভাগ করিয়া 'দেবগণের স্ব=দেবস্ব' এই প্রকার অর্থ অপেক্ষা সমুদয় শক্তিতে যে অর্থ উপস্থিত হয় (যাহা প্রথমে দেখান হইয়াছে) তাহা শ্রেষ্ঠ। আর এ সম্বন্ধে বাক্যান্তর কল্পনা করাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ 'চতুর্ভুজ' প্রভৃতি শব্দের প্রতিপাদ্য মুখ্য অর্থ তখনই চলিয়া যাইতেছে যখন উহা দ্বারা 'প্রতিমা'রূপ অর্থ বোধিত হইতেছে। (পরবর্ত্তী অর্দ্ধপংক্তির বাক্যটী অসংলগ্ন)। আর যদি শিষ্টাচার অনুসারে 'দেবস্ব' পদটীর ঐপ্রকার অর্থ হয় তাহা হইলে তথায় স্ব-স্বামি সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ পূর্ব্বে যেরূপ অর্থ কথিত হইল সেইভাবে 'স্ব' শব্দটী ব্যবহার করা সংগত হয়, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১৮৯ শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে) প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৫

(অবশ্যকরণীয় পশুযাগ এবং সোমযাগ করা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে তাহার নিষ্কৃতির জন্য বৎসর সমাপ্ত হইয়া গেলে পরবৎসরের মুখে 'বৈশ্বানর-ইষ্টি' নামক যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—বৈশ্বানর ইষ্টির স্বরূপ কি তাহা গৃহ্যস্মৃতি হইতে জানিয়া লইতে হইবে। "অব্দ-পর্য্যয়" ইহার অর্থ একটী বৎসর সমাপ্ত হইয়া গিয়া আর একটী বৎসরের আরম্ভ। "কৢপ্তানাং" ইহার অর্থ শাস্ত্রবিহিত। "পশুসোমানাং"=পশুযাগ এবং সোমযাগের;—প্রতি ছয় মাস অন্তর কিংবা প্রতি বৎসরে পশুযাগ অবশ্য করণীয়। এইরূপ বসন্তকালে সোমযাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। "অসম্ভবে"=অর্থাভাবাদিবশতঃ তাহা করা সম্ভব না হইলে "নিষ্কৃত্যর্থং"=নিত্য কর্ম্ম না করিলে যে দোষ হয় তাহা দূর করিবার জন্য,—। এই নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ পশুযাগ এবং সোমযাগ অনুষ্ঠিত না হইলে সেই নিমিত্ত তাহার বিনিময়ে অন্য কর্ম্মও শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। এইজন্য কেহ কেহ বলেন এই বৈশ্বানরেষ্টির সহিত উহার সমুচ্চয় হইবে, কারণ এই দুইটী কর্ম্ম একই প্রয়োজন সম্পাদন করিলেও পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে ঐ দুইটী উপদিষ্ট হইয়াছে। এরূপ বলা কিন্তু যুক্তিসংগত নহে। কারণ, ব্রহ্মহত্যার শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত উভয় প্রকার প্রায়শ্চিত্তই আছে। সেই দুইটী বিকল্পিতভাবেই কর্ত্তব্য, ইহা অগ্রে আচার্য্য স্বয়ং "অভিজিৎ এবং বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দ্বারা" ইত্যাদি বচনে বলিয়া দিবেন। (সুতরাং তদনুসারে এখানেও সমুচ্চয় না হইয়া বিকল্পই হওয়া উচিত)। ২৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে দ্বিজাতি স্বস্থ অবস্থায় আপৎকল্প অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করে সে পরলোকে ঐ কর্ম্মের ফল পায় না, ইহা নিশ্চিত।)

(মেঃ)—ধন বিদ্যমান থাকিতে যে লোক আপৎকল্প অর্থাৎ গৌণপক্ষ আশ্রয় করে—কোন প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য সমাধা করে কিংবা বৈশ্বানরেষ্টি করিয়া থাকে তাহার সে কার্য্য সফল হয় না। ২৭

(বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং মহর্ষিগণ আপৎকালে ক্রিয়ালোপরূপ মরণ হইতে ভীত হইয়া মুখ্যবিধির প্রতিনিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন।)

(মেঃ)—ঐ কথাটাই অন্য ভঙ্গিতে বলা হইতেছে যে, আপৎকালে প্রতিনিধি গ্রহণ করা চলে কিন্তু সম্পৎকালে তাহা কর্ত্তব্য নহে। ২৮

(যে লোক মুখ্যকল্পে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াও অনুকল্প অবলম্বন করে সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তির পারলৌকিক ফললাভ হয় না।)

(মেঃ)—ইহাও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের অর্থবাদ। 'সাম্পরায়িক' ইহার অর্থ পারলৌকিক। ২৯

(অভিচারবিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজের প্রতি অন্যকৃত কোন অনিষ্টের কথা রাজাকে জানাইবেন না, কিন্তু সেই অনিষ্টকারী লোকদিগকে নিজ প্রভাবেই অভিচারাদি কর্ম্ম দ্বারা দমন করিবেন।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে অভিচার করিবার যদি কোন নিমিত্ত উপস্থিত হয় তাহা হইলে অভিচার করা দোষাবহ নহে। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা যে অভিচার কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে তাহা নহে এবং রাজার নিকট নিবেদন করাও যে নিষিদ্ধ হইতেছে তাহা নহে। ইহাই কেবল বলা হইতেছে যে, অভিচার করিবার যদি কোন সঙ্গত কারণ থাকে তাহা হইলে যিনি অভিচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাকে কিছু বলা রাজার কর্ত্তব্য হইবে না। এইজন্য অগ্রে বলিবেন, "ব্রাহ্মণ বিধানকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ শাসনকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ হিতাহিত উপদেশকর্ত্তা" ইত্যাদি "সেই অভিচারকর্ম্মকারী ব্রাহ্মণকে রাজা যেন খারাপ কথা কিছু না বলেন" ইত্যাদি। এস্থলে "না বলেন" ইহার কর্ত্তা রাজা, ইহা বুঝা যাইতেছে। এখানে "শিষ্যাৎ"="নিজেই শাসন করিবেন" এই প্রকার বিধি রহিয়াছে বটে তথাপি রাজাকে উহা নিবেদন করা উচিত। বস্তুতঃ রাজাকে নিবেদন করিতে যে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা নহে, কারণ উপসংহার শ্লোকের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ অর্থই পাওয়া যায় যে উহার নিষেধে তাৎপর্য্য নাই। অভিচার করিবার নিমিত্ত হইবে কোন্‌গুলি তাহা "যে ব্যক্তি নিজ ভার্য্যার উপর অত্যাচার করিবে" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। "কিঞ্চিৎ" ইহার অর্থ উৎপীড়নের নিমিত্ত—'এ ব্যক্তি আমার এইরূপ করিয়াছে', ইহা রাজাকে নিবেদন করিবে না। "ধর্ম্মবিৎ" ইহার অর্থ যিনি অভিচার কর্ম্মে অভিজ্ঞ। "স্ব-বীর্য্যেণ"=মন্ত্র কিংবা অভিশাপ দ্বারা। এ সম্বন্ধেই পরবর্ত্তী শ্লোকটী। ৩০

(নিজ বীর্য্য এবং রাজশক্তি এই দুইটীর মধ্যে নিজ বীর্য্যই প্রবল বা শ্রেষ্ঠ। এইজন্য ব্রাহ্মণ নিজ বীর্য্য দ্বারাই শত্রুদিগকে নিগৃহীত করিবেন।)

(মেঃ)—কখন হয়ত এমন হইতে পারে যে রাজা নিপুণ (শক্ত) না হওয়ায় ঐ উৎপীড়নকারীকে দমন করিতে উদ্যত না-ও হইতে পারেন। কিন্তু নিজে হইলে কেহ কখন তাহা উপেক্ষা করিবে না; এইজন্য নিজ বীর্য্যই শ্রেষ্ঠ। ৩১

(কোন প্রকার বিবেচনা না করিয়া এরূপ ক্ষেত্রে অথর্ব্ববেদের আভিচারিক কর্ম্ম সকল প্রয়োগ করিবেন কারণ মন্ত্রবাক্যই ব্রাহ্মণের অস্ত্রস্বরূপ। সুতরাং তাহার সাহায্যেই শত্রুদের বধ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণের সেই স্ববীর্য্যটী কি, এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে তাহার উত্তরে এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। "শ্রুতি"=যাহা শ্রুত অর্থাৎ আম্নাত অর্থাৎ বেদমধ্যে উপদিষ্ট হয় তাহাকে বলে 'শ্রুতি'। অথর্ব্ববেদে যেসকল অভিচার প্রক্রিয়া আছে তাহা কর্ত্তব্য, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। অথর্ব্ব-বেদমধ্যেই বেশীর ভাগ অভিচার বিধান আছে বলিয়া এখানে কেবল তাহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে। তাই বলিয়া যে অন্য বেদমধ্যে উহার অনুজ্ঞা নাই, এরূপ নহে। অথবা এখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'অথর্ব্বাঙ্গিরস' বলিতে অভিচার প্রতিপাদক সকল প্রকার শ্রুতিকেই বুঝাইতেছে। অথবা এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেই আথর্ব্বণ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন "আথর্ব্বণবিৎ ব্যক্তির কাম্য হইতেছে যজ্ঞ" ইত্যাদি। ৩২

(ক্ষত্রিয় নিজ বাহুবলে, বৈশ্য এবং শূদ্র ধনবলে আর ব্রাহ্মণ জপ ও হোম প্রভাবে নিজ নিজ বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটী পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়েরই অংশস্বরূপ। ৩৩

(ব্রাহ্মণ বিধাতা, ব্রাহ্মণ শাসনকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ হিতাহিত উপদেশকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ সকলের প্রতি মৈত্রী-সম্পন্ন, এইরূপই কথিত আছে। সুতরাং সেই ব্রাহ্মণকে কেহ খারাপ কিছু বলিবে না—কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিবে না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বেই ইহার ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে। "তস্মৈ"=সেই অভিচারকারী ব্রাহ্মণের প্রতি 'এ ব্যক্তিকে নিগৃহীত কর—জব্দ করিয়া দাও' ইত্যাদি প্রকার "অকুশল"=খারাপ কথা বলিবে না। তাঁহার প্রতি "শুষ্ক"=কর্কশ বাক্যও প্রয়োগ করিবে না। এইভাবে ব্রাহ্মণের বাগ্‌দণ্ড এবং ধিক্-দণ্ড (ধিক্কার দেওয়া) নিষিদ্ধ হইল। অথবা ইহার অর্থ এইরূপ,—কোন বর্ণের লোকেরই উচিত হইবে না ব্রাহ্মণকে ক্ষুব্ধ করা, কারণ তিনি বেদবিদ্যা প্রভাবে সকলকে শাসন করিতে সমর্থ। "বিধাতা"=স্রষ্টা; "শাসিতা"=অন্য রাজার শাসনকর্ত্তা; "বক্তা"=হিতোপদেশকর্ত্তা। এইজন্য ব্রাহ্মণ "মৈত্র" অর্থাৎ মৈত্রীসম্পন্ন। কাজেই ব্রাহ্মণ যখন সকল প্রকার প্রশস্তিযুক্ত তখন তাঁহাকে 'এ দুর্ব্বল' এই প্রকার বিবেচনা করিয়া অবমানিত করা উচিত নহে। ৩৪

(কন্যা, যুবতী নারী, অল্পবিদ্য লোক, মূর্খ, রোগগ্রস্ত এবং যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই, ইহারা অগ্নিহোত্রের হোতা হইবে না।)

(মেঃ)—অগ্নিহোত্র কর্ম্মের জন্য (নিজের অসামর্থ্য বা প্রতিবন্ধক ঘটিলে) ঋত্বিকের উপর ভার দিবার বিধান আছে, যথা "স্বয়ং হোম করিবে কিংবা অন্যের দ্বারা হোম করাইবে" ইত্যাদি। কাজেই ঐ কর্ম্মে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই দুগ্ধ আহুতি দিতে পারে বলিয়া কেহ হয়ত কন্যা এবং যুবতী নারী দ্বারাও উহা করাইতে পারে; এইজন্য উহা করান নিষেধ করা হইতেছে। এইরূপ, অগ্নিহোত্রে যে দুইটী আহুতি দেওয়া হয় যে লোক কেবলমাত্র তাহারই বিধিবিধান জানে (কিন্তু অপরাপর কর্ম্মে অনভিজ্ঞ) তাদৃশ অল্পবিদ্য এবং মূর্খ ব্যক্তিও যদি উহা করিতে উদ্যত হয় এইজন্য তাহাও নিষেধ করা হইতেছে। "আর্ত্ত" ইহার অর্থ ব্যাধিপীড়িত; "অসংস্কৃত"= যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই। এই প্রকার ব্যাখ্যাটী কিন্তু সংগত নহে। কারণ শ্রৌত অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে,—"পূর্ব্বকালে স্বয়ং হোম করিবে, কেহ কেহ বলেন ইহার জন্য ঋত্বিক্ নিয়োগ করাও চলে"। আর স্ত্রীলোকদের ঋত্বিক্‌কর্ম্ম করিবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য কন্যা এবং যুবতীর দ্বারা অগ্নিহোত্র করাইবার এই যে নিষেধ ইহা গৃহ্য (স্মার্ত্ত আবসথ্য) অগ্নিতে যে হোম করা হয় সেই স্থলেই প্রয়োজ্য; যাহার সন্তান জন্মিয়াছে তাদৃশ স্ত্রীলোক দ্বারা উহা করান চলে, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এই নিষেধ। এইজন্য অন্যান্য গৃহ্যসূত্রকারগণও এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন, "গৃহ্য অগ্নিতে সায়ংকালের এবং প্রাতঃকালের দুইটী হোম না হয় পত্নীই করিবে"। অন্য কেহ কেহ বলেন এই বচনটী গৃহ্যাগ্নি বিষয়ক নহে, কিন্তু শ্রৌত অগ্নি সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য; কারণ এখানে পরবর্ত্তী শ্লোকে "বৈতানকুশল" এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। "বিতান" ইহার অর্থ বিহার অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া। উহা শ্রৌত অগ্নিতেই করা হয়। আর সেই শ্রৌত অগ্নিতে কাজ করিবার প্রসঙ্গ স্ত্রীলোক প্রভৃতির নাই। এইরূপ অবিদ্বান্ ব্যক্তিরও তাহাতে অধিকার নাই; কারণ, বিশিষ্ট (শাস্ত্রজ্ঞ) ব্যক্তিগণের পক্ষেই আর্ত্বিজ্য (ঋত্বিক্-কর্ম্ম) করিবার বিধান। অতএব এখানে যে 'অগ্নিহোত্র' কথাটী বলা হইয়াছে উহা দ্বারা সকল শ্রৌত কর্ম্মই উপলক্ষিত হইতেছে। আর এখানে 'হোতৃ' শব্দটী দ্বারা সকল ঋত্বিক্‌কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অতএব এই স্মৃতিটী শ্রুতিবোধিত বিষয়েরই অনুবাদস্বরূপ। ৩৫

(এই কন্যা প্রভৃতিরা যদি হোম করে তাহা হইলে তাহারা নরকে যায় এবং যাহার প্রতিনিধি হইয়া হোম করে সে ব্যক্তিও নরকে পতিত হয়। অতএব বেদাভিজ্ঞ শ্রৌতকর্ম্মনিপুণ ব্যক্তিরই হোতা হওয়া উচিত।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে দ্বিজাতি স্বস্থ অবস্থায় আপৎকল্প অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করে সে পরলোকে ঐ কর্ম্মের ফল পায় না, ইহা নিশ্চিত।)

(মেঃ)—ধন বিদ্যমান থাকিতে যে লোক আপৎকল্প অর্থাৎ গৌণপক্ষ আশ্রয় করে—কোন প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য সমাধা করে কিংবা বৈশ্বানরেষ্টি করিয়া থাকে তাহার সে কার্য্য সফল হয় না। ২৭

(বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং মহর্ষিগণ আপৎকালে ক্রিয়ালোপরূপ মরণ হইতে ভীত হইয়া মুখ্যবিধির প্রতিনিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন।)

(মেঃ)—ঐ কথাটাই অন্য ভঙ্গিতে বলা হইতেছে যে, আপৎকালে প্রতিনিধি গ্রহণ করা চলে কিন্তু সম্পৎকালে তাহা কর্ত্তব্য নহে। ২৮

(যে লোক মুখ্যকল্পে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াও অনুকল্প অবলম্বন করে সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তির পারলৌকিক ফললাভ হয় না।)

(মেঃ)—ইহাও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের অর্থবাদ। 'সাম্পরায়িক' ইহার অর্থ পারলৌকিক। ২৯

(অভিচারবিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজের প্রতি অন্যকৃত কোন অনিষ্টের কথা রাজাকে জানাইবেন না, কিন্তু সেই অনিষ্টকারী লোকদিগকে নিজ প্রভাবেই অভিচারাদি কর্ম্ম দ্বারা দমন করিবেন।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে অভিচার করিবার যদি কোন নিমিত্ত উপস্থিত হয় তাহা হইলে অভিচার করা দোষাবহ নহে। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা যে অভিচার কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে তাহা নহে এবং রাজার নিকট নিবেদন করাও যে নিষিদ্ধ হইতেছে তাহা নহে। ইহাই কেবল বলা হইতেছে যে, অভিচার করিবার যদি কোন সংগত কারণ থাকে তাহা হইলে যিনি অভিচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাকে কিছু বলা রাজার কর্ত্তব্য হইবে না। এইজন্য অগ্রে বলিবেন, "ব্রাহ্মণ বিধানকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ শাসনকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ হিতাহিত উপদেশকর্ত্তা" ইত্যাদি "সেই অভিচারকর্ম্মকারী ব্রাহ্মণকে রাজা যেন খারাপ কথা কিছু না বলেন" ইত্যাদি। এস্থলে "না বলেন" ইহার কর্ত্তা রাজা, ইহা বুঝা যাইতেছে। এখানে "শিষ্যাৎ"="নিজেই শাসন করিবেন" এই প্রকার বিধি রহিয়াছে বটে তথাপি রাজাকে উহা নিবেদন করা উচিত। বস্তুতঃ রাজাকে নিবেদন করিতে যে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা নহে, কারণ উপসংহার শ্লোকের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ অর্থই পাওয়া যায় যে উহার নিষেধে তাৎপর্য্য নাই। অভিচার করিবার নিমিত্ত হইবে কোন্‌গুলি তাহা "যে ব্যক্তি নিজ ভার্য্যার উপর অত্যাচার করিবে" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। "কিঞ্চিৎ" ইহার অর্থ উৎপীড়নের নিমিত্ত—'এ ব্যক্তি আমার এইরূপ করিয়াছে', ইহা রাজাকে নিবেদন করিবে না। "ধর্ম্মবিৎ" ইহার অর্থ যিনি অভিচার কর্ম্মে অভিজ্ঞ। "স্ববীর্য্যেণ"=মন্ত্র কিংবা অভিশাপ দ্বারা। এ সম্বন্ধেই পরবর্ত্তী শ্লোকটী। ৩০

(নিজ বীর্য্য এবং রাজশক্তি এই দুইটীর মধ্যে নিজ বীর্য্যই প্রবল বা শ্রেষ্ঠ। এইজন্য ব্রাহ্মণ নিজ বীর্য্য দ্বারাই শত্রুদিগকে নিগৃহীত করিবেন।)

(মেঃ)—কখন হয়ত এমন হইতে পারে যে রাজা নিপুণ (শক্ত) না হওয়ায় ঐ উৎপীড়নকারীকে দমন করিতে উদ্যত না-ও হইতে পারেন। কিন্তু নিজে হইলে কেহ কখন তাহা উপেক্ষা করিবে না; এইজন্য নিজ বীর্য্যই শ্রেষ্ঠ। ৩১

(কোন প্রকার বিবেচনা না করিয়া এরূপ ক্ষেত্রে অথর্ব্ববেদের আভিচারিক কর্ম্ম সকল প্রয়োগ করিবেন কারণ মন্ত্রবাক্যই ব্রাহ্মণের অস্ত্রস্বরূপ। সুতরাং তাহার সাহায্যেই শত্রুদের বধ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণের সেই স্ববীর্য্যটী কি, এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে তাহার উত্তরে এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। "শ্রুতি"=যাহা শ্রুত অর্থাৎ আম্নাত অর্থাৎ বেদমধ্যে উপদিষ্ট হয় তাহাকে বলে 'শ্রুতি'। অথর্ব্ববেদে যেসকল অভিচার প্রক্রিয়া আছে তাহা কর্ত্তব্য, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। অথর্ব্ববেদমধ্যেই বেশীর ভাগ অভিচার বিধান আছে বলিয়া এখানে কেবল তাহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে। তাই বলিয়া যে অন্য বেদমধ্যে উহার অনুজ্ঞা নাই, এরূপ নহে। অথবা এখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'অথর্ব্বাঙ্গিরস' বলিতে অভিচার প্রতিপাদক সকল প্রকার শ্রুতিকেই বুঝাইতেছে। অথবা এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেই আথর্ব্বণ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন "আথর্ব্বণবিৎ ব্যক্তির কাম্য হইতেছে যজ্ঞ" ইত্যাদি। ৩২

(ক্ষত্রিয় নিজ বাহুবলে, বৈশ্য এবং শূদ্র ধনবলে আর ব্রাহ্মণ জপ ও হোম প্রভাবে নিজ নিজ বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটী পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়েরই অংশস্বরূপ। ৩৩

(ব্রাহ্মণ বিধাতা, ব্রাহ্মণ শাসনকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ হিতাহিত উপদেশকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ সকলের প্রতি মৈত্রী-সম্পন্ন, এইরূপই কথিত আছে। সুতরাং সেই ব্রাহ্মণকে কেহ খারাপ কিছু বলিবে না—কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিবে না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বেই ইহার ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে। "তস্মৈ"=সেই অভিচারকারী ব্রাহ্মণের প্রতি 'এ ব্যক্তিকে নিগৃহীত কর—জব্দ করিয়া দাও' ইত্যাদি প্রকার "অকুশল"=খারাপ কথা বলিবে না। তাঁহার প্রতি "শুষ্ক"=কর্কশ বাক্যও প্রয়োগ করিবে না। এইভাবে ব্রাহ্মণের বাগ্দণ্ড এবং ধিক্-দণ্ড (ধিক্কার দেওয়া) নিষিদ্ধ হইল। অথবা ইহার অর্থ এইরূপ,—কোন বর্ণের লোকেরই উচিত হইবে না ব্রাহ্মণকে ক্ষুব্ধ করা, কারণ তিনি বেদবিদ্যা প্রভাবে সকলকে শাসন করিতে সমর্থ। "বিধাতা"=স্রষ্টা; "শাসিতা"=অন্য রাজার শাসনকর্ত্তা; "বক্তা"=হিতোপদেশকর্ত্তা। এইজন্য ব্রাহ্মণ "মৈত্র" অর্থাৎ মৈত্রীসম্পন্ন। কাজেই ব্রাহ্মণ যখন সকল প্রকার প্রশস্তিযুক্ত তখন তাঁহাকে 'এ দুর্ব্বল' এই প্রকার বিবেচনা করিয়া অবমানিত করা উচিত নহে। ৩৪

(কন্যা, যুবতী নারী, অল্পবিদ্য লোক, মূর্খ, রোগগ্রস্ত এবং যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই, ইহারা অগ্নিহোত্রের হোতা হইবে না।)

(মেঃ)—অগ্নিহোত্র কর্ম্মের জন্য (নিজের অসামর্থ্য বা প্রতিবন্ধক ঘটিলে) ঋত্বিকের উপর ভার দিবার বিধান আছে, যথা "স্বয়ং হোম করিবে কিংবা অন্যের দ্বারা হোম করাইবে" ইত্যাদি। কাজেই ঐ কর্ম্মে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই দুগ্ধ আহুতি দিতে পারে বলিয়া কেহ হয়ত কন্যা এবং যুবতী নারী দ্বারাও উহা করাইতে পারে; এইজন্য উহা করান নিষেধ করা হইতেছে। এইরূপ, অগ্নিহোত্রে যে দুইটী আহুতি দেওয়া হয় যে লোক কেবলমাত্র তাহারই বিধিবিধান জানে (কিন্তু অপরাপর কর্ম্মে অনভিজ্ঞ) তাদৃশ অল্পবিদ্য এবং মূর্খ ব্যক্তিও যদি উহা করিতে উদ্যত হয় এইজন্য তাহাও নিষেধ করা হইতেছে। "আর্ত্ত" ইহার অর্থ ব্যাধিপীড়িত; "অসংস্কৃত"=যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই। এই প্রকার ব্যাখ্যাটী কিন্তু সংগত নহে। কারণ শ্রৌত অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে,—"পর্ব্বকালে স্বয়ং হোম করিবে, কেহ কেহ বলেন ইহার জন্য ঋত্বিক্ নিয়োগ করাও চলে"। আর স্ত্রীলোকদের ঋত্বিক্‌কর্ম্ম করিবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য কন্যা এবং যুবতীর দ্বারা অগ্নিহোত্র করাইবার এই যে নিষেধ ইহা গৃহ্য (স্মার্ত্ত আবসথ্য) অগ্নিতে যে হোম করা হয় সেই স্থলেই প্রয়োজ্য; যাহার সন্তান জন্মিয়াছে তাদৃশ স্ত্রীলোক দ্বারা উহা করান চলে, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এই নিষেধ। এইজন্য অন্যান্য গৃহ্যসূত্রকারগণও এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন, "গৃহ্য অগ্নিতে সায়ংকালের এবং প্রাতঃকালের দুইটী হোম না হয় পত্নীই করিবে"। অন্য কেহ কেহ বলেন এই বচনটী গৃহ্যাগ্নি বিষয়ক নহে, কিন্তু শ্রৌত অগ্নি সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য; কারণ এখানে পরবর্ত্তী শ্লোকে "বৈতানকুশল" এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। "বিতান" ইহার অর্থ বিহার অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া। উহা শ্রৌত অগ্নিতেই করা হয়। আর সেই শ্রৌত অগ্নিতে কাজ করিবার প্রসঙ্গ স্ত্রীলোক প্রভৃতির নাই। এইরূপ অবিদ্বান্ ব্যক্তিরও তাহাতে অধিকার নাই; কারণ, বিশিষ্ট (শাস্ত্রজ্ঞ) ব্যক্তিগণের পক্ষেই আর্ত্বিজ্য (ঋত্বিক্-কর্ম্ম) করিবার বিধান। অতএব এখানে যে 'অগ্নিহোত্র' কথাটী বলা হইয়াছে উহা দ্বারা সকল শ্রৌত কর্ম্মই উপলক্ষিত হইতেছে। আর এখানে 'হোতৃ' শব্দটী দ্বারা সকল ঋত্বিক্‌কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অতএব এই স্মৃতিটী শ্রুতিবোধিত বিষয়েরই অনুবাদস্বরূপ। ৩৫

(এই কন্যা প্রভৃতিরা যদি হোম করে তাহা হইলে তাহারা নরকে যায় এবং যাহার প্রতিনিধি হইয়া হোম করে সে ব্যক্তিও নরকে পতিত হয়। অতএব বেদাভিজ্ঞ শ্রৌতকর্ম্মনিপুণ ব্যক্তিরই হোতা হওয়া উচিত।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—"এতে"=এই কন্যা প্রভৃতিরা "জুহ্বতঃ"=হোম করিলে নরকে যায়। "স চ"=সেই যে যজমান যিনি হোম করান (তিনিও নরকে যান)। ৩৬

(ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান করিয়া ধনসম্পত্তি থাকিতে যদি ঐ কর্ম্মের দক্ষিণারূপে প্রজাপতি দেবতাকে অশ্ব দান না করেন তাহা হইলে তিনি অনাহিতাগ্নি থাকিয়া যান অর্থাৎ তাঁহার ঐ অগ্ন্যাধান কর্ম্মটী বিফল হয়।)

(মেঃ)—অগ্ন্যাধান কর্ম্মে অশ্ব দক্ষিণা দিতে হয়। ঐ অশ্বকে যে 'প্রাজাপত্য' (প্রজাপতি উহার দেবতা) বলা হইয়াছে তাহা প্রশংসার জন্য, বুঝিতে হইবে। অথবা 'প্রাজাপত্য' ইহার অর্থ যাহা অতি উৎকৃষ্ট নয় এবং অতি নিকৃষ্টও নয়। কারণ এতাদৃশ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া লৌকিক ব্যবহারে 'প্রজাপতি' শব্দটী উদাহৃত হয়। এখানে "বিভবে সতি"=ধনসম্পত্তি থাকিতে, এইরূপ উক্ত হওয়ায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, ধনসম্পত্তি না থাকায় যদি কেহ অশ্ব দান না করেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আহিতাগ্নি হইবেন। (তাঁহার ঐ কর্ম্মটী বিফল হইবে না)। ৩৭

(শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অপরাপর পুণ্যকর্ম্ম করিতে পারেন; কিন্তু তিনি যেন কখনও অল্পদক্ষিণযাগ—অল্প দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ না করেন।)

(মেঃ)—যে যজ্ঞে যে পরিমাণ দক্ষিণা উপদিষ্ট হইয়াছে তদপেক্ষা অল্প দক্ষিণা যাহাতে দেওয়া হয় তাহা 'অল্পদক্ষিণ' যজ্ঞ। দক্ষিণা হইতেছে ঋত্বিক্‌গণকে পরিক্রয় করা। লৌকিক কর্ম্মে মুটেমজুরকে অল্প বেতনে যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে কেহ যেমন অধিক মজুরী দিতে চায় না সেইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মেও যদি অল্প পরিক্রয় (দক্ষিণা) দিয়া কর্ম্ম করিবার লোক পাওয়া যায় তাহা হইলে বেশী দেওয়া হইবে কেন? এইজন্য প্রবাদ আছে "যে দ্রব্যটী এক পণ মূল্যে দিয়া পাওয়া যায় কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেটী দশ পণ দিয়া কিনিতে যান?" তবে যে যজ্ঞবিশেষে (জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে) 'একশত বারটী ধেনু দক্ষিণা' এইরূপ নির্দ্দেশ আছে উহার অর্থ এই যে ঐ পরিমাণ দক্ষিণা দিলে অধিক ফল হইবে। যে ব্যক্তি যজ্ঞকর্ম্মের দক্ষিণা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা করে তাহার পক্ষে যজ্ঞ করা নিষিদ্ধ, ইহাই এই শ্লোকটীতে বলা হইয়াছে। তবে যেসমস্ত যজ্ঞের বিধিবাক্যেই অল্প দক্ষিণার নির্দ্দেশ আছে ঐসকল ব্যক্তির পক্ষে সেগুলির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ নহে। ৩৮

(যদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা না দিয়া অল্প দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞ সমাধান করা হয় তাহা হইলে সেই যজ্ঞ যজমানের শক্তি, যশ, স্বর্গ, আয়ু, কীর্ত্তি, সন্তান এবং পশু নষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে নিষেধবিধি বলা হইল তাহা লঙ্ঘন করিবার ইহাই ফল। ৩৯

(অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যদি নিজ ইচ্ছামত অগ্নি উঠাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাকে তজ্জন্য এক মাস চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে; কারণ ঐ কাজটী 'বীরহত্যাস্বরূপ বলিয়া গণ্য।)

(মেঃ)—"অপবিধ্য" ইহার অর্থ ত্যাগ করিয়া; আর ত্যাগ বলিতে নিত্যাগ্নিহোত্র কর্ম্ম না করা কিংবা অগ্নি উদ্বাপন করা (উঠাইয়া দেওয়া)। প্রসংগতঃ এখানে ঐ কর্ম্মের যাহা প্রায়শ্চিত্ত তাহাও জানাইয়া দেওয়া হইল, কারণ ইহা প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ। "অগ্নীন্" এস্থলে বহুবচন থাকায় গৃহ্য অগ্নি ত্যাগ করিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত তাহা কল্পনা করিয়া স্থির করা উচিত। এখানে যে "বীরহত্যাসমম্" এইরূপ বলা হইয়াছে সে সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতিবচন রহিয়াছে "এ ব্যক্তি দেবগণের নিকট 'বীরহা' হইয়া থাকে" (যে লোক গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া অগ্নি উদ্বাসন করে) ইত্যাদি। এস্থলে "কামকারতঃ"=ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারিতাক্রমে,—এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় অনিচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত তাহা অবশ্য কল্পনা করিতে হয়। ৪০

(যাহারা শূদ্রের নিকট হইতে অর্থ লাভ করিয়া অগ্নিহোত্র সম্পাদন করে, তাহারা শূদ্রেরই যাজক; তাহারা বেদবিৎ ব্যক্তিগণের নিকট নিন্দিত।)

(মেঃ)—প্রীতি প্রভৃতিবশতঃ শূদ্র যদি কোন অর্থ দেয় সেই অর্থ লইয়া অগ্ন্যাধান কর্ম্মটী করা উচিত নহে; কেহ কেহ এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু অগ্ন্যাধান করিবার পর প্রতিদিন কোন ব্যক্তি যদি নিত্যাগ্নিহোত্র কর্ম্ম করিতে থাকিয়া শূদ্রের অর্থ গ্রহণ করে এবং তাহা ঐ কর্ম্মে ব্যবহার করে তখন উহা নিষিদ্ধ নহে। এইজন্য এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে "শূদ্রের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিকট ধন ভিক্ষা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে"। কিন্তু যাচ্ঞা না করিয়াই যাহা অযাচিত-ভাবে পাওয়া যায় তাহা কোন আরব্ধ কর্ম্মে ব্যবহার করিলে দোষ হয় না। এইজন্য অসৎ-প্রতিগ্রহ দ্বারা কেবল নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করাটাই নিষিদ্ধ; কিন্তু উহা দ্বারা নিত্যকর্ম্মকলাপ সম্পাদন করা শাস্ত্রানুমোদিত। এইজন্য চাহিয়া পাওয়া কিংবা না চাহিয়া পাওয়া উভয় প্রকার অর্থ দ্বারাই একমাত্র অগ্ন্যাধান কর্ম্ম সম্পাদন করাটাই নিষিদ্ধ, কারণ ঐ দুই প্রকার অর্থের বিষয় তুল্যভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এস্থলের এই নিষেধ বাক্যটী দ্বারা যদি শূদ্রধনে সকল প্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম করাই নিষিদ্ধ হইত তাহা হইলে ইহা দ্বারাই যখন নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে তখন "যজ্ঞের নিমিত্ত শূদ্রের নিকট হইতে ধন যাচ্ঞা করিবে না" ইত্যাদি বচনে পুনরায় উহা নিষেধ করা হইত না। ৪১

(ঐ সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তি সতত শূদ্রাগ্নিরই উপাসনা করে। যে শূদ্র উহাদিগকে ধন দান করিয়া থাকে সে উহাদের মাথার উপর পা দিয়া সকল সংকট হইতে মুক্ত হয়।)

(মেঃ)—এখানে ঐ আধানসিদ্ধ অগ্নিগুলিকে যে 'বৃষলাগ্নি' বলা হইল ইহার অর্থ হইতে বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বে যে বিধি বলা হইয়াছে তাহা অতিক্রম করিলে দোষ হয়। ঐ প্রসঙ্গে এইবার দোষেরই প্রকরণ আরম্ভ হইবে অর্থাৎ দোষ এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইবে। ৪২

(লোকে যদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম না করে, নিন্দিত কর্ম্ম করিতে থাকে এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকলে আসক্ত হয় তাহা হইলে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া পড়ে।)

(মেঃ)—এক্ষণে বক্তব্য প্রায়শ্চিত্তের কথাই বলা হইতেছে। তাহার আগে প্রথমতঃ অধিকার নিরূপণ করা হইতেছে—এই প্রায়শ্চিত্তের অধিকারটী কিরূপ। "বিহিতং" অর্থ সন্ধ্যাবন্দনা, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যেসকল কর্ম্ম নিত্য (অবশ্যকরণীয়)রূপে বিহিত হইয়াছে; কারণ "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি বচনে "যাবজ্জীবং" প্রভৃতি পদের দ্বারা উহাদের নিত্যত্ব বোধিত হইতেছে। অশুচিস্পর্শ প্রভৃতি যেসকল নিমিত্ত নিয়ত নহে তাহার জন্য যে স্নানাদি করিবার বিধি আছে তাহাও ঐ বিহিত পদের অর্থ। "অকুর্ব্বন্"=অনবধানতা, আলস্য প্রভৃতি হেতু উহা না করিলে,—। আর, "নিন্দিতং" ইহার অর্থ সুরাপান প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম; নিষেধশাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া কেহ যদি উহা আচরণ করে তাহা হইলে সে "প্রায়শ্চিত্তীয়তে"=প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকে। এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—বিহিত কর্ম্ম না করিলে এবং নিষিদ্ধ আচরণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় বলিয়া প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক অধিকারটী নৈমিত্তিক—উক্তপ্রকার নিমিত্ত ঘটিলে তবেই উহা কর্ত্তব্য। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, বিহিতাকরণজন্য যদি প্রায়শ্চিত্ত হয় তাহা হইলে, গ্রামকামী ব্যক্তির পক্ষে 'সাংগ্রহণী' নামক যাগ যখন বিহিত হইয়াছে তখন সেই ব্যক্তি যদি কোন কারণে উহা না করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ত বিহিত-অতিক্রম করা হইল। আবার গ্রাম কামনা করিয়া যদি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলে ইহাতে তাহার কামনা হইবে না। কিন্তু যখন সে গ্রাম কামনা করিবে তখনই তাহার পক্ষে উহা বিহিত। আর ঐ বিহিত কর্ম্মটী করিতে যদি সে প্রবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে বিহিত অতিক্রম করা হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে ত সে প্রায়শ্চিত্তী হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে বক্তব্য—ঐ 'সাংগ্রহণী' যাগের অনুষ্ঠান করিতে যে ঐ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয় সেখানে শাস্ত্রবিধি তাহার প্রবর্ত্তক নহে; কারণ, ফলাকাঙ্ক্ষাবশতঃ উহাতে তাহার স্বতই প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তবে এরূপ স্থলে শাস্ত্র কেবল ঐ গ্রামরূপ ফল এবং 'সাংগ্রহণী' যাগ ইহাদের মধ্যে যে সাধ্যসাধনভাব আছে (এই যাগটী হইতে ঐ ফল পাওয়া যায়—সুতরাং যাগ সাধন এবং ফল সাধ্য, উভয়ের মধ্যে যে এই প্রকার সম্বন্ধ আছে) তাহাই জানাইয়া দেয় মাত্র। বস্তুগত্যা যদিও এখানে শাস্ত্রের ঐ বিধিবাক্যটীর অর্থ হইতে প্রধানতঃ কর্ত্তব্যতাই বোধিত হয় তথাপি শাস্ত্রবিধি এখানে ঐ ফলসিদ্ধির জন্যই কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়া থাকে। আর এই কারণে যে লোক ঐ যাগটী না করে তাহার পক্ষে কেবল ঐ ফলটী নিষ্পন্ন হয় না মাত্র, কিন্তু তাহাতে যে উহার প্রত্যবায় ঘটে এরূপ নহে। সুতরাং যেস্থলে প্রত্যবায় জন্মে সেরূপ স্থলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, নিত্যকর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, ইহা কোথা হইতে কিরূপে জানা যায় (অর্থাৎ ইহার প্রমাণ কি)? কারণ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মের প্রকরণে এরূপ ত কোন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রুতিবাক্য নাই যে, 'যে ইহা না করিবে সে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে'। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—কর্ম্ম-বিধায়ক বাক্যসকলের অর্থবাদমধ্যে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—"যজ্ঞবেদি সকল হইতে পরমাগতি হইয়া থাকে"। সকল স্থলেই বহু অর্থবাদ রহিয়াছে যেগুলি দ্বারা প্রত্যবায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সুতরাং অবশ্যই সেগুলির মূল আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কেননা, তাহা না হইলে বিধির সহিত ঐগুলির একবাক্যতা হইতে পারে না। যেখানে সেরূপ অর্থবাদ নাই সেখানে বিধিবাক্যের উপকার (পরিপোষকতা) করিবার জন্য তাহা কল্পনা করিতে হয়। আরও কথা এই যে, বহু অর্থবাদ থাকা সত্ত্বেও বিধির প্রবর্ত্তকতাই অন্যথা সম্ভব হয় না যতক্ষণ না এই কথাটী অর্থবাদ দ্বারা কল্পনা করা হয় যে, এই কাজটী করিতে যদি প্রবৃত্ত না হও তাহা হইলে প্রত্যবায় হইবে, অতএব প্রত্যবায় পরিহার করিবার জন্য ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত (এইভাবে বিধির সহিত তাহার পরিপোষকরূপে প্রত্যবায় পরিহার কল্পনা না করিলে বিধি কাহাকেও নিত্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারে না, সুতরাং বিধির প্রবর্ত্তকতাই সিদ্ধ হয় না। কাম্য কর্ম্মে কিন্তু ফলসৌন্দর্য্যবোধেই প্রবৃত্তি হয়)। বৃদ্ধব্যবহারেও এতাদৃশ অর্থেই বিধি শব্দের প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। পুরুষের প্রবর্ত্তনাকে অবলম্বন করিয়া ঐ প্রত্যবায়পরিহারটী বোধিত হইয়া থাকে। (বিহিত কর্ম্মে যাহাতে পুরুষ প্রবৃত্ত হয় তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই বিধিবাক্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে); কিন্তু যাহা পুরুষার্থ নহে অর্থাৎ যাহা দ্বারা পুরুষের কোন অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ না হয় সেরূপ কার্য্যে পুরুষকে প্রবৃত্ত করা যায় না। এইজন্য পাছে বিধির প্রবর্ত্তকতা (কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবার শক্তিটী) প্রতিহত হইয়া যায় সে কারণে এই 'প্রত্যবায়পরিহার' কল্পনা করা হইয়া থাকে; (অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় হইবে—অতএব উহা করিতেই হইবে); কাজেই ইহাকে শ্রুত্যর্থসিদ্ধই বলিতে হয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, যে উদ্দেশ্যে ঐ প্রত্যবায়পরিহারার্থতা কল্পনা করা হয় অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম সকলের স্বর্গাদি ফল কল্পনা করিলেও সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তথাপি (এরূপ বলিলে) ঐ নিত্যকর্ম্ম সকলের সহিত উহাদের নিত্যকর্ম্মত্ববোধক "যাবজ্জীবম্" ইত্যাদি যেসকল পদ পঠিত হইয়া থাকে সেগুলির সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে, (কারণ স্বর্গাদিরূপ ফল থাকিলে তাহা নিত্যকর্ম্ম না হইয়া কাম্যকর্ম্ম সুতরাং অনিত্য হইয়া পড়ে, কারণ যে ব্যক্তির ঐ স্বর্গাদি ফলের কামনা নাই, তাহার উহাতে প্রবৃত্তি হইবে না); এই হেতু স্বর্গাদি ফল কল্পনা সত্ত্বেও প্রত্যবায়-পরিহারার্থতাও অবশ্যই কল্পনা করিতে হয়। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে,—"ভয়বশতঃ কোন কর্ম্মে যেরূপ ঝটিতি লোকের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়—লোকে তাহা করিতে যেরূপ দ্রুত প্রবৃত্ত হয় শত কোটি বিধি দ্বারাও সেভাবে প্রবৃত্তি উৎপাদিত হইতে পারে না"। অতএব "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" এস্থলে 'বিহিত কর্ম্ম' বলিতে নিত্যকর্ম্মই বুঝাইতেছে।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, অশুচিস্পর্শাদি স্থলে যে স্নানাদি বিহিত হইয়াছে তাহা যে নিত্যকর্ম্ম ইহার বোধক কোন শব্দ ত নাই; কারণ "যাবজ্জীবম্" ইত্যাদি প্রকার শব্দ যেস্থলে পঠিত হয় তথায় উহা দ্বারা সেইটী যে নিত্যকর্ম্ম তাহা বোধিত হইয়া থাকে; কিন্তু এখানে ত সেরূপ কোন শব্দ নাই? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপ স্থলে অন্য কোন শব্দ থাকিবার দরকার কি? কারণ, কোন বিশেষ নিমিত্তবশতঃ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হয় সেই বিশেষ নিমিত্তটী যখন উপস্থিত হয় তখনই উহা কর্ত্তব্য, এইরূপ অর্থই প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার জন্য অন্য কোন বিশেষণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। যেহেতু, যখনই সেই বিশেষ নিমিত্তটী উপস্থিত হইবে তখনই ঐ কর্ম্মটী কর্ত্তব্য, এই প্রকার বোধ হইয়া থাকে বলিয়া ইহা দ্বারাই উহা যে নিত্য (অবশ্য করণীয়) কর্ম্ম তাহা সিদ্ধ হইয়া যায়। বস্তুতঃ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মের স্থলেও উহা যে নিত্য-কর্ম্ম তাহা বুঝাইবার জন্য 'নিত্য' এই শব্দটীর প্রয়োগ নাই; কারণ তথায় জীবনরূপ নিমিত্তটী নিত্য রহিয়াছে বলিয়া ঐ নিমিত্তটীর সমবধানে কর্ম্মটীও স্বতই নিত্য হইয়া যায়।

"প্রসজন্ ইন্দ্রিয়ার্থেষু",—উৎকৃষ্ট অন্নভোজন, চন্দন অনুলেপন করা প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়ে তন্ময় হইয়া তাহার সেবা করার নাম ইন্দ্রিয়ার্থে প্রসংগ অর্থাৎ বিষয়াভিলাষপরতা। আচ্ছা, ইহাও ত পূর্ব্বে "কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থে কামনাবশে আসক্ত হইবে না" ইত্যাদি বচনে একবার নিষিদ্ধ হইয়াছে (তবে পুনরায় এখানে নিষেধ করা হইতেছে কেন)? ইহার উত্তরে বক্তব্য, পূর্ব্বে উহা 'স্নাতক ব্রত' নির্দ্দেশ করিবার প্রকরণে বলা হইয়াছে; কাজেই সেখানে উহা প্রতিষেধ নহে, যেহেতু ঐ নিষেধটী ব্রতবিষয়ক নির্দ্দেশের অন্তর্গত। (অর্থাৎ ব্রত প্রকরণের নিষেধটী প্রতিষেধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয় না, কিন্তু তাহা পর্য্যুদাসই হইয়া থাকে)। কারণ সেখানে 'ইহা আমি করিব না' এই প্রকার মানস সংকল্পবিশেষ উপদিষ্ট হইয়া থাকে; (ঐ প্রকার সংকল্পবিশেষই ব্রত)। অথবা অল্প নিষেধ থাকিলে 'এই পদার্থটী কিন্তু নিষিদ্ধ হইতেছে না' এইরূপ মনে করিয়া কেহ হয়ত পূর্ব্ব নিষেধটীকে নিষেধের তুল্য বা যথার্থ নিষেধ বলিয়া বিবেচনা না-ও করিতে পারে; এইজন্য ইহা দ্বারা নিষেধের তুল্য করিয়া দেওয়া হইতেছে। অথবা বিশেষটী সামান্যের অন্তর্গত হইলেও কোন বিষয় সামান্য (সাধারণ)ভাবে বলিবার পর সেটীকে আবার বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা হয়; ঐ বিশেষটীর প্রাধান্য খ্যাপন করিবার জন্যই ঐ প্রকারে পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে তাহার উল্লেখ করা হয়। যেমন, 'ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছেন, বশিষ্ঠগোত্রীয় ব্রাহ্মণও আসিয়াছেন' এইরূপ বলা হইয়া থাকে। "প্রায়শ্চিত্তীয়তে",—। 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দটী রূঢ়ি অনুসারে বিশিষ্ট নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানরূপ অর্থ বুঝায়। ব্যাকরণের "ব্যত্যয়ো বহুলম্" এই নিয়ম অনুসারে 'প্রায়শ্চিত্তম্ এতি' কিংবা 'প্রায়শ্চিত্তম্ ইচ্ছতি' এইরূপ অর্থে "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদটী সিদ্ধ হয়। মূল শ্লোকে যে "নরঃ" এইরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে উহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, ইহা চারিবর্ণেরই লোকের প্রতিই প্রয়োজ্য। ৪৩

(যদি অনিচ্ছাপূর্ব্বক পাপকর্ম্ম করা হয় তাহা হইলে সেরূপ স্থলেই প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, ইহা জ্ঞানিগণের অভিমত। পরন্তু স্বেচ্ছাকৃত পাপাচরণেও প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করা যায়, কারণ শ্রুতিমধ্যে সেরূপ নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে ইহা কেহ কেহ বলেন।)

(মেঃ)—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে পাপাচরণ করা হয় তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত গুরুতর হইবে, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। "অকামতঃ কৃতে পাপে" ইহার অর্থ প্রমাদ (অনবধানতা)-বশতঃ যদি শাস্ত্রবিধি বা নিষেধ লঙ্ঘন করা হয়; তাহা হইলে সেরূপ স্থলে পণ্ডিতগণ প্রায়শ্চিত্ত করিবার নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। কি জন্য এই প্রকার বিধি বলা হয়? (উত্তর)—"যে ব্যক্তি নিষেধশাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া অকার্য্য (নিষিদ্ধ কর্ম্ম) করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে সে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে"। এরূপ বিশিষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিবার হেতু কি? (উত্তর)—যেহেতু যেস্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক দোষ করা হয় তথায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে নির্দ্দেশ করা অনর্থক, এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। এইভাবে পূর্ব্বপক্ষ ভঙ্গিতে ইহা বলা হইল। "কামকারকৃতেঽপি" এখানে 'অপি' শব্দটী থাকায় ইহাই বোধিত হইতেছে যে, ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক অথবা অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক যদি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করা হয় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। "শ্রুতিনিদর্শনাৎ" ইহার জন্য বেদোক্ত লিঙ্গদর্শনরূপে বেদের 'উপহব্য ব্রাহ্মণ' স্থিত বর্ণনা উদাহরণ বুঝিতে হইবে। তথায় এইরূপ বর্ণনা আছে—"ইন্দ্র মুনিগণকে শালাবৃক অর্থাৎ বৃহৎ কুক্কুরের কবলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন" ইত্যাদি। আর তিনি যে ঐ মুনিগণকে অনিচ্ছাপূর্ব্বক কুকুরের মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলেন এরূপ হইতে পারে না। ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত প্রজাপতি ইন্দ্রকে 'উপহব্য' করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, ইহাই এখানকার পরিস্ফুট অর্থ। ৪৪

(অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে পাপ করা যায় তাহা পুনঃপুনঃ বেদপাঠ দ্বারা ক্ষয় হয় কিন্তু মূঢ়তাবশতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পাপ করা হয় তাহা বিশিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত সকলের দ্বারাই শুদ্ধ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—শাস্ত্রমধ্যে যেসকল প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে সেগুলি কি সন্ধ্যাবন্দনাদির ন্যায় কেবলমাত্র শাস্ত্রলঙ্ঘনরূপ নিমিত্তকালে অনুষ্ঠান করিলে সেইখানেই সমাপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহা দ্বারা কি অন্য কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না? অথবা শরীরের শৌচ যেমন শরীরস্থিত মলাদি নষ্ট করিয়া দেয় সেইরূপ ঐ প্রায়শ্চিত্ত সকলও শাস্ত্রলঙ্ঘনে যে দোষ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়া দেয় বলিয়া ঐ শাস্ত্রলঙ্ঘনরূপ নিমিত্তটীর কার্য্য যে পাপ সেই পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া তদনন্তর উহা বিরতব্যাপার হইয়া থাকে? এই প্রকার সংশয় উত্থিত হইলে ইহার সমাধানকল্পে কেহ কেহ বলেন, বিনা ভোগে কর্ম্ম ক্ষয় হয় না; যেহেতু শুভাশুভ কর্ম্মজনিত যে ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহা ফল প্রদান করিয়া তবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কোন কর্ম্মই নিজ ফল উৎপাদন না করিয়া নষ্ট হয় না। এইজন্য শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে "কর্ম্মের ক্ষয় নাই"। সুতরাং যে ব্যক্তি শাস্ত্র লঙ্ঘন করে তাহার ফলে তাহাকে অবশ্যই নরকভোগ করিতে হয়। আবার শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া কেহ যদি তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহা হইলে ঐ প্রায়শ্চিত্তবিধি লঙ্ঘন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিবার নিমিত্ত নূতন করিয়া তাহার পাপ জন্মিয়া থাকে। এরূপ বলা কিন্তু সংগত নহে। কারণ, নিষিদ্ধ কর্ম্ম করা উচিত নহে, এইজন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান। শাস্ত্রমধ্যে, 'প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে' এইভাবে কণ্ঠত উক্ত হইয়াছে যে প্রায়শ্চিত্ত হইতে শুদ্ধিলাভ হয়। এইজন্য ঐ সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উহা দ্বারা পাপ দূর করিতে বলা হইয়াছে; কারণ পাপ যেমন নিজে করা হইয়াছে উহার প্রায়শ্চিত্তও সেইরূপ নিজেই করা হইতেছে। আর যে বলা হইয়া থাকে, 'নিষেধ বিধি ইহাই জানাইয়া দেয় যে নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী ব্যক্তি প্রত্যবায়ভাগী হইয়া থাকে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সে প্রত্যবায় রহিত করা যায় না', ইহাও কিন্তু সংগত নহে। কারণ, ঐ নিষেধ-শাস্ত্র ইহাই জানাইয়া দেয় যে, নিষিদ্ধাচরণটী দুঃখের কারণ হয়। কিন্তু তপোদানাদিরূপ যে প্রায়শ্চিত্ত তাহাতেও অবশ্যই দুঃখ রহিয়াছে। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া তৎকালে যে অল্প দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহা দ্বারা পাপের ফলস্বরূপ যে ভবিষ্যৎ গুরুতর দুঃখ সম্ভাব্যমান তাহা নিবৃত্ত হওয়া উচিত, ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন—তিক্ত, কটু ঔষধ ভক্ষণ এবং ভোজন সংযমরূপ অল্প কষ্টভোগের দ্বারা ব্যাধিজনিত গুরুতর কষ্টের অবসান হয়। ইহার অন্য উদাহরণ যেমন, বে-আইনি কাজ করিয়া কেহ যদি রাজার নিকট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপস্থিত হয় এবং তাহা জানাইয়া দেয় যে 'আমি এই রকম অকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি' তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধেক দণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ঐরূপ কোন ব্যক্তি যদি আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং রাজপুরুষগণকে উহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে অধিক দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে (সেইরূপ স্বতঃকৃত প্রায়শ্চিত্তরূপ অল্প দুঃখভোগের দ্বারাই পাপের গুরুতর দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া যায়—তাহা আর ভোগ করিতে হয় না)। এইরূপ হইলে তবেই শাস্ত্রমধ্যে যেসকল প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ আছে সেগুলির সার্থকতা থাকে। অতএব শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিলে তাহার কার্য্য বা ফল যে নরক বা গুরুতর দুঃখ, প্রায়শ্চিত্ত তাহার বিরোধী বা নাশক অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহা নষ্ট হইয়া যায়; যেহেতু উহা শাস্ত্রমধ্যে বিহিত হইয়াছে। আর 'প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে নিষ্কৃতিস্বরূপ' এই প্রকার যে সমাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে তাহাও ইহাই বুঝাইতেছে যে, দোষী ব্যক্তির ইহাতে নির্যাতন বা শাস্তিভোগ হয়। যেহেতু কারণবশতঃ যে নির্য্যাতন তাহাকে 'নিষ্কৃতি' বলা হয়। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শাস্ত্রীয় কর্ম্মে পুনরায় যে অধিকার লাভ হয় তাহা নহে। কারণ, পঞ্চবিধ মহাপাতক অনুষ্ঠিত হইলে সকল প্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম্মের—দ্বিজাতিগণের করণীয় কর্ম্মের অধিকার নষ্ট হইয়া যায়; এই অধিকারহানিকে পতন বলা হয়;—এতাদৃশ অধিকারহীন ব্যক্তিকে পতিত বলা হয়।

এস্থলে প্রায়শ্চিত্তের এই প্রকার বিষয় বিভাগ করা সংগত হইবে না যে, অনিচ্ছাকৃত পাপাচরণ-স্থলে পুনঃপুনঃ বেদাধ্যয়নই প্রায়শ্চিত্ত আর ইচ্ছাকৃত পাপে তপশ্চরণই প্রায়শ্চিত্ত। কারণ দুই স্থলেই উক্ত দুইটীই প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে; কেবল প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ উল্লেখ করিবার জন্য উহা বলা হইয়াছে মাত্র। বিশেষতঃ প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত কি তাহা আলোচনা করিবার সময়ে উহা বলা হইয়াছে; যেহেতু "ব্রহ্মহা দ্বাদশসমাঃ" ইত্যাদি বচনে অগ্রে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইবে। অতএব ইহাই ঠিক যে, অনিচ্ছাকৃত পাপাচরণস্থলে লঘু প্রায়শ্চিত্ত আর ইচ্ছাকৃত স্থলে গুরু প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহাই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ। আচ্ছা (জিজ্ঞাসা করি, অনিচ্ছাকৃত বিধিনিষেধ লঙ্ঘনস্থলে প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেন? কারণ) অনিচ্ছাকৃত কর্ম্মে, যে উহা করে তাহার ত যথার্থ কর্তৃত্ব নাই; যেহেতু যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক কোন কাজ করে তাহাকেই কর্ত্তা বলা হয়। এইজন্য লোকব্যবহারেও এইরূপ বলিতে দেখা যায় 'দৈব ইহাকে করাইতেছে, এ ব্যক্তি কি আর নিজে করিতেছে' ইত্যাদি। আরও কথা, যেখানে লিপ্সা (লাভেচ্ছা বা লোভ)বশতঃ কোন কিছু করা হয় সেই প্রকার স্থলেই নিষেধ হইয়া থাকে। যেমন, যে লোক মদ্যপান করিবার জন্য স্পৃহাযুক্ত তাহাকেই নিষেধ করা যায় 'সুরা পান করিও না'। পক্ষান্তরে যে লোক জল পান করিতে ইচ্ছুক সে যদি না জানিয়া মদ্যকে জল মনে করিয়া পান করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাতে ত তাহার কোন দোষ হয় না, কারণ সে ত ইহা জানিত না যে উহা মদ্য, এবং সুরাপানের লিপ্সাতেও সে উহাতে প্রবৃত্ত হয় নাই। ইহাতে যদি বলা হয়, বিধিলক্ষণা প্রবৃত্তি (শাস্ত্রনির্দ্দেশ অনুসারে যে সুরাপানাদিতে প্রবৃত্তি—সৌত্রামণী ইষ্টি প্রভৃতি স্থলে তাহা) নিষিদ্ধ নহে কিন্তু রাগলক্ষণা প্রবৃত্তিই নিষিদ্ধ ইহার উত্তরে বক্তব্য—তাহা ঠিক; তাদৃশ স্থলে সেই প্রবৃত্তিটী অনর্থফলক হউক, কিন্তু জলের মধ্যে যেস্থলে সুরা মিশ্রিত থাকে তাহা যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে জলভ্রমে পান করে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহার ঐ প্রবৃত্তিটী ত রাগলক্ষণা নহে, সুতরাং উহা নিষিদ্ধও হইতে পারে না। (তবে কেন ইহাতে পাপ হইবে?)।*

এস্থলে কেহ কেহ এই প্রকার সমাধান বলেন,—। নিষেধবিধি দ্বারা ইহাই বোধিত হয় যে নিষিদ্ধানুষ্ঠানে প্রত্যবায় (পাপ) হইবেই; এইজন্য নিষেধশাস্ত্র হইতে বিষ ভক্ষণের ন্যায় অর্থ বুঝিতে হইবে। যেমন, জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক বিষ ভক্ষণ করা হইলে তাহা উভয় স্থলেই অবিশেষভাবে মরণ ঘটাইয়া থাকে; ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করার ফলও ঠিক সেইরূপ। ইঁহাদের মতানুসারে অনিচ্ছাকৃত নিষিদ্ধাচরণের পাপজনকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যাঁহারা বলেন "করিবে অথবা কর" এই প্রকার নির্দ্দেশ থাকিলে করা হয় এবং "করিবে না অথবা করিও না" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকিলে করা হয় না, তাঁহাদের মতানুসারেও লৌকিক ক্রিয়ায় যে প্রবৃত্ত হয় তাহার প্রতি নিষেধ প্রয়োজ্য হইয়া থাকে; কারণ কোন কর্ম্মে কেহ যদি প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে কর্ত্তা বলা হয়। আর অজ্ঞানপূর্ব্বক কিছু করা হইলেও তথায় তাহার কর্তৃত্ব অবশ্যই থাকে। যেমন কেহ 'নদীকূলে (নদী তীরে) পড়িয়া যাইতেছে' অথবা 'নদীর কূল (তট) পড়িয়া যাইতেছে', ইত্যাদি স্থলে 'কূল' অচেতন বলিয়া তাহার বুদ্ধি না থাকিলেও অজ্ঞানপূর্ব্বক হইলেও 'পতন' ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব উহাতে রহিয়াছে। আর, ব্যাকরণ স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে কর্ত্তা স্বতন্ত্র অর্থাৎ কারক ব্যাপারে যাহার প্রবৃত্তি অন্যসাপেক্ষ নহে কিন্তু স্বাধীন তাহাকেই কর্ত্তা বলা হয়। বস্তুতঃ শাস্ত্রে যখন বচন রহিয়াছে তখন সেই বচন অনুসারে ইহা নিরূপিত হয় যে, প্রমাদকৃত দোষেতেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সুতরাং অন্য প্রকার বিকল্প বাদবিতণ্ডার প্রয়োজন কি? ৪৫

(ইহজন্মে নিজ প্রমাদবশতঃ অনুষ্ঠিত কিংবা রোগাদি সংসূচিত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশতঃ যদি কেহ প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকে তাহা হইলে যতক্ষণ না প্রায়শ্চিত্ত করা হয় ততক্ষণ তাহার পক্ষে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের সহিত সংসর্গ করা উচিত নহে।)

(মেঃ)—"দৈবাৎ" ইহার অর্থ নিজকৃত প্রমাদবশত। কেহ কেহ এখানে 'দৈবাৎ' ইহার স্থানে 'মোহাৎ' এইরূপ পাঠ ধরিয়া থাকেন। কারণ মোহবশতই লোকে অকার্য্য করিয়া থাকে, যেহেতু মূর্খ ছাড়া অন্য কেহ শাস্ত্র লঙ্ঘন করে না। "পূর্ব্বকৃতেন"=যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম অন্য জন্মে করা হইয়াছে যাহার ফল ভোগ হইয়া যাইবার পরও 'কুনখিত্ব' প্রভৃতি কোন না কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় বলিয়া সেই চিহ্নবিশেষের দ্বারা (শাস্ত্রনির্দ্দেশ অনুসারে) সেই পাপ কর্ম্ম অনুমিত হইয়া থাকে—। এস্থলে যাহা বলা হইল সে কথাটী এইরূপ,—। ইহজন্মে জ্ঞানতই হউক কিংবা অজ্ঞানতই হউক যদি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করা হয় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আবার কুনখিত্ব প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা যেখানে জন্মান্তরীয় দুষ্কর্ম্ম অনুমিত হয় সেরূপ স্থলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (প্রশ্ন) আচ্ছা, কুনখী প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ? (উত্তর)—'কৃচ্ছ্র', 'অতিকৃচ্ছ্র' এবং 'চান্দ্রায়ণ' এইগুলি সকল স্থলে প্রায়শ্চিত্ত। বশিষ্ঠ স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে "যাহার যেরূপ পাপ-চিহ্ন থাকে তাহার পক্ষে সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য"। এই কারণে ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা যতক্ষণ না প্রায়শ্চিত্ত করে ততক্ষণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের সহিত তাহাদের সংসর্গ করা উচিত নহে। একই স্থানে থাকিয়া অধ্যয়নাদি করা ইত্যাদি প্রকার সংসর্গ বর্জ্জনীয়। সংসর্গটী হইতেছে উভয়াশ্রিত; সুতরাং একজনের পক্ষে যদি সংসর্গ করা নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে উভয়ের পক্ষেই ঐ নিষেধটী সিদ্ধ হইয়া যায়। তথাপি অগ্রে "ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের উচিত হইবে না উহাদের সহিত সংসর্গ করা" এইভাবে যে পুনরায় নিষেধ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা ঐ সংসর্গ বর্জ্জনকর্ত্তার ভেদ বোধিত হইতেছে। কারণ যদি কেবল একপক্ষের জন্যই নিষেধ করা হয় তাহা হইলে সেই নিষেধ লঙ্ঘন করিলে সংসর্গ করিয়া কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিটীই নূতন করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে (কিন্তু যাহাদের সহিত সংসর্গ করিবে তাহাদের আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না)। এইজন্য এরূপ স্থলে যে উভয় পক্ষেরই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য তাহা জানাইয়া দিবার নিমিত্ত উভয় পক্ষের জন্যই ঐরূপ নিষেধ করা হইয়াছে। শ্যাবদন্ততা, কুনখিত্ব প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত যাহারাই হইবে তাঁহারা সৎ (সাধু, ধার্ম্মিক) হউন আর অসাধুই হউন তাঁহারা যদি উহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত সংসর্গ করা কর্ত্তব্য নহে। ৪৬

*এস্থলের অন্তিম ভাষ্যপংক্তিটী সংলগ্ন নহে, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(অধার্ম্মিক লোকেরা কেহ বা ইহজন্মের পাপাচরণফলে এবং কেহ বা জন্মান্তরীয় পাপকর্ম্মের ফলে শরীরের মধ্যে বিরূপতা লাভ করে।)

(মেঃ)—ঐ কথাটাই বলিয়া দিতেছেন,—। "ইহ দুশ্চরিতৈঃ"=ইহজন্মে নিষিদ্ধ আচরণবশতঃ,—। "তথা পূর্ব্বকৃতৈঃ"=পূর্ব্বজন্মের পাপকর্ম্ম নিবন্ধন,—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহারা যে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, যাহা পাপকর্ম্মের ফলভোগের পর তাহারই চিহ্নরূপে প্রকাশ পায় তাহাই এক্ষণে (পরবর্ত্তী চারিটী শ্লোকে) বিস্তৃতভাবে বলা হইতেছে। ৪৭

(যে লোক সুবর্ণ অপহরণ করে তাহার দেহে কুনখিত্ব হয়; যে সুরাপান করে সে শ্যাবদন্ত হয়; যে ব্রহ্মহত্যা করে তাহার ক্ষয়রোগ জন্মে; যে গুরুতল্প গমন করে তাহার শরীরে দুশ্চর্ম্মতা প্রকাশ পায়; পিশুন অর্থাৎ যে অন্যের অসাক্ষাতে অপরের নিকট তাহার অলীক কাল্পনিক দোষ কীর্ত্তন করে তাহার পূতিনাসিকতা হয়; সূচক অর্থাৎ পরদোষ উদ্ঘাটনকারী ব্যক্তির পূতিবক্ত্রতা হয়; যে ধান্য অপহরণ করে সে হীনাঙ্গ হয়; যে ব্যবহার্য্য দ্রব্যে ভেজাল দেয় সে অধিকাঙ্গ হইয়া জন্মে; যে অপরের অন্ন হরণ করে সে আময়াবী হয়; যে অন্যের বাক্-রোধ করে সে বোবা হয়; অন্যের বস্ত্র অপহরণ করিলে শ্বিত্রী অর্থাৎ শ্বেতী বা ধবল রোগগ্রস্ত হয়; অপরের অশ্ব হরণ করিলে পঙ্গু হয়। এইভাবে বিশেষ বিশেষ দুষ্কর্ম্মের ফলে সাধুজন নিন্দিত জড়, মূক, অন্ধ, বধির ও বিকৃত আকৃতিযুক্ত হইয়া জন্মিতে হয়।)

(মেঃ)—'ক্ষয়' ইহা একটী রোগবিশেষ, বৈদ্যগণের মধ্যে এটী রাজযক্ষ্মা নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম বিশেষের ফলে ঐ রোগগ্রস্ত হইতে হয়। গুরুপত্নী গমনকারী ব্যক্তি দুশ্চর্ম্মা হয় (যাহার পুরুষাঙ্গ চর্ম্মাবরণ শূন্য)। পিশুন ব্যক্তির নাসিকা হইতে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ নির্গত হয়। সূচক লোকের মুখ ঐরূপ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, 'সূচক' এবং 'পিশুন' বলিতে ত একই অর্থ বুঝায় (তবে পৃথক্ উল্লেখ কেন)? (উত্তর)—তাহা ঠিক; তবে ইহাদের মধ্যে একজন (পিশুন) অপরের দোষ কল্পনা করিয়া তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করে, আর অন্য ব্যক্তিটী (সূচক) যথার্থ দোষসকলই তাহার অসাক্ষাতে অপরের নিকট বলে, ইহাই উহাদের মধ্যে পার্থক্য। "আতিরৈক্য" ইহার অর্থ অধিকাঙ্গতা (একটী দুইটী আঙ্গুল বেশী থাকা ইত্যাদি প্রকার)। "মিশ্রক" ইহার অর্থ যে লোক দ্রব্যের মধ্যে অদ্রব্য অথবা তৎসমানাকার নিকৃষ্ট দ্রব্য মিশাইয়া দেয়; যেমন কুঙ্কুমের সহিত কসুম্ভ মিশাইয়া দেওয়া, এইরূপ এক বস্তুর সহিত আর এক দ্রব্য মিশাইয়া দেয়। "আময়াবী"=যাহার ভুক্ত অন্ন সম্যক্ জীর্ণ (পরিপাক) হয় না—অজীর্ণরোগী। "মৌক্য"= মূকতা অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের বিকলতা; অপস্মার রোগযুক্ত—হাবাগোবা। অবশিষ্ট পদগুলি প্রসিদ্ধার্থক। "বিকৃতাকৃতয়ঃ";—আকৃতি অর্থাৎ সংস্থান (অবয়ব সন্নিবেশ) বিকৃত অর্থাৎ অসুন্দর নিন্দিত বা কুৎসিত যাহাদের। দুষ্কর্ম্ম বিশেষের ফলেই এইরূপ হইয়া থাকে। কুম্ভীপাক প্রভৃতি যমযন্ত্রণা ভোগের যেসকল স্থান (নরক) আছে তথায় এই সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার পর, যখন সেই কর্ম্মের ফল অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে তখন তাহার অভুক্ত পুণ্যকর্ম্ম ফলদানোন্মুখ হইয়া উঠিলে আর দুষ্কর্ম্মজনিত পাপ থাকিতে পারে না। অতএব ঐ যে কর্ম্মবিশেষ (যাহা ব্যাধি প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পায়) তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সঙ্গত হইতেছে। ৪৮-৫১

(এইজন্য পাপশুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, যাহারা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের নিষ্কৃতি সম্পাদন না করে তাহারা দেহমধ্যে কুৎসিত চিহ্ন লইয়া জন্মে।)

(মেঃ)—"নিন্দ্যৈঃ লক্ষণৈঃ"=কুনখ, শ্যাবদন্ত প্রভৃতি। ৫২

(ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ ও গুরুপত্নীগমন এইগুলিকে ঋষিগণ মহাপাতক বলিয়াছেন; ঐ মহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তির সংসর্গ করাও মহাপাতক।)

(মেঃ)—এস্থলে এইরূপ বিশেষত্ব বুঝিতে হইবে যে, গুরুপত্নীগমন, বিশেষ প্রকার চৌর্য্য এবং পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করা—এগুলি সকল বর্ণের পক্ষেই মহাপাতক হইবে; আর সুরাপান কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই মহাপাতক বলিয়া গণ্য হইবে। "স্তেয়" বলিতে এখানে ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করা বুঝাইবে; কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে "ব্রাহ্মণের সুবর্ণ হরণ করিলে মহাপাতক হয়"। পাতক শব্দটী যে-কোন প্রকার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন অর্থেই প্রযুক্ত হয়;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কারণ, 'যাহা পাতিত করে তাহাই পাতক' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহা সিদ্ধ হয় বলিয়া উহা উপপাতক এবং মহাপাতক—সর্ব্বপ্রকার অর্থই প্রকাশ করে। তবে, 'মহাপাতক' এস্থলে যে 'মহৎ' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা গুরুত্ব অর্থাৎ গুরুতর পাতক, এইরূপ অর্থ বোধিত হয়। উহাদের সহিত সংসর্গ অর্থাৎ উহাদের একজনেরও সহিত সংসর্গ। ঐ সংসর্গটী কিরূপ তাহা অগ্রে "সম্বৎসরেণ পততি" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইবে। ৫৩

(সমুৎকর্ষের নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ না হইয়াও নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়া, রাজার নিকট কাহারও বিরুদ্ধে অলীক মিথ্যা বলা যাহাতে তাহার প্রাণহানি হইতে পারে এবং গুরুর নিকট মিথ্যা কথা বলা যাহাতে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইতে পারে—এগুলি ব্রহ্মহত্যার সমান অর্থাৎ এগুলি 'অনুপাতক'।)

(মেঃ)—"সমুৎকর্ষে" এখানে "চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি" এই স্থলের ন্যায় নিমিত্তার্থে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। 'সমুৎকর্ষ' লাভ করিব, এই প্রত্যাশায় যে মিথ্যা কথা বলা হয় তাহা ব্রহ্মহত্যার সমান। যেখানে নিজেকে ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয় কিংবা মহাকুলীন বলিয়া পরিচয় দিলে অত্যধিক সম্মান কিংবা ধন লাভ করা যাইতে পারে সেরূপ স্থলে নিজে সেরূপ না হইলেও নিজেকে সেইভাবে প্রচার করা। অথবা যে লোক উৎকৃষ্ট পাত্রে দান করিয়া অধিক পুণ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহার নিকটে অপাত্রকেও পাত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া। ইহাই সমুৎকর্ষ নিমিত্ত মিথ্যাভাষণ। পরন্তু ছোট খাট বিষয়ে কিছু উৎকর্ষ খ্যাপন করা হইলে সেখানেও তাহা সমুৎকর্ষ হয় বটে কিন্তু তাহা মহাপাতকতুল্য নহে। "পিশুন"=অলীক বা কাল্পনিক পরচ্ছিদ্র প্রকাশ করা। "গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ"=অসত্য সমাচার বলিয়া গুরুর চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তোলা। যেমন 'আপনার কন্যা (অবিবাহিতা) গর্ভিণী হইয়াছে', এইভাবে বিনা প্রয়োজনে বিদ্বেষ ঘটান। কিংবা রাজকুল (আদালত) আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহিত যে বিবাদ করা তাহাই 'নির্ব্বন্ধ'; অথবা মিথ্যা অভিশংসন (অভিযোগ) করা—তাহাই নির্ব্বন্ধ। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন, "গুরুর সম্বন্ধে মিথ্যা অভিশংসন করা"—। এগুলি সব মহাপাতকতুল্য (অনুপাতক নামে প্রসিদ্ধ)। ৫৪

(অধীত বেদ ভুলিয়া যাওয়া, বেদনিন্দা করা, কৌটসাক্ষ্য—মিথ্যা সাক্ষী বা বহুলে সাক্ষী হওয়া, সুহৃৎ বধ করা, গর্হিত এবং 'অনাদ্য' খাদ্য ভক্ষণ করা—এই ছয়টী সুরাপানতুল্য।)

(মেঃ)—অভ্যাস না করার ফলে যে অধীত বেদ বিস্মৃত হওয়া তাহাকে বলে ব্রহ্মোজ্ঝতা। অথবা নিত্য যে স্বাধ্যায়বিধি তাহা পরিত্যাগ করা। পূর্ব্বোক্ত সমুৎকর্ষ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া তাহা 'কৌটসাক্ষ্য'। "সুহৃদ্ বধ"=বন্ধুকে মারিয়া ফেলা—। "গর্হিতানাদ্যয়োঃ",—'গর্হিত'=যাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, যেমন লশুন প্রভৃতি; "অনাদ্য"=যাহা মনের প্রীতিকর নহে,—যাহা 'খাইব না' এইরূপ সংকল্প করা হইয়াছে; ঐসব বস্তু যদি খাওয়া হয়। ৫৫

(অপরের গচ্ছিত রাখা বস্তু অপহরণ করা, মানুষ, ঘোড়া, রূপা, ভূমি, হীরা এবং মণি অপহরণ করা এগুলি পূর্ব্ববর্ণিত সুবর্ণ অপহরণের সমান।)

(মেঃ)—"নিক্ষেপস্য"=অপরের গচ্ছিত রাখা দ্রব্য; তাহা অসার—বাজে জিনিষ হইলেও ক্ষতি নাই,—তাহা অপহরণ করাও সমান পাপজনক। এখানে যে 'নর' এবং 'অশ্ব' এই দুইটী শব্দ রহিয়াছে উহা জাতিবোধক; সুতরাং নারী এবং অশ্বা অপহরণেও ঐ একই দোষ। যে লোক একজনকে কন্যাদান করিয়া তাহার বিনা দোষে অপর একজনকে ঐ কন্যাটী পুনরায় দান করে তাহারও ঐ কাজটীতে পূর্ব্বোক্ত দোষই হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে "এরূপ করিলে পুরুষানৃত প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি। ৫৬

(সহোদরা ভগিনী, কুমারী নারী, অন্ত্যজনারী, সখা এবং পুত্রের স্ত্রী ইহাদের যোনিতে রেতঃপাত করিলে তাহা গুরুপত্নীগমনতুল্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—"স্বযোনি" ইহার অর্থ সহোদরা ভগিনী। কুমারী=অনূঢ়া নারী। "অন্ত্যজা"=বর্ব্বর (বাউরী), চণ্ডালজাতীয়া নারী। "সখ্যুঃ"=সখা অর্থাৎ মিত্র (বন্ধু), তাহার স্ত্রী। এখানে 'স্ত্রী' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, বন্ধুর কেবলমাত্র জায়াতে উপগত হওয়াই নিষেধটীর তাৎপর্য্য নহে কিন্তু তাহার যে-কোন স্ত্রী—বিবাহিতই হউক অথবা অবিবাহিত রক্ষিতাই হউক। এইরূপ, মৈথুন উদ্দেশ্যে পুত্রের অন্য যে-কোন রক্ষিতা থাকে তাহাতে উপগত হওয়াও ঐপ্রকার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দোষের। আমাদের কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এইরূপ,—। যদিও এখানে কেবল 'স্ত্রী' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তথাপি বিবাহিত স্ত্রী এবং অবিবাহিত স্ত্রী ইহারা সমপ্রকার নহে বলিয়া ইহাদের সহিত যে সংসর্গ করা হয় তাহা সমীকরণ (সমপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা) অন্যায্য; এইজন্য এখানে যে উহাদের সমতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে উহা প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশের জন্য বলা হয় নাই, কিন্তু ঐ কর্ম্মটী যে গুরুত্বযুক্ত (গুরুতর দুষ্কর্ম্ম) তাহা জানাইয়া দেওয়াই ইহার তাৎপর্য্য। আর উহা যদি গুরুতর দুষ্কর্ম্ম হয় তাহা হইলে উহার প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর হইয়া থাকে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে "পাপ যদি গুরুতর হয় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর হইবে আর পাপ যদি লঘু হয় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তও লঘু হইবে"। বস্তুতঃ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশের জন্য যদি ঐ সমীকরণ বক্তব্য হইত তাহা হইলে উহা এখানে না বলিয়া যেখানে প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেইখানেই বলিতেন। আবার 'কৌটসাক্ষ্য' এবং 'সুহৃদ্ বধ' এ দুটীকে এখানে সুরাপানের সহিত সমীকরণ করা হইয়াছে অথচ অগ্রে ঐ দুইটী কর্ম্মের জন্য ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অতিদেশ করা হইয়াছে; ইহাও সংগত হইত না। আবার গুরুর প্রতি অলীক নির্ব্বন্ধকে এখানে যখন একবার ব্রহ্মহত্যার সহিত সমীকরণ করা হইয়াছে তখন পুনরায় অগ্রে উহার জন্য যে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (তাহা পুনরুক্ত হইয়া পড়ে, যদি এখানকার এই নির্দ্দেশগুলিকে প্রায়শ্চিত্তার্থক বলিয়া ধরা যায়)। এইরূপ, এখানে কুমারী নারীতে রেতঃপাত করাকে গুরুতল্প গমনের সহিত সমীকরণ করা হইয়াছে, আবার অগ্রে ইহার জন্য গুরুতল্প গমনের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায়, এই যে সমীকরণ ইহা প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশের জন্য নহে কিন্তু ঐসকল কর্ম্মের গুরুত্ব খ্যাপন করিবার নিমিত্তই এইরূপ বলা হইতেছে—(কারণ, তাহা না হইলে উহা পুনরুক্ত হইয়া পড়ে)। এস্থলে অন্য কেহ কেহ এইরূপ বলেন,—। পাপের গুরুত্ব খ্যাপন করা অভিপ্রেত হইলেও পৃথক্ভাবে সমীকরণ অসংগত নহে। কাজেই এখানেও ইহা প্রায়শ্চিত্তের জন্য বলা হইতেছে। এখানে কৌটসাক্ষ্য (মিথ্যাসাক্ষ্য) এবং সুহৃদ্‌বধকে সুরাপানের সহিত সমীকৃত করা হইয়াছে অথচ ঐ দুইটী কর্ম্মের জন্য ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; ইহা দ্বারা সুরাপান প্রায়শ্চিত্তের বিকল্প বোধিত হইতেছে। বস্তুতঃ ইহার অতিদেশ অর্থাৎ স্থলান্তরে নির্দ্দেশও বর্ণিত আছে। কিন্তু কেবল সমীকরণ বক্তব্য হইলে তাহার বিকল্প নাই। "হত্বা গর্ভমবিজ্ঞাতম্" (১১।৮৬) ইত্যাদি স্থলে যেমন সমীকরণ বলা হইয়াছে; তথায় বিকল্প নাই। ৫৭

(গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরদারগমন, আত্মবিক্রয়, গুরু, মাতা এবং পিতাকে বিনা কারণে ত্যাগ করা, স্বাধ্যায়, অগ্নি এবং উপযুক্ত পুত্রকে ত্যাগ করা—এগুলি সব 'উপপাতক'।)

(মেঃ)—'অযাজ্য' ইহার অর্থ অবিরুদ্ধ অপাতকী শূদ্র প্রভৃতি; তাহাদিগের 'সংযাজ্য' অর্থাৎ যাজন (পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া দেওয়া)। 'সংযাজ্য' এখানে ভাববাচ্যে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে; ইহা ছান্দস প্রয়োগ। "আত্মবিক্রয়"=গবাদি দ্রব্যের ন্যায় নিজেকেও পরের দাসত্বে বিলাইয়া দেওয়া। কেহ কেহ এখানে "পারদার্য্যমনুৎসাহম্" এইরূপ পাঠ ধরিয়া থাকেন; 'অনুৎসাহ' ইহার অর্থ আহার পরিত্যাগ; মনে অল্প কিছু আঘাত লাগিলেই অবসাদগ্রস্ত হওয়া। "গুরুত্যাগ"=যথাবিধি গুরুর অনুবৃত্তি না করা। অধ্যাপক—যিনি পড়াইয়া আসিতেছেন তিনি অধ্যাপনা করিতে সমর্থ থাকা সত্ত্বেও অন্য অধ্যাপকের আশ্রয়ে যাওয়া। 'মাতাপিতার ত্যাগ' সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইঁহারা যদি পতিত না হন তাহা হইলে ইঁহাদিগকে ত্যাগ করা দোষের; তবে ইঁহারা যদি পতিত হন তাহা হইলে ইঁহাদিগকে ত্যাগ করা শাস্ত্রসম্মতই বটে। "স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃ" ইহার সহিতও 'ত্যাগ' এই কথাটীর সম্বন্ধ হইবে। "অহরহঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়ন করিবে" এই বিধিটী পালন না করাই 'স্বাধ্যায় ত্যাগ'। এস্থলে এইরূপ সংশয় হয়, একদিন স্বাধ্যায় ত্যাগ করিলেই কি তাহা এই ব্যতিক্রম (শাস্ত্র লঙ্ঘন) হইবে অথবা এক মাস বা এক বৎসর অবিচ্ছেদে ত্যাগ করিলে তবে উহা 'স্বাধ্যায় ত্যাগ' বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে? ইহাতে কেহ কেহ বলেন, এখানে যখন কোন বিশেষ উল্লেখ নাই তখন একদিন ত্যাগ করা হইলেও তাহা স্বাধ্যায় ত্যাগ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা কিন্তু সংগত নহে; কারণ ইহা নিত্য বিধি; আর নিত্য বিধির পরিত্যাগ হইলে তাহার জন্য স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত বলিবেন। অতএব যতদিন ত্যাগ করিলে উহা বিস্মরণ হইয়া যায় ততদিন ত্যাগ করাই উহার অর্থ অভিপ্রেত। আর ঐ স্বাধ্যায় ত্যাগটী পূর্ব্বে 'ব্রহ্মোজ্ঝতা' পদের দ্বারা সুরাপানের সহিত সমীকৃত হইয়াছে। সুতরাং তাহার সহিত বিকল্প হইবে, এইরূপ বুঝাইবার জন্য এখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইরূপ বলা হইল। কিন্তু এস্থলে ইহাকে উপপাতক বলায় ইহার প্রত্যবায়লঘুত্ব বুঝাইতেছে অথচ পূর্ব্বে সুরাপানের সহিত সমীকরণ প্রদর্শিত হওয়ায় তাহার গুরুত্ব হইতেছে। সুতরাং এস্থলে ব্যস্থিতবিকল্প হইবে। যে লোক অন্য কোন বৈদিক কর্ম্মেতেই নিযুক্ত থাকিয়া স্বাধ্যায় ত্যাগ করিয়াছে তাহার পক্ষে উহা উপপাতক হইবে; কিন্তু যে লোক ভোগবিলাসে, অর্থ উপার্জ্জনে আসক্ত হইয়া এবং কলহপরায়ণ হইয়া স্বাধ্যায় ত্যাগ করিয়াছে তাহার পক্ষে উহা সুরাপানসম হইবে। এখানে একত্ববিশিষ্ট অগ্নির উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া 'অগ্নিত্যাগ' ইহার অর্থ গৃহ্য (স্মার্ত্ত) অগ্নি ত্যাগ করা বুঝিতে হইবে। আর পূর্ব্বে "অগ্নীন্" এই প্রকারে বহুবচনের নির্দ্দেশ থাকায় সেখানে শ্রৌত অগ্নিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আচ্ছা, সেখানে ত উহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য, এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এখানেও উহাই প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত, কারণ ইহা উপপাতক হইতেছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই; যেহেতু উপপাতকস্থলেও অপরাপর প্রায়শ্চিত্ত রহিয়াছে। সামর্থ্য অনুসারে—সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া কোথাও গুরু, কোথাও লঘু, কোথাও ন্যূন এবং কোথাও অধিক প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ্য হইয়া থাকে। অতএব সেখানে যে চান্দ্রায়ণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিয়মার্থ অর্থাৎ তথায় চান্দ্রায়ণই কর্ত্তব্য। "সুতস্য ত্যাগঃ"=পুত্রকে অর্থাৎ গুণবান্ প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে ত্যাগ করা অর্থাৎ ভরণ না করা; তবে যদি সে পাতকী হয় তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করায় দোষ নাই। ৫৮

(সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ না করিলে কনিষ্ঠ যদি বিবাহ করে তখন জ্যেষ্ঠ হয় 'পরিবিত্তি' আর কনিষ্ঠ হয় 'পরিবেত্তা', ঐ বিবাহকে বলে পরিবেদন। এতাদৃশ স্থলে ঐ জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠকে কন্যাদান এবং তাহাদের ঐ বিবাহে বা অন্য কর্ম্মে যাজন করাও উপপাতক।)

(মেঃ)—"অনুজ"=কনিষ্ঠ ভ্রাতা; "তয়োর্যাজনম্"=তাহাদের বিবাহে অথবা দর্শপূর্ণমাস কর্ম্মে যাজন অর্থাৎ ঋত্বিক্-কর্ম্ম করা। ৫৯

(কন্যাদূষণ, নিষিদ্ধ সুদ লইয়া জীবনধারণ, সংকল্প পরিত্যাগ, তড়াগ, উদ্যান, পত্নী এবং পুত্র বিক্রয় করা—এগুলি সব উপপাতক।)

(মেঃ)—এ কন্যা নহে, পুরুষোপভুক্তা, ইহা আগ্রহ সহকারে প্রতিপাদন করা। অথবা মৈথুন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অংগুষ্ঠাদি প্রবেশ দ্বারা প্রজনন ক্রিয়া। এইরূপ অর্থ করা হইল, কারণ, কন্যাতে রেতঃপাত করিলে তাহা গুরুতল্প গমনের সমান হয়, ইহা বলা হইয়াছে। "বার্দ্ধুষিত্ব" =আপৎকাল ভিন্ন সময়ে টাকা খাটাইয়া সুদ লইয়া বৃত্তি নির্ব্বাহ করা। বশিষ্ঠ স্মৃতিমধ্যে কিন্তু এইরূপ বলা হইয়াছে,—"ধান্যবৃদ্ধির প্রয়োক্তা—ইহাই বার্দ্ধুষিত্ব নামে কথিত"। তবে ইহা শাস্ত্রান্তরের পরিভাষা, কাজেই লৌকিক পদার্থে ইহা প্রয়োজ্য নহে। "ব্রতলোপনম্"= ব্রতচ্যুতি; অমুকের বাড়ীতে খাওয়া শিষ্টজন নিষিদ্ধ; আমি সেখানে খাইব না অথবা আমি উপবাস করিব' ইত্যাদি প্রকার সংকল্পের নাম ব্রত। সেই প্রকার সংকল্প হইতে যে ব্যক্তি স্খলিত হয় তাহার পক্ষে উহা হয় ব্রতচ্যুতি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, 'ব্রত' ইহার অর্থ ত স্বেচ্ছাকৃত নিয়ম গ্রহণ। সুতরাং এরূপ স্থলে সংকল্পটী যদি ইচ্ছাকৃত হয় তাহা হইলে উহা হইতে নিবৃত্ত হইলে (ঐ ব্রতভংগ করিলে) কি আর শাস্ত্রাতিক্রম হইয়া থাকে? কারণ, পূর্ব্বে এইরূপ বলা হইয়াছে যে "বিহিত কর্ম্ম না করিলে লোকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া পড়ে"। কিন্তু ইহা ত বিহিত (শাস্ত্রবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত) নহে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—এতাদৃশ স্থলে ব্রতের আরম্ভটী ইচ্ছামূলক বটে কিন্তু (একবার আরম্ভ করা হইলে) তাহা সমাপ্ত করাটী শাস্ত্রনির্দ্দেশবোধিত। যেমন সৌর্য্যযাগ প্রভৃতি কাম্যকর্ম্মে ফললাভেচ্ছাবশতঃ পুরুষ প্রবৃত্ত হয় বটে (সুতরাং তাহার আরম্ভটী শাস্ত্রমূলক নহে কিন্তু ফলানুরাগমূলক) তথাপি তাহার সমাপ্তিটী শাস্ত্রমূলকই হইয়া থাকে। ফললাভের ইচ্ছা চলিয়া গেলে কিংবা কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার ফললাভ করা হইলেও ঐ ফলের জন্য যেমনটী করা দরকার হইত সেইরূপ ঐ কর্ম্মটীর অবশিষ্ট অংশটীও অবশ্য সমাপনীয়। যাহারা তাহা না করে তাহারা লোকনিন্দাও প্রাপ্ত হয়—লোকে তাহাদের বলে—'এ লোকটা প্রাক্রমিক (?) কাপুরুষ'। স্নাতক ব্রত যদি পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে তাহার জন্য অত্যন্ত লঘু প্রায়শ্চিত্তই বলা হইবে। সুতরাং সেই প্রায়শ্চিত্তের সহিত ইহার বিকল্প হওয়া উচিত। "আরাম" ইহার অর্থ উদ্যান, উপবন প্রভৃতি। অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে যে, কোন প্রকার ভূমিই বিক্রয় করা উচিত নহে। ৬০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ব্রাত্যতা, বান্ধব পরিত্যাগ, অর্থ লইয়া অধ্যাপনা, অর্থ দিয়া অধ্যয়ন এবং নিষিদ্ধ পণ্য বিক্রয়—এগুলিও উপপাতক।)

(মেঃ)—'বান্ধব' বলিতে সহোদরাদি ছাড়া অন্য জ্ঞাতি সকলও বুঝায়—; যেমন মাতুল, মাতৃস্বস্রেয় প্রভৃতি। তাহারা যদি অর্থাভাবে জীবনধারণ করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে নিজের অর্থ থাকিলে তাহাদিগকে ভরণ করা উচিত। এইজন্য বলা হইয়াছে "আত্মীয়স্বজন দুঃখকষ্টে জীবনধারণ করিলে" ইত্যাদি। আচ্ছা, ইহাই যদি হয় তাহা হইলে পূর্ব্বে যে "পুত্রের পরিত্যাগ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহা ত অনর্থক হয়? (উত্তর)—না, তাহা হইবে না। জালপাদভক্ষণ নিষেধ করায় হংসভক্ষণও নিষিদ্ধ হইয়া যায়; তথাপি উহা যেমন পৃথক্ নিষেধ করা হইয়াছে (ইহা দ্বারা) ঐ নিষেধ বচনটী অনন্যার্থ বুঝাইতেছে (হংসভক্ষণে যাদৃশ পাপ অন্য জালপাদভক্ষণে তাদৃশ পাপ নাই—এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে)। সুতরাং মাতা, পিতা প্রভৃতিকে (পুত্রকে) ত্যাগ করিলে অবশ্যই উপপাতক হইবে। কিন্তু অপর বান্ধব ত্যাগে লঘুতর পাপ হইবে। "ভৃত্যাধ্যাপনম্"=ভৃতি (বেতন)মূলক অধ্যাপন। বেতনভুক্ হইয়া অধ্যাপনা এবং তাদৃশ বেতনভুক্ ব্যক্তির নিকট যে লোক অধ্যয়ন করে। "অপণ্যানি"=অবিক্রেয় দ্রব্য; ইহার বিবরণ দশম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ৬১

(সকল প্রকার আকর ভূমি অধিকার করা, মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তন করা, ওষধি সকলকে হিংসা করা অর্থাৎ অনর্থক কাটিয়া ফেলা, স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করা, অভিচার এবং বশীকরণাদিরূপ মূলকর্ম্ম—এগুলি সব উপপাতক।)

(মেঃ)—'আকর' ইহার অর্থ স্বর্ণাদি দ্রব্যের উৎপত্তিভূমি; তাহার উপর অধিকার অর্থাৎ রাজার অনুমতি বা আদেশে আধিপত্য করা। "সর্ব্বাকরেষু" এখানে 'সর্ব্ব' শব্দটী থাকায় ইহা দ্বারা অপরাপর অর্থোৎপত্তি স্থানও লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং গ্রাম অথবা নগরের আধিপত্য, বিবাদ নিরূপণ, দণ্ড প্রদান প্রভৃতিও বোধিত হইতেছে। এইরূপ "মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্";—। জলপ্রবাহ সংযত করিবার জন্য যে 'সেতুবন্ধন' প্রভৃতি তাহার নাম যন্ত্র; সেইরূপ মহৎ অর্থাৎ বিশাল যন্ত্র প্রবর্ত্তন করা (বড় বড় বাঁধ দেওয়া)। যাহা শুষ্ক হয় নাই সেই প্রকার ওষধি সকলের 'হিংসা' অর্থাৎ ছেদন। "স্ত্র্যাজীব"=স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচা। স্ত্রীধনের দ্বারা নিজ দেহ এবং কুটুম্ব (পোষ্য)বর্গকে রক্ষা করা। অথবা নিজ ভার্য্যাকে পণ্যরূপে ব্যবহার করিয়া বাঁচা কিংবা নিজে বেশ্যার অবলম্বন হওয়া। "অভিচার";—বৈদিক শ্যেনযাগাদি কর্ম্ম, শাপাদি প্রয়োগ কিংবা মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা শত্রুমারণ। "মূলকর্ম্ম"=মন্ত্রাদি ক্রিয়া দ্বারা বশীকরণ। ৬২

(জ্বালানি কাঠ করিবার জন্য বড় বড় কাঁচা গাছ কাটিয়া ফেলা, কেবলমাত্র নিজের জন্য অন্ন পাক করা এবং নিন্দিত অর্থাৎ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করা।)

(মেঃ)—যদি শুক্নো কাঠ মোটেই না পাওয়া যায় তাহা হইলে ইন্ধনাদির জন্য (কাঁচা গাছ কাটিয়া ফেলা) দোষের নহে। "ক্রিয়ারম্ভঃ"=অন্ন পাক করা। কারণ "আত্মার্থে পাক হইবে না" এইভাবে নিষেধ রহিয়াছে। এইজন্য 'ক্রিয়ারম্ভ' শব্দটীর এইভাবে ব্যাখ্যা করা হইল। যেহেতু ঐভাবে 'ক্রিয়ারম্ভ' হইলে তাহার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ রহিয়াছে এইজন্য সে সম্বন্ধে একটী নিষেধ কল্পনা করিতে হয়। কারণ, যাহা নিষিদ্ধ নহে তাহার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ বচনও রহিয়াছে "নিন্দিত অর্থাৎ নিষিদ্ধ আচরণ করিলে প্রত্যবায় জন্মে"। তবে এখন যেভাবে নির্দ্দেশ করা হইতেছে তদনুসারে নিষেধ সিদ্ধ হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইতে পারে। আর তাহাতে কল্পনাগৌরবও হয় না। "নিন্দিতান্নাদনং"=নিষিদ্ধ অন্ন ভক্ষণ। আচ্ছা, পূর্ব্বে ত বলা হইয়াছে "নিন্দিত এবং অনাদ্য বস্তু ভক্ষণ করা পাপ"; সুতরাং ইহা আবার কিজন্য বলা হইতেছে? (উত্তর)—ইহা দ্বারা বিকল্প বোধিত হইতেছে। যদি উহার অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান হয় তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত; আর যদি কেবল একবারমাত্রই উহা করা হয় তাহা হইলে এখানকার এই বিধান অনুসারে ব্যবস্থা হইবে। ৬৩

(অধিকারী হইয়াও অগ্ন্যাধান না করা, সুবর্ণ ভিন্ন দ্রব্য চুরি করা, শাস্ত্রীয় ঋণত্রয় পরিশোধ না করা, বেদবিরোধী চার্ব্বাকাদি শাস্ত্র আশ্রয় করা এবং নৃত্যগীত দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা উপপাতক।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে, পুত্র জন্মিয়াছে, দ্রব্যসম্পন্নও হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় তাহার পক্ষে অনাহিতাগ্নিতা—অগ্ন্যাধান না করা প্রত্যবায়জনক। স্মৃতিকারগণের মতে শ্রৌত কর্ম্মের নিত্যতাবোধক যেসব শ্রুতি আছে তাহাই আধানের প্রয়োজক (যেমন অগ্নিহোত্রাদি; কিন্তু কাম্য-কর্ম্ম উহার প্রয়োজক নহে), কারণ ইহাতেও অবিশেষে (সমানভাবে) অধিকার বোধিত হইতেছে। আচ্ছা, আধানটী কিরূপে শ্রুতিপ্রযুক্ত (শ্রুতি উহার প্রয়োজক বলিয়া উহা শ্রুতিপ্রযুক্ত) হইয়া বিহিত হইতে পারে? ইহা কাহারও প্রকরণে উপদিষ্ট হয় নাই, সুতরাং (ইহার অভাবে ত) অন্য কোন আগম (বিধি) ব্যাহত হয় না? আধান স্বতই অগ্নি নিষ্পাদন করে বলিয়া অন্য কোন কর্ম্মবিধি দ্বারা ইহা প্রযুক্ত হয় না, কিন্তু ইহা স্বতই অধিকারস্বরূপ অর্থাৎ কর্ম্মান্তরস্বরূপ বা কর্ত্তব্যতাবোধক। কাজেই ইহা যে অধিকারান্তর প্রযুক্ত (কর্ম্মান্তর-বিধিপ্রযুক্ত) তাহা কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর), "আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিবে" এইরূপ বিধান থাকায় অগ্নি ঐ হোমাদি কর্ম্মান্তরে বিনিযুক্ত (সুতরাং অগ্নি ঐ কর্ম্মান্তরবিধিপ্রযুক্ত)। আবার আধান বিনা ঐ ত্রিবিধ অগ্নি নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং ঐ অগ্নিগুলি যদি কর্ম্মান্তরপ্রযুক্ত হয় তাহা হইলে আধানও ঐ কর্ম্মান্তরপ্রযুক্তই হইয়া থাকে, এইরূপ বলা হয়। (প্রশ্ন)—যদি এইরূপে অগ্নি নিষ্পাদনের জন্যই আধান হয় তাহা হইলে যাঁহারা আহিতাগ্নি তাঁহাদেরই ঐ আধানে অধিকার; সুতরাং অগ্নি না থাকিলে অর্থাৎ যাঁহারা আহিতাগ্নি নহে তাঁহাদের উহাতে অধিকার নাই। আবার যাবজ্জীবাদিবাক্যবিহিত কর্ম্ম যেমন নিত্যকর্ম্ম ঐ আধানটী সেরূপ নিত্যকর্ম্ম নহে (কারণ উহার নিত্যতাবোধক কোন বচন নাই)। সুতরাং অনাহিতাগ্নিতা দোষের হইবে কেন? যেহেতু বিহিত কর্ম্ম করা না হইলে তাহার জন্যই "বিহিত কর্ম্ম না করিলে" ইত্যাদি বচনে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান বলা হইয়াছে। (উত্তর)—"অগ্নি আধান করিবে" এই বচনে আধান বিহিত হইয়াছে বলিয়া উহা বিহিত কর্ম্ম; সুতরাং উহা না করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (প্রশ্ন)—সত্য বটে, ঐ বচনে আধান বিহিত হইয়াছে। কিন্তু উহা বিহিত হইলেও উহা ত স্বর্গফলক নহে কিংবা অন্য কোন কর্ম্মের অধিকার (কর্ত্তব্যতা) সম্পাদনার্থকও নহে। কিন্তু উহা অগ্নি নিষ্পাদন করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। আবার ঐ অগ্নিসকলেরও যে প্রয়োজন কি তাহা জানা আছে। সুতরাং সেইজন্য যাহার ঐ অগ্নি আবশ্যক সে ব্যক্তি ঐ আধানরূপ উপায় দ্বারা অগ্নি অর্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু অন্য ব্যক্তি তাহা করে না। সুতরাং ইহাতে বিহিত কর্ম্ম করা হইল না, এরূপ আশঙ্কা কোথায় যাহার জন্য সে লোক প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া পড়িবে? যদি কেহ সুবর্ণ অর্জ্জন না করে তাহার জন্য সে দোষগ্রস্ত হইবে কেন? (উত্তর)—ইহার উত্তরে বক্তব্য,—এই বচন হইতেই বুঝা যাইতেছে যে অধিকার (যোগ্যতা, যাহা প্রারম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে) থাকিলে অবশ্যই অগ্নি অর্জ্জন করা উচিত অর্থাৎ অগ্ন্যাধান করা কর্ত্তব্য।

"স্তেয়ম্"=পূর্ব্ববর্ণিত সুবর্ণাদি ছাড়া অন্য দ্রব্য চুরি করা। "ঋণানাং"="চতুর্ভিঃ (?) ঋণৈঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বচনে—("ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে"=তিন বিষয়ে ঋণী হইয়া থাকে ইত্যাদি শ্রুতি বচনে) যাহা বলা হইয়াছে তাহা না করাই ঋণ পরিশোধ না করা। "অসৎ শাস্ত্র"—যেমন, চার্ব্বাক, নির্গ্রন্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ—যেখানে বলা হইয়াছে 'বেদ প্রমাণ নহে, বেদবিহিত কর্ম্ম সফল হয় না' ইত্যাদি। "কৌশীলব্যং"=চারণত্ব, নর্ত্তকত্ব, গায়কত্ব। ৬৪

(ধান্য, লৌহ তাম্রাদি এবং পশু চুরি করা, মদ্যপায়িনী নারীর সহিত সংসর্গ করা, স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কে বধ করা এবং নাস্তিকতা করা—এগুলি উপপাতক।)

(মেঃ)—শণ প্রভৃতি সতর প্রকার (?) ধান্য। "কুপ্য"=লৌহ অথবা তাম্রনির্ম্মিত হাঁড়ী, কড়া প্রভৃতি। আচ্ছা, পূর্ব্ব শ্লোকে ত সাধারণভাবে স্তেয়টীকে ধরা হইয়াছে? তাহাতেই ত উহার নিষেধ বলা হইয়াছে? (উত্তর)—এপ্রকার শঙ্কার পরিহার হংস-জালপাদ নিষেধের দৃষ্টান্ত দিয়া আগেই ত বলা হইয়াছে। (ইহার পর এক পংক্তি অসংলগ্ন।) "মদ্যপ",—। ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির স্ত্রীর সহিত শয়ন এবং সংসর্গ। স্ত্রীবধ—ব্রাহ্মণী স্ত্রীবধও এখানে ধর্ত্তব্য। "নাস্তিক্য"; —পরলোক নাই, দানধর্ম্মাদিরও ফল নাই ইত্যাদি প্রকার চিন্তা ও উক্তি। ৬৫

(ব্রাহ্মণকে আঘাত করা, অঘ্রেয়—স্বাভাবিক দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ এবং মদ্য আঘ্রাণ করা, কুটিলতা এবং পুংমৈথুন—এইগুলি জাতিভ্রংশকর পাপ বলিয়া কথিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—ব্রাহ্মণের প্রতি "রুজঃ কৃত্যং"=দণ্ড কিংবা হস্তাদি দ্বারা শারীরিক পীড়া উৎপাদন। আচ্ছা, অঘ্রেয় বস্তুটী কি? কারণ বিশেষ বিশেষ বস্তু ভক্ষণ করিতে যেমন নিষেধ আছে সেভাবে কোন বস্তু ঘ্রাণ করিবার ত নিষেধ নাই? আর ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, যাহা অভক্ষ্য তাহা অঘ্রেয়; কারণ যাগাদির নিমিত্ত যে ঘৃতাদি গ্রহণ করা হয় তাহা অভক্ষ্য বটে কিন্তু অঘ্রেয় ত নহে? ইহার উত্তরে বক্তব্য লশুন, পলাণ্ডু, মনুষ্যবিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্য স্বভাবতঃ দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া উহাদের গন্ধ ছাড়ে; তাহাই এখানে 'অঘ্রেয়' পদের অর্থ। আর মদ্যের সহিত উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া অভক্ষ্য বস্তুরই গন্ধ গ্রহণ নিষিদ্ধ; কিন্তু পচা কাঠ প্রভৃতি অন্য কোন বস্তু পচিয়া গিয়া যে দুর্গন্ধ ছাড়ে তাহা নিষিদ্ধ নহে। "জৈহ্ম্য"=কুটিলতা, অন্তঃকরণ পরিষ্কার না থাকা—এক রকম বলে, অন্য রকম করে, মনে আবার আর এক রকম ভাব। ৬৬

(গাধা, ঘোড়া, উট, হরিণ, হাতী, ছাগল ও ভেড়া মারিয়া ফেলা এবং মৎস্য, সর্প ও মহিষ বধ করা, এগুলি সব 'সংকরীকরণ' পাপ বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—মৃগ=রুরু, পৃষত প্রভৃতি বনচারী পশু। ইভ=হস্তী। ইহাও (ছাগ ও মেষ) যদিও মৃগমধ্যে গণ্য তথাপি ইহারা বেশীর ভাগ গ্রামে থাকে বলিয়া পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। মীন=মৎস্য। অহি=সর্প। ৬৭

(নিষিদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে ধন গ্রহণ, নিষিদ্ধ বাণিজ্য, শূদ্রের সেবা-পরিচর্য্যা, এবং মিথ্যা কথা বলা—এগুলি 'অপাত্রীকরণ' পাপ বলিয়া জ্ঞাতব্য।)

(মেঃ)—নিন্দিত অর্থাৎ যাহাদের দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ সেই রকম শূদ্র এবং যাহারা পাপকর্ম্মা তাহাদের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ ধন গ্রহণ; কারণ যাহারা প্রত্যাদিষ্ট তাহাদের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করা নিষিদ্ধই হইয়াছে। ৬৮

(কৃমি, কীট ও পক্ষী বধ করা, মদ্যযুক্ত পাত্রের সহিত অবস্থিত বস্তু ভোজন করা, ফল, কাঠ, ফুল চুরি করা এবং ধৈর্য্য পরিত্যাগ করা—এগুলি 'মলাবহ' পাতক বলিয়া খ্যাত।)

(মেঃ)—'কৃমি' বলিতে যেসমস্ত ক্ষুদ্র জন্তু মাটীর উপর পড়িয়া থাকে। ঐ কৃমিজাতীয় জন্তুই একটু বড় হইলে তাহাদের বলা হয় কীট; ইহাদের কাহারও কাহারও পালক থাকে আবার কাহারও কাহারও তাহা থাকে না; যেমন মাছি, ফড়িং প্রভৃতি। "বয়ঃ"=পক্ষী—শুক, সারিকা প্রভৃতি। "মদ্যানুগত"=যাহাতে মদ্যের সংস্পর্শ (ছিটা) লাগিয়াছে অথবা মদ্যের সন্নিহিত থাকায় যাহাতে মদ্যের গন্ধ ছাড়িতেছে। "অধৈর্য্য"—চিত্তের অস্থিরতা, অতি অল্প মানসিক আঘাতেই মূর্চ্ছা। ৬৯

(বর্ণিত এই সাত প্রকার পাতক—মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর পাতক, সঙ্করীকরণ পাতক, অপাত্রীকরণ পাতক এবং মলাবহ পাতক—যেভাবে বর্ণিত হইল ঐগুলি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে যে যে ব্রতের দ্বারা অপগত হয় তাহা আপনারা সম্যক্‌রূপে অবগত হউন।)

(মেঃ)—প্রায়শ্চিত্তের যেগুলি নিমিত্ত সেগুলির বিষয় বলা হইল। ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইল ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিবার জন্য। অগ্রে যাহা বলা হইবে ইহা তাহারই সংক্ষেপত উল্লেখ। ৭০

(ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিবে। সে সর্ব্বদা হত ব্যক্তির অথবা অন্য কোন শবের মস্তক চিহ্নরূপে ধারণ করিবে এবং ভৈক্ষ দ্বারা জীবন-ধারণ করিবে; ইহাতে তাহার পাপশুদ্ধি হইবে।)

(মেঃ)—বর্ষা, রৌদ্র এবং শীত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তৃণ, পত্র প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত আশ্রয়স্থল 'কুটী' নামে কথিত হয়। "সমাঃ"=বৎসর। "ভৈক্ষাশী";—অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে আগে থেকে না ঠিক করিয়া সাত বাড়ী ভিক্ষা করা। "শবশিরঃ";—যে লোক নিহত হইয়াছে তাহার অথবা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির মস্তক; ধ্বজা করিয়া তাহাতে কাষ্ঠাদি দ্বারা নরমুণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাঁধিয়া দিয়া সকল সময় উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিবে—কেহ কেহ এইরূপ ব্যবস্থা বলেন। কিন্তু শব্দার্থবিৎ ব্যক্তিগণ ইহা অনুমোদন করেন না। কারণ, উহাকে 'শবশিরঃ' বলা হয় না। এস্থলে অন্য প্রকার বিধিও হইতে পারে—সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকিবে ইত্যাদি। ৭১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(অথবা যাহারা ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতেছে তাহাদের জ্ঞাতসারে—তাহারা জানিবে যে এ ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, তাহার পাপক্ষয় করিতে অভিলাষী—নিজ ইচ্ছায় তাহাদের লক্ষ্য হইবে—এইভাবে শরাদি বিদ্ধ হইয়া মৃত বা অর্দ্ধমৃত হইবে। অথবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে মাথা নীচু দিকে করিয়া তিন বার ঝাঁপ দিবে।)

(মেঃ)—যেখানে ধনুর্ধারী ব্যক্তিগণ যুদ্ধ করিতে সমবেত হইয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতেছে সেখানে তাহাদের অস্ত্রের লক্ষ্য (বেধ্য) হইবে। অথবা যুদ্ধকারী ব্যক্তিদের অস্ত্রাঘাত সকল (আমার শরীরে পড়ুক এই প্রকারে তাহা) পাইতে ইচ্ছা করিতে হইবে। তাহা প্রার্থনা করিতে হইবে "আত্মনঃ ইচ্ছয়া"=স্ব ইচ্ছায়;—। যদি অসাবধানতাবশতঃ যুধ্যমান ব্যক্তিদের মাঝখানে গিয়া নিহত হয় সেখানে নিজ বধ হইল বটে কিন্তু তাহাতে শুদ্ধি—ঐ পাতকমুক্তি ঘটিবে না (কারণ সেখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যু বরণ করা হয় নাই)। "বিদুষাম্",—ইহা দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। অথবা—উহার অর্থ—ধনুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের। অথবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে তিন বার ঝাঁপ দিবে। ৭২

(অশ্বমেধ যাগ করিবে অথবা স্বর্জিৎ গোসব যাগ করিবে কিংবা অভিজিৎ যাগ অথবা বিশ্বজিৎ যাগ করিবে অথবা ত্রিবৃৎ-স্তোমযুক্ত অগ্নিষ্টুৎ যাগ করিবে।)

(মেঃ)—যিনি জনপদের অধিপতি তাঁহারই অশ্বমেধ যাগে অধিকার। সেই অশ্বমেধ যাগে পূর্ব্বাদি দিক্ হইতে আহৃত (সংগৃহীত) স্বর্ণাদি দ্রব্য দক্ষিণা দিতে হয়। যাহারা আহিতাগ্নি নহে তাহাদের এই যাগে অধিকার নাই। আবার, ঐ যাগের জন্য যে অগ্ন্যাধান করা হইবে তাহাও সম্ভব নহে। কারণ প্রায়শ্চিত্তরূপে সাঙ্গ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্রবিধি; কিন্তু অগ্ন্যাধান কর্ম্মটী উহার অঙ্গ নহে। ৭৩

(অথবা মিতাহারী এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষয় করিবার নিমিত্ত কোন একটী বেদ পাঠ করিতে থাকিয়া শত যোজন পদব্রজে গমন করিবে।)

(মেঃ)—"মিতভুক্"=যাহাতে (যেরূপ ভোজনে) পরিতৃপ্ত না জন্মে। "নিয়তেন্দ্রিয়"= ব্রহ্মচারী অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ বর্জ্জিত হইয়া। ৭৪

(অথবা বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে। কারণ, ধন, গৃহ, বস্ত্র এবং পরিচ্ছদ এগুলি একজনের জীবনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ উহা দ্বারা জীবনদানই হয়।)

(মেঃ)—গো হিরণ্যাদি যাহা কিছু ধনসম্পত্তি আছে তৎসমুদয় দান করিবে। অর্থবাদ বলিতেছেন (এ সম্বন্ধে এইরূপ অর্থবাদ বলিয়া দিতেছেন), ধন একটী জীবনের পক্ষে সমর্থ অর্থাৎ বিনিময় হইতে পারে। সেই পরিমাণ ধন দান করা হইলে অপরকে একটী জীবনই দেওয়া হয়, ইহাই এখানে সাদৃশ্য বিবক্ষিত। গৃহ, বস্ত্র এবং পরিচ্ছদ। এখানে পরিচ্ছদ শব্দটী দ্বারা গৃহের উপকরণ ঘৃত, তৈল, ধান্যাদি, হাঁড়ী, কড়া প্রভৃতি, এবং লোহা, তামা, পিতল, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্তই বুঝাইতেছে। ৭৫

(অথবা হবিষ্যাশী হইয়া সরস্বতী নদীর প্রত্যেকটী স্রোত ধরিয়া যাইবে। অথবা সংযতাহারী হইয়া তিন বার বেদ সংহিতা পাঠ করিবে।)

(মেঃ)—'হবিষ্য' ইহার অর্থ মুনিজনের ভোজ্য নীবার প্রভৃতি এবং গ্রাম্য অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি। "প্রতিস্রোতঃ"=প্রত্যেকটী স্রোত ধরিয়া; সরস্বতীর যতগুলি স্রোত হইবে তাহা অনুসরণ করিবে। "নিয়তাহারঃ"=আহার নিবৃত্তি করিয়া। "বেদসংহিতাম্"=মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ,—তিন বার পাঠ করিবে। এই যে সমস্ত প্রায়শ্চিত্তগুলি বলা হইল ইহাদের কোন্‌টী কাহার পক্ষে কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা এইরূপ,—। বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণবধমাত্রেই দ্বাদশবার্ষিক ব্রতটী "শস্ত্র-যুদ্ধকারিগণের শস্ত্রের লক্ষ্য হইবে" ইত্যাদি বিধির সহিত বিকল্পিত হইবে অর্থাৎ ঐ দুইটী প্রায়শ্চিত্তের যে-কোন একটী করিলেই চলিবে। দ্বাদশ বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তটীতে মৃত্যু আশ্রয় করিবার বিধি নাই বটে তথাপি ঐ প্রায়শ্চিত্তটীর কিছুটা করা হইয়াছে এমন অবস্থায় যদি দৈবক্রমে মরণ ঘটে তাহা হইলে ঐ পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ হইবে না, কাজেই পাপনিবৃত্তিও হইবে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার প্রায়শ্চিত্তটীতে সঙ্গে সঙ্গেই পাপমুক্তি হইয়া থাকে। আবার শস্ত্রবিদ্ধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়াও কখন কখন না মরিতেও পারে। (সুতরাং তাহা হইলে ইহাও বিফল হয়)। এইজন্য এরূপ স্থলে প্রথম বর্ণিত প্রায়শ্চিত্তটী ইচ্ছাবিকল্পরূপে ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে। নিহত ব্যক্তিটী যদি শ্রোত্রিয়ত্বাদিযুক্ত হয় তাহা হইলে সেরূপ স্থলে অগ্নিতে প্রবেশ করা বিধি। ঐ অগ্নিও আবার সাধারণ অগ্নি নহে, কিন্তু সবন গুণযুক্ত অর্থাৎ সোমযাগীয় অগ্নি হইবে। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তির তিন অবস্থা—দেহত্যাগ, শস্ত্রের দ্বারা শরীর খণ্ডবিখণ্ড করা এবং সবন অর্থাৎ সোমযাগ,—এইরূপ বর্ণিত আছে। প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ হইতে পারে না। কারণ এক জন্মে দুইবার মরণ সম্ভব নহে। কাজেই মরণ যন্ত্রণা সদৃশ যন্ত্রণা অনুভব করিলে দুই বার মরণ হইয়াছে বলা যায়। আবার দ্বাদশ বৎসরব্যাপী প্রায়শ্চিত্তেরও দ্বৈগুণ্য বিধান ব্যবস্থা দেওয়া সংগত নহে। কারণ এমন কে দেবচরিত্র ব্যক্তি আছেন যিনি চব্বিশ বৎসর ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকিবেন? আবার এক বৎসর পরেই যদি মরণ ঘটে তাহা হইলে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। আর যে অশ্বমেধ যাগের কথা বলা হইয়াছে উহাও ত্রৈবর্ণিকের পক্ষেই ব্যবস্থা, যদি তাহা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। উহা পূর্ব্বোক্ত অপরাপর প্রায়শ্চিত্তগুলির সহিত বিকল্পিত হইবে। 'গোসব' প্রভৃতি যে যজ্ঞগুলির কথা বলা হইল—যেস্থলে হননকারী মহাগুণবান্ এবং তাহা কর্ত্তৃক অজ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করা হইয়াছে, সেরূপ স্থলে ঐগুলির কোন একটী প্রায়শ্চিত্ত হইবে। শত যোজন পদব্রজে গমন—ইহাও নির্গুণ ব্রাহ্মণকে বধ করা হইলে উক্ত প্রকার গুণবান্ ব্যক্তির পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত। পরবর্ত্তীগুলির সম্বন্ধেও এইভাবে ব্যবস্থা হইবে। "ত্রিবৃতা অগ্নিষ্টুতা" এস্থলে সমানাধিকরণে (বিশেষ্য বিশেষণভাবে) প্রয়োগ হইয়াছে। "স্বর্জ্জিতা গোসবেন" ইহাও ঐরূপ প্রয়োগ। 'অভিজিৎ' এবং 'বিশ্বজিৎ' এ দুটী স্বতন্ত্র দুইটী প্রায়শ্চিত্ত। ৭৬

(অথবা কেশশ্মশ্রু ছেদন করিয়া গো এবং ব্রাহ্মণের হিতসাধনপরায়ণ হইয়া গ্রামসমীপে, গোশালায় কিংবা আশ্রমের বৃক্ষমূলে বাস করিতে থাকিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতেরই ইহা বিশেষ প্রকার, ইহাতে কিছু বৈকল্পিক ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে কেশশ্মশ্রু বপনটী নূতন বলা হইল। আশ্রমবৃক্ষমূলে, ইহাও কুটীরবাসের সহিত বৈকল্পিক। আচ্ছা, ইহা পূর্ব্বে কুটীরবাস বিধানের স্থলেই বলা হইল না কেন? ইহার ব্যাখ্যাকল্পে প্রাচীনগণ এইরূপ বলিয়াছেন, দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তটীর অধিকার এখনও চলিতেছে, কাজেই ইহা পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া যেন মনে করা না হয়। যদি স্বতন্ত্র হয় তাহা হইলে অন্য স্থলে ইহার প্রাপ্তি হইতে পারে। বস্তুতঃ যাহা যেরূপে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা সেভাবে সমাপ্ত না করিলে দোষ হয়, ইহা শাস্ত্রমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা পৃথক্‌ভাবে বলা হইয়াছে তাহা পৃথক্ কর্ম্ম হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি তাহার মধ্যে একটীর অনুষ্ঠান করিবে। ৭৭

(মরণফলক বিপদে পতিত ব্রাহ্মণ কিংবা গরুকে রক্ষা করিতে গিয়া ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি যদি প্রাণত্যাগ করে তাহা হইলে তাহাতেই ঐ গোব্রাহ্মণের রক্ষক ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।)

(মেঃ)—যদি গোব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিতে না-ও পারে তথাপি প্রাণত্যাগ করিলেই তাহার পাপমুক্তি হইবে। আর যদি গোব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিতে পারে তাহা হইলে প্রাণত্যাগ না করিলেও পাপমুক্ত হইবে। ৭৮

(ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব যেখানে দস্যুতে লইয়া যাইতেছে সেখানে কমপক্ষে তিন বার তাহাদিগকে বাধা দিলে কিংবা সেই সর্ব্বস্ব তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ফিরাইয়া আনিলে অথবা সেই সর্ব্বস্বনাশের দুঃখে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত ব্রাহ্মণকে সেই পরিমাণ অর্থ দিয়া প্রাণে বাঁচাইলেও ব্রহ্মঘাতী পাপমুক্ত হয়।)

(মেঃ)—"প্রতিরোদ্ধা"—শস্ত্র লইয়া বাধা দিলে, কিংবা যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইলে। "ত্র্যবরং",—কমপক্ষে তিন বার যুদ্ধ করা হইলে সেই ব্যক্তি পাপমুক্ত হয়, রক্ষা করিতে না পারিয়া যদি মারা যায় তাহা হইলেও পাপমুক্ত হইবে। "সর্ব্বস্বমবজিত্য",— দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ধনসম্পৎ যদি ফিরাইয়া আনে তাহা হইলে পাপমুক্ত হইবে। আচ্ছা, আগে ত বলাই হইল "গোব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা" ইত্যাদি? (উত্তর)—তাহা ঠিক। তবে সেখানে এই কথা বলা হইয়াছে যে, কোন প্রাণীর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া অথবা অন্য কোন শারীরিক ব্যাপারে (দৌড়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দিতে গিয়া) যদি গরু পাঁকে পুতিয়া যায় কিংবা সেটীকে দস্যুতে লইয়া যাইতে থাকে; এইরূপ, কোন ব্রাহ্মণ যদি শত্রু কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃত হইতে থাকে, কিংবা নদীর স্রোতে বেকায়দায় পড়িয়া ভাসিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের রক্ষা করিলে পাপমুক্ত হয়। আর এখানে এই কথা বলা হইতেছে যে, দস্যু কর্ত্তৃক ধন অপহৃত হইতে থাকিলে তাহাতে অভিভূত হইয়া যদি ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয় কিংবা দস্যুগণের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে থাকে সেরূপ অবস্থায় সেই ব্রাহ্মণকে 'আপনি মরিবেন না, আমি আপনাকে এই পরিমাণ ধন দিব' এইভাবে আশ্বস্ত করিয়া সেই পরিমাণ ধন দিয়া দিলে মুক্তিলাভ করিবে। ৭৯

(এইভাবে নিত্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রচিত্তে দ্বাদশ বৎসরকাল ব্রতপরায়ণ হইয়া থাকিলে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর করা যায়।)

(মেঃ)—এই বচনটী হইতে জানা যাইতেছে যে প্রথমে যে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের বিষয় বলা হইয়াছে তাহা এইখানে সমাপ্ত হইল। "দৃঢ়ব্রত" এবং "সমাহিত" এই দুইটী পদ পাদপূরণে। ইহা পূর্ব্বের উপসংহার শ্লোক। ৮০

(যেখানে অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে রাজারা সব সমবেত হইয়াছেন সেইখানে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণের নিকট নিজ পাপের কথা বলিয়া ঐ যজ্ঞের 'অবভৃথ' নামক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবার সময়ে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়।)

(মেঃ)—এক্ষণে শেষ প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলা হইতেছে। "স্বম্ এনঃ"=নিজ দোষ "শিষ্টা"= খ্যাপন করিয়া "ভূমিদেবানাং"=ব্রাহ্মণগণের "নরদেবৈঃ"=ক্ষত্রিয়গণের সহিত সমাগম ঘটিলে,—। ক্ষত্রিয় যজমান (অশ্বমেধ যাগকারী) এবং ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণ—এইভাবে উভয় নিষ্পাদিত অশ্বমেধে 'অবভৃথ' নামক কর্ম্মকালে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হয়। কাহারও কাহারও মতে, পূর্ব্বে যখন দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের উপসংহার করা হইয়াছে তখন এটী স্বতন্ত্র একটী প্রায়শ্চিত্ত, ইহা পূর্ব্বের সহিত বৈকল্পিক হইবে। আবার অন্য কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত গো-ব্রাহ্মণ পরিত্রাণ করাটী যেমন ঐ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের মধ্যে পড়ে এটীও সেইরূপ ঐ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতেরই সমাপ্তির অবধি অর্থাৎ ইহাও উহার মধ্যে গণ্য হইবে; কারণ, পূর্ব্বে যেমন বৈকল্পিকভাবে নির্দ্দেশ করা হইতেছিল ইহাও সেইরূপ বৈকল্পিকভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন সরস্বতীর স্রোত ধরিয়া যে যাইবার কথা বলা হইয়াছে সে পক্ষে কোন পক্ষ (?) অথবা প্রস্রবণের নিকট উপস্থিত হইলে উঠিয়া পড়া যায়। তবে আমরা এস্থলে এইরূপ বলি, এই 'অবভৃথ স্নানরূপ প্রায়শ্চিত্তটী স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্তও হইতে পারে, কারণ পূর্ব্বটীর উপসংহার বলা হইয়া গিয়াছে। আবার ইহা পূর্ব্বের (দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতেরও) আনুষঙ্গিকও হইতে পারে; কারণ বৈকল্পিক পক্ষগুলির মধ্যে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই ইহা উভয় প্রকারই হইবে। ৮১

(ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের মূল—ধর্ম্মবৃক্ষের গোড়া এবং ক্ষত্রিয় হইতেছে উহার অগ্র অর্থাৎ ধর্ম্মবৃক্ষের ডগা। অতএব যে সময়ে এই মূল এবং অগ্রের মিলন হয় তখন তাঁহাদের নিকট নিজ দোষ খ্যাপন করিয়া শুদ্ধ হওয়া যায়।)

(মেঃ)—অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমান ক্ষত্রিয় এবং ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণের মিলনকালে নিজ দোষ খ্যাপন করা উচিত, ইহাই এখানে অর্থবাদটীর তাৎপর্য্য। ৮২

(ব্রাহ্মণ নিজ জন্মনিমিত্তই দেবগণেরও দেবতাস্বরূপ, সকল লোকের নিকট প্রমাণস্বরূপ; বেদধারণ এবং তাহার অর্থ নিরূপণ ব্রাহ্মণের অধীন, ইহাই এস্থলে একমাত্র কারণ।)

(মেঃ)—প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তির 'পরিষৎ' সমীপে গমন করা কর্ত্তব্য। এবং পরিষদের পূজা—সম্মানার্হ নিয়ম অবলম্বন করা উচিত। সেই পরিষৎ আবার এইরূপ হইতেছে, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এইটী এবং পরবর্ত্তী শ্লোকটী বলা হইতেছে। জন্মক্রমেই ব্রাহ্মণ দেবগণেরও দেবতা এবং মনুষ্যমধ্যে 'প্রমাণ' অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য; যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করা যায় সেইরূপ ব্রাহ্মণের বচনেও নির্ভর করা যায়। ব্রাহ্মণের কথায় কেহ সংশয়ও করে না। ইহার কারণ হইতেছে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ। ব্রাহ্মণ বেদার্থজ্ঞ; কাজেই তদনুসারে তিনি অদৃষ্ট বিষয়ের যে উপদেশ দেন তাহা লোকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে। ৮৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অন্তত তিন জন বেদবিৎ পাপশুদ্ধির জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করেন তাহাই শুদ্ধি সম্পাদন করিবে। কারণ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের বাণী পবিত্র।)

(মেঃ)—প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তির পক্ষে যে পরিষদের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য তাহাই এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে। সেই পরিষদের লক্ষণ এইরূপ,—'তিন জন বেদবিৎ ব্রাহ্মণের সমষ্টি হইবে পরিষৎ'। আচ্ছা, পরিষৎ সম্বন্ধে ত আচার্য্য স্বয়ং এইরূপ বলিবেন, 'কমপক্ষে দশ জন লইয়া হইবে পরিষদ্' অথবা 'বিদবিৎ ব্যক্তি একজন হইলেও তিনি ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিবেন'। (উত্তর)—এখানে পুরুষের দশ সংখ্যা বলা হইতেছে যে তাহা নহে, কিন্তু পরিষদের যে সমস্ত গুণ আছে তাহারই সংখ্যা দশ হইবে। এইজন্য 'ত্রৈবিদ্য, হেতুকুশল, তর্কনিপুণ' ইত্যাদি প্রকারে পরিষদের গুণসকলই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর "অন্তত একজন বেদবিৎ থাকিবেন" ইত্যাদি বচনে ইহা স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, হেতু-(যুক্তি)-কুশলত্ব প্রভৃতি অন্যান্য গুণগুলি না থাকিলেও কেবলমাত্র বেদজ্ঞতা নিবন্ধনই 'বেদবিৎ পরিষৎ' হইবে। তবে এখানে এই শ্লোকটীতে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তথাপি এখানে কেবল 'বেদবিৎ' এইরূপ নির্দ্দেশ থাকিলেও হেতু-(যুক্তি)কুশলত্বাদি গুণও ধর্ত্তব্য হইবে। কারণ তাহা না হইলে কেবলমাত্র বেদবিত্ত্বই শিষ্ট পরিষদের লক্ষণ হইতে পারে না অর্থাৎ কেবল বেদবিৎ ব্যক্তিকে লইয়া যে পরিষৎ তাহা 'বেদবিৎ-পরিষৎ' বটে কিন্তু তাহা শিষ্টপরিষৎ নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরিষৎ নিরূপণ প্রসঙ্গেই করা যাইবে। আচ্ছা, যুক্তিকুশলতা প্রভৃতি গুণ না থাকিলে যদি বেদবিৎ হওয়া না যায় তাহা হইলে "একজনও বেদবিৎ" এরূপ বলা হইল কেন? (উত্তর)—অন্য গুণগুলি না থাকিলেও বেদবিত্ত্বরূপ গুণটী থাকা আবশ্যক, ইহা বলিয়া দিবার জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে, এ কথাও সেই স্থলেই বলিয়া দিব। অতএব প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তি, যেখানে উক্তপ্রকার তিন জন ব্যক্তি সমবেত আছেন সেখানে তাঁহাদের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে। কারণ, একজনের ভুলভ্রান্তি এবং অনবধান হওয়া সম্ভব। ঐ প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তি যদিও বিদ্বান্ হন (প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদিও তাঁহার জানা থাকে) তথাপি অদৃষ্ট হেতু (পুণ্য হেতু) তাঁহার পরিষদের নিকট যাওয়া কর্ত্তব্য। এইজন্য বলিতেছেন "বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের মুখনিঃসৃত বাণী পবিত্র (পুণ্য)স্বরূপ"। আচ্ছা, পরিষদ্গমনই যদি সকল স্থলে কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে রহস্য-প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া ত কিছু থাকে না। কারণ, যাহা কাহারও বিদিত নহে তাহাকেই বলে 'রহস্য'। বিদিত হইলে ত পরিষদ্গমনই কর্ত্তব্য। এইজন্যই ত বলা হইয়াছে "পাপের কথা প্রচার করিয়া, অনুতাপ করিয়া" ইত্যাদি। এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, ইহার বিষয় হইতেছে কল্পনা অর্থাৎ বিচার বিবেচনা করিয়া যে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিয়া বলিতে হয়—ব্যবস্থা দিতে হয় তাহারই সম্বন্ধে এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে—পরিষদ্গমন কর্ত্তব্য। এইজন্য বলা হইয়াছে "পাপের গুরুত্ব এবং পাপকারীর শক্তি বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা কর্ত্তব্য";—যে সমস্ত পাপের নিষ্কৃতি (প্রায়শ্চিত্ত) পৃথক্ পৃথক্ভাবে বলা হয় নাই সেরূপ স্থলে ঐভাবে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হয়। এরূপ স্থলে তিন জন বেদবিৎ যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবেন, ব্যবস্থা দিবেন তাহা মানিয়া লইতে হইবে। ৮৪

(ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের যে সকল ব্যবস্থা বলা হইল ইহার যে-কোন একটী একাগ্রমনে অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ দূর করিতে পারিবে।)

(মেঃ)—সর্ব্বপ্রকার ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের উপসংহাররূপে এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। এখানে যদিও 'বিপ্র' এই কথাটী বলা হইয়াছে তথাপি ইহা দ্বারা সকল বর্ণের লোকই লক্ষিত হইয়াছে। "ব্যপোহতি"=দূর করে। "আত্মবত্তয়া" ইহার অর্থ আত্মজ্ঞানরূপে ; শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে 'ইহা এইরূপ' এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় ব্যক্তিকে এখানে 'আত্মবান্' বলা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তির ইহাই দৃঢ় ধারণা যে 'শাস্ত্রার্থ অন্যথা হইতে পারে না'। ৮৫

(গর্ভস্থ সন্তান স্ত্রী কি পুরুষ তাহা যেখানে জানা যায় না তাদৃশ গর্ভবধ করিলে—অর্থাৎ ভ্রূণ হত্যা করিলে, কিংবা যজ্ঞকর্ম্মে ব্যাপৃত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অথবা 'আত্রেয়ী' নারী ইহাদের বধ করিলে ঐ পূর্ব্বোক্ত ব্রতই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—'গর্ভ' বলিতে এখানে ব্রাহ্মণ জাতীয় গর্ভই বোধিত হইতেছে। যদি কাহারও দ্বারা গর্ভপাত করান হয়। "অবিজ্ঞাতং"=স্ত্রী অথবা পুরুষ ইহাদের কোন লক্ষণ যেখানে জানা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যায় নাই। যদি তাহা জানা যায় তাহা হইলে স্ত্রী অথবা পুরুষ যেরূপ জানা যাইবে সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আচ্ছা, স্ত্রীলোকটীকে বধ না করিলে তাহার গর্ভ বধ করা কিরূপে সম্ভব? (উত্তর)—ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া গর্ভপাত করানকেই বলা হয় গর্ভবধ। "এতদেব"=ইহাই; এইরূপে এখানে এক বচনের প্রয়োগ থাকায় এখানে সন্নিহিত যে 'দ্বাদশবার্ষিক ব্রত' তাহাই বোধিত হইতেছে,—ইহা দ্বারা তাহারই অতিদেশ করা হইতেছে, ইহা কেহ কেহ বলেন। আবার অন্য কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, "এতৎ"—ইহা দ্বারা সাধারণভাবে শুদ্ধিকারণকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কাজেই এস্থলে পূর্ব্বোক্ত সব কয়টী প্রায়শ্চিত্তেরই অতিদেশ বুঝাইতেছে। "ঈজান ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য"; 'ঈজান' এস্থলে যদিও অতীতকাল বোধক 'কানচ্' প্রত্যয় রহিয়াছে তথাপি অতীতকালরূপ অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে; কিন্তু উহার অর্থ 'যজমান' অর্থাৎ যাহারা যাগ করিতেছে। এ সম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে "সোমযাগানুষ্ঠানে ব্যাপৃত রাজন্য এবং বৈশ্য"। অতএব যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সোমপান (সোমযাগ) আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের বধ করা হইলেই এই বিধান, কিন্তু যাহারা দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগে ব্যাপৃত তাহাদের বধে এ নিয়ম নহে। বস্তুতঃ যেরূপ লিঙ্গদর্শন (জ্ঞাপক বচন) রহিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যে-কোন যাগে নিরত থাকিলেই হইল; সেরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বধে উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন "ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াই যাগ করিতে থাকে" ইত্যাদি।

"আত্রেয়ীং স্ত্রিয়ম্"=অত্রিগোত্রসম্ভূতা নারী। যদিও যেখানে জাতি বুঝায় সেখানে স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষেই অর্থ বোধিত হইয়া থাকে, কাজেই ব্রাহ্মণবধ নিষিদ্ধ হইলে ব্রাহ্মণীবধও নিষিদ্ধ হইয়া যায় (সুতরাং অত্রিগোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী উভয়ই বোধিত হইয়া থাকে) তথাপি অন্য গোত্র নিবৃত্তির জন্য 'আত্রেয়ী'র উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই অন্য গোত্রীয় নারী ব্রাহ্মণী হইলেও তাহাকে বধ করিলে তাহা উপপাতকই হইবে (কিন্তু অনুপাতক হইবে না)। এইজন্য বচন রহিয়াছে "স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়কে বধ করা হইলে" ইত্যাদি। আর, পরবর্ত্তী বচনটীতে যে 'স্ত্রী ও সুহৃদ্ বধে' এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে উহাও চারিবর্ণের স্ত্রীবধেই প্রয়োজ্য। তবে কথা এই যে, অধমজাতীয় স্ত্রীবধে বিকল্পিতভাবে উপপাতক এবং মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ঐ নারীর স্বামীর গুণবত্তা কিংবা তাহার নিজের গুণবত্তা অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের বিকল্প হইবে; এইরূপ ইচ্ছাপূর্ব্বক বধ করিলে কিংবা অনিচ্ছাকৃত বধ হইলে ঐ বিকল্প হইবে। অথবা যে নারীর সন্তান স্তন্যপ কিংবা অতি শিশু—তাহার মাতা বিনা জীবনধারণ অসম্ভব সেরূপ স্থলে বিজাতীয় স্ত্রীবধেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। অথবা ব্রাহ্মণের ভার্য্যা নিরপরাধা, কিন্তু তাহার স্বামী তাহার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত, কোন নিমিত্তবশত তাহাকে সরাইয়া রাখা হইয়াছে; কিন্তু সে নিজ সচ্চরিত্রতা রক্ষা করিতেছে, কোন পুরুষের সহিত মিলিত হয় না; তাহাকে বধ করিলেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এই সমস্ত উৎপ্রেক্ষা করিয়া "স্ত্রী-সুহৃদ্‌বধম্" এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য স্থলে "স্ত্রী শূদ্র" ইত্যাদি বচন অনুসারে ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু 'আত্রেয়ী' বধে কোন বিকল্প প্রায়শ্চিত্ত নাই। কেহ কেহ বলেন 'আত্রেয়ী' শব্দটীর অর্থ ঋতুমতী নারী; কারণ, এখানে গর্ভ-বধের সঙ্গে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। "ভ্রূণহা এবং আত্রেয়ী হন্তা পতিত হয়"। 'ভ্রূণহা' ইহার অর্থ ব্রাহ্মণবধকারী; কাজেই সেও ব্রাহ্মণীই হইবে। "অত্র"=এখানে অর্থাৎ জঠরে অবশ্য গর্ভ বহন করা হইবে—এইজন্য তাহাকে বলা হয় 'আত্রেয়ী'। যদিও এ প্রকার বৃত্তিতে তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিধান ব্যাকরণ স্মৃতিতে নাই তথাপি এই প্রকার প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া উহাও স্বীকার করা হয়। ৮৬

(গুরুতর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়া যদি কেহ মিথ্যা কথা বলে, গুরুর নামে মিথ্যা কুৎসা করে, গচ্ছিত রাখা জিনিষ যদি অপহরণ করে অর্থাৎ অস্বীকার করে, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের স্ত্রীবধ করে এবং ব্রাহ্মণভিন্নজাতীয় সুহৃৎ বধ করে তাহা হইলে ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।)

(মেঃ)—হিরণ্য, ভূমি প্রভৃতি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়া কিংবা যেখানে কাহারও বধ (প্রাণদণ্ড) হইবার সম্ভাবনা তথায় অথবা নরহত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্যদানকালে মিথ্যা কথা বলিলে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। কারণ ইহাতে "ভঞ্জতাম্"=ভঙ্গকারীদের ইত্যাদি বচনে ঐ দোষটীকে গুরুতর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অপরাপর স্থলে দোষের গুরুত্ব-লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা উচিত। "প্রতিরব্ভ",—পূর্ব্বে "গুরুর অলীক নির্ব্বন্ধ" ইত্যাদি স্থলে যাহা বলা হইয়াছে এই প্রতিরম্ভও তাহাই; ক্রোধপূর্ব্বক গুরুর প্রতি উপদ্রব করা। "নিক্ষেপ"=গচ্ছিত রাখা বস্তু।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এস্থলেও এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে—ঐ বস্তুটী কি দরিদ্রের অথবা ধনবান্ ব্যক্তির, কিংবা কোন অধম লোকের অথবা ব্রাহ্মণজাতীয় কাহারও;—এইসব বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। বস্তুতঃ যেস্থলে এক রকম মাত্র প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্দেশ আছে সেখানে কল্পনা করিবার প্রসঙ্গ কোথায়? যেমন নির্দ্দেশ আছে সেইরূপই ব্যবস্থা দিতে হইবে। এখানে, মিথ্যা-সাক্ষ্য দেওয়া এবং গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ করার কোন লঘু প্রায়শ্চিত্ত উল্লিখিত হয় নাই। সুরাপানের যে প্রায়শ্চিত্ত পরে বলা হইতেছে তাহাও ইহারই তুল্য গুরুতর। "শক্তিং চাবেক্ষ্য"="প্রায়শ্চিত্তকারীর শক্তিসামর্থ্য বিবেচনা করিয়া" ইত্যাদি বচনে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও যেখানে পৃথক্‌ভাবে প্রায়শ্চিত্ত বলা হয় নাই সেই প্রকার দোষস্থলে ব্যবস্থা। ৮৭

(ব্রহ্মহত্যার এই যে প্রায়শ্চিত্ত বলা হইল ইহা অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণবধ করা হইলে সেই স্থলে প্রয়োজ্য। কিন্তু কেহ যদি জ্ঞানতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণকে বধ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইহা প্রায়শ্চিত্ত বিধান নহে, কিন্তু অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।)

(মেঃ)—"প্রমাপ্য" ইহার অর্থ বধ করিয়া। "নিষ্কৃতি"=প্রায়শ্চিত্ত। পূর্ব্বেই এই শ্লোকটীর অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তের গুরুত্ব প্রতিপাদন করা ইহার তাৎপর্য্যার্থ। ৮৮

(ব্রাহ্মণ যদি মোহবশতঃ সুরাপান করে তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহাকে অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত সুরা পান করিতে হইবে। তাহাতে তাহার শরীর নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে তবে সে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।)

(মেঃ)—এখানে যে 'দ্বিজ' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণকেই বুঝান হইতেছে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে "ব্রাহ্মণ সুরা পান করিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গে উত্তপ্ত সুরা ঢালিয়া দিবে"। এখানে "মোহাৎ" এটী অনুবাদস্বরূপ। "অগ্নিবর্ণাং",—এখানে 'বর্ণ' শব্দটী দ্বারা সামান্য (সমানতা অর্থাৎ অগ্নির সমান উত্তপ্ত) এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। এইজন্যই বলিয়াছেন "শরীর নির্দ্দগ্ধ হইলে মুক্ত হইবে"। ৮৯

(অথবা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত গোমূত্র, জল, দুগ্ধ, ঘৃত কিংবা গোময়জল ততক্ষণ খাইতে থাকিবে যতক্ষণ না মরণ হয়।)

(মেঃ)—ইহার অপর প্রায়শ্চিত্ত; এই গোমূত্রাদিও অগ্নিসদৃশ উত্তপ্ত হইবে। গোমূত্র প্রভৃতি ঐ বিশেষ বিশেষ দ্রব্যগুলি নির্দ্দেশ করিবার কারণ এই যে অন্য প্রকারে মৃত্যু বরণ করিলে চলিবে না। 'সুরা' বলিতে পৈষ্টী সুরা অর্থাৎ তণ্ডুলপিষ্ট নির্ম্মিত (ধেনো) সুরাই বুঝাইতেছে; কারণ 'সুরা' শব্দের উহাই মুখ্য অর্থ; অন্য প্রকার মাদক দ্রব্যকে যে সুরা বলা হয় তাহা গৌণ প্রয়োগ। ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত। কারণ অগ্রে আচার্য্য স্বয়ং বলিয়া দিবেন "অজ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিলে পুনরায় সেই ব্রাহ্মণকে উপনয়ন সংস্কার করিলে তবে শুদ্ধ হইবে"। 'অগ্নিবর্ণ' ইহার অর্থ অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইজন্য বলিয়াছেন "আ মরণাৎ"=যতক্ষণ না মরণ হয়। ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীলোকদের পক্ষেও সুরাপান নিষিদ্ধ। এইজন্য বশিষ্ঠস্মৃতিতে বলা হইয়াছে "ঐ সুরা দ্বারা ব্রাহ্মণী 'সুরাপী' হইয়া পড়ে। সেই সুরাপী নারীকে দেবগণ পতিলোকে লইয়া যান না। সেই ক্ষীণপুণ্যা নারী ইহজগতেই সূক্ষ্ম শরীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। এবং পরে জলে জলভুক্ হইয়া জন্মে" ইত্যাদি। ৯০

(অনিচ্ছাপূর্ব্বক সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণ লোমনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া জটাধারণপূর্ব্বক মদ্যপানের পাত্রটী ধারণ করিয়া এক বৎসর কাল প্রতিদিন একবার মাত্র রাত্রিকালে তণ্ডুলকণা অথবা খৈল ভক্ষণ করিয়া থাকিবে; তবে তাহার ঐ সুরাপানজনিত পাপের শুদ্ধি হইবে।)

(মেঃ)—জীবনসংশয় স্থলে ঔষধরূপে যে সুরাপান তাহারই এই প্রায়শ্চিত্ত; অন্য কেহ খাওয়াইয়া দিলেও ইহা করিতে হইবে। আর অজ্ঞানপূর্ব্বক যদি উহা পান করা হয় তাহা হইলে 'তপ্তকৃচ্ছ্র' করিয়া পুনরায় সংস্কার কর্ত্তব্য, ইহা অগ্রে বলা হইবে। কেহ কেহ বলেন,—গৌড়ী এবং মাধ্বী এই দুইটী মাদক দ্রব্যকে এখানে গৌণভাবে সুরা বলিয়া দিয়া তাহা পান করিলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে, "যাহা সুরা নহে তাদৃশ মদ্য পান করিলে একাধিকবার চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য"। "সকৃৎ"=একবার মাত্র; ইহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তণ্ডুলকণা এবং পিণ্যাক (খইল) উভয় স্থলেই প্রয়োজ্য। "নিশি"=নিশাকালে। "বালবাসাঃ", —গোলোম, ছাগলোম প্রভৃতি হইতে নির্ম্মিত বস্ত্র। "জটী",—শিখা অথবা অন্য কেশ জটা হইয়া যাইবে। "ধ্বজী",—মদ্যের ঘটিকা প্রভৃতি পাত্র সর্ব্বদা ধ্বজা অর্থাৎ চিহ্নরূপে থাকিবে। ৯১

(সুরা হইতেছে অন্নের মলস্বরূপ; আবার পাপকে মল বলা হয়। এই কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহাদের পক্ষে সুরাপান করা কর্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—'অন্ন' বলিতে অদন (ভক্ষণ) ক্রিয়ার কর্ম্মকে বুঝায় বটে অর্থাৎ যাহা কিছু অদন (ভক্ষণ) করা হয় তাহাকেই অন্ন বলা যায় বটে তথাপি ব্রীহি প্রভৃতি হইতে নিষ্পন্ন ভাত, ছাতু, পিঠা (রুটি) প্রভৃতি অর্থেই উহা খুব বেশী প্রয়োগ হইয়া থাকে। এইজন্য "অন্নের সহিত ব্যঞ্জন" এই প্রকার ভেদবোধক প্রয়োগও সংগত হয়, (অন্যথা অন্ন এবং ব্যঞ্জন উভয়ই অদনীয় বলিয়া উভয়ই অন্ন হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে ঐ প্রকার ভেদমূলক প্রয়োগ সংগত হয় না)। অতএব সুরা যখন তন্ডুলপিণ্টের বিকার অর্থাৎ তাহা হইতে প্রস্তুত তখন উহাকেও 'অন্ন' বলা যায় তখন "অন্নানাং মলম্"= ইহা অন্নের মল, এইরূপ বলায় 'পৈষ্টী' সুরাই যে নিষিদ্ধ ইহা তাহারই জ্ঞাপক। ইহা যে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পক্ষেই নিষিদ্ধ তাহা বোধিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের কাহারও পৈষ্টী সুরা পান করা কর্ত্তব্য নহে। বস্তুতঃ উহাই মুখ্য 'সুরা'; গৌড়ী এবং মাধ্বী মুখ্য সুরা নহে। তবে সীধু (গৌড়ী) এবং মাধ্বীক সুরা পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত যত গুরু হইবে, অরিষ্ট প্রভৃতি অপরাপর মাদক দ্রব্য পান করিলে তত গুরু প্রায়শ্চিত্ত নহে। এখানে (মূলশ্লোকে) 'মল' শব্দটীর অর্থ পাপ্ম (পাপ) এইরূপ যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ইহা দ্বারা অধিক নিন্দাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও এটী প্রায়শ্চিত্তের প্রকরণ তথাপি বাক্যের বিনিয়োজকতা অনুসারে ইহা সুরাপানবিষয়ক নিষেধ বুঝিতে হইবে। আর ইহা স্বতন্ত্র একটী বাক্য; এইজন্য ইহা অর্থবাদ নহে। ৯২

(গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী এই তিন প্রকার সুরা। ইহার মধ্যে একটী যেমন তিন বর্ণের কাহারও পেয় নহে ব্রাহ্মণের পক্ষে সেইরূপ ঐ সব কয়টীই পেয় নহে।)

(মেঃ)—গুড় হইতে যাহা প্রস্তুত হয় তাহা গৌড়ী। যাহারা ইক্ষুরস থেকেই মদ্য প্রস্তুত করে তাহাদের ঐ মদ্যও গৌড়ী সুরা নামে উল্লিখিত হইবে; কারণকে কার্য্যরূপে গৌণভাবে উল্লেখ করা যায় বলিয়া ঐ প্রকার ইক্ষুরস-সম্ভূত সুরাকে 'গৌড়ী' বলা বিরুদ্ধ নহে। মধুর বিকার (সন্ধান-সহকৃত অবস্থান্তর প্রাপ্তি) বা পরিণামবিশেষকে 'মাধ্বী' বলা হয়। বিকারবৃত্তিতে মধুকে 'মাধ্বীক' বলা হইয়া থাকে। সদ্যঃ নিষ্কাসিত যে মৃদ্বীকা (আংগুর-মনাক্কা) রস যতক্ষণ না তাহা মদ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ তাহা পান করা নিষিদ্ধ নহে। কারণ, অবিকৃত মধু মাধ্বীক পান করা অনুমোদিত। আর যেখানে 'মদ্য' শব্দ উল্লেখ করিয়া নিষেধ আছে সেখানেও সেই দ্রব্যটী যদি মদশক্তিযোগ প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ তাহাতে যদি মত্ততা উৎপাদন করিবার শক্তি উৎপন্ন না হয় তাহা হইলে সেটী নিষিদ্ধ নহে। কারণ, সেরূপ পদার্থকে মদ্য বলিয়া উল্লেখ করা হয় না। 'শুক্ত' এই শব্দটী যেমন বিশেষ অবস্থাকেই বুঝায়, উহা সাধারণ অবস্থার বোধক নহে, কিন্তু ঐ একই দ্রব্য যদি অম্লতা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে তাহাকে শুক্ত বলে না। (অর্থাৎ কোন খাদ্যদ্রব্য টকিয়া গেলে তখন তাহাকে 'শুক্ত' বলে এবং ঐ প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করাই শাস্ত্রনিষিদ্ধ, কিন্তু অবিকৃত অবস্থায় তাহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ নহে; সেইরূপ, মধু কিংবা মৃদ্বীকারস প্রভৃতিও মাদকতাজনক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তাহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ অন্যথা তাহা নিষিদ্ধ নহে)। যেমন একই গরু যখন বৎস (বাছুর) অবস্থায় থাকে তখন তাহাকে 'বলীবর্দ্দ' (বলদ) বলে না (কিন্তু যৌবনদশা প্রাপ্ত হইলে তবেই তাহাকে 'বলীবর্দ্দ' বলা হয়)। এইরূপ, তণ্ডুলপিষ্ট, জল প্রভৃতি দ্রব্য একত্র মিশ্রিত হইলেও ততক্ষণ তাহাকে 'সুরা' বলা হয় না যতক্ষণ না তাহা কিছুকাল একত্র থাকিয়া মাদকতাশক্তি প্রাপ্ত হয়। ইক্ষুরস এবং মৃদ্বীকারস সম্বন্ধেও এই একই বিধি প্রয়োজ্য বুঝিতে হইবে।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, ইহাই যদি হয় তাহা হইলে মাদকদ্রব্য অতি অল্প পরিমাণ পান করা যাইতে পারে ত, যে পরিমাণ খাওয়া হইলে তাহা শরীরে মাদকতা উৎপাদন করিতে না পারে। আবার মাদকতা জন্মিবার প্রতিষেধক কোন বস্তু খাইয়া তাহা বেশী পরিমাণেও খাওয়া যাইতে পারে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত? কারণ তাহাতেও মাদকতা জন্মে না। (উত্তর)—; না,—তাহা বলা চলিবে না; সুতরাং পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দোষের নহে। কারণ, "ন সুরাং পিবেৎ"=সুরাপান করিবে না, ইহা সুরাপানজনিত মত্ততা উৎপত্তির নিষেধ নহে,—। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, 'এমন কাজ করিবে যাহাতে মত্ত চঞ্চল না হইতে হয়';—কিন্তু উহার অর্থ এইরূপ,—'যাহার মধ্যে মত্ততা উৎপাদন করিতে পারে এরূপ শক্তি আছে তাহা পান করা কর্ত্তব্য নহে'। অতি অল্প পরিমাণ মাদকদ্রব্যের মধ্যেও ঐ শক্তি থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি রূক্ষ (বায়ুপিত্ত প্রধান—গরম ধাতুর) এবং অল্পপ্রাণ তাহাকে অতি অল্প পরিমাণ মদ্যও মত্ত করিয়া তুলে, পক্ষান্তরে সুস্থ স্নিগ্ধ (শীতল ধাতুর) সবল ব্যক্তিকে অধিক পরিমাণ মদ্যও মত্ত করিতে পারে না। কিন্তু ইহা দ্বারা একথা বলা যাইবে না যে, উহার মধ্যে মদশক্তির অভাব ঘটিয়াছে। মাদকতা উৎপাদনরূপ কার্য্যের অভাব হইয়াছে বলিয়া যে মদ্যমধ্যে সেই মদোৎপাদিকা শক্তিরূপ কারণেরও অভাব ঘটিয়াছে একথা বলা যায় না। যেহেতু ক্ষুদ্র অগ্নি বিশাল কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতে পারে না বলিয়া তাহার মধ্যে দাহিকাশক্তি নাই, এরূপ অনুমান করা চলে না; কারণ, ঐ অল্প পরিমাণ অগ্নিরই দাহিকাশক্তি শুষ্ক তৃণের উপর স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। (বহ্নিকণাও শুষ্ক তৃণরাশিকে দগ্ধ করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে দাহিকাশক্তি না থাকিলে কি ইহা সম্ভব হয়?) আর যে বলা হইয়াছে মাদকতা প্রতিষেধক দ্রব্যের দ্বারা ঐ মাদকতাশক্তি আটকাইয়া দিয়া মদ্য পান করা যায় তাহাও কোন কাজের কথা নহে—ঐ প্রকার আপত্তিই উঠিতে পারে না। কারণ, যে অগ্নিকণিকা তৃণকে দগ্ধ করে তাহা বিশাল কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতে পারে না বলিয়া তাহার সেই দাহিকাশক্তি তখন নাই যে তাহা নহে; কিন্তু তাহা বিদ্যমান থাকিলেও তাদৃশ কার্য্য উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে, এইমাত্র। (ইহার পর অর্দ্ধপংক্তি অসংলগ্ন।) বস্তুতঃ, অন্য কোন দ্রব্য যে পদার্থের শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয় তাহা নহে, কিন্তু সেই শক্তির কার্য্য উৎপাদন-ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মাত্র। এইজন্য একই পরিমাণ মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া প্রতিষেধক দ্রব্য খাইয়াও যাহার শরীর পিত্তপ্রধান (রূক্ষ) সে ব্যক্তি মত্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তি তাহাতে অবিকৃতই থাকে। এইজন্য অনুমান করা যায় যে, উহার (ঐ মাদকতাশক্তিটীর বিনাশ হয় নাই। অতএব ভবিষ্যতে যাহা মদ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ নহে। আবার যাহা মদ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও মাদকতা প্রতিষেধক দ্রব্যান্তর সহযোগে যে পান করা যায় তাহাও নহে; কিন্তু উহা পান করা নিষিদ্ধ। যেমন শুক্ত ভক্ষণ বর্জ্জনীয়; কিন্তু অম্লাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই এমন যে দ্রব্য কিংবা উদশ্বিৎ (বিশেষজাতীয় তক্র) তাহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ নহে।

আচ্ছা, মাধ্বী পদটী কিরূপে সাধু হয়? 'মাধবী' হওয়াই ত উচিত? "সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্যঃ" এই নিয়ম অনুসারে উহার পরিহার (সমাধান) হইবে। পাণিনি ব্যাকরণমধ্যে "ও রোৎ" এইরূপভাবে সূত্রটী না বলিয়া "ওর্গুণঃ" এইভাবে যে সূত্রটী রচিত হইয়াছে, এখানে যে 'গুণ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে ইহাই ঐ প্রকার পরিভাষা জ্ঞাপক (ইহারই জ্ঞাপকতা অনুসারে "সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্যঃ" এই নিয়মে গুণ না হওয়ায় 'মাধ্বী' হইল না)। এখানে মূলশ্লোকে 'দ্বিজোত্তম' (দ্বিজশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ) এইরূপ যে উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে (পৈষ্টী সুরা ছাড়া অন্য) মদ্যপান করা অনুমোদিত হইতেছে। এইজন্য মহাভারতমধ্যে ভরতবংশীয় এবং যদুবংশীয়গণের মদ্যপান বর্ণনা রহিয়াছে। মহাভারতে আছে "আমি কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) এবং অর্জুন ইঁহাদের দুইজনকে মদ্যপানমত্ত দেখিলাম" ইত্যাদি। পরবর্ত্তী শ্লোকটী অর্থবাদ। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, মূলশ্লোকে "তথা সর্ব্বাঃ" এই বহুবচনান্ত প্রয়োগটী সংগত হয় কিরূপে? কারণ ইহাদের মধ্যে একটী (একা পৈষ্টী—এইটী) হইতেছে উপমান এবং অপর দুইটী হইতেছে উপমেয়। এখানে যে সুরাকে অন্নমল বলা হইয়াছে উহা হেতুবন্নিগদরূপ অর্থবাদ। "শূর্পের দ্বারা হোম করিবে, যেহেতু শূর্পের দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করা হয়" এই শ্রুতিমধ্যে যেমন হেতুবিধি নহে কিন্তু ঐ শ্রুতিবাক্যের শেষাংশ হেতুবন্নিগদরূপ অর্থবাদ সেইরূপ এখানেও "সুরা বৈ মলম্" ইহাই হেতুবন্নিগদ অর্থবাদ। ৯৩

(মদ্য, মাংস, সুরা এবং আসব, এগুলি যক্ষ, রক্ষঃ এবং পিশাচের খাদ্য। ব্রাহ্মণ দেবগণের হবির্ভাগ ভোজন করেন; কাজেই তাঁহার পক্ষে ঐগুলি ভক্ষণ করা উচিত নহে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—যক্ষ প্রভৃতিরা ঘৃণ্য জীব; তাহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ বিবেচনা নাই। তাহারা মাংস খাইত। সুরা এবং আসব ইহার সমাহারদ্বন্দ্বে 'সুরাসবম্'; "জাতিরপ্রাণিনাং" এই সূত্র অনুসারে এখানে সমাহার হইয়াছে। 'আসব' বলিতে এখানে মদ্যবিশেষই বুঝাইতেছে। গো-বলীবর্দ্দন্যায়ে কিঞ্চিৎ ভেদ—মদ্য হইতে আসব কিছুটা ভিন্ন, এইরূপ অর্থে পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। "দেবানামশ্নতা হবিঃ";—দেবতার উদ্দেশে চরু-পুরোডাশ প্রভৃতি যে সমস্ত হবির্দ্রব্য প্রদান করা হয় যাহা দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে ব্রাহ্মণ তাহা ভক্ষণ করিবার অধিকারী—সুতরাং পিশাচ প্রভৃতির খাদ্য যে মদ্যমাংসাদি তাহা ভোজন করা ব্রাহ্মণের উচিত নহে। ৯৪

(ব্রাহ্মণ সুরাপানে মত্ত হইয়া নোঙ্‌রা জয়গার উপর গিয়া পড়িবে, না বেদবাক্য ঠিকমত উচ্চারণ করিবে, না মদমোহিত হইয়া অন্য যে কোন অকার্য্য করিয়া বসিবে তাহার কিছু ঠিক নাই।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে—'ব্রাহ্মণ দেবগণের হবির্দ্রব্য ভোজন করেন' ইহা যেমন অর্থবাদরূপে বলা হইয়াছে সেইরূপ এখানে যে অমেধ্য স্থানে পতনের কথা বলা হইয়াছে ইহাও অর্থবাদ। আচ্ছা, বেদবচন উচ্চারণ করাটা অকার্য্য হইবে কিরূপে? উত্তর—উহার তুলনায় অন্য অকার্য্য করিবে। উহা অকার্য্য হয় কিরূপে? (উত্তর)—অশুচি ব্যক্তির পক্ষে বেদাক্ষর উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ (কাজেই উহা অকার্য্য)। ৯৫

(যে ব্রাহ্মণের দেহমধ্যস্থিত বেদব্রহ্ম একবার মদ্যসিক্ত হয় তাহার ব্রাহ্মণত্ব চলিয়া যায়, সে ব্যক্তি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—বেদ অধ্যয়ন করিবার পর তাহা হৃদয়ে সংস্কাররূপে থাকিয়া যায়; কাজেই ব্রাহ্মণের ঐ হৃদয়কে ব্রহ্ম (বেদ) বলা হয়। এ কারণে ব্রাহ্মণের হৃদয় যদি মদ্যের দ্বারা প্লাবিত হয় তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে 'ব্রাহ্মণ্য' শব্দটী উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্ব প্রকার মদ্য নিষিদ্ধ ইহা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। আর ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে কেবল পৈষ্টী সুরাই নিষিদ্ধ, ইহা দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে। ৯৬

(সুরাপানের এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত বলা হইল। এক্ষণে সুবর্ণ অপহরণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যাহার অধিকারী সেইরূপ অন্যূন এক তোলা পরিমাণ স্বর্ণ চুরি করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা বলা যাইতেছে।)

(মেঃ)—দুইটী শ্লোকের প্রয়োজন কি তাহা বলা হইয়াছে। ৯৭

(ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার সুবর্ণ অপহরণ করিলে রাজার নিকট গিয়া নিজ কর্ম্ম প্রকাশ করিয়া বলিবে, 'আপনি আমায় দণ্ড দিন'।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণ যাহার স্বত্বাধিকারী সেইরূপ সুবর্ণ (কমপক্ষে এক তোলা পরিমাণ) চুরি করিলে তাহারই এই প্রায়শ্চিত্ত। যদিও মূল শ্লোকে অপহরণকারী 'বিপ্র' এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে তথাপি উহা দ্বারা চারি বর্ণেরই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরাও যদি ঐরূপ চুরি করে তাহার জন্য অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হয় নাই। "মাম্ অনুশাস্তু" =আমার নিগ্রহ (দণ্ড) বিধান করুন। রাজার নিকট গিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বলিতে হইবে। এখানে যে 'রাজ' শব্দটী রহিয়াছে ইহা কেবল ক্ষত্রিয় জাতিবাচক নহে, কিন্তু দেশের যিনি অধিপতি তাঁহাকেই 'রাজা' বলা হইয়াছে। ৯৮

(রাজা একটী মুষল—মুগুর লইয়া তাহা দ্বারা স্বয়ং তাহাকে আঘাত করিবেন। ঐ সুবর্ণচোর এইভাবে বধ প্রাপ্ত হইলে শুদ্ধ হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মণচোর কেবল তপস্যা দ্বারাই শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—'মুষল' ইহা এক প্রকার দণ্ড: ইহা লোহার হইতে পারে অথবা কাঠেরও হইতে পারে। "সকৃৎ"=একবার, "স্বয়ং"=নিজে;—এই দুইটী শব্দের অর্থ বিবক্ষিত অর্থাৎ অন্যে প্রহার করিলে হইবে না এবং একবারের বেশীও প্রহার করা চলিবে না, তাহাতে সে মরুক আর নাই মরুক। "বধেন শুধ্যতি";—একবার প্রহারের ফলে মরণ হউক আর নাই হউক ঐ প্রকার মুষল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রহার দ্বারাই সে শুদ্ধ হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি ঐ অপহরণকারী হয় তাহা হইলে সে কেবল বক্ষ্যমাণ তপস্যা দ্বারাই শুদ্ধ হইবে (তাহার বধ—ব্রাহ্মণকে বধ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ)। এখানেও 'ব্রাহ্মণ' শব্দটীর অর্থ বিবক্ষিত নহে, এইজন্য পরে 'দ্বিজ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কেবল তপস্যা দ্বারাই শুদ্ধ হইবে কিন্তু অন্য বর্ণের লোক পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত অথবা বক্ষ্যমাণ তপোরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবে। যদিও কৃষ্ণল (পাঁচ রতি স্বর্ণ) গ্রহণ করিলে মহাপাতক হয় তথাপি এক শত (রতি) সুবর্ণ গ্রহণ করিলে তবেই মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এইজন্য তাহার দণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্ত তুল্য প্রকার বলা হইয়াছে। এক শত রতির অধিক পরিমাণ অপহরণ করিলে বধদণ্ড হইবে, ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং তাহার কম হইলে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। আর, "সে ব্যক্তি মরণ দ্বারা পাপমুক্ত হয়" এইভাবে যে অন্য প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে—রাজা উদুম্বর নির্ম্মিত দণ্ড লইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন, মরণ দ্বারা সে ব্যক্তি পাপমুক্ত হইবে ইহা জানা যায়—এই ব্যবস্থাটী তখন প্রয়োজ্য যখন ঐ সুবর্ণের স্বামী গুণবান্ (ব্রাহ্মণ) হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরা উহা অপহরণ করে। (পরবর্ত্তী বাক্যটী ১ই পংক্তি অসংলগ্ন।)...........। ৯৯

(দ্বিজাতিগণ তপস্যা দ্বারা যদি ঐ সুবর্ণাপহরণজনিত পাপ দূর করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া বনে বাসকরতঃ ব্রহ্মহত্যাব্রত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত পালন করিবে।)

(মেঃ)—এখানে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের ধর্ম্ম অনুবাদ করা হইতেছে বলিয়া তাহারই অতিদেশ হইবে, ব্রহ্মহত্যার অতিদেশ হইবে না, কিংবা ইহা স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত নহে। ব্রহ্মহা সম্বন্ধে যে ব্রত বলা হইয়াছে তাহা পালন করিবে, শ্লোকটীর এইরূপ পদযোজনা। "অপনুনুৎসু"= অপনোদন (দূর) করিতে ইচ্ছুক। যে লোক শুদ্ধি ইচ্ছা করিবে। ১০০

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ এই সমস্ত নিয়মের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণ অপহরণের পাপ দূর করিবে। গুরুপত্নীগমনজনিত পাপ বক্ষ্যমাণ নিয়মে নষ্ট করিবে।)

(মেঃ)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, সুবর্ণস্তেয় পাপের জন্য "ঐ চোর বধপ্রাপ্ত হইয়া কিংবা তপস্যা দ্বারা শুদ্ধিলাভ করে", এইভাবে মাত্র দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত ত বলা হইল। তাহা হইলে এখানে "এভির্ব্রতৈঃ"=এই সকল ব্রতের দ্বারা, এই প্রকার বহুবচন প্রয়োগ করা কিরূপে সমীচীন হয়? (উত্তর)—ইহাই এ বিষয়ে জ্ঞাপক যে, অনুবন্ধ প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া অনুক্ত প্রায়শ্চিত্তও কল্পনা করিতে হইবে। "গুরুস্ত্রীগমনীয়ং=গরুপত্নীগমন যাহার প্রয়োজন (প্রয়োজক বা নিমিত্ত); নিমিত্তকেও 'প্রয়োজন' বলিয়া অভিহিত করা হয়—কারণ, তাহা প্রয়োজিত অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত করে। ১০১

(গুরুতল্পগামী অর্থাৎ আচার্য্যপত্নী কিংবা সবর্ণা বিমাতা গমন করিলে ঐ পাপ খ্যাপনকরতঃ উত্তপ্ত লৌহশয্যার শয়ন করিবে অথবা জ্বলন্ত লৌহপ্রতিমা আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে। এইভাবে মৃত্যু হইলে তবে তাহার পাপমুক্তি হইবে।)

(মেঃ)—'গুরুতল্পগ' অথবা 'গুরুতল্পী' এইরূপ পাঠ। 'তল্পী' এস্থলে মত্বর্থীয় 'ইন্' প্রত্যয় থাকায় ইহা দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের বিশিষ্ট প্রকার সংসর্গ বোধিত হইতেছে। 'গুরু' ইহার অর্থ আচার্য্য এবং পিতা। 'তল্প' শব্দটীর অর্থ পত্নী। আচার্য্যপত্নীতে উপগত হইলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত। অন্য গুরুপত্নী বিমাতা। পিতার সমানজাতীয়া পত্নীরূপ যে বিমাতা তাহাতে উপগত হইলে,—। জ্ঞানতঃ ঐ কাজ করিলে তাহার জন্য এই তিন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা হয়।। "অভিভাষ্য এনঃ"=পাপ প্রকাশ করিয়া—খ্যাপন করিয়া। লৌহময় অগ্নিসদৃশ উত্তপ্ত 'তল্প' অর্থাৎ শয্যায় শয়ন করিবে। কারণ, বচনে বলা হইয়াছে "মৃত্যু দ্বারা তাহার পাপশুদ্ধি হয়"। "সূর্ম্মি"=লৌহনির্ম্মিত উত্তপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি; তাহা "শ্লিষ্যেৎ"=আলিঙ্গন করিবে। ১০২

(অথবা স্বয়ং নিজ পুরুষাঙ্গ প্রভৃতি কর্ত্তন করিয়া অঞ্জলিমধ্যে রাখিয়া যতক্ষণ না শরীরপাত হয় ততক্ষণ সোজা নৈঋত দিক্ লক্ষ্য করিয়া যাইতে থাকিবে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—অর্থবোধকত্ব বিষয়ে সর্ব্বত্র শক্তি সহকারিণী হইয়া থাকে বলিয়া "উৎকর্ত্তন"= উপড়াইয়া ফেলা, ইহা বলায় শস্ত্রাদি যে উহার জন্য অপেক্ষিত বা আবশ্যক তাহা বুঝা যাইতেছে ; যাহা দ্বারা ছেদন করা যায় তাহা দ্বারাই উৎকর্ত্তন করিতে হইবে, ইহা শব্দের সামর্থ্য হইতে বুঝা যাইতেছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্ত্তী দিক্ 'নৈঋতী দিক্'। "অজিহ্মগ" ইহার অর্থ অবক্রগতি। গর্ত্ত কূপাদি যাহা কিছু সম্মুখে পড়িবে তাহা এড়াইয়া চলিবে না। তবে সম্মুখে গৃহের দেওয়াল প্রভৃতি আসিলে তাহাতে ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গিয়া পুনরায় উঠিয়া যাইতেই থাকিবে। ১০৩

(চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া খট্টাংগ ধারণকরতঃ শমশ্রু রাখিয়া বিজন বনে এক বৎসর একাগ্রভাবে প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে।)

(মেঃ)—অজ্ঞানপূর্ব্বক নিজ ভার্য্যাভ্রমে যদি ঐ গুরুতল্পগমন ঘটে তাহা হইলে তাহারই এই প্রায়শ্চিত্ত। যদি গুরুর অসবর্ণা পত্নী হয় তাহা হইলে জ্ঞানতঃ গমন হইলেও এই প্রায়শ্চিত্ত। "চীর"=বস্ত্রখণ্ড—ছেঁড়া কাপড়। "শমশ্রুল"=গোঁপদাড়ি থাকিয়া যাইবে। যদি গুরুর সবর্ণা-পত্নী ব্যভিচারিণী হয় তাহা হইলে তাহাতে গমনেও লঘু প্রায়শ্চিত্তই হওয়া উচিত। ১০৪

(গুরুপত্নীগমনজনিত পাপ দূর করিবার জন্য হবিষ্য অথবা যাউ ভক্ষণ করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তিন মাস চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে।)

(মেঃ)—মাতুল, পিতৃব্য প্রভৃতি যাঁহাদিগকে অতিদেশ বিধিমূলে 'গুরু' বলা হয় তাঁহাদের পত্নীতে উপগত হইলে তাহারই এই প্রায়শ্চিত্ত। "হবিষ্য"=দুগ্ধ, মূল, ঘৃত প্রভৃতি; "যবাগূ" =(তণ্ডুলকণানির্ম্মিত) দ্রব পেয় দ্রব্য প্রভৃতি। ১০৫

(মহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই সকল ব্রতের দ্বারা পাপ দূর করিবে। আর উপপাতকযুক্ত লোকেরা এইরূপ বক্ষ্যমাণ নানাবিধ ব্রতের দ্বারা শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীতে পূর্ব্ববর্ণিত এবং পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণ বিষয় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ১০৬

(গোহত্যা করিয়া যে ব্যক্তি উপপাতকগ্রস্ত হয় সে একমাস যবপিষ্ট পান করিবে এবং মুণ্ডিত হইয়া গোচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক গোষ্ঠে বাস করিবে।)

(মেঃ)—"গোঘ্ন"=গোহত্যাকারী; মূলবিভুজাদি স্থলে 'ক' প্রত্যয় হইতে দেখা যায় বলিয়া 'গোঘ্ন' এস্থলেও 'ক' প্রত্যয় হইয়াছে। "যবান্ পিবেৎ" ইহার অর্থ কেহ কেহ বলেন যবের ছাতু পান করিবে। অন্য কেহ কেহ বলেন, 'যব' যবাগূর প্রকৃতি বলিয়া এখানে 'যবাগূ' অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং উহার অর্থ—যব পেষণ করিয়া তাহা পান করিবে। ইহার মধ্যে প্রথম অর্থটীতে উদক (জল) প্রভৃতি দ্রব দ্রব্যের কল্পনা করিতে হয়, অথচ তাহা এখানে বলা নাই। কারণ জল প্রভৃতি দ্রবদ্রব্য সংযুক্ত না করিলে যব পান করা যায় না। পক্ষান্তরে এই দ্বিতীয় প্রকার অর্থটীতে (কোন অশ্রুত অর্থ কল্পনা করিতে হয় না কিন্তু) কেবল লক্ষণা স্বীকার করিলেই চলিয়া যায়। আর লক্ষণা স্বীকার করাটী অশ্রুত অর্থ কল্পনা করা অপেক্ষা লঘুতর—ইহাতে লাঘব হয়। "কৃতবাপঃ"=মুণ্ডন করিয়া; অথবা কেশচ্ছেদন করিয়া। "গোষ্ঠে" =যেখানে গরুসকল থাকে। "চর্ম্মণা তেন",—যে গরুটীকে হত্যা করিয়াছে তাহারই চর্ম্ম এরূপ নহে, কিন্তু অন্য গরুরও চর্ম্ম হইতে পারে; (তাহা আচ্ছাদন করিয়া।) ১০৭

(চতুর্থকালে অর্থাৎ একদিন বাদ দিয়া দ্বিতীয় দিনের সায়ংকালে অকৃত্রিম লবণযুক্ত পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। দুই মাস সংযতেন্দ্রিয় হইয়া গোমূত্রে স্নান করিবে।)

(মেঃ)—দুই মাস যাবৎ একদিন একবার আহার করিয়া দ্বিতীয় দিন (পরের দিন বাদ দিয়া তাহার পরের দিন) সায়ংকালে ভোজন করিবে। এখানে 'ক্ষার' শব্দটী বিশেষ প্রকার লবণ অর্থে বিশেষণরূপে উল্লিখিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, ক্ষার বা কৃত্রিম লবণই নিষিদ্ধ, কিন্তু অকৃত্রিম সৈন্ধব লবণ নিষিদ্ধ নহে। যদি এস্থলে প্রথমে দ্বন্দ্বসমাস স্বীকার করা হয় তবেই লবণের ন্যায় ক্ষারদ্রব্যও স্বতন্ত্রভাবে নিষিদ্ধ হইতে পারে। "মিতং"=অতি অল্প—যতটা খাইলে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃপ্তি হয় (পেট ভরিয়া যায়) ততটা খাওয়া চলিবে না, তবে যাহাতে শরীর রক্ষা হয় সেই পরিমাণ খাইতে পারিবে। গোমূত্রে স্নান প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন এই তিন কালেই কর্ত্তব্য। "চতুর্থ কালং" ইহার সহিত দ্বৌ মাসৌ ইহার সম্বন্ধ। অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপই বলা হইয়াছে যথা,—"কেশাদি বপন করিয়া সেই গোচর্ম্ম পরিধান করিয়া থাকিবে। গোমূত্র দ্বারা দুই মাস স্নান করিবে। পাদশৌচক্রিয়াদিরূপে কার্য্য কেবল জল দিয়া করা চলিবে"। এখানে "দ্বৌ মাসৌ" ইহার সহিত এই স্নানের সম্বন্ধ নাই। স্নান শব্দটী বলা হইয়াছে শ্লোকটীর পাদপূরণ করিবার নিমিত্ত (?)। যদি স্নান করিবার সময় পা প্রভৃতি অংগ অশুদ্ধ হয় তাহা হইলে দ্রব্যশুদ্ধির নিয়ম অনুসারে তাহা শুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। অতএব স্নানকালে শুদ্ধ হইবার জন্য যে আচমন করা হয় তাহাও জল দিয়াই কর্ত্তব্য। অন্য সময়ে মৃত্তিকাঘর্ষণ দ্বারা শুদ্ধি সম্পাদিত হইবে। আর সেই শুদ্ধিও মৃত্তিকা এবং জল দ্বারাই কর্ত্তব্য। এখানে স্নানকার্য্যেই গোমূত্র বিহিত হইয়াছে। সুতরাং আচমনাদিতে গোমূত্র গ্রহণের কারণ কি আছে? আবার স্নানেতেও যে গোমূত্র প্রয়োগ তাহাও ঐ স্নান প্রায়শ্চিত্তের অংগরূপে শুদ্ধির জন্য বিহিত হইয়াছে বলিয়া তদুদ্দেশ্যেই কর্ত্তব্য। ১০৮

(যে গোষ্ঠে বাস করিবে দিবাভাগে সেখানকার গরুগুলি যখন চরা করিতে যাইবে তখন সেগুলির পিছনে পিছনে গমন করিবে, দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের খুরোত্থিত ধূলি পান করিবে। রাত্রি আসিলে তাহাদের সেবা করিয়া নমস্কার করিয়া বীরাসন হইয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—যে সকল গরুর নিকট বাস করিতে হইবে সেগুলি যখন চরিতে যাইবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে। এখানে "তাঃ" এই 'তদ্' শব্দের দ্বারা যাহাদের (যে গরুগুলির) বাসস্থানে প্রায়শ্চিত্তকারী বাস করিবে সেই গরুগুলিকেই বুঝান হইতেছে। কাজেই সেগুলি ছাড়া অন্য যে সব গরু যাইতে থাকিবে তাহাদের অনুগমন করিতে হইবে না। সেই গরুগুলি দ্বারা যে "রজঃ"=ধূলি উত্থাপিত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিবে তাহা যাইতে যাইতে পান করিবে। এইভাবে একই স্থানে ঐ গরুগুলির সহিত সারাদিন বেড়াইয়া আবার তাহাদেরই সহিত গোষ্ঠে ফিরিয়া আসিবে। "শুশ্রূষিত্বা"=সেবা করিয়া; গা চুলকাইয়া দেওয়া, শরীরের কৃমিকীটাদি টানিয়া, ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া ইত্যাদি প্রকারে সেবা করিয়া। "নমস্কৃত্য"=জানু এবং মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিয়া "বীরাসনঃ বসেৎ"=গৃহভিত্তি কিংবা শয্যা প্রভৃতি অবলম্বন না করিয়া যে উপু হইয়া বসিয়া থাকা তাহাই বীরাসন। ১০৯

(সেই গরুগুলি দাঁড়াইয়া থাকিলে নিজেও দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহারা চলিতে থাকিলে নিজেও চলিতে থাকিবে এবং তাহারা বসিলে নিজেও বসিবে—সংযতচিত্ত এবং লোভাদিশূন্য হইয়া ইহা করিবে।)

(মেঃ)—এখানে "তিষ্ঠন্তী" ইত্যাদি দ্বারা বিধি (কর্ত্তব্যতা) নির্দ্দেশ করা হইতেছে। যখন কতকগুলি গরু দাঁড়াইয়া থাকিবে, কতকগুলি চলিতে থাকিবে আবার কতকগুলি শুইয়া পড়িবে তখন উহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ যে অবস্থায় থাকিবে তাহাদেরই সেই অবস্থা অনুসরণ করিবে। "বীতমৎসরঃ"='বীত' অর্থাৎ বিগত হইয়াছে 'মৎসর' অর্থাৎ লোভ যাহার। এখানে 'লোভ' এটী একটী উদাহরণমাত্র। রাগ প্রভৃতি চিত্তদোষ পরিত্যাগ করিয়া, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ; কারণ এখানে "নিয়তঃ"=সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, এরূপ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১১০

(কোন একটী গরু যদি ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা চৌরব্যাঘ্রাদির ভয়ে কাতর হয়, কিংবা পড়িয়া যায় অথবা পাঁকে পুঁতিয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া, এমন কি নিজ প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিবে।)

(মেঃ)—"আতুরাং"=ব্যাধিগ্রস্ত; "অভিশস্তাং"=আক্রান্ত, ব্যাঘ্রাদি হইতে সমুত্থিত ভয়ে। "সর্ব্বপ্রাণৈঃ"=সর্ব্বশক্তিতে। 'প্রাণ' শব্দটী শ্বাসপ্রশ্বাস বায়ু অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে তথাপি শক্তিহীন এবং শক্তিশালী অর্থেও যথাক্রমে 'অল্পপ্রাণ', 'মহাপ্রাণ' ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। সুতরাং সে যদি নিজে অসমর্থ হয় তাহা হইলে অন্যের সাহায্য লইয়াও তাহাকে উদ্ধার করিবে। ১১১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(গ্রীষ্মে, বর্ষায় কিংবা শীতে অথবা প্রবলভাবে ঝড় বহিতে থাকিলে নিজ শক্তি অনুসারে গরুকে রক্ষা না করিয়া নিজেকে রক্ষা করিবে না—কোথাও আশ্রয় লইবে না।)

(মেঃ)—"উষ্ণে"=সূর্য্য প্রচণ্ড উত্তাপ দিতে থাকিলে, "বর্ষতি"=বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে, শীতে অথবা প্রবল বাতাস বহিতে থাকিলে। ১১২

(নিজের অথবা পরের বাড়ীতে, ক্ষেতে কিংবা খামারে যদি ঐ গরু শস্যাদি ভক্ষণ করে কিংবা তাহার বাছুর যদি পিয়াইতে থাকে তাহাকে বাধা দিবে না কিংবা অপরকে বলিয়া দিবে না।)

(মেঃ)—ঐ গরু ধান্যাদি শস্য খাইতে থাকিলে তাহাকে বাধা দিবে না কিংবা তাহাকে বাধা দিবার জন্য অন্য কাহাকেও বলিবে না। তবে ইহাতে যদি কেহ তাহাকে বাঁধিয়া ফেলে কিংবা তাহার উপর বাধা (পীড়া) দিবার আশংকা থাকে তাহা হইলে নিজে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিলে অর্থাৎ তাহাকে বাধা দিয়া সরাইয়া লইলে কোন দোষ নাই; কারণ ইহাতে উহার প্রতি অনুগ্রহই করা হয়। গোবৎস (বাছুর) দুগ্ধ পান করিতে থাকিলেও এইরূপ কর্ত্তব্য অর্থাৎ তাহাকে বাধা দিবে না। ১১৩

(গোহত্যাকারী ব্যক্তি এই প্রকার নিয়মে তিন মাস গরুর সেবা করিতে থাকিলে গোহত্যা-জনিত পাপ দূর করিতে পারে। ঐভাবে সম্যক্ ব্রতপালন করিবার পর দশটী গাভী এবং একটী বৃষভ দান করিবে, তাহা যদি না থাকে তবে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে।)

(মেঃ)—দশটী গাভী এবং একটী বৃষভ দান করিতে হয়। সমর্থ হইলে চারিটী ব্রতের পালন করা কর্ত্তব্য। (চারিটী ব্রত কি তাহা পরে বলা হইবে।) যদি উল্লিখিত ধন না থাকে তাহা হইলে নিজ সর্ব্বস্ব তাহা অপেক্ষা কম হইলেও দান করিবে। "বেদবিদ্ভ্যঃ" ইহা দ্বারা বহু (দুইয়ের অধিক) ব্যক্তিকে দিবার কথা বলা হইতেছে; কাজেই দুইজন কিংবা একজনকে নহে। আর এখানে যে 'বেদবিৎ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা বহুত্ববিধানের জন্য অনুবাদস্বরূপ; কারণ বেদবিৎ ব্যক্তিগণই যে দানের পাত্র তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অন্য স্মৃতিমধ্যে এই প্রকার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"যদি ছেঁকা দিতে গিয়া পুড়িয়া মরিয়া যায়, ভার বহন করিতে গিয়া, বন্ধন করিতে গিয়া, গলায় দড়ির ফাঁশ লাগিয়া, তৈল ঔষধ প্রভৃতি খাওয়াইতে গিয়া গরুটী মরিয়া যায় তাহা হইলে শিখাসমেত সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিয়া প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবে এবং বস্ত্রখণ্ড দান করিবে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, গরুর প্রতি এই সমস্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে গিয়া যে লোক বিশেষ সাবধানতা এবং যত্ন অবলম্বন না করে তাহার ঐ প্রমাদজনিত পাপে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কারণ, অন্য স্মৃতিমধ্যে নির্দ্দেশ রহিয়াছে, "গরুকে যন্ত্রণ করিবার সময়ে, চিকিৎসা করিবার সময়ে এবং গরুর গূঢ়গর্ভ প্রসব করাইবার কালে যত্ন করা সত্ত্বেও যদি বিপত্তি (মৃত্যু) ঘটে তাহা হইলে তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে লোক গরু এবং ব্রাহ্মণকে ঔষধ এবং তৈলাদি স্নেহপদার্থ দান করে তাহার প্রদত্ত ঐ দ্রব্যে যদি উহাদের বিপদ্ (মৃত্যু) ঘটে তাহা হইলে তাহাতে তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না।" ইহা সম্বর্ত্তস্মৃতির বচন। এক মাস ব্রত পালনেও এই পাপের শুদ্ধি হয়, ইহা অন্য স্মৃতিমধ্যে নির্দ্দেশ আছে,—"পঞ্চগব্য পান করিবে এবং ষষ্ঠ ভোজনের সময় অর্থাৎ দুই দিন বাদ দিয়া তৃতীয় দিবসে দুগ্ধ পান করিবে; এইভাবে ব্রত সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইবে এবং তিল ও ধেনু দান করিবে"। এইরূপ অর্দ্ধ মাস কর্ত্তব্য অন্য নিয়মও আছে, যথা—। "ছাতু, যাউ, শাক, দুগ্ধ, দধি এবং ঘৃত এইগুলি একবারমাত্র গ্রহণ করিবে"। এই বিকল্পগুলি কিরূপে গ্রহণীয় তাহা বলিতেছি। যে প্রয়োগটী (অনুষ্ঠান) যে দ্রব্য দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছিল সেই প্রয়োগটী কেবলমাত্র সেই দ্রব্য দ্বারাই সমাপ্ত করিতে হইবে, কিন্তু একদিন ছাতু আবার একদিন যে যাবক (যবসিদ্ধ—যাউ) গ্রহণ করা হইবে তাহা চলিবে না। শ্রুতিমধ্যে "ব্রীহি দ্বারা অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে", এইভাবে দুইটী দ্রব্যের বিকল্প নির্দ্দেশ থাকিলেও যদি ব্রীহি দ্বারা আরম্ভ করা হয় এবং তাহার বিনাশ ঘটে (সেটী নষ্ট হইয়া যায়) তাহা হইলে নিজ ইচ্ছামত যে যব লইয়া অনুষ্ঠান করা হইবে তাহা চলিবে না। তবে এরূপ স্থলে মুখ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিলে তাহার শাস্ত্রোক্ত প্রতিনিধি দ্বারা সমাপ্তি করা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চলিবে। ঐ যে অর্দ্ধ মাস ব্রত ইহাতেও গোদান করিবার বিধি আছে। "এই পর্য্যন্ত তপস্যা, ইহার পর সবৎসা গাভী দান করিবে"। গৌতম স্মৃতিমধ্যে এ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ রহিয়াছে,—"বৈশ্যের ন্যায় গোধনবান্ ব্যক্তি গোদান করিবে"। এস্থলে প্রায়শ্চিত্তগুলির ব্যবস্থা এইরূপ,—"যজ্ঞাভিজ্ঞ অগ্ন্যাধানযুক্ত অর্থাৎ আহিতাগ্নি শ্রোত্রিয়ের বালবৎসা দুগ্ধবতী ধেনু কিংবা নির্ধন ব্রাহ্মণের ঐরূপ গাভি বধ করিলে গৌতমোক্ত ত্রৈমাসিকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য হইবে। কোন গাভি যদি শস্যক্ষেত্রে কিংবা উদ্যানাদিতে প্রবেশ করে তখন তাহাকে তাড়াইবার জন্য 'আমি ইহাকে বধ করিব না' এইরূপ স্থির করিয়া তাড়া করা হইলে যদি ঐ গাভিটী কোন প্রকারে মারা যায় তাহা হইলে এই মাসিকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। আর, কোন অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ গাভি যে দুধ দেয় না তাহাকে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক মারিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে ত্রৈমাসিকব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। আর যে গরু একেবারে নির্গুণ (দুগ্ধাদি কিছুই দেয় না) এবং যাহার মালিকও নির্গুণ ব্যক্তি তাহাকে অজ্ঞানতঃ অনিচ্ছাপূর্ব্বক বধ করিলে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। আবার ঐ প্রকার গাভিকেই যদি ইচ্ছা করিয়া মারিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে ত্রৈমাসিকব্রত প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ১১৪-১১৫

(উপপাতকগ্রস্ত দ্বিজাতিগণ পাপশুদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ঐ গোবধ ব্রতই পালন করিবে অথবা চান্দ্রায়ণও করিতে পারিবে, কিন্তু 'অবকীর্ণী' ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ইহা নহে, তাহা অন্য প্রকার।)

(মেঃ)—"এতদেব" ইহা দ্বারা সকল প্রকার উপপাতক স্থলে গোবধ প্রায়শ্চিত্ত অতিদেশ করা হইতেছে। চান্দ্রায়ণও এস্থলে বৈকল্পিক অর্থাৎ উহার বদলে চান্দ্রায়ণও করা যাইতে পারে। তবে উপপাতক স্থলেই চান্দ্রায়ণরূপ বিশেষ প্রায়শ্চিত্তটী উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া গোবধকারীর পক্ষে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত নহে। ১১৬

('অবকীর্ণী' ব্যক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হইয়াও যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গ করিয়াছে সে রাত্রিকালে চতুষ্পথে কাণা গাধা দিয়া পাকযজ্ঞের নিয়ম অনুসারে নিঋৃতি দেবতার যাগ করিবে।)

(মেঃ)—অবকীর্ণী অর্থ অবকার অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর ব্রত লঙ্ঘন করিয়া স্ত্রীসংসর্গ করা; সেই 'অবকীর্ণ' যাহার আছে সে অবকীর্ণী। আচার্য্য স্বয়ং "ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃপাত করিয়া" ইত্যাদি বচনে ইহা বলিয়া দিবেন। "কাণেন গর্দ্দভেন" ইহা দ্বারা, কর্ত্তব্য যাগটীতে সগুণ দ্রব্যের নির্দ্দেশ করা হইল। "চতুষ্পথে" ইহা দ্বারা যাগের দেশ (স্থান) নির্দ্দেশ করা হইল। "নিশি" ইহা দ্বারা যজ্ঞের কাল নির্দ্দেশ করা হইল। "পাকযজ্ঞবিধানেন" ইহা দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতা (কিভাবে যজ্ঞ করিতে হইবে তাহা) নির্দ্দেশ করা হইল। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পশুযাগ ত অগ্নিষ্টোম পশু দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়; আবার অগ্নীষোমীয় পশু উহার প্রকৃতি অর্থাৎ ঐ অগ্নীষোমীয় পশুযাগের যেরূপ প্রক্রিয়া অপরাপর পশুযাগেও সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হয়। (সুতরাং এখানে "পাকযজ্ঞবিধানেন" ইহা বলা হইল কিরূপে?) উত্তর—তাহা ঠিক; উহাকেই এখানে পাকযজ্ঞের প্রকৃতিরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ যাগের নিয়ম অনুসারে এই নৈঋৃত যাগ কর্ত্তব্য। কিন্তু অধিকার থাকিলে তবেই উহা করা যায়। এইজন্য কথিত হইয়াছে "পশুও 'দ্রবতি'=দ্রবণ ক্রিয়া করে—ছুটিয়া যায় আবার পয়ও (দুগ্ধও) 'দ্রবতি'=দ্রবণ ক্রিয়া করে—দ্রুত হয়, গড়াইয়া যায়"; ইহা উভয়ের সাদৃশ্য। বস্তুতঃ পাকযজ্ঞ বলিতে পূর্ণমাস প্রভৃতি যাগ বুঝায়; (উহা ইষ্টিযাগ মাত্রেরই প্রকৃতি)। ১১৭

(ঐ পশুর বিশিষ্ট বিশিষ্ট অঙ্গগুলি অগ্নিতে আহুতি দিয়া অবশেষে "সম্" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রে আজ্যের দ্বারা বাত, ইন্দ্র, গুরু এবং বহ্নি—ইহাদের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দিবে।)

(মেঃ)—অগ্নিতে হোম করিবে। "নিহত পশুটীর হৃদয়ভাগ প্রথমে অবদান করিবে—হোমার্থে কাটিয়া লইবে" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত নিয়ম অনুসারে অগ্নিতে হোম কর্ত্তব্য। "অন্ততঃ" ইহার অর্থ ঐ হৃদয়াদি হোম সমাপ্ত হইলে "মরুদ্ভ্যঃ, ইন্দ্রায়, বৃহস্পতয়ে অগ্নয়ে" ইহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে "সম্" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রে আজ্যহোম করিবে। সেই মন্ত্রটী এইরূপ,—"সং মা সিঞ্চতু মরুতঃ, সমিন্দ্রঃ, সং বৃহস্পতিঃ। সঞ্চায়মগ্নিঃ সিঞ্চতু প্রজয়া চ ধনেন চ"। এখানে হোমের দেবতাগুলি মান্ত্রবর্ণিক অর্থাৎ মন্ত্রের বর্ণনায় যেরূপ উল্লেখ আছে সেইভাবেই গ্রহণীয়;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাজেই মূল শ্লোকে যে 'বাত' এবং 'গুরু' এই দুইটী শব্দ রহিয়াছে উহা মন্ত্রবর্ণিত 'মরুৎ' এবং 'বৃহস্পতি' এই দুইটী শব্দকেই বুঝাইতেছে। এইজন্য হোম করিবার সময়ে 'বাত' এবং 'গুরু' এই দুইটী শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'মরুৎ' এবং 'বৃহস্পতি' এই দুইটী শব্দই প্রয়োগ করিতে হইবে। ১১৮

(ব্রহ্মচারিব্রত অবলম্বন করিয়া দ্বিজাতিগণের মধ্যে কেহ যদি কামপ্রেরিত হইয়া রেতঃপাত করে তাহা হইলে তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞ বেদবিদ্‌গণ 'ব্রতাতিক্রম' বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—'অবকীর্ণী' শব্দটীর অর্থ বলিয়া দিতেছেন। অতএব যে ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্য স্থলেও এইরূপ হইতে পারে বুঝিতে হইবে। "ব্রতস্থস্য"=ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থিত, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ, অন্য স্মৃতিমধ্যে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যেহেতু এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীসংসর্গ হউক আর নাই হউক রেতঃপাত করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি রেতঃপাত করা হয় তাহা হইলে সে স্থলে এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান। ১১৯

(ব্রহ্মচর্য্যব্রতস্থিত ব্যক্তি অবকীর্ণী হইলে তাহার তেজ বায়ু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং অগ্নি —এই চারিজন দেবতার নিকট উপস্থিত হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকে যে আজ্যহোম করিবার বিধি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদ। ব্রতী হইয়া (ব্রহ্মচারিব্রত ধারণ করিয়া) যদি কেহ অবকীর্ণী হয় তাহা হইলে তাহার যে "ব্রাহ্মং তেজঃ"=বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জিত হইয়াছিল তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাতে গিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে লীন হইয়া যায়। "ব্রতিনঃ অর্পৈতি" এই অংশটীর অর্থ বিবক্ষিত অর্থাৎ শ্লোকটী অর্থবাদ হইলেও এই অংশটীর অর্থ স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য নহে। ১২০

(এই প্রকার পাপ উপস্থিত হইলে গর্দ্দভচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক নিজ পাপকর্ম্ম খ্যাপন করিয়া সাত বাড়ীতে ভিক্ষা করিবে।)

(মেঃ)—"বসিত্বা"=আচ্ছাদন করিয়া। "স্বকর্ম্ম"='আমি অবকীর্ণী হইয়াছি' এইভাবে নিজ পাপকর্ম্ম খ্যাপন করিবে। ১২১

(সেই সাত বাড়ীতে যে ভিক্ষা পাওয়া যাইবে তাহা অহোরাত্রমধ্যে একবার মাত্র ভক্ষণ করিবে এবং প্রত্যহ ত্রিকালে স্নান করিবে। এইভাবে এক বৎসর করিলে পাপ শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং অপরাহ্নে "উপস্পৃশন"=স্নান করিতে থাকিয়া এইভাবে এক বৎসরে পাপশূন্য হইবে। ১২২

(যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ পূর্ব্বোক্ত জাতিভ্রংশকর কর্ম্মগুলির মধ্যে যে কোন একটী আচরণ করে তাহা হইলে 'সান্তপণ' নামক কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে আর যদি অনিচ্ছাপূর্ব্বক করা হয় তবে প্রাজাপত্যব্রত কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—উপপাতকের বিষয় বলা শেষ হইল। এখানে "অন্যতমম্" এই অংশটী অনুবাদ-স্বরূপ। কারণ, প্রায়শ্চিত্তের সব কয়টী নিমিত্ত (কারণ) মিলিত অর্থাৎ যুগপৎ প্রাপ্ত বা একই সময়ে উপস্থিত হইতে পারে না। সুতরাং যদি ঐ নিমিত্তগুলির সমষ্টিই প্রায়শ্চিত্তের হেতুরূপে বক্তব্য হয় তাহা হইলে উহাদের একটীর জন্যও প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হয় না। যেহেতু কে এমন লোক আছে যে সব কয়টী জাতিভ্রংশকর অকার্য্য একসঙ্গে আচরণ করিবে? এখানে প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক একটীই বিধি, তাহা দ্বারা যদি প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইতে না পারে তাহা হইলে উহার অশাস্ত্রত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এস্থলে জাতিভ্রংশকর কর্ম্মগুলির সাহিত্য (এককালীনতা) যে বিবক্ষিত তাহাও বলা যায় না; কারণ প্রায়শ্চিত্তের যাহা নিমিত্ত (হেতু) তাহা পুরুষের (প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তির) বিশেষণরূপে উল্লিখিত হয়। এজন্য প্রত্যেকটী নিমিত্তকে লইয়া বিধিবাক্য সমাপ্ত হইয়া যায়। অন্য শ্রুতিমধ্যে যেমন আছে "যাহার পিতাপিতামহ সোমপান করে নাই", এখানে যে কেহ একজন সোমপান না করিলেই হইবে—সাহিত্য বিবক্ষিত নহে। অথবা "যাহার উভয় হবির্দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে 'উভয়' শব্দটীর উল্লেখ থাকিলেও যদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একটী হবির্দ্রব্যের বিনাশ ঘটে তাহা হইলেও প্রায়শ্চিত্তরূপে 'ঐন্দ্রপঞ্চশরাব' যাগ করিতে হয় (মীঃ দঃ ৬।৪।৬—অধিকরণ সূত্র ২২, ২৩ দ্রষ্টব্য)। সর্ব্ব প্রকার প্রায়শ্চিত্ত স্থলেই ঐ নিয়মটী অনুসরণীয়। মূল শ্লোকের "ইচ্ছয়া"=ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং "অনিচ্ছয়া"=অনিচ্ছাপূর্ব্বক —এ দুইটীরই অর্থ বিবক্ষিত। ১২৩

(সংকরীকরণ কিংবা অপাত্রীকরণ পাতক করিলে এক মাস চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। আর মলিনীকরণ কর্ম্ম করিলে তিন দিন 'যাবক' পানরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—সংকরীকরণ এবং অপাত্রীকরণ কি তাহা আগে বলা হইয়াছে। "সংকরাপাত্রকৃত্যাসু" এস্থলে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহা উহার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পাপকর্ম্মরূপ সংজ্ঞীর ভেদ অনুসারে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'কৃত্যা' শব্দটী 'সংকর' এবং 'অপাত্র' ইহাদের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। 'কৃত্য' ইহার অর্থ এখানে কারণ। "ঐন্দব মাস" ইহার অর্থ চান্দ্রায়ণ। "যাবক" =যব হইতে প্রস্তুত পেয়, লেহ্য প্রভৃতি পদার্থ। এখানে যদিও সাধারণভাবেই চান্দ্রায়ণাদি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ পাতক অনুষ্ঠান করা এবং অনিচ্ছাপূর্ব্বক উহা করা, ইহা বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য অর্থাৎ অল্প বা অধিক প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ১২৪

(আচারবান্ ক্ষত্রিয়কে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ ত্রৈবার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ঐরূপ বৈশ্যকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের অষ্টমাংশ এবং ঐরূপ শূদ্রকে হত্যা করিলে উহার ষোড়শ ভাগ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—সোমযাগকারী ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য ইহা বলা হইয়াছে। এখানে তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলের প্রায়শ্চিত্ত বলা হইতেছে। স্বধর্ম্মপালননিরত যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তাহাদিগকে বধ করিলে ঐ ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের চতুর্থ এবং অষ্টম ভাগ প্রায়শ্চিত্ত করা বিহিত। এইজন্য এখানে "বৃত্তস্থ" পদের 'বৃত্ত' শব্দটী দ্বারা সর্ব্ব প্রকার আচরণীয় কর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ঐ প্রকার ক্ষত্রিয়ের বধে তিন বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রতপালন, বৈশ্যবধে দেড় বৎসর এবং শূদ্রবধে নয় মাস ব্রতপালনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। তবে যে "স্ত্রী-শূদ্র-বিট্-ক্ষত্রবধে" ইত্যাদি বচনে অন্য প্রকার লঘু প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে উহা স্বকর্ম্মত্যাগী অধর্ম্মস্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বধে নির্দ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। শূদ্রের 'বৃত্ত' হইতেছে দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষা করা এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা। 'বৃত্ত'=শীল অর্থাৎ সদাচার; বৈশ্যের বৃত্তিতে অথবা কেবল বৈশ্যের বৃত্তিতে (অন্য বৃত্তিতে নহে) যিনি স্থিত তিনি 'বৃত্তস্থ' বৈশ্য। (অর্দ্ধপংক্তি অসংলগ্ন।) ইহাদের মধ্যে যাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ তাহাদিগকে বধ করিলে যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ১২৫

(যদি কোন ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক কোন ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু ঘটায় তাহা হইলে যথোক্ত ব্রতপালন অথবা এক সহস্র গাভি এবং একটী বৃষ দান করিবে।)

(মেঃ)—ইহা অপর প্রকার প্রায়শ্চিত্ত—ইহা দান প্রায়শ্চিত্ত। বিত্তশালী ব্যক্তির পক্ষে তপশ্চরণ কর্ত্তব্য নহে, ইহা অগ্রে "দানেন বধনির্ণেকম্" ইত্যাদি বচনে বলিবেন। এখানে যে "অকামতঃ" =অনিচ্ছাপূর্ব্বক, কথাটী রহিয়াছে উহার অর্থ বিবক্ষিত নহে, যেহেতু এখানে অধিক প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথবা সোমযাগনিরত বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কে অকামত বধ করিলে সে পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা উচিত। "বৃষভৈকসহস্রাঃ গাঃ"=যে হাজারটী গাভির মধ্যে একটী বৃষ থাকিবে। ১২৬

(অথবা গ্রাম হইতে দূরে বৃক্ষতলে বাস করিতে থাকিয়া জটাধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যার ব্রত কেবল তিন বৎসর পালন করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে "তুরীয়ো ব্রহ্মহত্যায়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধ তাহারই অনুবাদস্বরূপ। এখানে যে "জটী"=জটাধারী হইয়া, এইরূপ বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা, ব্রহ্মহত্যাব্রতে যে চীর-খট্টাঙ্গ ধারণ করিবার বিধি আছে তাহার নিবৃত্তি হইবে, (তাহা এস্থলে কর্ত্তব্য হইবে না), ইহা কেহ কেহ বলেন। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ ঐ সমস্ত নিয়ম ঐ ব্রহ্মহত্যাব্রতেই বিহিত; এখানে কেবল তাদৃশ ব্রতপালনের চতুর্থ ভাগ অতিদিষ্ট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইতেছে মাত্র; কিন্তু অন্য ধর্ম্মগুলি সম্ভব হইলেও এখানে অনুসরণীয় নহে। যেমন সরস্বতী নদীতে যাওয়া প্রভৃতির প্রয়োজনবত্তা থাকিলেও এস্থলে তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। "দূরতঃ" ইহা দ্বারা গ্রামে থাকা নিষিদ্ধ হইল। বৃক্ষমূলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। ১২৭

(যে বৈশ্য তৎকালে বৃত্তস্থ থাকে তাহাকে বধ করিলে পূর্ব্বোক্ত ব্রত এক বৎসর পালন করিবে অথবা এক শতটী গাভি দান করিবে।)

(মেঃ)—বৈশ্যবধের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বে ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের অষ্টম ভাগ বলা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দ্বাদশ ভাগ বলা হইতেছে। কাজেই এই এক বৎসর ব্রত যখন অল্পপ্রায়শ্চিত্ত তখন অল্পগুণসম্পন্ন বৈশ্যের বধে যে ইহা বিহিত তাহা বুঝা যাইতেছে। আচ্ছা, এখানে ত 'বৃত্তস্থ বৈশ্য' এইরূপ বলা হইয়াছে (সুতরাং অল্পগুণসম্পন্ন ইহা বলা যায় কিরূপে)? (উত্তর)—তাহা ঠিক, যে বৈশ্য পূর্ব্বে গুণহীন ছিল যখন তাহাকে বধ করা হইয়াছে তখন বৃত্তস্থ হইয়াছে, এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত। কিন্তু যে বৈশ্য সর্ব্বদাই বৃত্তস্থ তাহাকে বধ করিলে ঐ পূর্ব্বোক্ত ব্রত পালনীয় বুঝিতে হইবে। ১২৮

(শূদ্রহত্যা অনিচ্ছাপূর্ব্বক করা হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্রতই ছয় মাস পালন করিবে অথবা ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট দশটী গাভি এবং একটী বৃষ দান করিবে।)

(মেঃ)—এস্থলেও নয় মাস কিংবা ছয় মাস ব্রতপালনরূপ প্রায়শ্চিত্ত সগুণ শূদ্রবধ এবং নির্গুণ শূদ্রবধে ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে হইবে। আর পূর্ব্বোক্তসংখ্যক গাভি দান করা বর্ণিত ব্রতপালনের বৈকল্পিক ব্যবস্থা। এখানে যে 'দ্বিজোত্তম' বলা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখমাত্র অর্থাৎ সকলের পক্ষে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। "সিতা" ইহার অর্থ এখানে শুক্লবর্ণ নহে কিন্তু যে গাভি প্রচুর দুগ্ধ দেয়, যাহার স্ত্রীজাতীয় সন্তান জন্মে এবং সেই সন্তান শৈশবেই মরিয়া যায় না, এই প্রকার গাভিকেই এখানে 'সিতা' বলা হইয়াছে। কারণ শুক্লবর্ণ যেমন শুদ্ধ এই প্রকার গাভীও সেইরূপ বিশুদ্ধ। ১২৯

(বিড়াল, নেউল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোসাপ এবং পেচক—এইগুলিকে বধ করিলে শূদ্রবধে বিহিত ব্রত পালন করিবে।)

(মেঃ)—এখানে গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ঐগুলির সমষ্টিকে যদি কেহ বধ করে তাহা হইলে সে পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে (১২৩ শ্লোকে) জাতিভ্রংশকর পাপের প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে ত এইরূপ বলা হইয়াছে যে—প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তগুলির সাহিত্য বিবক্ষিত নহে। (তবে এখানে কিরূপে বলা হইতেছে যে সমুদয় বধে এই প্রায়শ্চিত্তটী কর্ত্তব্য?) বস্তুতঃ ঐ প্রাণীগুলির সব কয়টী একই ব্যক্তির পক্ষে একই সময়ে কিরূপে বধ করা সম্ভব? (তাহা যদি না হয় তাহা হইলে সমুদায় অর্থাৎ সাহিত্যও হইতে পারে না ত?) আবার, ঐ কয়টী ছাড়াও যদি অতিরিক্ত কোন প্রাণীকে উহাদের সহিত বধ করা হয় তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত সমষ্টিটী এই প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত (হেতু) হইবে না। অতএব এরূপ স্থলে অন্য প্রকার অর্থই নির্দ্দেশ করা উচিত। সুতরাং ইহাই ব্যবস্থা হইবে,—যদি কেহ ঐ প্রাণীগুলির যে কোন একজাতীয় প্রাণীকে পুনঃপুনঃ (একাধিক বার) বধ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আর ইহার বাহিরের কোন প্রাণীকে হত্যা করিলে তাহার জন্য অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আবার উহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক বধ করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত নাই তাহাও নহে; কারণ, পরবর্ত্তী বচনে "পয়ঃ পিবেৎ" ইত্যাদি যে প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা উক্ত প্রাণীগুলির প্রত্যেকটীর বধের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু সমষ্টির বধের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। কারণ এখানে ঐ প্রত্যেকটী নিমিত্তের সহিত বাক্য সমাপ্তি (বিধিটী সম্বন্ধযুক্ত) হইতে পারে আবার সমষ্টির সহিতও হইতে পারে। কিন্তু "পয়ঃ পিবেৎ" এখানে বিশেষ অর্থ বুঝাইতেছে বলিয়া প্রত্যেকটীর সহিত বিধির সম্বন্ধ হইতেছে। আর যে বলা হইয়াছে সাহিত্য বিবক্ষিত হইতে পারে না, তাহা সত্য। সেইরূপ স্থলেই সাহিত্য বিবক্ষিত নহে যেখানে সম্বন্ধিবাচ্য প্রত্যেকটী পদার্থের (বিষয়ের) সার্থকতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থাকে। অন্যথা যেমন "যাহার পিতাপিতামহ সোমপান না করে" ইত্যাদি স্থলে। যেখানে সাহিত্য বিবক্ষিত না হইলে বক্তব্য বিষয়টাই বিফল (অনর্থক) হইয়া যায় সেখানে ঐ আনর্থক্য পরিহার করিবার নিমিত্ত সাহিত্যবিবক্ষা যুক্তিসংগত। যেমন অগ্রে বলিবেন "এক হাজার বধ করা হইলে কিংবা নিহত প্রাণী দ্বারা একটী শকট পূর্ণ হইলে" ইত্যাদি। এখানে যদি সাহিত্য বিবক্ষিত না হয় তাহা হইলে 'সহস্র' এইরূপ বলা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং এখানে প্রায়শ্চিত্ত যখন গুরুতর তখন সাহিত্যবিবক্ষা স্বীকার করাই সংগত; কারণ তাহা না হইলে অন্য শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে।

(পরবর্ত্তী ভাষ্যাংশটীর এক অনুচ্ছেদ বড় অসংলগ্ন। উহার আক্ষরিক অর্থটী এইরূপ,—।) আচ্ছা, পদোপাদনতা হইলেও ত লক্ষণাগত বিশেষণটী অবিবক্ষিতই হয়। ইহার উদাহরণ যেমন, "যাহার উভয় হবির্দ্রব্য অপচার প্রাপ্ত হইবে" ইত্যাদি বাক্যে 'উভয়' শব্দটীর অর্থ বিবক্ষিত নহে।* যেহেতু এস্থলে যদি 'হবিঃ' এবং 'উভয়' এই দুইটী পদই বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। তবে যে স্থলে অবস্থাভেদ থাকে তথায় বাক্যভেদ পরিহারের জন্য অবশ্যই ভেদ থাকে। একটী গ্রহণীয় হইলে ব্যবহিত অন্বয় হয় কিংবা একটী গুণকে পরিত্যাগ করিতে হয়। 'উভয়' শব্দটীতে ঐ সব রহিয়াছে। "আচ্ছেৎ" এটীর হবিঃ শব্দের সহিত ব্যবহিত অন্বয়, যেহেতু হবিঃ শব্দটীর সংখ্যার সহিত ইহার অনুরূপতা রহিয়াছে। অথবা এটী গুণানুবাদকও হইতে পারে। তবে সেটী যদি অবিবক্ষিত হয় তাহা হইলে অবশিষ্ট বাক্যটী অর্থবাদই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, এস্থলে যদি সমষ্টি বিবক্ষিত (না) হয় কিংবা সহস্র শব্দটী বিবক্ষিত (না) হয় তাহা হইলে সমগ্র বাক্যটীই অনর্থক হইয়া পড়ে। এইজন্য এটী বাচ্যই হইবে। সান্নিধ্যরূপ স্থানতাকে প্রমাণ ধরিলে কেবলমাত্র 'শূদ্রহত্যাব্রত' এইটুকু বক্তব্য বা বিধেয় হইয়া থাকে। যদি প্রমাণ হয় তাহা হইলে 'শূদ্রহত্যা'। এই পরিমাণ প্রাণীদেরই হিংসা সম্ভব হয়। এইরূপ, এই জাতীয় অন্যান্য বিশেষণও বিবক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু সে স্থলেও ঐ একই যুক্তি রহিয়াছে। যেমন,—"ফলপ্রদ বৃক্ষসকলের উচ্ছেদনে" ইত্যাদি স্থলে। আর তাহা হইলে সমস্ত অসংগত হইয়া পড়ে। আরও কথা, এই স্মৃতিবচন হইতেছে পৌরুষেয় বাক্য, ইহা বৈদিক বাক্য নহে। বেদে যে শব্দ প্রয়োগ তাহার প্রয়োক্তা পুরুষই বা কে, যাহার জন্য, কি নিমিত্ত এই প্রকার অনর্থক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে' এইপ্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে? পক্ষান্তরে, এক্ষেত্রে স্মৃতিবচনে যে শব্দপ্রয়োগ তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক (জানিয়া এবং ইচ্ছা করিয়া) করা হইয়া থাকে। কাজেই সে স্থলে একটী মাত্রারও অনর্থকতা আপত্তিযোগ্য—অসংগত। সেস্থলে সাহিত্যবিবক্ষা কিংবা বিশেষণবিবক্ষা ('সাহিত্য'টীর বিবক্ষিতত্ব এবং বিশেষণটীরও বিবক্ষিতত্ব) যুক্তিসংগতই হইয়া থাকে। আর যে আপত্তি করা হইয়াছে 'ইহাদের সবগুলিকে একজন লোকই বা একসংগে বধ করিবে কিরূপে' ইহার উত্তরে বক্তব্য, একটীমাত্র লোক যখন বনে গিয়া মৃগয়া করিতে থাকে তখন কিংবা যখন সমগ্র বনটী একজন লোক পুড়াইয়া দিতে থাকে তখন তাহার পক্ষে ঐরূপ বধ করা সম্ভব হয়। আর যে বলা হইয়াছে—'উহার অতিরিক্ত বধ হইলে তাহা আর এই প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত হয় না—তথায় আর এই প্রায়শ্চিত্তটী প্রয়োজ্য হয় না', এ কথাটীও সংগত নহে। কারণ, যে স্থলে যথোক্ত বধ সংখ্যার আধিক্য হয় তথায় যে পূর্ব্বসংখ্যা নষ্ট হইয়া যায়, পূর্ব্বের বধগুলির অভাব ঘটে তাহা ত নহে। তবে উহার কম সংখ্যায় বধ করা হইলে ঐ প্রকারই কল্পনা করা উচিত হয়। ১৩০

---

*মীমাংসাদর্শনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ৬ষ্ঠ অধিকরণে (হবিরার্ত্ত্যধিকরণে) এইরূপ বিচারিত হইয়াছে। দর্শপূর্ণ মাসের যে দুইবার গোদোহন হয় তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—"যস্যোভয়ং হবিরার্ত্তিমাচ্ছেদৈন্দ্রং পঞ্চশরাবং নির্ব্বপেৎ" অর্থাৎ যাহার 'উভয়' হবিঃ আর্ত্তিপ্রাপ্ত (নষ্ট) হইবে, সে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে পঞ্চশরাবনির্ব্বাপ করিবে। এই যে প্রায়শ্চিত্তাত্মক পঞ্চশরাবযাগ, ইহা কি দোহদ্বয়ের আর্ত্তিতেই (নাশেই) কর্ত্তব্য অথবা একটি দোহের আর্ত্তি হইলেও অনুষ্ঠেয়, ইহাই সংশয়। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, এস্থলে দোহদ্বয়ের আর্ত্তি ঘটিলে তবেই উক্ত পঞ্চশরাব-যাগ অনুষ্ঠেয়, কারণ এখানে যে 'উভয়' শব্দটী হবির বিশেষণরূপে রহিয়াছে, উহাকে বিবক্ষিত না বলিলে ওটী অনর্থক হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন,—এস্থলে আর্ত্তিই উক্ত পঞ্চশরাবযাগের নিমিত্ত বটে, কিন্তু কেবলমাত্র 'আর্ত্তি' বলিলে তাহা সাকঙ্ক্ষ থাকে (কিসের আর্ত্তি, এই প্রকার জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়) বলিয়া নিমিত্তত্বটী পরিপূর্ণ হয় না। একারণে বলিতে হয়—এখানে 'হবিঃ' শব্দটীর অর্থ বিবক্ষিত। আর তাবন্মাত্রেই নিমিত্তত্বটী পর্য্যাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া এখানে 'উভয়' শব্দটী বিবক্ষিতার্থক নহে। অতএব উভয় হবির নাশের ন্যায় একটী হবির নাশেও ঐ যাগটী প্রায়শ্চিত্তরূপে অনুষ্ঠেয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ঐসকল প্রাণীর এক একটীকে বধ করিলে তিন দিন কেবল দুধ খাইয়া থাকিবে অথবা চারি ক্রোশ পথ হাঁটিবে কিংবা নদীতে স্নান করিবে অথবা 'অপ্‌দৈবত' ঋক্ মন্ত্র জপ করিবে।)

(মেঃ)—ঐ বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীগুলির এক একটীকে যদি বধ করা হয় তাহা হইলে তাহার জন্য অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছেন। "পয়ঃ" ইহার অর্থ এখানে জল নহে কিন্তু দুগ্ধ, কারণ ঐ অর্থেই উহার প্রয়োগ অধিক প্রসিদ্ধ, যদিও দুগ্ধ এবং জল উভয়ই পয়ঃ শব্দের অর্থ। "পয়সা জুহোতি"=দুগ্ধের দ্বারা হোম করিবে ইত্যাদি স্থলে দুগ্ধ অর্থেই পয়ঃ শব্দটীর প্রয়োগ। ইহার উদাহরণ যেমন, 'বরাহ' শব্দটী মেঘ, পর্ব্বত এবং শূকর এই তিন অর্থই বুঝায়। তবে 'শূকর' অর্থেই উহা প্রসিদ্ধ। কিন্তু 'পর্ব্বত' অথবা 'মেঘ' অর্থ বুঝাইতে হইলে অন্য কোন পদের সহিত সমান বিভক্তিযুক্ত হইয়া প্রয়োগ আবশ্যক। যেমন,—'বরাহ' (পর্ব্বত) হিমবান্, বরাহ (পর্ব্বত) পারিযাত্র ইত্যাদি। আলোচ্য স্থলটীতে শরীর ধারণের নিমিত্ত অন্নাদি ভোজন করা স্বভাবতঃ সিদ্ধ, এইজন্য সেই অন্নাদির স্থানে 'পয়ঃ' (দুগ্ধ) ভক্ষণীয়রূপে বিহিত হইয়াছে; কাজেই ইহা দ্বারা অন্য প্রকার অন্ন নিষিদ্ধ হইতেছে। আর ইহা তপঃস্বরূপ বলিয়া এখানে এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, 'যাহা শরীরকে তাপিত অর্থাৎ দুঃখ বা ক্লেশযুক্ত করে তাহাকেই 'তপঃ' বলা হয়। অতএব "প্রাণায়াম অভ্যাসকালে ঘৃতপ্রাশন কর্ত্তব্য" এস্থলে যেমন ঘৃত ভোজনের দ্বারা অন্য ভোজনের নিবৃত্তি হয় না সেইরূপ এখানেও আচমন (জলপান করা) নিষিদ্ধ হইতেছে না। (ঘৃতপ্রাশন ভোজনান্তরের নিমিত্তকে বাধা দেয় —এ অংশটী অসংলগ্ন।) আবার, দুগ্ধপান ও জলপানের মধ্যে যে বিকল্প হইবে তাহাও নহে। কিন্তু "উপস্পৃশেৎ স্রবন্ত্যাম্"=নদীতে স্নান করিবে। এখানে "স্রবন্তী" শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় দীঘি বা পুষ্করিণীতে স্নান করিলে চলিবে না। "অপ্‌দৈবত সূক্ত"="আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি ঋক্ সমুদায়ে পঠিত পবমান সূক্ত। অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে "কৃশরা ভোজন করিবে এবং লৌহদণ্ড দক্ষিণা দিবে"। "ব্রজেৎ" ইহার অর্থ একস্থান হইতে আর একস্থানে উপস্থিত হওয়া নহে কিন্তু পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। ১৩১

(ব্রাহ্মণ যদি সর্প বধ করে তাহা হইলে লৌহনির্ম্মিত কুদ্দাল দান করিবে। আর যদি কোন ষণ্ঢ অর্থাৎ ক্লীবকে বধ করে তাহা হইলে এক ভার খড় এবং এক মাষা সীসা দিবে।)

(মেঃ)—এখানে যে 'দ্বিজোত্তম' বলা হইয়াছে উহার অর্থ বিবক্ষিত নহে। তীক্ষ্ণ লৌহ অভ্রি (কুদ্দাল) দান করিবে। 'কার্ষ্ণায়স' শব্দটী থাকায় কাষ্ঠকুদ্দাল ব্যাবৃত্ত হইতেছে। ষণ্ঢ =নপুংসক। উহারা চারি প্রকার,—রেতোবিহীন, বায়ুবদ্ধরেতাঃ, ইন্দ্রিয়চালনে অসমর্থ এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় লক্ষণবিশিষ্ট। ১৩২

(বরাহ বধ করিলে ঘৃতকুম্ভ দান করিবে, তিতির পক্ষী মারিলে এক দ্রোণ পরিমাণ তিল, শুকপক্ষীবধে দুই বছরের বাছুর এবং ক্রৌঞ্চপক্ষী মারিলে তিন বছরের বাছুর দান করিবে।)

(মেঃ)—বরাহ=শূকর ; ইহা বধ করিলে এক ঘড়া ঘৃত দান করিবে। চারি আড়ায় এক দ্রোণ হয়। 'হায়ন' অর্থ বৎসর। "বৎস"=গোশিশু। ১৩৩

(হংস, বলাকা, বক, হরিণ, বানর, শ্যেন এবং ভাসপাখী মারিলে ব্রাহ্মণকে একটী গরু দান করিবে।)

(মেঃ)—হংস প্রভৃতিগুলি পক্ষিবিশেষ। বানর=মর্কট "স্পর্শয়েৎ"=দান করিবে। এইগুলির এক একটীকে বধ করিলে ইহা প্রায়শ্চিত্ত, কারণ এখানে দ্বন্দ্বসমাসে উল্লেখ নাই, ইহা বলা হইয়াছে। ১৩৪

(অশ্ব বধ করিলে বস্ত্র দান করিবে, হস্তী বধ করিলে পাঁচটী নীল বৃষ, ছাগ ও মেষবধে একটী বৃষ এবং গর্দ্দভ হত্যায় একবৎসরবয়স্ক বৃষ দান করিবে।)

(মেঃ)—হয়=অশ্ব; গজ=হস্তী। অনড্বান্=বৃষ; ইহা ছাগ ও মেষবধে দান করিবে। গর্দ্দভবধে 'এক হায়ন' অর্থাৎ এক বৎসর বয়স্ক গোবৎস; কারণ অনড্বানের সহিত ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। ১৩৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মাংসাশী মৃগ অর্থাৎ ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি বধ করিলে পয়স্বিনী ধেনু দান করিবে। অন্য প্রকার মৃগ অর্থাৎ তৃণভোজী মৃগ মারিলে বৎসতরী এবং উষ্ট্রবধে কৃষ্ণল দান করিবে।)

(মেঃ)—'ক্রব্যাদ মৃগ'—যেমন নেকড়ে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি। অক্রব্যাদ মৃগ—যেমন রুরু, পৃষত প্রভৃতি। ধেনু=গাভি। "কৃষ্ণল"=বিশিষ্ট পরিমাণ সুবর্ণ; প্রায়শ্চিত্ত স্থলে ইহা দণ্ডাধিকার শাস্ত্রের পরিভাষা অনুসারে গ্রাহ্য। অন্যস্থলে লৌকিক পরিমাণ ধর্ত্তব্য। যেমন,— "আয়ুষ্কামী ব্যক্তি শত কৃষ্ণল পরিমাণ ঘৃত পান করিবে" ইত্যাদি। ১৩৬

(বেশ্যাবৃত্তিসম্পন্ন চারি বর্ণেরই নারীকে বধ করিলে জীন, ধনু, ছাগ এবং মেষ দান করিলে ঐ পাপ হইতে শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—"অনবস্থিত"=যেসকল নারী বহু পুরুষের সহিত সংসর্গ করে—তাহারা বেশ্যাবৃত্তি করে বলিয়া 'অনবস্থিত' হয় অর্থাৎ তাহারা একজন পুরুষে আবদ্ধ থাকে না। কেবলমাত্র শাস্ত্রলঙ্ঘনকারিণীকে অনবস্থিত বলা হয় নাই; কারণ সেরূপ হইলে যে পরপুরুষের সহিত সংসর্গ হইবেই এমন কোন কথা নাই। এখানে যে 'জীন' প্রভৃতি চারিটী বস্তু দান করিবার নির্দ্দেশ উহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে ব্যবস্থা। 'জীন' ইহার অর্থ চর্ম্মপুট, মুটকাদি দ্রব্য উহার মধ্যে রাখা হয়, ইহাই উহার প্রয়োজন। "কার্ম্মুক"=ধনুঃ। "বস্ত"=ছাগ; "অবি"=মেষ। এখানে "জীন" প্রভৃতি দ্রব্যগুলি যে প্রত্যেকটী পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ব্রাহ্মণাদি এক এক জাতির উক্ত প্রকার নারীকে বধ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ইহা 'লিঙ্গ' (অর্থপ্রকাশন শক্তি) হইতে বলা হইল। কাজেই ঐ দ্রব্যগুলির সব কয়টী মিলিয়া যে একটী প্রায়শ্চিত্ত হইবে তাহা নহে। এস্থলে "নারীর্হত্বা" ইহার বদলে কেহ কেহ "নারীর্গত্বা"=উক্ত প্রকার নারীগমন করিলে, এইরূপ পাঠ ধরেন। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ ইহা হিংসার প্রকরণ অর্থাৎ হিংসানিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তই এখানে আলোচিত হইতেছে। ১৩৭

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ পূর্ব্ববর্ণিত সর্প প্রভৃতি প্রাণীর বধজনিত পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবার জন্য যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার দান করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে এক একটী প্রাণীর বধের জন্য প্রাজাপত্যব্রত কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—"নির্ণেক" ইহার অর্থ শুদ্ধি। হিংসা করিলে তাহা ক্ষালনের নিমিত্ত দান করাটাই যে প্রধান তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। যদিও এখানে "একৈকশঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে তথাপি স্থলবিশেষে সমষ্টির উপর প্রায়শ্চিত্ত বা দান কর্ত্তব্য হইবে। "দ্বিজ" এ কথাটী শ্লোকের পাদপূরণের জন্য বলা হইয়াছে। যেখানে কোন বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকে সেখানে "কৃচ্ছ্র" শব্দটীর অর্থ প্রাজাপত্যব্রত, ইহা স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে। ১৩৮

(অস্থিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র প্রাণী কৃকলাস প্রভৃতি এক সহস্র বধ করিলে কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অস্থিহীন প্রাণী এক গাড়ি বধ করিলে শূদ্রবধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—এখানে "অস্থিমৎ" ইহার অর্থ ক্ষুদ্রকায় প্রাণী; কারণ অস্থিহীন প্রাণীর সহিত ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। "অনঃ"=শকট; ইহা তাহারই পরিমাণ বুঝাইতেছে; ঐ প্রকার এক শকট পরিমাণ বধ হইলে প্রায়শ্চিত্ত। ১৩৯

(ক্ষুদ্রকায় প্রাণী একটীমাত্র বধ করা হইলে ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ দান করিবে; আর অস্থিহীন ক্ষুদ্র প্রাণী বধ করিলে প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হওয়া যায়।)

(মেঃ)—"কিঞ্চিৎ" ইহা দ্বারা অল্প পরিমাণ ধন বুঝাইতেছে। পরিমাণতঃ, প্রয়োজনতঃ এবং মূল্যতঃ অল্প ধন। পূর্ব্বোক্ত প্রাণীগুলির এক একটী বধ করিলে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। যে সমস্ত প্রাণীর বধনিমিত্তক স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই সেখানে সেগুলি এই অনস্থিমৎ প্রাণীর মধ্যে ধর্ত্তব্য অর্থাৎ তাহার বধে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত। "প্রাণায়াম" ইহার অর্থ আত্মনিরোধ। মলিনীকরণ পাতকের মধ্যে যে কৃমি, কীট এবং পক্ষীর উল্লেখ আছে সেগুলিও একটী গ্রহপাত্র পরিমাণই ধর্ত্তব্য। আর মশকাদি ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে এখানে যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা বলা হইল তাহাই গ্রহণীয়। ১৪০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(আম্রাদি ফলদ বৃক্ষ, গুল্ম, গুলঞ্চ প্রভৃতি বল্লী, ও ফলদ কুষ্মাণ্ডাদি লতা এবং পুষ্পে পূর্ণ লতা ছেদন করিলে এক শত ঋক্‌মন্ত্র জপ করিবে।)

(মেঃ)—"ফলদ বৃক্ষ"=আম, কাঁঠাল প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষ ফল দিতেছে। এক শত ঋক্‌মন্ত্র জপ—ইহা দ্বিজাতির অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে ব্যবস্থা। তাহা হইলে শূদ্রের পক্ষে ব্যবস্থা কি হইবে? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন "ইন্ধনের জন্য কাঁচা গাছ কাটিলে" তাহার যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা শূদ্রের পক্ষেও এস্থলে সেইরূপ হইবে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ উহা বড় গুরু প্রায়শ্চিত্ত হইয়া পড়ে। (প্রশ্ন)—উহা যদি প্রায়শ্চিত্তরূপে কর্ত্তব্য না হয় তাহা হইলে উপপাতকমধ্যে উহা নির্দ্দেশ করা হইল কেন? (উত্তর)—যদি পুনঃপুনঃ ঐরূপ পাতক করা হয় তাহা হইলে ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। অতএব শূদ্রের পক্ষে এই শতসংখ্যক ঋক্‌মন্ত্র জপের পরিবর্ত্তে দ্বিরাত্র অথবা ত্রিরাত্র উপবাস কর্ত্তব্য, ইত্যাদি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা কল্পনা করিতে হইবে। 'গুল্ম' প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ আগে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'লতা' ইহার অর্থ এখানে গাছের ডাল। ১৪১

(যে সমস্ত প্রাণী খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘকালীন হইলে তাহাতে উৎপন্ন হয়, কিংবা গুড় প্রভৃতি রসদ্রব্য মধ্যে যে প্রাণী জন্মে অথবা ফল ও পুষ্পের মধ্যে যে প্রাণী জন্মে সেগুলি বধ করিলে ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃত ভক্ষণ করিলে তবে শুদ্ধ হওয়া যায়।)

(মেঃ)—"অন্নাদ্য"=ভাত, ছাতু প্রভৃতি খাদ্য দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিলে তাহাতে যে সমস্ত "সত্ত্ব" অর্থাৎ প্রাণী জন্মে। "রসজানাম্"=গুড়, উদশ্বিৎ প্রভৃতি রসদ্রব্যমধ্যে যাহা জন্মে। "ফলপুষ্পোদ্ভব"=যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতি ফলের মধ্যে যে মশকাদি প্রাণী জন্মে; এইরূপ পুষ্পমধ্যে যে প্রাণী (কীট জন্মে)। "ঘৃতপাশ"=অন্নাদি ভোজনের প্রারম্ভে ঘৃত ভক্ষণ কর্ত্তব্য। 'প্র' শব্দটীর অর্থ কোন কর্ম্মের আরম্ভাবস্থা। কাজেই এখানে 'ঘৃতপ্রাশন' বিহিত হইলেও স্বাভাবিক যে অন্নাদি ভোজন তাহা রহিত হইবে না; 'পয়োব্রত' কর্ত্তব্য, ইত্যাদি স্থলে যেমন কেবল দুগ্ধভোজনই কর্ত্তব্য, কিন্তু অন্য ভোজন নিষিদ্ধ, এস্থলে সেরূপ নহে। কারণ, এই সকল প্রাণীও ক্ষুদ্র জন্তুই হইতেছে; আর ক্ষুদ্র জন্তুবধের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণায়াম, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কাজেই ঐ প্রাণায়ামের তুলনায় উপবাস করাটা অতি গুরু প্রায়শ্চিত্ত। অতএব ভোজনের পূর্ব্বে যেমন আচমন করা হয় সেইরূপ ঘৃতপ্রাশনও কর্ত্তব্য, ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত। ১৪২

(যে সকল ওষধি ভূমি কর্ষণ করিলে তবে জন্মে কিংবা তৃণধান্যাদি যে সমস্ত ওষধি ভূমি কর্ষণ বিনাই বনে স্বয়ং জন্মে সেগুলি অনর্থক ছেদন করিলে একদিন কেবল দুধ খাইয়া থাকিবে এবং গবানুগমন করিবে।)

(মেঃ)—লাঙ্গল, কুদ্দাল প্রভৃতির সাহায্যে কর্ষণ করা ভূমিতে যে সকল ওষধি জন্মে সেগুলি "কৃষ্টজ"; সেগুলির এবং যে সমস্ত ওষধি বনে আপনাআপনিই জন্মে সেগুলির "বৃথা আলম্ভ" হইলে অর্থাৎ গবাদি গৃহপালিত প্রাণীকে খাওয়াইবার প্রয়োজন বিনা সেগুলি ছেদন করিয়া নষ্ট করা হইলে গবানুগমন অর্থাৎ গরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া এবং একদিন "পয়োব্রত"= কেবল দুধ খাইয়া থাকিবে। ইহা দ্বারা অন্য ভোজনের নিবৃত্তি হইল। ১৪৩

(জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত হিংসা হইতে যে সমস্ত পাতক হয় তাহা এই সকল ব্রতের দ্বারা দূর করা যায়। এক্ষণে অভক্ষ্য ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আপনারা শুনুন।)

(মেঃ)—"হিংসাসমুদ্ভবম্"=হিংসা হইতে সঞ্জাত "এনঃ"=পাপ "এতৈঃ ব্রতৈঃ"=আগে পর্য্যন্ত যে প্রায়শ্চিত্ত বলা হইল তাহা দ্বারা "অপোহ্যং"=অপনোদন করা যায়, সেই পাপ জ্ঞানপূর্ব্বকই আচরিত হউক অথবা অজ্ঞানপূর্ব্বক আচরিত হউক। "অনাদ্যভক্ষণে"=অভক্ষ্য ভক্ষণে যে পাতক হয় তাহা যেরূপে দূর করা যায় তাহা আপনারা শুনুন। ১৪৪

(ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক গৌড়ী অথবা মাধ্বী পান করে তাহা হইলে পুনরায় সংস্কার দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে; আর যদি উহা জ্ঞানপূর্ব্বক পান করা হয় তাহা হইলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ্য নহে কিন্তু মরণই উহার প্রায়শ্চিত্ত, ইহাই বিধি।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—'সংস্কার' বলিতে এখানে উপনয়নরূপ সংস্কারই বুঝা যাইতেছে, কারণ ইহাতে মেখলাধারণ প্রভৃতি উপনয়নাঙ্গগুলি অগ্রে নিষিদ্ধ হইবে। এই যে সংস্কার ইহা 'তপ্তকৃচ্ছ্র' ব্রতপালনের পর কর্ত্তব্য; কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপই নির্দ্দেশ আছে। যেহেতু এ সম্বন্ধে গৌতম এইরূপ বলিতেছেন—"অজ্ঞানপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে দুগ্ধ, ঘৃত, জল এবং বায়ু ভক্ষণ করিয়া কৃচ্ছ্রব্রত তিন দিন করিলে পর তাহার উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য" ইত্যাদি। এখানে "বারুণী" বলিতে 'পৈষ্টী' সুরা বুঝাইতেছে না, কিন্তু গৌড়ী অথবা মাধ্বী মদ্যই অভিহিত হইতেছে। (প্রশ্ন)—কোথা হইতে ইহা জানা যায়? (উত্তর)—যেহেতু অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়;—"ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ পৈষ্টী সুরা ভিন্ন অন্য মদ্য পান করিলে দশ দিন গোমূত্র এবং যবসিদ্ধ খাইলে তবে শুদ্ধ হইবে" ইত্যাদি। আর পৈষ্টী সুরা যদি অজ্ঞানতঃ পান করা হয় তাহা হইলে তাহার প্রত্যবায় এবং প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই অধিক। কারণ এরূপ স্থলে এইপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বলা হইয়াছে, যথা—"ব্রত পালন করিবার বিধি বিদিত হইয়া এক বৎসর খুদ খাইয়া থাকিবে অথবা এক বৎসর পুনঃপুনঃ চান্দ্রায়ণ করিবে"। আর ঐ গৌড়ী এবং মাধ্বী মদ্যও যদি জ্ঞানপূর্ব্বক পান করা হয় তাহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা চলিবে না; কিন্তু "প্রাণান্তিকং"=যে প্রায়শ্চিত্তে প্রাণবিয়োগ হয় তাহারই ব্যবস্থা দিতে হইবে। সে প্রায়শ্চিত্তটী কি? (উত্তর)—মুখ্য (পৈষ্টী) সুরার যে প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে তাহাই। তবে ঐ গৌড়ী ও মাধ্বী যদি পুনঃপুনঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক পান করা হয় সেরূপ স্থলেই ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বুঝিতে হইবে। পৈষ্টী সুরা ভিন্ন অন্য মদ্যপানে যদি একবার মাত্র উহা পান করা হয় তাহা হইলে একাধিক বার চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য।

এস্থলে ব্যবস্থা এইরূপ হইবে;—। যদি পৈষ্টী সুরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পান করা হয় তাহা হইলে প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্তই হইবে। আর উহা যদি অজ্ঞানতঃ একবার মাত্র পান করা হয় তবে বৎসরকাল কণভক্ষণ অথবা পুনঃপুনঃ চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। আবার উহা যদি অজ্ঞানতঃও বার বার পান করা হয় তাহা হইলে তথায় উহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পান করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত তাহারই ব্যবস্থা দিতে হইবে। আর অপরাপর যে সকল মদ্য আছে তাহা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক পান করা হয় তবে পুনঃপুনঃ চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। আর উহা যদি অজ্ঞানতঃ একবার মাত্র পান করা হয় তাহা হইলে তপ্তকৃচ্ছ্র, গোমূত্রযাবকপান এবং পুনঃসংস্কার কর্ত্তব্য। আবার উহা যদি অজ্ঞানতঃ অনেক বার পান করা হয় তাহা হইলে পৈষ্টী সুরাপানের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৪৫

(সুরাপাত্রে এবং মদ্যভাণ্ডে রক্ষিত জল যদি পান করা হয় তাহা হইলে 'শঙ্খপুষ্পী' নামক ওষধির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা পাঁচ দিন খাইতে হইবে।)

(মেঃ)—যে পাত্রে সুরার রস অনুভব করা যায় অর্থাৎ সুরা ঢালিয়া লইবার পর যাহা শুকাইয়া যায় নাই সেইরূপ পাত্রে যে জল থাকে তাহা পান করিলে ইহা প্রায়শ্চিত্ত। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি 'মদ্য' শব্দটী মদ্যসামান্যবাচক অর্থাৎ উহা সাধারণভাবে সকল প্রকার মদ্যকেই বুঝায়; সুতরাং কেবল "মদ্যভাণ্ডস্থিতাঃ" এই বলিলেই যখন চলিত তখন পুনরায় "অপঃ সুরাভাজনস্থাঃ"=সুরাপাত্রস্থিত জল, ইহা বলা ত উচিত হয় নাই (কারণ ইহাতে পুনরুক্তিই হইতেছে)। উত্তর—তাহা ঠিক; সুরা এবং মদ্য ইহার মধ্যে মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত যদি অত্যন্ত ভিন্ন প্রকার না হইত তাহা হইলে ঐরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইত। সুতরাং ঐ ভিন্ন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত থাকায় সুরাপাত্রস্থিত জল পান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় এবং অনির্দ্দিষ্ট স্থলে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা শাস্ত্রবিহিত বলিয়া তাদৃশ স্থলে অধিকতর (গুরু) প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে। এইজন্য এস্থলে ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা নিষেধের নিমিত্ত সুরাভাজনস্থ জলেরও স্বতন্ত্র উল্লেখ করিয়া উভয় স্থলেই সম প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে। "পঞ্চরাত্রং শঙ্খপুষ্পীশৃতং পয়ঃ"=পাঁচ দিন শঙ্খপুষ্পী নামক ওষধির সহিত পাক করা দুগ্ধ পান কর্ত্তব্য। এখানে "শৃত"=পাক করা, এই শব্দটীর সহিত প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া "পয়ঃ" ইহার অর্থ দুগ্ধ; কারণ 'শৃত' শব্দটী দুগ্ধ এবং ঘৃতবাচক শব্দের সহিত প্রয়োগ করাই সাধু। 'শঙ্খপুষ্পী' ইহা এক প্রকার ওষধি; তাহার সহিত পিষ্ট ক্বাথযুক্ত করিয়া পাক করা দুগ্ধ পাঁচ দিন পান করিতে হইবে। ১৪৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মদ্য অর্থাৎ পৈষ্টী সুরা স্পর্শ করিলে, দান করিলে এবং বিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিলে এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট জল পান করিলে তিন দিন কুশক্কথিত জল পান করিবে।)

(মেঃ)—"বিধিবৎ প্রতিগৃহ্য"=স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া। "দত্বা"=দিয়া, ইহারও অর্থ ঐরূপ, অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক দান করিয়া। ব্রীহি প্রভৃতিতে (গৌড়ী প্রভৃতিতে?) যথাবিধি দান এবং গ্রহণে কোন দোষ নাই। "কুশ"=দর্ভ। ১৪৭

(যে ব্রাহ্মণ সোমযাগ করিয়াছেন তিনি যদি সুরাপ ব্যক্তির মুখের গন্ধ গ্রহণ করেন তাহা হইলে জলমধ্যে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ঘৃতপ্রাশন করিলে তবে শুদ্ধ হইবেন।)

(মেঃ)—"সুরাপস্য গন্ধম্"=সুরাপ ব্যক্তির জঠরাগ্নি এবং দেহধাতুর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে যে সুরা তাহার গন্ধ লইলে তাহাতে কিছু লঘু প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু ভাণ্ডমধ্যস্থিত সুরার ঘ্রাণ লইলে দোষ অধিক। কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের গন্ধ গ্রহণ করিলেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। এখানে "সোমপ"=সোমপায়ী অর্থাৎ যিনি সোমযাগ করিয়াছেন, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় দর্শপূর্ণমাস যাগকারীর পক্ষে ইহা এতাদৃশ দোষাবহ নহে। "ঘৃতং প্রাশ্য"=ঘৃত ভোজন করিয়া;—ইহা দ্বারা অন্য ভোজন নিষিদ্ধ হইতেছে না। এখানে 'সুরা' শব্দটীর প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়া অন্য মদ্যের সম্বন্ধে এই বিধি প্রয়োজ্য নহে। ১৪৮

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা, মূত্র এবং সুরাসংস্পর্শযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করে তাহা হইলে তাহাদের পুনরায় সংস্কার করিতে হয়।)

(মেঃ)—এখানে যে "বিণ্মূত্র"=বিষ্ঠা এবং মূত্র উল্লিখিত হইয়াছে উহা দ্বারা 'রেতঃ'ও উপলক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ রেতোভক্ষণেও ঐরূপ কর্ত্তব্য। কারণ অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে—"বিষ্ঠা, শব এবং রেতঃ ভক্ষণ করিলেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য হইবে"। (প্রশ্ন)—কোন্ জাতীয় বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণে এই প্রায়শ্চিত্ত? (উত্তর)—মনুষ্যের মলমূত্র ভক্ষণেই ইহা বিধি। অন্য প্রাণীর মলমূত্র ভক্ষণে বিধি কি তাহা অগ্রে বলিব। এস্থলেও কেবল উপনয়ন সংস্কারই কর্ত্তব্য নহে কিন্তু উহার সহিত তপ্তকৃচ্ছ্রও কর্ত্তব্য; ইহার কারণ কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখানে "দ্বিজাতয়ঃ"=দ্বিজাতিগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়, ইহার অর্থ বিবক্ষিত। শূদ্রের পক্ষে অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া দিব। এস্থলে "অজ্ঞানাৎ"=না জানিয়া ইহা অনুবাদ-স্বরূপ; কারণ, জানিয়া শুনিয়া কে আর মনুষ্যের মলমূত্র ভক্ষণ করে? আবার, মদ্যপান সম্বন্ধেও এইরূপই বিধান বলা হইয়াছে, "মদ্যপান করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত পালন করিবে" ইত্যাদি। যদি উভয় স্থলেই সংস্কারই কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তও তুল্য প্রকার হইবে, যেহেতু বিশেষ বচন রহিয়াছে। ১৪৯

(দ্বিজাতিগণের পুনরায় উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য হইলে মস্তকমুণ্ডন, মেখলা ও দণ্ডধারণ, ভৈক্ষচর্য্যা এবং ব্রতপালন, এগুলি সব করিতে হইবে না।)

(মেঃ)—'ব্রত' ইহার অর্থ বেদগ্রহণের জন্য পালনীয় ব্রত। ইহা বলা সঙ্গত নহে; কারণ বেদগ্রহণের জন্যই সেই সব ব্রত পালনীয়; সুতরাং এখানে যখন বেদগ্রহণ কর্ত্তব্য নহে তখন ঐ ব্রতপালনের প্রাপ্তি বা প্রসঙ্গ কোথায়? অতএব এখানে যে 'ব্রত' শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ—উপনয়নকালে 'দিনের বেলা ঘুমাইও না, সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে সমিধ্ আধান করিবে, আচার্য্যের অধীন হইবে' ইত্যাদি প্রকার উপনয়নাঙ্গ ব্রতসকল। সেগুলি এস্থলে নিবৃত্ত হইবে—বাদ যাইবে। ১৫০

(অভোজ্যান্ন ব্যক্তিদের—যাহাদের অন্ন ভোজন করা উচিত নয় তাহাদের অন্ন ভোজন করিলে, স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে এবং অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করিলে সাত দিন যবসিদ্ধ পান করিবে।)

(মেঃ)—যাহাদের অন্ন ভোজন করা হয় না সেই সমস্ত লোকেদের 'অভোজ্যান্ন' বলা হয়;—। অশ্রোত্রিয়ের স্ত্রী, সংগ্রামজীবী (যুদ্ধকরা যাহাদের পেশা) এবং যাহারা অযাজ্য যাজন করে সেই রকম ব্রাহ্মণ—ইহারা সব 'অভোজ্যান্ন'। এখানে শূদ্রজাতির উল্লেখ দ্বারা যখন জাতিকেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লক্ষ্য করা হইতেছে তখন শূদ্রজাতীয় স্ত্রীও উহা দ্বারাই নিষিদ্ধ হইয়া যায়; তথাপি এখানে পৃথক্‌ভাবে 'স্ত্রী' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহা সজাতীয় (ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণজাতীয়) স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইতেছে বুঝিতে হইবে। 'উচ্ছিষ্ট' ইহার অর্থ উহাদের মুখস্পৃষ্ট। তবে যে "স্ত্রীলোকদের মুখ নিয়ত শুচি" এইরূপ বলা হইয়াছে উহা কোন্ স্থলে প্রয়োজ্য তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "শূদ্রোচ্ছিষ্ট জল পান করিলে কুশোদক পাতব্য" আবার এখানে বলা হইতেছে "সাত দিন যব খাইয়া থাকিবে"। সুতরাং এই দুইটী ব্যবস্থাই যখন শাস্ত্রনির্দ্দেশসাপেক্ষ অথচ একটী গুরুভূত তখন শূদ্রোচ্ছিষ্ট অন্ন প্রভৃতি ভেজানস্থলে এখানকার এই বিধানটী প্রয়োজ্য বুঝিতে হইবে। "অভক্ষ্য মাংস" যেমন প্লব (জলপক্ষিবিশেষ), হংস, চক্রবাক প্রভৃতির মাংস। যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ উহা ভক্ষণ করা হয় তাহা হইলে সেরূপ স্থলেই এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত। তাহা না হইলে ইহা ছাড়া অন্যত্র "অন্য স্থলে এক দিন উপবাস কর্ত্তব্য" এই বিধিটী অনুসরণীয়। পূর্ব্বে "পয়ঃ পীত্বা" ইত্যাদি বচনে যেরূপ বলা হইয়াছে তাহাও করা যায়। শূকর, উষ্ট্র প্রভৃতি প্রাণীর মাংসভোজনে এ প্রায়শ্চিত্ত নহে; কারণ তাহার জন্য অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে যে যব-সিদ্ধ করিয়া পান করিবার কথা বলা হইয়াছে শক্তু পান (ছাতুর পানা খাওয়া) হইলেও উহা হইতে পারে। ১৫১

(শুক্ত অর্থাৎ যে বস্তু স্বভাবতঃ টক না হইলেও বেশীক্ষণ থাকিলে টকিয়া যায় তাহা এবং কষায় অর্থাৎ বয়ড়া প্রভৃতির ক্বাথ পবিত্র হইলেও তাহা খাইলে যতক্ষণ না তাহা পাকস্থলী হইতে 'অধোগত' অর্থাৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ দ্বিজাতিগণ অশুচি থাকিবে।)

(মেঃ)—"মেধ্য শুক্ত"—যেমন "শুক্ত দ্রব্যের মধ্যে যদি দধি ভক্ষণ করা যায়" ইত্যাদি বচনে যাহা অনুমোদিত হইয়াছে। তবে 'দধি' শুক্তদ্রব্য হইলেও তাহা ভক্ষণ করা শাস্ত্রবিহিত, কাজেই এই নিষেধটী তথায় প্রয়োজ্য নহে। কারণ দধি বস্তুটী পবিত্র, ইহা স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে। 'কষায়' ইহা বৈদ্যকশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ—অনেক ওষধি (গাছগাছড়া) জলে ফুটাইয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত করা হয়। "অপ্রযত" ইহার অর্থ অশুচি। "যাবদ্ ব্রজত্যধঃ"—যতক্ষণ না তাহা অধোগত হয়;—। 'অধোগত হয়' ইহার অর্থ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া মলমূত্ররূপে বাহির হইয়া যায়। অথবা পাকাশয়মধ্যে সরিয়া যায়। ১৫২

(গ্রাম্য শূকর, গাধা, উট, শৃগাল, বানর এবং কাক ইহাদের মূত্র অথবা মল ভক্ষণ করিলে দ্বিজাতিগণের পক্ষে চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—এখানে যখন কোন পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্দেশ নাই তখন জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ তুল্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে—অজ্ঞানতঃ হইলে লঘু প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা অপেক্ষা ঐরূপ বলা যুক্তিযুক্ত। ১৫৩

(শুষ্ক মাংস, ভূমিসঞ্জাত কবক অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা, এবং কসাইখানার অজ্ঞাত মাংস ভক্ষণ করিলে এই প্রায়শ্চিত্তই অর্থাৎ চান্দ্রায়ণই কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—"শুষ্ক মাংস"=বল্লুর প্রভৃতি। "ভৌমানি কবকানি"=মাটীর উপর যে কবক (ছত্রাক) জন্মিয়াছে তাহা,—সুতরাং বৃক্ষকোটরে সঞ্জাত কবক ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ নহে। "অজ্ঞাত মাংস",—ইহা মেষের মাংস কি মহিষের মাংস তাহা যেখানে জানা যায় নাই, মাংসের প্রকৃতিটী (কারণটী) যেখানে অজ্ঞাত। "সূনা"=বধ করিবার স্থান—যেখানে মাংস বিক্রয় করিবার জন্য পশু বধ করা হয়। সুতরাং অন্য স্থানের মাংস হইলে লঘু প্রায়শ্চিত্ত হইবে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এখানে যখন মাংসের বিশেষণরূপে 'সূনাস্থ' এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তখন অন্য স্থানের মাংস ভক্ষণ করিলে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত না হওয়াই ত উচিত? (উত্তর)—না, তাহা হইতে পারে না; কারণ এখানে 'সূনাস্থ' কথাটী সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেহেতু 'তুচ্ছ' একটী বস্তুকে উল্লেখ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত বলা হইলে সেই তুচ্ছবস্তুশূন্য স্থলে সম্ভবমত প্রায়শ্চিত্তের গুরুত্ব বা লঘুত্বই হইয়া থাকে (কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত অকর্ত্তব্য হয় না), এইরূপ কল্পনা করাই সংগত। আর ঐ চান্দ্রায়ণই তথায় প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যদি এস্থলে ঐ মাংসের জাতিবিশেষ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জানা যায় তাহা হইলে উহা একাধিক বার ভক্ষণ করিলে সাত দিন 'যাবক' পান করা কর্ত্তব্য, ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। "অবশিষ্ট স্থলে এক দিন উপবাস কর্ত্তব্য" এই নিয়মটীও পালনীয়। ১৫৪

(ক্রব্যাদি প্রাণী অর্থাৎ যে সকল প্রাণী কাঁচা মাংস খায় তাহাদের এবং উট, মুরগী, মানুষ, কাক ও গাধা—ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—এখানে 'চ' শব্দটী থাকায় পূর্ব্ব শ্লোকের বিষয়টীও এখানে ধর্ত্তব্য হইবে। সুতরাং গ্রাম্য শূকর প্রভৃতি ভক্ষণ করিলেও ইহাই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আর এখানে যে দ্বিতীয় 'চ' শব্দটী আছে উহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, ঐ বিড়্বরাহ (গ্রাম্য শূকর) প্রভৃতি প্রাণীর মলমূত্র ভক্ষণ করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত, ক্রব্যাদ প্রাণীদের মলমূত্র ভক্ষণ করিলেও সেই একই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অন্য স্মৃতিমধ্যে ব্রাহ্মণ—শূদ্র সর্ব্বসাধারণ মনিবের পক্ষে ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। কাজেই "দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ"=দ্বিজাতিগণ চান্দ্রায়ণ করিবে, এখানে 'দ্বিজ' শব্দটীর অর্থ বিবক্ষিত নহে অর্থাৎ কেবল দ্বিজগণই যে ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে তাহা নহে, কিন্তু অন্য জাতির পক্ষেও উহাই প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপ, এই দুইটী শ্লোকের বিষয় বস্তুটী অগ্রে "বিড়ালকাক" ইত্যাদি শ্লোকেও অপেক্ষিত অর্থাৎ তথায় ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ইহাদেরও উচ্ছিষ্টভোজনে বিড়ালাদির উচ্ছিষ্টভোজনের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অতএব এই তিনটী শ্লোকে উল্লিখিত প্রাণীর মূত্রপুরীষ সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ। সুতরাং আমমাংসাশী প্রাণীর মলমূত্র ভক্ষণে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিড়াল প্রভৃতির মলমূত্র ভক্ষণেও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য হইবে। ১৫৫

(যে দ্বিজ সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী অবস্থায় মাসিক প্রেতশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করিবে তাহার পক্ষে তিন দিন উপবাস এবং এক দিন জলে বাস করা প্রায়শ্চিত্তরূপে কর্ত্তব্য হইবে।)

(মেঃ)—"মাসিক" ইহার অর্থ প্রেতের সপিণ্ডীকরণ করা না হওয়া পর্য্যন্ত এক বৎসর প্রতিমাসে যে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাই। কিন্তু অমাবস্যা শ্রাদ্ধটীও মাসিক শ্রাদ্ধ নামে উল্লিখিত হইলেও তাহার অন্ন ভোজন করা "যদি কেহ আসিয়া অনুরোধ করে তবে সেরূপ স্থলে ব্রহ্মচারী ঐ অমাবস্যা-মাসিক শ্রাদ্ধের অন্ন খাইতে পারে" ইত্যাদি বচনে অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত করিবার কথাই উঠিতে পারে না। কেহ কেহ কিন্তু এই অমাবস্যারূপ মাসিক শ্রাদ্ধ সম্বন্ধেও এইরূপ বলেন যে, এস্থলে যদি অনুরুদ্ধ হয় তবেই ঐ অমাবস্যা শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন অনুমোদিত, নচেৎ নহে। কাজেই কোন ব্রহ্মচারী যদি অনুরুদ্ধ না হইয়া উহা ভোজন করে তবে তাহার পক্ষেও ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যকর্ত্তব্য। এস্থলে 'ত্র্যহ'ই বুদ্ধিস্থ বলিয়া উহা ছাড়া অন্য এক দিন জলে বাস করিতে হয়; আর তাহা হইলে চতুর্থ দিবসে উহা কর্ত্তব্য। ১৫৬

(ব্রহ্মচারী যদি কোন প্রকারে অর্থাৎ আপৎকল্পেও মধু এবং মাংস ভোজন করে তাহা হইলে সে 'প্রাকৃত কৃচ্ছ্র' অর্থাৎ প্রাজাপত্য করিয়া তাহার গৃহীত ব্রতের অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত করিবে।)

(মেঃ)—'ব্রতচারী' ইহার অর্থ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থ ব্যক্তিই হইবে। "কথঞ্চন" অর্থাৎ আপৎকালেও। "প্রাণ যাইবার উপক্রম হইলে" ইত্যাদি বচনে আপৎকল্পে উহা ভক্ষণ করা বিধি অনুমোদিত বলিয়া সেরূপ স্থলে ব্রহ্মচারীর পক্ষে মধু এবং মাংস ভক্ষণে দোষ নাই। কাজেই তাহা দূর করিবার জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত নহে। কিন্তু উহা অন্য কোন নিমিত্তনিবন্ধন কৃত হইলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত। "প্রাকৃতং কৃচ্ছ্রং" ইহার অর্থ সকল কৃচ্ছ্রব্রতের প্রকৃতিভূত প্রাজাপত্য; ইহাই সর্ব্ব প্রকার কৃচ্ছ্রের প্রকৃতিস্বরূপ বলিয়া এইভাবে উল্লেখ করা হইতেছে। "ব্রতশেষং সমাপয়েৎ"=ব্রতের অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত করিবে। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে অবশিষ্ট ব্রত সমাপন করিবার অধিকার থাকে না। ১৫৭

(বিড়াল, কাক, আখু, কুকুর এবং বেঁজি বা নেউলের উচ্ছিষ্ট এবং কেশ অথবা কীট দ্বারা দূষিত খাদ্য ভক্ষণ করিলে 'ব্রহ্মসুবর্চ্চলা' নামক ওষধির ক্বাথ পান করিবে।)

(মেঃ)—"আখু"=ইঁদুর। "অবপন্ন"=ঐ পদার্থের সংসর্গ ঘটায় যাহা দূষিত হইয়াছে। 'ব্রহ্মসুবর্চ্চলা' নামক ওষধি পেষণ করিয়া জলে মিশাইয়া খাইবে। ইহা এক দিনই কর্ত্তব্য;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কারণ এখানে কোন বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। সুতরাং ঐ এক দিন করিলেই শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয়। ১৫৮

(নিজেকে শুদ্ধ রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করা উচিত নহে। যদি অজ্ঞানতঃ কোন অখাদ্য খাওয়া হইয়া যায় তাহা হইলে তাহা বমন করিয়া উগরাইয়া ফেলিবে অথবা অতি শীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধটী অনুবাদস্বরূপ। অজ্ঞাতসারে যে অখাদ্য খাওয়া হইয়াছে তাহার শুদ্ধিসম্পাদনের জন্য পরবর্ত্তী অংশটীতে বিধিব্যবস্থা বলা হইতেছে। খাইবার পরক্ষণেই কিন্তু তাহা "উত্তার্য্যং"=বমন করা কর্ত্তব্য। অথবা শীঘ্র "শোধনৈঃ"= শুদ্ধিকারক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা "শোধ্যম্"=শুদ্ধ হওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন এখানে "শোধনৈঃ" ইহার অর্থ হরীতকী প্রভৃতি বিরেচক দ্রব্যের দ্বারা বিরেচন করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে তাঁহারা গৌতম স্মৃতির এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন যথা,—"অখাদ্য খাওয়া হইলে তাহা যাহাতে বিষ্ঠারূপে পরিণত না হয় সেইরূপ কর্ত্তব্য"। এরূপ বলা কিন্তু সংগত নহে। কারণ, যদি উপবাস করা হয় তাহা হইলেও পুরীষ শূন্যতা হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে যদি বমন করা না হয় তাহা হইলে যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ১৫৯

(অখাদ্য খাইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে যে সকল ব্রত কর্ত্তব্য সেই সকল নানা প্রকার ব্রতের এই বিধিব্যবস্থা সব বলা হইল। চৌর্য্য করিলে তজ্জনিত পাতক যাহাতে দূর হয় সেই সকল ব্রতের বিধান বলা যাইতেছে, আপনারা শুনুন।)

(মেঃ)—"অনাদ্যাদনস্য"=অখাদ্যভক্ষণের। "স্তেয়"=চৌর্য্য; তজ্জনিত দোষ যে সকল ব্রত দূর করিয়া দেয়, তাহার বিধিব্যবস্থা এক্ষণে বলা হইতেছে। ১৬০

(ধান্য, সিদ্ধান্ন এবং ধন যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে চুরি করে তাহা হইলে এক বৎসর প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—এখানে যে "দ্বিজোত্তম"='ব্রাহ্মণ' এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে উহা ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও উপলক্ষণ (উহা দ্বারা ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে)। আর "স্বজাতীয়গৃহাৎ" ইহার অর্থ ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে, কারণ এখানে 'দ্বিজোত্তম' শব্দের সমীপে উহা বলা হইয়াছে। অতএব এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—যে কোন জাতীয় লোক যদি ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে ধন অপহরণ করে তাহা হইলে এক বৎসর প্রাজাপত্য করিলে তবে ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। এখানে যে 'ধন' শব্দটীর প্রয়োগ রহিয়াছে তাহা দ্বারাই যখন ধান্যাদি সকল প্রকার ধনই বুঝায় তখন পুনরায় "ধান্যান্ন"=ধান্য এবং অন্ন এই প্রকারে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সৎ ধান্য (উত্তম সারভূত ধান্য) গ্রহণ করিলে তবে এই বিধিটী প্রয়োজ্য হইবে। কিন্তু অল্পসার (কম দামী) জিনিষ চুরি করিলে তাহার সম্বন্ধে অন্য প্রকার বিধি বলা হইবে। অতএব মূল্যবান্ উৎকৃষ্ট দ্রব্য অপহরণ করিলে, সেরূপ স্থলে এই প্রকার ব্যবস্থা হইবে, ইহা জানা যায়। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, অন্যান্য জাতির লোকেরা যদি তাহাদের পরস্পরের দ্রব্য অপহরণ করে, কিংবা ব্রাহ্মণ যদি অন্য জাতির ধন অপহরণ করে তাহা হইলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির বধে যেমন ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের চতুর্থ ভাগ, অষ্টম ভাগ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত করা হয় এখানেও সেইরূপ চতুর্থ ভাগ, অষ্টম ভাগ ইত্যাদি প্রকার কল্পনা করা কর্ত্তব্য। যেমন ক্ষত্রিয়ের ধন অপহরণ করিলে তিন মাস, বৈশ্যের ধনে দেড় মাস এবং শূদ্রের ধনে বাইশ দিন প্রাজাপত্য ব্রত কর্ত্তব্য। (প্রশ্ন)—কি পরিমাণ ধান্য অপহরণে এই প্রায়শ্চিত্ত? (উত্তর)—কিছু কম দশ কুম্ভ ধান্য অপহরণে ঐ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য; কারণ প্রায়শ্চিত্তটী গুরু (অধিক) দেখা যাইতেছে। ধনের পক্ষেও ইহার তুল্যমূল্যতা বিবেচনা করিতে হইবে। কাজেই তাহাতে কিছু কল্পনা করা হয় না। এখানে (শ্লোকে) "কামাৎ"= ইচ্ছাপূর্ব্বক, এটী শ্লোকপূরণার্থক (ইহার কোন সার্থকতা নাই)। কারণ ইচ্ছা না থাকিলে পরধন অপহরণ করা যায় না। "ধান্য"=ব্রীহি প্রভৃতি; তাহাই অপহৃত হয়। "অন্ন"=সিদ্ধান্ন। ঐ ধান্য প্রভৃতি সব কয়টী দ্রব্য অপহরণ করিলে তিন বৎসর কৃচ্ছ্র কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, এই 'একাব্দ কৃচ্ছ্র'টীই ঐ ধান্যাদি দ্রব্যসমষ্টির অপহরণে প্রায়শ্চিত্ত। কারণ এটী গুরুভূত প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। ১৬১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মানুষ অর্থাৎ দাস, স্ত্রী অর্থাৎ দাসী, ক্ষেত্র, গৃহ, কূপ এবং পুষ্করিণীর সমস্ত জল অপহরণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিয়া তবে শুদ্ধ হওয়া যায়।)

(মেঃ)—"মনুষ্যাণাং" ইহার অর্থ এখানে দাস; "স্ত্রীণাং" ইহার অর্থ দাসী। "ক্ষেত্র"= নানাবিধ ধান্যাদি শস্য উৎপত্তির স্থান,—। "কূপ-বাপী-জলানাং" এখানে 'জল' শব্দটী কূপ এবং বাপী ইহাদের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। জলশূন্য স্থানে অবস্থিত কূপ অথবা পুষ্করিণী হইতে জল উদ্ধৃত করা হইলে সে স্থলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা। এখানে 'জল' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে শুষ্ক কূপ ও বাপী অপহরণ করিলে তাহার জন্য অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইবে। "বাপী"=দীর্ঘ পুষ্করিণী। ১৬২

(অল্পমূল্যের কোন দ্রব্য যদি কেহ কাহারও বাড়ী হইতে চুরি করে তাহা হইলে তাহা ফিরাইয়া দিয়া 'সান্তপণ' ব্রত করিয়া সেই পাপ হইতে আত্মশুদ্ধি করিবে।)

(মেঃ)—"অল্পসার দ্রব্য" বলিতে যে বস্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না; এবং মাটীর হাঁড়ি প্রভৃতি ও কাঠের তৈয়ারি দ্রোণ (মাপিবার দ্রব্য), আড়া প্রভৃতি এবং লোহার কোদাল প্রভৃতি দ্রব্য। এখানে "বেশ্মনি"='বাড়ীতে অর্থাৎ বাড়ী হইতে', এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, বাড়ী থেকে চুরি করিলে দোষ গুরুতর কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য ক্ষেতখামারে পড়িয়া থাকিলে তাহা যদি চুরি করা হয় তাহাতে ঐ প্রকার গুরুতর দোষ হয় না। "নির্যাত্য"=ফিরাইয়া দিয়া; —ইহা সকল প্রকার চৌর্য্য সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য, কারণ ইহাকে বিশেষ স্থলে (কেবল এই কয়টী স্থলে চৌর্য্যে) অন্তর্ভুক্ত করিবার কোন হেতু নাই। তবে কিন্তু যেস্থলে সেই অপহৃত দ্রব্যটী ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না তথায় দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ১৬৩

(ভক্ষ্য, ভোজ্য, যান, শয্যা, আসন, পুষ্প, মূল এবং ফল অপহরণ করিলে পঞ্চগব্য পান দ্বারা তাহার শুদ্ধিসম্পাদন হয়।)

(মেঃ)—"যান"=শকট প্রভৃতি। "শয্যা"=খট্বা প্রভৃতি। "আসন"=বৃসী, আসন্দী, পট্ট প্রভৃতি। ভক্ষ্য এবং ভোজ্য ইহাদের পার্থক্য এই যে, একটী হয় শুষ্ক কঠিন পদার্থ এবং অপরটী হয় কোমল দ্রব্য। যেমন—মোদক (মোয়া, মুড়কী) প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য এবং যাবক (যাউ, পায়স) প্রভৃতি ভোজ্যদ্রব্য। "পঞ্চগব্য"=ইহা প্রসিদ্ধার্থক। এস্থলেও কেবল এক দিন মাত্র প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ১৬৪

(তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, শুষ্ক অন্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম্ম এবং আমিষ অপহরণ করিলে তিন দিন উপবাস করিতে হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে 'যান' প্রভৃতি দ্রব্য বলা হইয়াছে উহার তুলনায় অধিক পরিমাণ তৃণাদি দ্রব্যগুলি অপহরণ করা হইলে সে স্থলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এখানে 'দ্রুম' শব্দটীর সহিত উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া 'কাষ্ঠ' বলিতে বাঁশ, চেলাকাঠ প্রভৃতি বুঝাইতেছে। "দ্রুম" =বৃক্ষ। "শুষ্কান্ন"=তণ্ডুল প্রভৃতি অথবা ভাজা যব প্রভৃতি। "গুড়" বলিতে গুড়জাত, যেমন খণ্ড, মৎস্যাণ্ডিকা প্রভৃতি দ্রব্যসকলও ধরিতে হইবে। "চৈলং"=বস্ত্র;—। বহু উত্তম বস্ত্র চুরি করা হইলে তাহা পূর্ব্বোক্ত ধনের মধ্যে পড়িবে; সুতরাং তাহার জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। "চর্ম্ম"=কবচ (সাঁজোয়া)। "আমিষ"=মাংস। ১৬৫

(মণি, মুক্তা, প্রবাল, তামা, রূপা, লৌহ, কাংস্য এবং প্রস্তর এইসকল বস্তুর কোন একটী চুরি করিলে বারো দিন খুদ খাইয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—এইসকল দ্রব্য অল্প পরিমাণ কিংবা বহু পরিমাণ চুরি করিলে অথবা একবার কিংবা একাধিক বার চুরি করিলে উক্ত ভোজন দিনের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হইতে পারে।

(কার্পাস বস্ত্র, তসর প্রভৃতি কীটজ বস্ত্র, মেষলোম নির্ম্মিত বস্ত্র, দ্বিশফ অথবা একশফ প্রাণী, পক্ষী, গন্ধদ্রব্য, ওষধি এবং রজ্জু এইসকল দ্রব্য চুরি করিলে তিন দিন কেবল দুধ খাইয়া থাকিবে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—"কীটজ"=তসর, গরদ প্রভৃতি পট্টবস্ত্র। "দ্বিশফ"=যাহাদের খুর খণ্ডিত, যেমন গরু প্রভৃতি। "একশফ"=যাহাদের খুর খণ্ডিত নহে, যেমন অশ্ব প্রভৃতি প্রাণী। "পক্ষী"=শুক, শ্যেন প্রভৃতি। "রজ্জু"=কূপাদি হইতে যাহার সাহায্যে জল তোলা হয়। ১৬৭

(চৌর্য্যজনিত পাতক এই সকল ব্রতের দ্বারা ব্রাহ্মণাদির পক্ষে ক্ষয় করা কর্ত্তব্য। আর অগম্যাগমনজনিত যে পাপ তাহা বক্ষ্যমাণ ব্রতকলাপের দ্বারা দূর করিতে হয়।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর অর্থ উক্তই হইয়াছে। ১৬৮

(স্বযোনি অর্থাৎ সহোদরা ভগিনী, সখার স্ত্রী, পুত্রের স্ত্রী, কুমারী এবং অন্ত্যজা রমণীতে রেতঃপাত করিলে 'গুরুতল্পব্রত' কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—যদিও এখানে "গুরুতল্পব্রত কর্ত্তব্য" এই প্রকার সাধারণভাবে নির্দ্দেশ রহিয়াছে তথাপি ইহা দ্বারা "তল্পে স্বপ্যাৎ" (১০২ শ্লোক) ইত্যাদি বচনবিহিত প্রায়শ্চিত্ত এখানে অতিদিষ্ট হইতেছে না। কিন্তু "প্রাজাপত্যং চরেদব্দং" (১০৪ শ্লোক) ইত্যাদি বচনবিহিত প্রায়শ্চিত্তই বোধিত হইতেছে। কারণ মহাপাতক ছাড়া অন্য স্থলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। (কাজেই "তল্পে স্বপ্যাৎ" ইত্যাদি বচনে যে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে তাহা এস্থলে অনুসরণীয় নহে।) তবে যদি একাধিক বার ঐ পাপ করা হয় তাহা হইলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। "স্বযোনি"=সহোদরা ভগিনী। "সখ্যুঃ স্ত্রীষু"=বন্ধুর ভার্য্যা। এখানে বন্ধুত্বই পাতকের গুরুত্বের কারণ, কিন্তু যৌনাদি সম্বন্ধ কিংবা শ্রোত্রিয়ত্ব প্রভৃতি গুণ তাহার পত্নীতে উপগত হইবার জন্য প্রায়শ্চিত্তে অপেক্ষিত নহে। এইরূপ, "পুত্রস্য স্ত্রীষু"=স্নুষা অর্থাৎ পুত্রবধূ। "কুমারীষু"=যে নারীকে তাহার পিত্রাদিরা কাহাকেও সম্প্রদান করে নাই, সে নারী ভিন্নজাতীয়া হইলেও তাহাতে রেতঃপাত করিলে ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত। যদি সেই কুমারী স্বয়ং প্রীতিপূর্ব্বক উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয় তাহা হইলে বলপূর্ব্বক তাহাতে উপগত হইলে ঐ প্রকার ব্যবস্থা। এস্থলেও সেই নারীটী সতী কি অসতী তাহা বিচার্য্য নহে (?)। যদিও এস্থলে প্রায়শ্চিত্তের অতিদেশ বিধিটীতে কোন বিশেষত্ব (বিভিন্নতা) নাই তথাপি এক্ষেত্রে দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে, কারণ এখানে গুরুত্ব ও লঘুত্ব দেখা যাইতেছে। সুতরাং এরূপ স্থলে হীনজাতীয়া কুমারী নারী গমনে এক বৎসর 'কৃচ্ছ্র' পালন করা অপেক্ষা তিন মাস চান্দ্রায়ণ রূপ আপেক্ষিক লঘু প্রায়শ্চিত্তেরই ব্যবস্থা দেওয়া উচিত। "অন্ত্যজাসু"=চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতীয় নারী। অন্য স্মৃতিমধ্যে চণ্ডালাদি জাতীয় নারীতে গমন করিলে জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত ভেদে প্রায়শ্চিত্তের বিভিন্নতা উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা, "অন্ত্যাবসায় জাতীয় নারী গমনে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ কর্ত্তব্য, অন্য জাতীয় নারীগমনে দ্বাদশ রাত্র প্রায়শ্চিত্ত" ইত্যাদি। ১৬৯

(পিসতুত ভগিনী, মাসতুত ভগিনী এবং মাতার সহোদর ভ্রাতার কন্যাতে উপগত হইলে চান্দ্রায়ণ করিবে।)

(মেঃ)—"পৈতৃষ্বস্রেয়ী ভগিনী"=পিসীর মেয়ে। "মাতৃষ্বস্রীয়া"=মাসীর মেয়ে। এবং মাতার "আপ্ত" অর্থাৎ সহোদর ভ্রাতার কন্যা। ১৭০

(জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ঐ তিন প্রকার নারীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে না; কারণ উহাদিগকে নিজ কুটুম্বিনীরূপে গ্রহণ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। সুতরাং উহাদিগকে বিবাহ করিলে নরকে পতিত হইতে হয়।)

(মেঃ)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে "অসপিণ্ডা চ" ইত্যাদি বচন অনুসারে ত ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে, ইহারা "অবিবাহ্যা' (ইহাদের বিবাহ করা চলিবে না); সুতরাং পুনরায় এখানে "নোপযচ্ছেৎ"=ইহাদের বিবাহ করিবে না, একথা বলা হইতেছে কি জন্য? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে ঐ স্থলে "অসপিণ্ডা চ" ইত্যাদি শ্লোকে আরও যে সমস্ত কন্যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাদিগকে বিবাহ করা এই স্থলে বৈকল্পিকভাবে অনুমোদিত হইতেছে। ইহা বলা কিন্তু সংগত নহে। কারণ এখানে "পতিত হ্যুপযন্নধঃ"=উহাদিগকে বিবাহ করিলে নরকে পতিত হইতে হয়, ইহা দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলা হইয়াছে। (সুতরাং সেইজন্যই এখানে পুনরায় নিষেধ।) অতএব এস্থলে পুনর্নিষেধের যখন একটী প্রয়োজন রহিয়াছে তখন "অসপিণ্ডা চ" ইত্যাদি শ্লোকটীকে বৈকল্পিক বলিলে বিকল্পস্থলে বিধির পাক্ষিকত্ব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়া পড়ে বলিয়া উহা স্বীকার করা অন্যায়; যেহেতু যেখানে উপায়ান্তর না থাকে সেখানেই বিকল্প স্বীকার করা হয়।

"জ্ঞাতিত্বেন" ইহার অর্থ বন্ধু (কুটুম্বিনী) রূপে। "অনুপেয়াঃ"=বিবাহ করা অনুচিত; তাহারা অবিবাহ্যা এবং অগম্যাও বটে। "উপয়ন্"=বিবাহ করিয়া। "অধঃ পততি"=অধঃপতিত হয় অর্থাৎ নরকপ্রাপ্ত হয়। অথবা ইহার অর্থ জাতিচ্যুত হয় অর্থাৎ হীনজাতীয় হইয়া যায়। সত্য বটে জীবিত শরীর হইতে জাতি সরিয়া যাইতে পারে না তথাপি তজ্জাতির পক্ষে যে সকল কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত সেগুলি করিবার যে অধিকার থাকে না, তাহাই 'জাতি যাওয়া'। ১৭১

(কেহ যদি মনুষ্যভিন্ন অন্য প্রাণীর যোনিতে, রজস্বলা নারীতে, অযোনিতে অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনি ভিন্ন অন্য কোন স্থানে এবং জলে রেতঃপাত করে তাহা হইলে সান্তপন ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।)

(মেঃ)—"অমানুষীষু"=মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণী, যেমন ঘোটকী প্রভৃতি। যদিও গরু অমানুষীর মধ্যেই পড়ে তথাপি গোগমনে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত "সখী, সযোনি, সগোত্রা, শিষ্যের ভার্য্যা, পুত্রবধু এবং গোগমনে গুরুতল্পগমন সদৃশ কিংবা অবকর তুল্য প্রায়শ্চিত্ত" ইত্যাদি বচনে বিহিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে যে গুরুতল্পগমন-প্রায়শ্চিত্ত এবং অবকীর্ণ-প্রায়শ্চিত্ত, এই দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক গমন এবং অজ্ঞান-পূর্ব্বক গমন ভেদে ব্যবস্থিত হইবে। বচনটীর মধ্যে 'তল্প' শব্দে গুরুতল্পই বুঝায়, কারণ ঐ দুইটীর সম্বন্ধই প্রসিদ্ধ। উদ্ধৃত বচনটীতে যে 'অবকর' শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ 'অবকীর্ণ নিমিত্ত'। আর, নিমিত্ত যদি অতিদিষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার কার্য্যও অতিদিষ্ট হইয়া থাকে। (সুতরাং 'অবকর' ইহার অর্থ অবকীর্ণ-প্রায়শ্চিত্ত)। 'সখী' ইহার অর্থ যে নারীর সহিত পুরুষের ন্যায় বন্ধুত্ব স্থাপন করা হইয়াছে; উহার অর্থ যে 'সখার স্ত্রী' এরূপ নহে; কারণ এখানে পুরুষসম্পর্ক আশ্রয় করিয়া ঐ শব্দটীর অর্থবোধকতা হইতেছে না। আর এখানে (উদ্ধৃত বচনটীতে) যে ভার্য্যা শব্দটীর সহিত সখি শব্দের সম্বন্ধ ধরিয়া অর্থ করা হইবে তাহাও হইতে পারে না, কারণ, এখানে 'সযোনি' শব্দটী দ্বারা মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া ঐ 'সখি' শব্দটীর সহিত ভার্য্যা শব্দের সম্বন্ধ হইতে পারে না।

"উদক্যায়াম্"=মাসিক রজোযুক্তা নারীকে বলে 'উদক্যা'। এস্থলে "পীত্বাধরং পুরুষঃ" এই প্রকার পাঠান্তর আছে। "অযোনি"=স্ত্রীলোকের যোনি ভিন্ন স্থানে। কেহ কেহ "জলে চৈব" "জলে খে চ"=জলে এবং শূন্যে এইরূপ পাঠান্তর স্বীকার করেন। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, "অযোনি" শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় উহা দ্বারাই যখন "খে চ"=শূন্যে, এই অর্থটীও পাওয়া যায় তখন "খে চ" ইহা বলা ত বৃথা? কারণ, 'খ' শব্দটীর অর্থ আকাশ, আর তাহাও ত 'অযোনি' অর্থাৎ যোনি ভিন্নই হইতেছে? (উত্তর)—ইহাতে কোন দোষ হয় নাই; কারণ সাহচর্য্য অনুসারে 'অযোনি' ইহার অর্থ যোনি ভিন্ন অন্য অঙ্গ। জলে=সাক্ষাৎ জলে। ১৭২

(কেহ গোযান প্রভৃতির উপরে কিংবা জলে অথবা দিবাভাগে পুরুষ অথবা স্ত্রীতে মৈথুন করিলে পরিহিত সেই বস্ত্র সমেত স্নান করিবে।)

(মেঃ)—তাদৃশ মৈথুনের পরক্ষণেই সবস্ত্র স্নান কর্ত্তব্য। "গোযানে"=গোশকটাদিতে এবং "অপ্সু"=জলে। ১৭৩

(ব্রাহ্মণ যদি না জানিয়া চণ্ডাল কিংবা অন্ত্যজজাতীয়া নারীতে গমন করে, তাহাদের অন্ন ভোজন করে এবং দান গ্রহণ করে তাহা হইলে পতিত হয়; যদি জানিয়া শুনিয়া ঐরূপ করে তাহা হইলে ঐ জাতির সমান হইয়া যায়।)

(মেঃ)—"চাণ্ডাল" ইহার অর্থ দিগন্তবাসী ম্লেচ্ছ। ঐ জাতির স্ত্রীতে গমন করিলে, তাহার অন্ন ভোজন করিলে কিংবা দান গ্রহণ করিলে পতিত হয়। এখানে "পততি"=পতিত হয়, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় তাহার অন্ন ভোজনে বৎসরব্যাপী প্রাজাপত্যের অধিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু বস্তুতই যে পতিত হয় তাহা নহে। পূর্ব্বে (১৫১ শ্লোকে) "অভোজ্যান্ন ব্যক্তিগণের অন্ন ভোজন করিলে" ইত্যাদি বচনে যে প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে তাহা এস্থলে কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইতে পারে; এইজন্য এই বচনটীতে বৎসরব্যাপী প্রাজাপত্য বিধান করা হইয়াছে। এইরূপ উহাদের দান গ্রহণ করিলে "এক মাস গোষ্ঠে থাকিয়া দুগ্ধ পান করিবে" এই প্রায়শ্চিত্তটী পাছে প্রাপ্ত হয় তাহারই জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত বলা হইল। "জ্ঞানাৎ সাম্যম্"=জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে তাহাদের সমান জাতীয় হইয়া যায়,—। ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ পাপ করা হইলেও যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহা জানাইয়া দিবার জন্য এই অর্থবাদটী বলা হইয়াছে। অন্য স্মৃতিমধ্যে এরূপ স্থলে জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত ভেদে যে প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা দেখান হইয়াছে। সুতরাং তাহা অপেক্ষা অধিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেন?

আচ্ছা এখানে যে "ভুক্ত্বা চ"=ভোজন করিয়া, এইরূপ বলা হইয়াছে কাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ। (উত্তর)—"চণ্ডালান্ত্য" ইহার সহিতই উহার সম্বন্ধ। (প্রশ্ন)—তাহা কিরূপে হইতে পারে? কারণ, "চণ্ডালান্ত্য" ইহা ত অন্যপদের গুণভূত (যেহেতু তাঁহার সহিত সমাসবদ্ধ হইয়াছে)? (উত্তর)—গুণভূত পদেরও অন্য পদের সহিত সম্বন্ধ হইত পারে যদি তাহার সহিত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এখানে "ভুক্ত্বা"=ভোজন করিয়া, এইরূপ বলায় "কস্য"=কাহার অন্ন ভোজন করিয়া, এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা (জিজ্ঞাসা) উদিত হয়। আর তখন "চাণ্ডালন্ত্য" ইহার সহিতই উহার অন্বয় হইয়া থাকে, কারণ ঐ প্রকার আকাঙ্ক্ষা যাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে সেরূপ অন্য কোন শব্দের এখানে উল্লেখ নাই, বিশেষতঃ 'উহাদের সাম্য প্রাপ্ত হয়' এইরূপ যখন নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অতএব এস্থলে অর্থটী এই প্রকার হইবে, —চাণ্ডাল স্ত্রী এবং ম্লেচ্ছদের অন্ন ভোজন করিয়া তাহাদের দান গ্রহণ করিয়া এবং তাহাদের স্ত্রীতে গমন করিয়া,—। একবার মাত্র যদি ঐ চণ্ডালাদি স্ত্রীতে গমন করা হয় তবেই এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু যদি তাহা একাধিক বার অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে উহাদের সমজাতিত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে, তখন কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তে অধিকার থাকিবে না। কারণ, যতবার নিমিত্ত (পাপকর্ম্ম) উপস্থিত হয় ততবার নৈমিত্তিকও (তন্নিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তও) কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। কিন্তু এক জন্মে সেই বহু নৈমিত্তিক (প্রায়শ্চিত্ত) গুলি অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে। (অতএব এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত নাই।) ১৭৪

(যদি কোন স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হয় তাহা হইলে তাহাকে তাহার স্বামী একটী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং পুরুষের পক্ষে পরস্ত্রীগমনের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত ইহাকে দিয়া তাহা করাইবে।)

(মেঃ)—"বিপ্রদুষ্টাং"=বিশেষভাবে প্রদুষ্ট অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যভিচারকারিণী "স্ত্রিয়ং"= ভার্য্যাকে "নিরুন্ধ্যাৎ"=নিরুদ্ধ করিবে অর্থাৎ পত্নীর উপর "ইহাকে অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিবে" ইত্যাদি বচনে যে সমস্ত কার্য্যের ভার দিবার কথা তাহা বন্ধ করিয়া দিবে। "একবেশ্মনি"=একটী গৃহের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবে। সে নারী স্বামিগৃহে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারিবে না। আর সেখানে তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইবে। কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত? (উত্তর)—"যৎ পুংসঃ পরদারেষু";=পরদারগমনে পুরুষের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত;—। ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজ সমানজাতীয়া অথবা নিজাপেক্ষা হীন (ক্ষত্রিয়াদি) জাতীয় পরস্ত্রীগমনে উপপাতক। অপরাপর বর্ণেরও তাহাই হইবে। তবে যদি নিজাপেক্ষা উচ্চজাতির পরস্ত্রীগমন হয় তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উহা দ্বিগুণ; বৈশ্যের পক্ষে ব্রাহ্মণী পরস্ত্রীগমনে ত্রিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণীগমন করে তাহা হইলে তাহাকে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বৈশ্য যদি ক্ষত্রিয়জাতীয়া নারীগমন করে তাহা হইলে দ্বিগুণ উপপাতক এবং ব্রাহ্মণীগমনে ত্রিগুণ উপপাতক। কেহ কেহ বলেন, শূদ্র যদি বৈশ্যাদি উচ্চজাতীয় নারী গমন করে তাহা হইলে সে স্থলেও তাহাকে ব্রাহ্মণীগমনের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কারণ, অন্যস্মৃতির "প্রতিলোম বর্ণ যদি উচ্চবর্ণের নারীতে বলপূর্ব্বক উপগত হয় তাহা হইলে তাহার বধই প্রায়শ্চিত্ত" এই প্রকার যে বচন রহিয়াছে ইহার জ্ঞাপকতা হইতে উহা বুঝা যায়। দণ্ডবিধিতেও (রাজদণ্ডেও) এস্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উচ্চবর্ণের নারীতে উপগত হইলে পুরুষের পক্ষে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা স্ত্রীলোকের পক্ষেও সেইরূপ হীনজাতীয় পুরুষের সহিত সংসর্গ করিলে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইবে। তবে দোষ হইলেও স্ত্রীজাতিত্বনিবন্ধন (স্ত্রীলোক বলিয়া) তাহার পক্ষে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক কর্ত্তব্য হইবে। যেহেতু বচন রহিয়াছে—"স্ত্রীলোক, রোগী, যাহার ষোল বৎসর বয়স হয় নাই এরূপ বালক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং যাহার আশী বৎসরের বেশী বয়স হইয়াছে এরূপ পুরুষ, ইহাদের সকলের পক্ষে যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধিব্যবস্থা"।

এইরূপ, যে স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিয়াছে ইহা জানা ঘটনা সেই নারীতে গমন করিলে কিছু লঘু প্রায়শ্চিত্ত হইবে। স্বৈরিণী (ব্যভিচারিণী) শূদ্রজাতীয় নারীতে গমন করিলে সবস্ত্র স্নানকরতঃ ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কলস দান করিবে। স্বৈরিণী বৈশ্যজাতীয় রমণীতে গমন করিলে চতুর্থ কালাহারী হইবে (মাঝে একদিন উপবাস করিয়া পরের দিন রাত্রে আহার করিবে) এবং একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। স্বৈরিণী ক্ষত্রিয়া নারীতে গমন করিলে তিন দিন উপবাস করিয়া এক আড়া যব দান করিবে। এস্থলেও বৈশ্যনারীগমনের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত, এইরূপও স্মৃতিবচন আছে। শূদ্রভার্য্যাগমনেও ঐরূপ বিধি বুঝিতে হইবে। অথবা ঐ সমস্ত নারীর ঋতুকালে যদি তাহাতে উপগত হয় কিংবা গর্ভ উৎপাদন করে তাহা হইলে ঐ ত্রিরাত্র উপবাস এবং এক আড়া যব দান করা কর্ত্তব্য। "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যজাতীয় নারীরা যদি শূদ্রের সহিত সংসর্গ করে এবং তাহার ফলে যদি সন্তান না জন্মে তাহা হইলে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে অন্যেরা (সন্তানপ্রসবিনীরা) নহে।

অথবা, যে সমস্ত স্ত্রীলোক কাহারও বিবাহিত নহে কিন্তু বেশজীবিনীর (বেশ্যার) ন্যায় থাকে সেই সকল নারীতে গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য কি না, ইহাই সংশয়। (প্রশ্ন)—সন্দেহের কারণ কি? (উত্তর)—(সন্দেহের কারণ এই যে, মূল বচনটীতে "ষৎ পুংসঃ পরদারেষু" এইরূপ বলা হইয়াছে; অথচ) 'দার' শব্দটী সংস্কারবোধক (বিবাহ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত নারীকে 'দার' বলা হয়)। সুতরাং কোন স্ত্রীলোকের কাহারও সহিত বিবাহ না হইলে তাহাকে কাহারও 'দার' বলা যায় না। (সুতরাং সে 'পরদার' নহে)। অথচ পরদারগমনেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান। অতএব এতাদৃশ নারীতে গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য নহে। আবার অন্য দিকে দেখা যায় যে, শাস্ত্রমধ্যে "স্বদারনিরত হইবে" (নিজপত্নীতেই গ্রাম্য ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ রাখিবে), এই নিয়মও উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাহা লঙ্ঘন করিয়া অন্য নারীতে উপগত হইলে প্রায়শ্চিত্ত হইবে, এইরূপ আমরা মনে করি। (কাজেই এরূপ স্থলে সংশয় হওয়া সঙ্গত।) প্রশ্ন—আচ্ছা, তাহা হইলে এরূপ স্থলে কোন্ পক্ষটী যুক্তিসঙ্গত? (উত্তর)—এরূপ স্থলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে, ইহা বলাই সঙ্গত। (প্রশ্ন)—কারণ? (উত্তর)—যেহেতু শাস্ত্রমধ্যে এ সম্বন্ধে নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিহিত কর্ম্ম না করিলে এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান রহিয়াছে। তবে এরূপ স্থলে (ঐ প্রকার স্ত্রীলোক 'পরদার' নহে বলিয়া তাহাতে গমন করিলে) যদি উহা উপপাতক না হয়, না হউক; কিন্তু তাই বলিয়া যে এরূপ স্থলে প্রায়শ্চিত্ত নাই একথা বলা যায় না। কারণ, প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিবার জন্যই উপপাতক, জাতিভ্রংশকর ইত্যাদি প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে। পরন্তু, "বিহিত কর্ম্ম না করিলে ইত্যাদি যে পাতকের 'নিমিত্ত'রূপে পরিগণিত 'বিহিতাকরণ' ও নিন্দিতাচরণ তাহা সকল স্থলেই সমভাবে বিদ্যমান। পূর্ব্বে "স্বৈরিণী" ইত্যাদি বচনে ইহা বলা হইয়াছে। আচ্ছা, 'পরদার' বলিতে ত তাহাকেই বুঝাইবে, যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়াছে অথচ সে স্বামিকুল কিংবা পিতৃকুল আশ্রয় করিয়া আছে, অথচ যথেচ্ছ আচরণ করিয়া থাকে? উত্তর—তাহা ঠিক; তবে বেশ্যাদের মধ্যেও যে স্বাতন্ত্র্য (যথেচ্ছ আচরণ) রহিয়াছে সেই সাদৃশ্য অনুসারে তাহাদিগকেও 'স্বৈরিণী' বলা বিরুদ্ধ নহে। কাজেই তাদৃশ নারীতে গমন করিলে সবস্ত্র স্নান এবং জলপূর্ণ কলস দান করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, ইহা ব্রতস্বরূপ; কারণ, "এইগুলি তাহার পালনীয় ব্রত" ইত্যাদি বচনে আরম্ভ করিয়া "এই সকল ব্রত পালন করিবে" এইরূপে উহার বিধান বলা হইয়াছে। কাজেই উহার মধ্যে যে সকল কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে সেগুলি সকলের পক্ষে প্রয়োজ্য নহে; কারণ, ঐগুলি স্নাতকব্রত। ১৭৫

(ঐ স্ত্রীটি প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর পুনরায় যদি স্বজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহার সহিত ব্যভিচার দোষগ্রস্তা হয় তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রত এবং চান্দ্রায়ণ করিলে তবে শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—সমানজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যদি তাহার সহিত পুনরায় সংসর্গ করে তাহা হইলে যে চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য ইহা সিদ্ধই হইতেছে, কারণ ইহা উপপাতক। উপপাতকে গোবধ ব্রতের কর্ত্তব্যতা অতিদিষ্ট হইয়া থাকে; এইজন্য তাহার পরিবর্ত্তে চান্দ্রায়ণ বিধান করা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইতেছে। সম্পূর্ণভাবে উহা কর্ত্তব্য, এই প্রকার সাকল্য বিধানের জন্য পুনরায় বলা হইল। [ইহার পরবর্ত্তী ভাষ্য সন্দর্ভটী অসংলগ্ন। তাহার আক্ষরিক অর্থটী লিখিত হইল। যথা,—

এ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "মাতা, মাতৃষ্বসা, শ্বশ্রূ, মাতুলপত্নী, পিতৃষ্বসা, পিতৃব্যপত্নী, বন্ধুপত্নী, শিষ্যপত্নী, ভগিনী, তাহার সখী, পুত্রবধূ, দুহিতা, প্রভুপত্নী, সগোত্রা, শরণাগতা, রাজ্ঞী, সন্ন্যাসিনী, সাধ্বী, ধাত্রী এবং বর্ণোত্তমা নারী"। ইহাদের সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তের অতিদেশ থাকিলেও একই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। কারণ দণ্ডবিধিতে (রাজদণ্ডের ব্যাপারে) ইহাদের সম্বন্ধে দণ্ডের পার্থক্য রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে মাতার প্রায়শ্চিত্ত বলাই হইয়াছে। আর মাতৃষ্বসা হইতে 'দুহিতা' পর্য্যন্ত ইহাদের এক বৎসরব্যাপী প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। অবশিষ্ট সকলের অনেকবার চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য।

ঐস্থলে যাহাদের নির্দ্দেশ করা হইল তাহাদিগকে 'সগোত্রা' বলা হয়। উহারা যাহা হইতে উৎপন্ন সেই পিতার জাতিগোত্র অনুসারে কি 'সগোত্র' বলিয়া অভিহিত হইবে অথবা যাহাকে প্রদত্ত হইয়াছে (যাহার সহিত বিবাহিত হইয়াছে) তাহার গোত্র অনুসারে সগোত্রা নামে উল্লিখিত হইবে? ইহার উত্তরে বলা হয়, উভয় সম্বন্ধেই 'সগোত্রা' বলিয়া অভিহিত হইবে; কারণ সেই প্রকার জ্ঞাপক শব্দ রহিয়াছে। 'গোত্র' হইতেছে বংশ; আর পিতা প্রভৃতিরা হইতেছেন অভিজন (জন্মসম্পর্কযুক্ত)। কিন্তু ঐ পিতৃসম্পর্কে 'সগোত্রা' বলা হইলে এখানে স্বতন্ত্রভাবে যে 'পিতৃষ্বসা' বলা হইয়াছে তাহা সংগত হয় না, কারণ তিনিও ত সগোত্রাই হইতেছেন। আর যদি এইরূপ বলা হয় যে, যাহার (স্বামীর) সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার সমতা অনুভব করিতেছে তাহা হইলে কেবল স্বামীর গোত্র অনুসারেই 'সগোত্রা' বলিতে হয়। কিন্তু এ পক্ষেও দোষ এই যে, স্বতন্ত্রভাবে যে, পিতৃব্যস্ত্রীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অনর্থক; কারণ পিতৃব্যস্ত্রী ত সগোত্রাই হইয়া থাকেন। আচ্ছা, এই নারীটী কাহার সম্বন্ধে উল্লেখ্য, এই প্রকার কোন নিশ্চায়ক কারণ যখন নাই তখন তাহাকে পিতা এবং ভর্ত্তা উভয় পক্ষ হইতেই 'সগোত্র' বলিয়া উল্লেখ করাই ত সংগত? (উত্তর)—কিন্তু সকল স্মৃতিকারগণেরই অভিমত এই যে, স্বামীর গোত্র অনুসারে 'সগোত্রা' হইয়া থাকে। তবে যে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন, "শ্রাদ্ধকর্ম্মে পিতৃগোত্র অনুসারে কর্ম্ম করা উচিত", ইঁহাদের এই সিদ্ধান্ত ঐ শ্রাদ্ধকর্ম্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক। অথবা, এ সম্বন্ধে যেখানে বিশেষ বচন আছে সেখানে বচন অনুসারে সেইরূপ করা হয়।] ১৭৬

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় এক রাত্রি চণ্ডালীর সহ বাস করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করে তিন বৎসর ভিক্ষান্নভোজী হইলে এবং প্রতিদিন জপ করিতে থাকিলে তবে তাহা দূর করিতে পারে।)

(মেঃ)—এখানে যে 'বৃষলী' শব্দটী রহিয়াছে ইহার অর্থ চণ্ডালী; কারণ এখানে প্রায়শ্চিত্তটী অতি গুরু হইতেছে। যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক দুইবার তাহাতে উপগত হয় তাহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্ত বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে এক বৎসর প্রাজাপত্যই কর্ত্তব্য। এখানে 'একরাত্র' এইরূপ উল্লেখ থাকায় এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে যে, যদি সমস্ত রাত্রি তাহার সহিত শয়ন করিয়া থাকে এবং তাহাতে উপগত হয় তাহা হইলে এইরূপ বিধান। "সেবন" ইহার অর্থ সম্ভোগ। এখানে 'বৃষলী' শব্দটী নিন্দা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে (?), উহা জাতিবোধক নহে (?)। "যৎ করোতি"=যে পাপ সঞ্চয় করে তাহা তিন বৎসরে "ব্যাপোহতি"=বিনষ্ট করিতে পারে। ভিক্ষান্নভোজী হইয়া "জপন্"=জপ (পাঠ) করিতে থাকিয়া,—। এখানে কোন বিশেষ নির্দ্দেশ নাই অর্থাৎ কি জপ করিতে হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই; অথচ মন্ত্র জপ করাই শুদ্ধির জন্য বিহিত; কাজেই ঋক্‌সংহিতা পাঠ করাই বিহিত। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে শ্রদ্ধানুসারে যে কোন মন্ত্রবাক্য অথবা ব্রাহ্মণগ্রন্থের বাক্য জপ করা যায়; কিন্তু কোন লৌকিক বাক্য জপ করা চলিবে না। কেহ কেহ বলেন, এখানে 'বৃষলী' ইহার অর্থ শূদ্রা; যেমন "বৃষলী সেবা করিলে তিন মাসে পতিত হয়" ইত্যাদি স্থলে শূদ্রাই উহার অর্থ। এরূপ বলা কিন্তু সংগত নহে, কারণ শূদ্রাকে বিবাহ করাও ত শাস্ত্রবিহিত। আবার স্বৈরিণী শূদ্রাগমনে লঘু প্রায়শ্চিত্তই উপদিষ্ট হইয়াছে; অন্য নারীগমনও উপপাতকস্বরূপ; অথচ এখানে গুরুতর প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়াছে। (কাজেই এখানে যে 'বৃষলী' শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ শূদ্রা হইতে পারে না কিন্তু চণ্ডালজাতীয়া নারীই উহার অর্থ।) ১৭৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(চারি প্রকার পাপকারীরই কিভাবে পাপমুক্তি হইতে পারে তাহা এইভাবে বলা হইল। যাহারা পতিত ব্যক্তিদের সহিত সংসর্গ করে তাহাদের সেই পাপ হইতে কিরূপে মুক্তি হয় তাহা বলিতেছি শুনুন।)

(মেঃ)— শ্লোকটীর অর্থ সরল। ১৭৮

(পতিত ব্যক্তির সহিত যান, আসন এবং অশন করিলে এক বৎসরে পতিত হইতে হয়; কিন্তু যাজন, অধ্যাপন এবং যৌনসম্বন্ধের পক্ষে সেরূপ নহে অর্থাৎ উহা করিলে তৎক্ষণাৎ পতিত হইতে হয়।)

(মেঃ)—'পতিত হয়' ইহার অর্থ দ্বিজাতির পক্ষে যে সকল শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে তাহার হানি ঘটে—সেই অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ পতিত হয়। তাহাদের সহিত আচরণ করিলে এক বৎসরে পতিত হয় অর্থাৎ তাহাদের তুল্য হইয়া যায়। কি আচরণ করিলে? (উত্তর)—"যানাসনাশনাৎ";—। 'যান' ইহার অর্থ পরস্পর কথোপকথন এবং গাত্রসংস্পৃষ্ট হইয়া কিংবা ঐভাবে একসঙ্গে গমন করা। 'আসন' বলিতে ঐভাবেই বসা। একই শয্যার উপরে একই আসনে কিংবা একই আসনে বসিয়া একই পাত্রে ভোজন করা। শ্লোকটীতে "যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাৎ ন তু" এইখানে ছেদ হইবে। তবে কি পতিতের যাজনাদি কর্ম্ম করিলে মোটেই পাতিত্য ঘটে না? অথবা সম্বৎসর ঐরূপ না করিলে তাহার পূর্ব্বে পাতিত্য জন্মে না, কিংবা সম্বৎসর ঐরূপ করিলে তাহার পর পাতিত্য ঘটে? (উত্তর)—অন্য স্মৃতিমধ্যে যেরূপ নির্দ্দেশ আছে তাহা হইতে এবং অন্যান্য প্রকারে জানা যায় যে, ঐ সমস্ত কর্ম্ম (যাজন, অধ্যাপন এবং যৌনসম্বন্ধ) করিলে সদ্যই অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই পাতিত্য ঘটে। এস্থলে "যাজনাধ্যাপনং যৌনম্" এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত পাঠটী সঙ্গত। কারণ, তাহা হইলে "আচরন্" এই শতৃ প্রত্যয়ান্ত পদটীর সহিত সম্বন্ধ থাকে; আর ওখানে 'হেতু' অর্থে শতৃ প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া উহা দ্বারা 'হেতু' বোধিত হইতেছে। ১৭৯

(এই সকল পতিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে লোক যে কর্ম্ম করিয়া পতিত হইয়াছে তাহার সেই কর্ম্মের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে যে ব্যক্তি তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংসর্গ করিবে তাহাকেও সেই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তবে তাহার ঐ দোষ হইতে শুদ্ধি হইবে।)

(মেঃ)—"এষাম্" এস্থলে নির্দ্ধারে ষষ্ঠী হইয়াছে। এই সকল পতিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে প্রকার পতিত ব্যক্তির সহিত যে লোক পূর্ব্বোক্ত সংসর্গ করিয়া থাকে তাহাকে সেই পতিত ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে সেই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তাহার সহিত সংসর্গ করায় যে দোষ জন্মে তাহা "বিশুদ্ধয়ে"=বিনাশ করিবার নিমিত্ত;— এই অংশটী শ্লোকটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুবাদস্বরূপ।

এস্থলে বিচার্য্য;—। পতিত সংসর্গ এবং নিন্দিত কর্ম্মের অভ্যাস (অনেকবার আচরণ) হইতে পতন ঘটে। এই যে পতনের কথা বলা হইতেছে এটী কি উপদেশবিধি, না অতিদেশবিধি? ইহা যদি উপদেশবিধি হয় তাহা হইলে 'পাপ পাঁচ প্রকার' এইরূপ যে প্রসিদ্ধি আছে তাহার মূল কি, তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। আর যদি এরূপ বলা হয় যে, 'পাঁচটী পাপ' ইহা উপদেশবিধি এবং অবশিষ্টগুলির পাতকত্ব অতিদেশবিধি হইতে নিরূপিত হয় তাহা হইলে বক্তব্য, এই প্রকার ব্যবহার ভেদের 'প্রয়োজন কি? কারণ, উভয় স্থলেই যখন একই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত এবং একই প্রকার ধর্ম্ম (ইতিকর্ত্তব্যতা) সকল উপদিষ্ট হইতেছে তখন 'অতিদেশবিধি' দ্বারা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি? ইহাতে যদি বলা হয় যে, কেবল প্রয়োজন থাকিলেই যে ব্যবহার ভেদ হয় তাহা নহে, কিন্তু অন্য নিমিত্তবশতও তাহা হইতে পারে। আর এস্থলে প্রমাণ ভেদে ব্যবহার ভেদ হইতেছে। (প্রমাণ হইতেছে শাস্ত্রবচন; সুতরাং) যে স্থলে পতিতত্ব নির্দ্দেশ করিয়া অর্থাৎ 'এই কর্ম্মে পতিত হয়' এইরূপ বলিয়া সেই পতিত ব্যক্তির দ্বিজাতি-কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং এই পতিত ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে "পতিত ব্যক্তির উদকক্রিয়া এইভাবে কর্ত্তব্য" ইত্যাদি প্রকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেরূপ স্থলে উহা উপদেশবিধি বোধিত বুঝিতে হইবে; কারণ ঐখানে সাক্ষাৎবিধি দ্বারা তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যেস্থলে সাক্ষাৎভাবে ইতিকর্ত্তব্যতার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নির্দ্দেশ নাই, পরন্তু উপদিষ্ট কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ দ্বারা, নাম দ্বারা, কিংবা লিংগসম্বন্ধ দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতা সকল প্রাপ্ত হয়, সে স্থলে তাহা অতিদেশ। যেমন 'আগ্নের যাগের' ইতিকর্ত্তব্যতা 'সৌর্য্যযাগে' অতিদেশবলে গৃহীত হইয়া থাকে। যেহেতু, সৌর্য্যযাগে কোন ইতিকর্ত্তব্যতা উপদেশবিধি দ্বারা বোধিত হয় নাই। কাজেই সেখানে অতিদেশবলে উহা উপস্থিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এরূপ বলা এখানে সমীচীন হয় না। কারণ, সৌর্য্যযাগ বেদবিহিত। কাজেই, সেখানে 'সূর্য্য' প্রভৃতি বিধিসংসৃষ্ট শব্দই 'অতিদেশ দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতা উপস্থিত করিতে সমর্থ। যেহেতু উহা বেদবিহিত; আর বেদ কাহারও রচিত নহে। পক্ষান্তরে এই যে স্মৃতিশাস্ত্র ইহা পৌরুষেয় গ্রন্থ। সুতরাং যে স্থলে উপদেশ এবং অতিদেশ এই প্রকার পার্থক্য করিবার কোন কারণ নাই সেখানে একত্র 'উপদেশ' এবং অন্যত্র 'অতিদেশ', এইরূপ নূতন ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করা হইতেছে কেন? তবে যে স্থলে প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান দ্বারা বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই সেরূপ স্থলে 'অতিদেশ' ব্যবহার হইতে পারে; কিন্তু তাহা এখানে কদাচিৎ (অল্পস্থলেই) উপলব্ধ হইয়া থাকে।

আবার, যে স্থলে কোন কর্ম্মের 'অভ্যাস' (অনেকবার অনুষ্ঠান) এইরূপ বলা হইয়া থাকে সেখানেও সেই কর্ম্মটী দুইবার করিলে যেমন তাহাকে 'অভ্যাস' (অনেকবার=একাধিক বার অনুষ্ঠান) বলা যায় সেইরূপ তাহা এক শত বার করা হইলেও তাহাকে অভ্যাসই বলা হয়; সুতরাং এই উভয় স্থলেই অভ্যাসরূপে উহা একই প্রকার হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারেও একাধিক বার অনুষ্ঠান মাত্রকেই অভ্যাস বলা হইয়া থাকে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম দুইবার মাত্র করে এবং যে ব্যক্তি তাহা এক শত বার করে তাহাদের উভয়েই একই প্রকার প্রায়শ্চিত্তী হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের কোন পার্থক্য থাকে না (কারণ পাপকর্ম্মের ঐপ্রকার অভ্যাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত উল্লিখিত হয় নাই)। আবার, নিন্দিত কর্ম্ম হইতেছে নিষিদ্ধ। সুতরাং যে ব্যক্তি দিনে দুইবার ঘুমায় (এইভাবে নিন্দিত কর্ম্ম 'অভ্যাস'=একাধিক বার অনুষ্ঠান করে) এবং যে লোক অনেকবার গোবধ করে—এরূপ স্থলে উভয়ই নিন্দিত কর্ম্মের 'অভ্যাস' করিতেছে। সুতরাং এস্থলে 'নিন্দিত কর্ম্মের অভ্যাস' এ বিষয়ে কোন বিশেষত্ব (পার্থক্য) না থাকায় উভয়েরই সমভাবে 'পাতিত্য' প্রাপ্ত হওয়া উচিত। অতএব 'নিন্দিত কর্ম্মের অভ্যাসে পাতিত্য ঘটে' এই প্রকার বচনটী ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য অর্থাৎ ইহা যুক্তিসংগত নহে।

(উত্তর)—এস্থলে আবার ভাবিবার কি আছে? সকল স্মৃতিকারগণই ত (ব্রহ্মহত্যাকারী প্রভৃতি) পাঁচ প্রকার ব্যক্তিকে 'পাতকী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আর অপর কতকগুলিকে তাহাদের 'সম' বলিয়া 'সাম্য' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষত্ব (ভেদ) নাই বলিলে উভয়েরই বাধ ঘটে। বিশেষ স্থলের জন্য "পাপকারীর শক্তি এবং পাপের গুরুত্ব" বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে। তাহা এবং যাহা তাহার সদৃশ ইহাদের মধ্যে একত্ব হইতে পারে না। যেমন গরু এবং গবয় সদৃশ হইলেও উহাদের একত্ব হয় না। কারণ এখানে সাম্য বলা হইয়াছে। আর, কতকগুলি ধর্ম্মের ভেদ এবং কতকগুলির অভেদ থাকিলে তবেই সাম্য বা সাদৃশ্য হয়।

অতএব, যাহারা 'তৎসম' তাহাদের পাতিত্য হয়। এইজন্য ঐ সাদৃশ্যবোধিত ভেদনিবন্ধন যাহারা 'তৎসম' তাহাদের যে পতিত প্রায়শ্চিত্ত তাহা কিছু কমই হইবে। আর 'পতিত' ইহার অর্থ শাস্ত্রীয় অধিকারচ্যুত। এই অধিকাররাহিত্যের মধ্যেও আবার কাহারও কাহারও মতে বিশেষত্ব আছে; (যেমন কেহ কেহ বলেন) শ্রৌতকর্ম্মসকলে অধিকার থাকে না, কিন্তু স্মার্ত্তকর্ম্মে অধিকার থাকে।

আর যে বলা হইয়াছে, কোন নিন্দিত কর্ম্ম দুইবার করিলে এবং এক শত বার করিলেও তাহা একই 'অভ্যাস'মধ্যে পড়ে বলিয়া তথায় কোন ভেদ বা প্রায়শ্চিত্তে তারতম্য হইবে না, ইহাও সংগত নহে; কারণ এরূপ স্থলে অভ্যাসেরই ভেদ রহিয়াছে। সুতরাং এরূপ স্থলে প্রত্যবায় তুল্যপ্রকার হইবে কিরূপে? আর, দিবানিদ্রা এবং গোবধ—দুইটী কর্ম্মই যখন সমভাবে নিন্দিত তখন ইহার 'অভ্যাস' হইলে উভয় স্থলে একই প্রকার পতিতত্ব হইবে—এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বক্তব্য, এস্থলে (নিন্দিতত্বের মূল) যে নিন্দা তাহা তুল্য প্রকার কোথায়?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কারণ, নিন্দিত হইলেও যে স্থলে অর্থবাদমধ্যে বিশেষ প্রত্যবায়ের উল্লেখ থাকে তথায় প্রায়শ্চিত্ত অধিকই হইবে। সুতরাং 'নিন্দিত কর্ম্মের অভ্যাস (অনেকবার অনুষ্ঠান) করিলে পতন ঘটে —পতিত হইতে হয়' ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, যে কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে পাতিত্য জন্মে। কারণ তাহা হইলে "অস্থিহীন প্রাণী এক গাড়ী পরিমাণ বধ করিলে" ইত্যাদি প্রকার বচনে যে অন্য প্রকার লঘু প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে তাহা সংগত হইত না। যেহেতু এস্থলে নিন্দিত কর্ম্মের অভ্যাস রহিয়াছে; অথচ উহাতে মোটেই পাতিত্য নাই। ১৮০

(মহাপাতকে পতিত ব্যক্তির সপিণ্ডেরা বান্ধবগণের সহিত একটী নিন্দিত দিনে গ্রামের বাহিরে সায়াহ্নকালে জ্ঞাতি, ঋত্বিক্ এবং গুরুর সন্নিধানে তাহার উদকক্রিয়া করিবে।)

(মেঃ)—যদি কোন পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে তাহার জীবিত অবস্থাতেই মৃত ব্যক্তির ন্যায় জলকলস দান করিবে—ইহাই এখানে বলা হইতেছে। "সপিণ্ড" অর্থাৎ তাহার একই বংশে জাত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিরা। "যে"=যাহারা=যে সমস্ত সগোত্র তাহার বাহিরে পড়ে তাহারা বান্ধব সগোত্র। "নিন্দিতেহহনি"=চতুর্দ্দশী প্রভৃতি নিন্দিত দিবসে। "সায়াহ্নে"=সূর্য্যাস্ত হইলে। "জ্ঞাতি-ঋত্বিক্-গুরুসন্নিধৌ"=যাহারা ঐ উদকক্রিয়া করিবে এবং যে পতিত ব্যক্তির উদ্দেশে উহা করা হইবে তাহাদেরই জ্ঞাতি প্রভৃতি। ১৮১

(ঐ জ্ঞাতিগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া একজন দাসী একটী জলপূর্ণ কলস প্রেতের উদ্দেশে যেমন দেওয়া হয় সেইভাবে তাহার উদ্দেশে পা-দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহার পর একদিন দিবারাত্র অশৌচ পালন করিবে এবং সকলে ঐ একদিন একত্র থাকিবে।)

(মেঃ)—"প্রেতবৎ" ইহা দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতা (কিভাবে করিতে হইবে তাহা) বলা হইল। "দাসী"=পরিচারিকা একটী জলকলস "পদা"=পদাঘাতে "পর্য্যসেৎ"=ইহা অমুককে দেওয়া হইল, এই বলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে। ঐ জলকলস নিক্ষেপ করা হইলে তাহার পর দিবারাত্র অশৌচ পালন করা উচিত। আর, বান্ধবগণের সহিত "আসীরন্"=সেই দিনটী একই স্থানে সকলে থাকিবে। এখানে 'দাসী' শব্দটীর উল্লেখ থাকায় ঐ কার্য্যটী নিজে সম্পাদন করা নিষিদ্ধ বুঝা যাইতেছে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তাহা হইলে সপিণ্ডগণের কাহাকেও যখন উহা স্বয়ং করিতে হইতেছে না তখন "জ্ঞাতি, পুরোহিত এবং গুরুর সন্নিধানে" এরূপ বলিবার সার্থকতা কি? কারণ, এ স্থলে ঐ কার্য্যে জ্ঞাতি এবং সপিণ্ডগণের যখন কোন ক্রিয়াগত প্রভেদ থাকিতেছে না তখন 'ইহাদের সন্নিধানে ইহাকে করিতে হইবে' এরূপ বলিবার সার্থকতা কি? কারণ, সেখানে সকলেই কেবল উপস্থিত থাকিবে, ইহা দ্বারাই সকলের উহাতে উপকারিতা একই প্রকার হইতেছে। আর, সপিণ্ডগণ যে এখানে 'সন্নিপত্যোপকারক' তাহা ত নহে? ইহার উত্তরে বক্তব্য—না, ইহা এরূপ নহে; কারণ সপিণ্ডগণ এখানে প্রয়োজক কর্ত্তা। আর জ্ঞাতি প্রভৃতিদিগকে যে সেখানে উপস্থিত করা হয়, তাহাতে অদৃষ্টবিশেষ সাধিত হইবে। (সুতরাং জ্ঞাতি প্রভৃতিগণের মধ্যে প্রয়োজক কর্ত্তৃত্ব নাই কিন্তু সপিণ্ডগণের তাহা রহিয়াছে, ইহাই এস্থলে পার্থক্য)। ১৮২

(সেই পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ, একস্থানে উপবেশন, উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার প্রাপ্য ধন তাহাকে দেওয়া এবং লৌকিক যাত্রা অর্থাৎ সামাজিকতা বন্ধ হইয়া যাইবে।)

(মেঃ)—ঐভাবে তাহার উদকক্রিয়া হইলে অতঃপর যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা এক্ষণে বলিতেছেন। "সম্ভাষণ" ইহার অর্থ পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি অর্থাৎ কথাবার্ত্তা ইত্যাদি প্রকার ব্যবহার। "দায়াদ্য"=ধন; তাহাও উহাকে দেওয়া চলিবে না। "লৌকিকী যাত্রা"=উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হইলে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি। এইরূপ, বিবাহাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মে তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসা, ভোজন করান ইত্যাদি। (প্রশ্ন)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, তাহার সহিত 'সম্ভাষণ' নিষিদ্ধ হওয়া দ্বারাই ত ঐগুলিও নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, (তবে আবার পৃথক্ করিয়া বলা হইতেছে কেন)? ইহার উত্তরে বক্তব্য, 'সম্ভাষণ' হইতেছে শব্দাত্মক—কুশলপ্রশ্নাদি। ইহা ছাড়াও ঐ পতিত ব্যক্তিকে দেখিয়া হয়ত কেহ নিঃশব্দে অভ্যুত্থান করিতে পারে, আসন ছাড়িয়া দিতে পারে, এইজন্য তাহারও নিষেধ করা হইতেছে। ১৮৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(তাহার জ্যেষ্ঠতাও ছিন্ন হইয়া যাইবে, জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য যে বিশেষ ধনাংশ তাহাও রহিত হইয়া যাইবে; তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে যে অধিক গুণবান্ হইবে সেই জ্যেষ্ঠের অংশ পাইবে।)

(মেঃ)—"জ্যেষ্ঠাবাপ্যাং চ যদ্ বসু"=জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য যে ধন তাহা হইতেও সে বঞ্চিত হইবে। এস্থলেও এইরূপ প্রশ্ন করা হয়,—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তাহাকে দায়াদ্যদান করাও রহিত হইবে; সুতরাং উহা দ্বারাই যখন জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য বিশেষ ধনাংশ পাওয়া তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া যাইতেছে তখন আবার এখানে উহার নিষেধ করা হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, গুণাধিক কনিষ্ঠের পক্ষে উহা প্রাপ্য, ইহা বিধান করিবার জন্যই এখানে ঐ অংশটীর অনুবাদ করা হইতেছে। অন্য কেহ কেহ বলেন, 'দায়াদ্য' শব্দটীর অর্থ সাধারণ ধন; কিন্তু উত্তরাধিকারক্রমে প্রাপ্ত ধন উহার অর্থ নহে। এইজন্য অভিধানকোশমধ্যে উক্ত হইয়াছে—"দায়াদ্য ইহার অর্থ ধন বলিয়া স্বীকৃত হয়"। অতএব তাহার নিকট হইতে যদি কেহ ঋণস্বরূপে কিছু গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাও তাহাকে দেওয়া চলিবে না। তবে সে ব্যক্তি ঐ ঋণ কি করিবে? (উঃ)—পুত্র অথবা ভ্রাতা প্রভৃতি যাহারা ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিবার অধিকারী তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে। আবার অপর কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যৌথ ধন বিভক্ত না হইলে তাহারই দায়াদ্য (তাহার প্রাপ্য অংশ) দেওয়া নিষেধ করা হইয়াছে, আর যদি উহা বিভক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ যে 'বিংশোদ্ধার' পাইয়া থাকে তাহা উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। তাহার পুত্রেরা থাকিলেও তাহারা ঐ উদ্ধার অংশটী বাদ দিয়া অন্য সমস্ত ধন পাইবে। ১৮৪

(ঐ পতিত ব্যক্তিটী যদি যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করে তাহা হইলে তাহার পর তাহার সপিণ্ডগণ তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহারই সহিত স্নান করিয়া পবিত্র জলাশয়ে একটী নূতন জলকলস ফেলিয়া দিবে।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে তাহার পক্ষে উদকক্রিয়া কিভাবে কর্ত্তব্য তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন;—। তাহারই সহিত স্নান করিয়া "পুণ্যে জলাশয়ে"=পবিত্র নদীতে অথবা প্রভাস, মানসসরোবর প্রভৃতি হ্রদে কিংবা বিশেষ কোন তীর্থে স্নান করিয়া নূতন জলকলস নিজেরা ছুঁড়িয়া ফেলিবে। এখানে 'নবকুম্ভ' কথাটীর প্রয়োগ থাকায় এবং প্রথমোক্ত স্থলে (১৮২ শ্লোঃ) 'দাসী' শব্দের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ঐ প্রথম স্থলটীতে ব্যবহার-করা পুরাতন কলস ফেলিতে হয়। কিন্তু এখানে সেরকম ব্যবহার-করা কলস গ্রহণ করিতে নাই। কিন্তু নূতন কলস জলে পূর্ণ করিয়া লইতে বলা হইয়াছে। ১৮৫

(সে ব্যক্তি জলে ঐ কলস ফেলিয়া দিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতিকার্য্য করিবে।)

(মেঃ)—যে জলে উহারা সকলে স্নান করিয়াছে সেই জলেতেই ঐ কলসটী ফেলিতে হয়। তাহার পর সকলে তাহাকে অগ্রে লইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিবে। তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় একত্র ভোজনাদি সকল প্রকার জ্ঞাতিকার্য্য চলিতে থাকিবে। কেহ কেহ বলেন এখানে "সঃ" ইহার অর্থ সেই ব্যক্তি যে প্রায়শ্চিত্ত করিল, কলসটীকে জলে ফেলা তাহারই কর্ত্তব্য। এইভাবে এই পতিত ব্যক্তিরই উদকক্রিয়া বর্ণিত হইল। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি 'ত্যাজ্য' হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইহা বিধি নহে। "যদি কেহ নির্দ্দোষ পিতাকে ত্যাগ করে, রাজঘাতক হয় কিংবা শূদ্রযাজক হয়" তাহা হইলে সে ত্যাজ্য। ১৮৬

(যে সকল স্ত্রীলোক পতিত হইয়াছে তাহাদের প্রতিও এই প্রকার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তবে তাহাদিগকে বস্ত্র, অন্ন এবং পানীয় দেওয়া উচিত এবং গৃহের সন্নিকটেই তাহারা বাস করিবে।)

(মেঃ)—"যোষিৎসু"=স্ত্রীলোকদের প্রতি—তাহারা পতিত হইলেও তাহাদের প্রতি এই প্রকার বিধান প্রয়োজ্য। ঐ পতিত স্ত্রীলোক যদি প্রায়শ্চিত্ত নাও করে তথাপি তাহাদের প্রতি ঐরূপ আচরণ কর্ত্তব্য। তাহারা প্রায়শ্চিত্ত না করায় তাহাদের উদকক্রিয়া করা হইলেও তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দেওয়া উচিত। এখানে "দেয়ং"=দান করিবে, এইরূপে 'দান' করিবার কথা থাকায় শরীর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধারণের জন্য যে পরিমাণ আবশ্যক সেই পরিমাণ মাত্র দেওয়া উচিত—ভোগের উপযুক্ত দেওয়া উচিত নহে। এখানে 'পান' শব্দটীর অর্থ জল, কারণ অন্নের সহিত উল্লিখিত হওয়ায় ঐ প্রকার অর্থই গ্রহণ করা উচিত। আর ঐ জল না দিলেও উহা পাওয়া যায়, কারণ সর্ব্বত্রই উহার প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। তবে বচনে উহা উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, পরের অনুরোধে প্রীতি-পূর্ব্বক যথেচ্ছভাবে উহা দেওয়া উচিত নহে। পানীয় জল যেমন বস্ত্র এবং অন্নও সেইরূপ হইবে। সুতরাং নিকৃষ্ট বস্ত্র এবং নিকৃষ্ট অন্নই দেওয়া উচিত। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে,—"ব্যভিচারিণী নারীর সকল প্রকার অধিকার লোপ করিয়া দিয়া তাহাকে মলিন অবস্থায় মাত্র দেহধারণের উপযোগী অন্ন খাইতে দিয়া অনাদৃতভাবে ভূমিশয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিবে"। পুরুষের পক্ষে পতিত হইবার যাহা যাহা কারণ স্ত্রীলোকের পক্ষেও তাহাই। তবে যে ভ্রূণহত্যা এবং হীনবর্ণ পুরুষসংগ বিষয়ে এইরূপ বচন রহিয়াছে "ভ্রূণহত্যায় স্ত্রীলোকদের অধিক পাতিত্য হইবে না" ইহার অর্থ উক্তকর্ম্মে পাতিত্য যে তুল্য প্রকার তাহাই বুঝিতে হইবে, কিন্তু উহাতে পাতিত্য নিষেধ করা হয় নাই। এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হইয়াছে, "স্ত্রীলোকের পক্ষে নীচ পুরুষের সহিত সংসর্গ করা, গর্ভপাত করা এবং স্বামিহত্যা করা এগুলি অবশ্যই বিশেষ পাতিত্যজনক"। "বসেয়ুঃ স্বগৃহান্তিকে",—প্রধানগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া একটী কুঁড়েঘরে থাকিতে দিবে, ইহা বুঝাইবার জন্য এখানে 'অন্তিক' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকিবে তাহাদিগকেই ঐ 'বস্ত্রান্নপান' দিবে, নচেৎ নহে। এরূপ বলা কিন্তু সমীচীন নহে। কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকিলে ঐ অন্ন, বস্ত্র দিবার ব্যবহার তাহার উপযোগী নহে। যেহেতু, প্রায়শ্চিত্তে ভিক্ষান্নভোজন, কিংবা পয়োব্রত (পরিমিত দুগ্ধমাত্র আহার) এবং চান্দ্রায়ণ—এই সমস্তই বিধি। আর এস্থলে এই বচনটী দ্বারা যে ঐ ভিক্ষান্ন ভোজনটীকে রহিত করিয়া দেওয়া হইবে তাহাও সম্ভব নহে। কারণ ইহা দ্বারা বৃত্তি (জীবিকামাত্র) বিহিত হইতেছে, ইহাতেই বচনটী চরিতার্থ হইয়া যায়; (সুতরাং ইহা দ্বারা ভিক্ষান্নভোজন নিষিদ্ধ হইতে পারে না)। অতএব অসামর্থ্যাদি কারণবশতঃ যে পতিত স্ত্রীলোক প্রায়শ্চিত্ত করিবার অযোগ্য তাহাকেও অন্নজলবস্ত্র দান করা উচিত, ইহাই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ। ১৮৭

(যাহারা পাপকর্ম্ম করিয়াছে তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহাদের সহিত কোন প্রকার ব্যবহার করিবে না। আবার, যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে তাহাদিগকেও কখনও নিন্দা বা ঘৃণা করিবে না।)

(মেঃ)—"এনস্বী" ইহার অর্থ পাতকী, কেন না তাহারই কথা আলোচনা হইতেছে। তাহারা যদি "অনির্ণিক্ত"=শুদ্ধিশূন্য হয় অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহা হইলে তাহার সহিত "নার্থং কিঞ্চিৎ"=ঋণদান, ক্রয়বিক্রয়, যাজন ইত্যাদি প্রকার কোন ব্যবহার করিবে না। "নির্ণেজন" ইহার অর্থ শোধন অর্থাৎ পাপ দূর করা। ঐ নির্ণেজন করা হইলে ইহাদিগকে "ন জুগুপ্সেত"= প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে বলিয়া নিন্দা বা ঘৃণা করিবে না। ১৮৮

(যাহারা বালক হত্যা করে, যাহারা কৃতঘ্ন, যাহারা স্ত্রীহত্যা করে এবং যাহারা শরণাগতকে হত্যা করে তাহারা শাস্ত্রবিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইলেও তাহাদের সহিত মেলামেশা কিংবা একত্র বাস করিবে না।)

(মেঃ)—"শরণাগত",—কোন লোক যদি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় কিংবা কোন বলবান্ লোক যদি তাহাকে তাড়া করে তখন সে যদি কাহারও নিকট 'আমাকে রক্ষা কর' এই বলিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে সে তাহার শরণাগত। কোন বিদ্বান্ লোক দোষ করিয়া যদি ঐভাবে কাহারও নিকট গিয়া বলে 'আমায় উদ্ধার করুন, আমার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করুন' তাহা হইলে তিনিও ঐ 'শরণাগত' হইবেন। কৃতঘ্ন,—যে ব্যক্তি তাহার প্রতি অন্যে যে উপকার করিয়াছে সেটী ভুলিয়া গিয়া তাহারই অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করে অথবা যে লোক কাহারও উপকার করিয়া তাহা পুনরায় নষ্ট করিয়া দেয় কিংবা যাহার উপকার করিয়াছিল তাহারই আবার অনিষ্ট করিতে উদ্যত হয় সে 'কৃতঘ্ন'। যদিও ইহা কৃতঘ্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি তথাপি লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে উহার অর্থ হইতেছে—যে লোক উপকারীর অপকার করে সে কৃতঘ্ন। "বালঘ্ন";—এস্থলে বালকটী বা স্ত্রীলোকটী কোন্ জাতি তাহা জানা (বিবেচনা করা) অনাবশ্যক; কিন্তু বালক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বা স্ত্রীলোক স্বরূপতঃই নিমিত্ত হইয়া থাকে। (যেহেতু সে বালক অথবা স্ত্রীলোক অতএব সে যে জাতিই হউক তাহাকে যে ব্যক্তি বধ করে তাহার পক্ষে এইরূপ বিধান।) স্ত্রীলোক—ব্যভিচারিণী হইলেও (সে অবধ্য)। যদিও তাহাদের বধে প্রায়শ্চিত্ত অতি অল্প তথাপি ঐ স্ত্রীহত্যাকারীর সহিত 'সংবাস' বিশেষ বচনবলে নিষিদ্ধ। "সংবাস" ইহার অর্থ মেলামেশা এবং তাহার গৃহে বাস করা। ১৮৯

(যে সকল দ্বিজাতির যথাবিধি সাবিত্রী-উপদেশ হয় না তাহাদিগকে তিনটী প্রাজাপত্য করাইয়া তদনন্তর বিধিমতে উপনয়ন দিতে হয়।)

(মেঃ)—"ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের" ইত্যাদি বচনে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়নের কাল নিয়মবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি তাহা অতিক্রান্ত হয় তবে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা। গর্ভাষ্টম বৎসর বয়স হইতে ঐভাবে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত যদি ব্রাহ্মণের 'সাবিত্রী-উপদেশ' না হয়,—। ইহা দ্বারা উপনয়ন নামক সংস্কারটী লক্ষিত হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে যদি উপনয়ন দেওয়া না হয়,—। এইরূপ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বাইশ বৎসর এবং বৈশ্যের পক্ষে চব্বিশ বৎসর উপনয়নের সীমা। ইহার পর উপনয়ন দিতে হইলে তিনটী 'কৃচ্ছ্র' করাইতে হইবে। যেখানে 'কৃচ্ছ্র' শব্দটীকে বিশেষণশূন্য করিয়া প্রয়োগ করা হয় সেখানে উহা 'প্রাজাপত্য' অর্থ বুঝায়, ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কেহ কেহ বলেন, এরূপ স্থলে 'কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র' কর্ত্তব্য। ঐ কৃচ্ছ্রত্রয় করা হইলে তাহার পর উপনয়ন দিতে হয়। "যথাবিধি" ইহা অনুবাদস্বরূপ (কারণ যথাবিধি না হইলে উপনয়নই সিদ্ধ হয় না বলিয়া উহা উল্লেখ করিবার কোন সার্থকতা বা নূতনত্ব নাই)। ১৯০

(বিকর্ম্মকারী যে সমস্ত দ্বিজ প্রায়শ্চিত্ত করিতে অভিলাষী এবং যাহারা বেদপরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাদিগের পক্ষেও ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রাজাপত্যত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা দিতে হইবে।)

(মেঃ)—"বিকর্ম্মস্থ" ;—যেমন শূদ্রসেবাদি নিরত ব্রাহ্মণ 'বিকর্ম্মস্থ'। যে বর্ণের পক্ষে যে কর্ম্মটী জীবিকার হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার পক্ষে ঐ জীবিকার জন্য তাহা করা বিহিত কর্ম্ম। কিন্তু যাহার পক্ষে যেটী বিহিত নয় সেটী তাহার পক্ষে 'বিকর্ম্ম' হইয়া থাকে। দ্বিজাতির পক্ষে যে কর্ম্ম বিহিত তাহা অন্যজাতির (শূদ্রাদির) পক্ষে হইবে বিকর্ম্ম। "ব্রহ্মণা পরিত্যক্তাঃ",—যাহাদের উপনয়ন হইলেও বেদ গ্রহণ করা হয় নাই—বেদগ্রহণ করে নাই অথবা বেদ অধ্যয়ন করিয়াও তাহা যাহারা ভুলিয়া যায় তাহাদের পক্ষেও এই প্রাজাপত্যত্রয় বিহিত। "প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষন্তি"=প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করে, ইহাও অনুবাদই হইতেছে। কারণ, লোকে ইচ্ছা করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ১৯১

(ব্রাহ্মণগণ গর্হিত কর্ম্মের দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করিবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া জপ এবং তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—যদিও এখানে "গর্হিতেন"=গর্হিত কর্ম্মের দ্বারা এই প্রকারে সাধারণভাবে উল্লেখ রহিয়াছে তথাপি ইহার অর্থ 'অসৎ প্রতিগ্রহের দ্বারা' এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ, পরে "অসৎ প্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়" ইত্যাদি বচনে যে বিশেষ বিধি বলা হইবে তাহাতে ঐ অসৎপ্রতিগ্রহের উদ্দেশ্যেই তাহা বলা হইবে। 'উৎসর্গ'=উহার ত্যাগ—তাহার উপর যে মমত্ববোধ ছিল সেটী ছাড়িয়া দেওয়া। তাহা দানের দ্বারাও হইতে পারে অথবা দৃষ্টাদৃষ্ট কোন প্রয়োজন লক্ষ্য না করিয়া রাজপথাদির উপরে এই বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া 'আমার এটী যে গ্রহণ করে করুক'; অথবা গর্ত্তে কিংবা নদী প্রভৃতিতেও ফেলিয়া দেওয়া উচিত। এস্থলে কিপ্রকার জপ এবং তপ করিতে হইবে, তাহা পরের শ্লোকগুলিতে বলিয়া দিবেন। কেহ কেহ এই শ্লোকটীতে যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটী আছে তাহার স্থানে 'মানব' এই শব্দটী ধরিয়া এইভাবে ব্যাখ্যা করেন,—। দ্বিজাতিই হউক কিংবা শূদ্রই হউক যে বর্ণের পক্ষে যে উপায়ে ধন উপার্জন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই তাহার পক্ষে 'গর্হিত'। যেমন, "ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় সুদ খাটাইবে না" ইত্যাদি। সুতরাং ঐ প্রকার কর্ম্মের দ্বারা যাহারা ধন উপার্জন করে তাহাদের পক্ষে ঐ ধন ত্যাগ করা, জপ করা এবং তপ করা এই তিনটীই মিলিতভাবে প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আর অসৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতিগ্রহের দ্বারা ব্রাহ্মণের যে ধনার্জ্জন তাহার সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম পরবর্তী শ্লোকে বলা হইবে। ১৯২

(একাগ্রচিত্তে তিন হাজার সাবিত্রী জপ করিয়া ঐ সময়ে এক মাস গোষ্ঠে বাস এবং কেবল অল্পপরিমাণ দুগ্ধ মাত্র আহার করিয়া থাকিলে অসৎপ্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে।)

(মেঃ)—কেহ কেহ বলেন প্রতিদিন তিন হাজার সাবিত্রী জপ। অন্য কেহ আবার বলেন "মাসং" এই পদের সহিত উহার সম্বন্ধ। সুতরাং প্রত্যহ এক শত করিয়া সাবিত্রী জপ। "গোষ্ঠে" ইহা দ্বারা ঐ সময়ের বাসস্থান নির্দেশ করা হইল। ১৯৩

(সেই ব্যক্তিটী উপবাস করিয়া কৃশ হইয়া যখন পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বিনীতভাবে দাঁড়াইবে তখন তাহাকে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিবেন 'হে সৌম্য! তুমি কি আমাদের সহিত সাম্য লাভ করিতে ইচ্ছা কর'?)

(মেঃ)—যদিও পূর্ব্ব শ্লোকে দুগ্ধ পান করিবার বিধান আছে তথাপি এখানে যখন তাহাকে 'কৃশ' বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে তখন ঐ দুগ্ধপান যে অল্প পরিমাণেই কর্ত্তব্য, তাহা বুঝা যাইতেছে। "প্রণতং"=দুই জানু ভূতলে ঠেকাইয়া উপবিষ্ট ('প্র'=প্রকৃষ্টভাবে 'নত')। সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন 'হে সৌম্য! তুমি কি সাম্য অর্থাৎ আমাদের সহিত সমতা লাভ করিতে ইচ্ছা কর? তাহা যদি হয় তবে পুনর্ব্বার আর শাস্ত্রনির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া লোভবশতঃ অসৎপ্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হইও না'। ১৯৪

(তখন সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের নিকট বলিবে 'আমি সত্য বলিতেছি যে, এই কার্যে আর প্রবৃত্ত হইব না'। তাহার পর গরুসকল যেখান দিয়া জলপান করিতে অবতরণ করে সেখানে ঘাস ছড়াইয়া দিবে। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে পরিগ্রহ করিবেন অর্থাৎ তুলিয়া লইবেন।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণগণ তাহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলে তাহাকে বলিতে হইবে—'সত্যং' (আমি সত্য বলিতেছি)। গরুসকল যে পথ দিয়া নদী কিংবা প্রস্রবণ প্রভৃতির জল পান করিতে যায়—যেখান দিয়া অবতরণ করে সেই "তীর্থে"=অবতরণ করিবার স্থানে (ঘাস ছড়াইয়া দিবে)। সেই ব্রাহ্মণগণ "তস্য পরিগ্রহং কুর্য্যুঃ"=তাহাকে হাত দিয়া ধরিয়া নিজেদের কাছে টানিয়া লইবেন। ১৯৫

(যাহারা ব্রাত্য হইয়াছে তাহাদের 'ব্রাত্যস্তোম' প্রভৃতি কর্ম্মে যাজকতা করিলে, নিঃসম্পর্কীয় লোকেদের বহনদহন করিলে কিংবা অভিচার কর্ম্ম অথবা 'অহীন' নামক যাগ করিলে তিনটী প্রাজাপত্য করিয়া পাপমুক্ত হইবে।)

(মেঃ)—"ব্রাত্য" ইহার অর্থ যাহাদের সাবিত্রী পতিত হইয়াছে; তাহাদের জন্য 'ব্রাত্যস্তোম' নামক যাগ বিহিত হইয়াছে। সেই 'ব্রাত্যস্তোম' যাগে যিনি ঋত্বিক্-কর্ম্ম করেন অথবা তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া তাহার ইতিকর্ত্তব্যতাসকল বলিয়া দেন,—। "পরেষাং"=মাতা, পিতা এবং গুরু ছাড়া অন্য ব্যক্তির "অন্ত্যকর্ম্ম"=শ্মশানকর্ম্ম অর্থাৎ শবদেহ বহন দহন প্রভৃতি,—। "অভিচারং"=শ্যেনযাগ প্রভৃতি অভিচার কর্ম্ম, এবং "অহীনং"=দ্বিরাত্রাদি একাদশ রাত্র পর্য্যন্ত করণীয় 'অহীন' নামক যাগ,—। এই সমস্ত কর্ম্মের কোন একটী করিলে তিনটী কৃচ্ছ্র (প্রাজাপত্য) দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

কেহ কেহ এস্থলে বলেন,—অভিচার এবং অহীন কর্ম্মের জন্য এই যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান ইহা যজমানের পক্ষে প্রয়োজ্য নহে, কিন্তু ইহা ঋত্বিক্গণেরই কর্তব্য। কারণ, এখানে "ব্রাত্যানাং যাজনং কৃত্বা"=ব্রাত্যগণের যাজকতা করিয়া এইভাবেই আরম্ভ করা হইয়াছে। যজমান ঐ 'অহীন'যাগটীতে শাস্ত্রবিধি অনুসারেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কাজেই উহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যখন শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, তাদৃশ কোন নিষেধবাক্য যখন নাই তখন উহার জন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে কেন? (একদেশী সিদ্ধান্তী ইহাতে প্রশ্ন করিতেছেন)—আচ্ছা, 'অহীন'যাগে যজমানের যে প্রবৃত্তি তাহা না হয় শাস্ত্রবিধিমূলক হইল কিন্তু 'শ্যেন'যাগ প্রভৃতি অভিচারকর্ম্ম করিতে যে প্রবৃত্ত হয় তাহার সম্বন্ধে বক্তব্য কি? (কারণ, উহা ত শাস্ত্রবিধিমূলক নহে);

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেহেতু "শত্রুকে বধ করিবে" এরূপ শাস্ত্রবিধি ত নাই। কিন্তু "যে লোক শত্রুর বধ কামনা করে তাহার পক্ষে উহা সম্পন্ন করিবার জন্য শ্যেনযাগাদি অভিচারকর্ম্ম কর্ত্তব্য" ইহাই মাত্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ। কিন্তু শত্রুবধ করিতে লোকে যে প্রবৃত্ত হয় হিংসাই তাহার মূল (সুতরাং ঐ প্রবৃত্তিটী বৈধী নহে—শাস্ত্রবিধি দ্বারা উৎপাদিত নহে, কিন্তু উহা দ্বেষমূলক)। আবার, "কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না" এই শ্রুতিবচনে হিংসা নিষিদ্ধই হইয়াছে। (সুতরাং নিষিদ্ধ হিংসাফলক বলিয়া শ্যেনযাগ দুষ্টই হইতেছে; উহা করিলে দোষ অর্থাৎ প্রত্যবায়ই ঘটিবে)। শ্যেনযাগে প্রবৃত্তি যেমন বৈধী নহে অহীনযাগেও যে প্রবৃত্তি তাহাও সেইরূপ বৈধী নহে। কারণ, পুরুষ ফল-লালসাবশেই ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেহেতু বিশেষ প্রকার ফললাভ করিবার যাহার অভিলাষ থাকে সেই ব্যক্তিরই ঐ কর্ম্মে অধিকার। (শ্যেনযাগের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে শ্যেনযাগাদির ফল যে হিংসা তাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ,) কিন্তু অহীনযাগের যে ফল তাহা নিষিদ্ধ নহে, কিংবা ঐ কাম্যমান ফল যাহা হইতে নিষ্পন্ন (সিদ্ধ) হয় তাদৃশ ব্যাপার অর্থাৎ ঐ অহীনযাগটীও নিষিদ্ধ নহে। পক্ষান্তরে শ্যেনযাগের বেলায়—ঐ ফল এবং যাহা দ্বারা ঐ ফল নিষ্পন্ন হয় তাদৃশ ব্যাপার দুইটাই নিষিদ্ধ। যেহেতু "ন হিংস্যাৎ" এই নিষেধটী দ্বারা এই কথাই বলা হইয়াছে যে মরণফলক ব্যাপারে—যে ব্যাপার (ক্রিয়ার) ফলে অপরের মৃত্যু ঘটে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আর ঐ শ্যেন-যাগ প্রভৃতিরই ফল হইতেছে ঐ মরণ—অন্যের মৃত্যু ঘটান। কিন্তু এই যে অহীনযাগ ইহার ফল স্বর্গাদি; আর ঐ স্বর্গাদিফলও নিষিদ্ধ নহে এবং 'যে কর্ম্মের ফল ঐ স্বর্গাদি তাহা করা উচিত নহে' এইভাবে যাগটীও নিষিদ্ধ নহে।

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন,—"বাক্‌ই ব্রাহ্মণের শস্ত্রস্বরূপ" এই বচনটীতে অভিচারও সেরূপক্ষেত্রে অনুজ্ঞাত হইয়াছে যেখানে অভিচারযোগ্য (দুষ্ট আততায়ী প্রভৃতি) ব্যক্তির উদ্দেশে উহা করা হয়। সুতরাং অহীনযাগ যেমন বিধিবোধিত অভিচারও সেইরূপ বিধিবোধিতই হইতেছে। অতএব অভিচার এবং 'অহীন' তুল্যই হইতেছে। (সুতরাং ইহাতে যজমানের প্রবৃত্তি যখন বিধিমূলক তখন যজমানের পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য নহে)। এস্থলে ঋত্বিক্‌-গণের পক্ষেই এই প্রায়শ্চিত্তবিধান, ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, কাম্যকর্ম্মসকলও ত নিষিদ্ধ হইয়াছে; কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "কামাত্মতা প্রশস্ত নহে" ইত্যাদি? (উত্তর)— ঐ নিষেধটী কিরূপ স্থলে প্রয়োজ্য তাহা পূর্ব্বে ঐ শ্লোকটীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। (অতএব কাম্য কর্ম্ম নিষিদ্ধ নহে)। "অহীনযাগে যাজন করিবে না" এইরূপ শ্রুতিবচনও রহিয়াছে। সুতরাং যে স্থলে অভিচরণীয় (অভিচার যোগ্য) ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কেহ অভিচার করে তাহাতে ঐ যাগকর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ যুক্তিসঙ্গত হয় না। (প্রশ্ন)—যাজনকারী ঋত্বিকের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, শ্রুতিবচন রহিয়াছে "জ্যোতিঃ নামক যাগ দ্বারা অভিচার করাইবে"। (উত্তর)—ইহাতে যাজন করিবার সম্বন্ধে যেমন শ্রুতিবচন রহিয়াছে সেইরূপ উহাতে প্রায়শ্চিত্ত করিবার নির্দ্দেশও শ্রুতিমধ্যেই রহিয়াছে। (অতএব ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কি আছে?)। সুতরাং ইহা ঋত্বিক্‌গণের পক্ষে এবং যজমান যেখানে অনভিচরণীয় (যাহার উদ্দেশে অভিচার করা উচিত নহে তাদৃশ) ব্যক্তির উদ্দেশে অভিচার করে সেইরূপ স্থলেই প্রয়োজ্য। বেদবিহিত জপ, হোম প্রভৃতির দ্বারা যে শত্রুবধ করা তাহাকে বলে 'অভিচার'। ১৯৬

(দ্বিজাতিগণ যদি শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে কিংবা বেদকে অসঙ্গত পাঠ দ্বারা বিপ্লবযুক্ত করে তাহা হইলে এক বৎসর যবভক্ষণ করিয়া থাকিলে তবে ঐ পাপ ধ্বংস করিতে পারে।)

(মেঃ)—শরণাগত দুই প্রকার, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; তাহাকে পরিত্যাগ করা অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিতেও প্রত্যাখ্যান করা। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিচার করা হইয়াছে। "বেদং বিপ্লাব্য" =যেভাবে অধ্যয়ন করা উচিত নহে সেইভাবে অধ্যয়ন করিয়া। এইরূপ নিজের বলিবার অধিকার থাকিলে, যদি কেহ অসঙ্গত পাঠ করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ অনুযোগ করা—'কি পড়িতেছ, এস্থলে এই স্বর অথবা বর্ণটীকে নষ্ট করিয়াছ'। অথবা ধনলোভে পরীক্ষাস্থানে অনিযুক্ত হইয়া বেদপাঠ করা। কারণ এ সম্বন্ধে এইরূপ স্মৃতিবচন রহিয়াছে,—"ধনের জন্য বেদপাঠে নিয়োগ দান করিলে পতিত হইতে হয়, ইহা মুনি বলিয়াছেন"। ১৯৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(কুকুর, শৃগাল, গাধা, বিড়াল প্রভৃতি মাংসাশী গ্রাম্য প্রাণী, মানুষ, ঘোড়া, উট এবং শূকর —ইহারা যদি কামড়ায় তাহা হইলে প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হয়।)

(মেঃ)—"দষ্ট"=দাঁত দিয়া কামড়াইয়া দিলে। "গ্রাম্যৈঃ ক্রব্যাদ্ভিঃ"=বিড়াল, নেউল প্রভৃতি গ্রাম্য মাংসাশী প্রাণী দ্বারা। ১৯৮

(যাহারা অপাংক্তেয় বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা দুই দিন উপবাস করিয়া তৃতীয় দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে, নিত্য বেদসংহিতা জপ করিবে এবং 'শাকল' হোম করিবে—এইভাবে একমাস করিলে তবে শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—"অপাঙ্‌ক্ত্য" কাহারা তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। যাহাদের পক্ষে পৃথক্‌-ভাবে প্রায়শ্চিত্ত অন্যস্থলে উপদিষ্ট হয় নাই তাহাদের পক্ষে এক মাস বেদসংহিতা জপ, শাকল হোম এবং ষষ্ঠকালে (তৃতীয় দিন সায়াহ্নে) অন্নভোজন এইগুলি মিলিতভাবে কর্ত্তব্য। "দেবকৃতস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে যে কাষ্ঠশলাকাদি হোম করা হয় তাহাই 'শাকল হোম'। এখানে 'নিত্য' শব্দটী প্রয়োগ করিবার সার্থকতা এই যে, সংহিতা জপ সমাপ্ত হইয়া গেলে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি কর্ত্তব্য, যতক্ষণ না একমাস পূর্ণ হয়। ১৯৯

(ইচ্ছাপূর্ব্বক উষ্ট্রযান কিংবা গর্দভযানে আরোহণ করিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে স্নান এবং নগ্ন হইয়া প্রাণায়াম কর্ত্তব্য, ইহাতে শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—"উষ্ট্রযান"=উষ্ট্রযুক্ত—উষ্ট্রচালিত শকট। কিন্তু অব্যবধানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উট অথবা গাধার উপর চড়িলে পাতকটী ইহা অপেক্ষা অধিকতর হয়। তখন ঐভাবে পুনঃ পুনঃ প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। আবার ঐ নগ্ন থাকার জন্য যে দোষ ঘটে তাহা দূর করিবার নিমিত্ত পুনরায় সবস্ত্র স্নান করিয়া প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। ২০০

(মলবেগে পীড়িত ব্যক্তি যদি জল না লইয়া কিংবা পুষ্করিণী প্রভৃতির জলের মধ্যেই মলত্যাগ করিয়া ফেলে তাহা হইলে গ্রামের বাহিরে গিয়া সবস্ত্র জলমগ্ন হইয়া এবং গো স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—"বিনাদ্ভিঃ"=জল বিনা অর্থাৎ নিকটে যদি জল না থাকে, দূরতর স্থানে দৃষ্টির অগোচরে যদি তাহা থাকে। "আর্ত্তঃ"=মলবেগপীড়িত হইয়া "শারীরং সন্নিষেব্য"=মলমূত্র ত্যাগ করিয়া। "সচৈলঃ"=যে বস্ত্রখানি পরিয়া ছিল সেটী সমেত "বহিঃ"=গ্রামের বাহিরে নদী প্রভৃতিতে "আপ্লুত্য"=ডুব দিয়া তাহার পর "গাম্ আলভ্য"=গাভি স্পর্শ করিয়া "বিশুধ্যতি" =শুদ্ধ হইবে। ২০১

(বেদবিহিত নিত্যকর্ম্ম যদি লঙ্ঘন করা হয় এবং স্নাতকব্রতের যদি লোপ ঘটে তাহা হইলে একদিন উপবাস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে।)

(মেঃ)—"বেদোদিতানাং"=দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি শ্রৌত কর্ম্ম এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি স্মার্ত্ত কর্ম্ম; ঐ স্মার্ত্ত কর্ম্মগুলিও বেদবিহিত, কারণ স্মৃতিবচনের মূলে আছে বেদবচন। "স্নাতকব্রত"= জীর্ণ ও মলিন বস্ত্রে থাকিবে না, ইত্যাদি নিয়মসকল। ঐ গুলির লোপ ঘটিলে একদিন উপবাস কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম লঙ্ঘন হইলে যে সকল ইষ্টি (যাগ) কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে সেগুলি করিয়া এই উপবাস কর্ত্তব্য। ২০২

(ব্রাহ্মণকে হুঙ্কার করিলে—'হুঃ, চুপ কর' এইরূপ বলিলে এবং গুরুজনের সহিত 'তুমি' বলিয়া কথা কহিলে স্নান করিয়া সেই দিন আর না খাইয়া তাঁহাদিগের পাদস্পর্শ করিয়া প্রসন্ন করিবে।)

(মেঃ)—ক্রোধের সহিত 'হুঃ, চুপ কর' এইরূপ বলিলে, 'চুপ করিয়া থাক, এরকম কথা বলিও না' ইত্যাদি প্রকার ব্যবহার বুঝাইবার জন্য যে 'হুঃ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। "ব্রাহ্মণস্য", —ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠই হউক, সমানবয়স্কই হউক অথবা কনিষ্ঠই হউক। এইরূপ গুরুজনকে "ত্বঙ্কারম্ উক্ত্বা",—তুমি এইরূপ বলিয়াছ, তুমি এইরূপ করিয়াছ, এইভাবে একবচনান্ত যুষ্মদ্ শব্দ প্রয়োগ করিলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত। উহা যে কেবল প্রথমা বিভক্তিতেই প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্তবিধান তাহা নহে। এইজন্য শিষ্টাচারও এইরূপ যে, গুরুজনের প্রতি বহুবচন প্রয়োগ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে হয়। স্নাত্বা=স্নান করিয়া, "অনশ্নন্"=না খাইয়া ; ইহা দ্বারা প্রাতঃকালের অন্নত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। "অভিবাদ্য"=উপসংগ্রহণ করিয়া—(দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য); "প্রসাদয়েৎ" =তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া সায়ংকালে অন্নগ্রহণ করিবে। ২০৩

(তৃণের দ্বারাও যদি আঘাত করা হয়, অথবা কণ্ঠে বস্ত্র দিয়া বন্ধন করা হয় কিংবা বিবাদ করিয়া পরাভূত করা হয় তাহা হইলে প্রণিপাতপূর্বক প্রসন্ন করিবে।)

(মেঃ)—যাহাতে পীড়া জম্মে না এরূপ তৃণের দ্বারাও যদি আঘাত করা হয়। অথবা কোমল স্পর্শযুক্ত বস্ত্রের দ্বারা মৃদুভাবেও যদি গলায় বন্ধন করা হয়। কিংবা 'বিবাদে' অর্থাৎ লৌকিক কলহে যদি পরাভূত করা হয় তাহা হইলে "প্রণিপত্য"=প্রণত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। তবে 'বাদ' অথবা 'জল্প' রূপ শাস্ত্রীয় বিচারে যদি পরাভূত করা হয় তাহা হইলে তথায় এই নিয়ম প্রয়োজ্য নহে। ২০৪

(ব্রাহ্মণকে মারিবার জন্য বাড়ী উঠাইলে একশত বৎসর এবং উহাদ্বারা প্রহার করিলে হাজার বৎসর নরকে বাস করিতে হয়।)

(মেঃ)—ইহা ব্রাহ্মণকে অবগোরণ করার অর্থাৎ দণ্ড উঠাইবার নিষেধ। অবশিষ্ট অংশটী অর্থবাদ। "জিঘাংসয়া"=বধ করিবার উদ্দেশ্যে দণ্ড প্রভৃতি উঠান হইলে একশত বৎসর নরকে বাস করিতে হয়। "অভিহত্য"=প্রহার করিয়া থাকিলে হাজার বৎসর নরকে বাস। তবে যদি মারিবার উদ্দেশ্যে করা না হয়—যদি পরিহাস করা হয় তাহা হইলে দোষ নাই। ২০৫

(ব্রাহ্মণকে আঘাত করিবার ফলে যদি রক্তপাত হয় তাহা হইলে ঐ রক্ত যতগুলি ধূলিকণাকে ভিজাইয়া দেয় তত হাজার বৎসর ঐ রক্তপাতকারীকে নরকে বাস করিতে হয়।)

(মেঃ)—দণ্ড প্রভৃতি দ্বারা প্রহারের ফলে ভূতলে পতিত ব্রহ্মরক্ত "যাবতঃ পাংশূন্"=যে পরিমাণ ধূলিকণাকে সংগ্রহ করে অর্থাৎ একত্র করিয়া দেয় তত হাজার বৎসর সেই রক্তপাতকারী নরকে "ব্রজেৎ"=বাস করে। এটীও অর্থবাদ। ২০৬

(ব্রাহ্মণকে আঘাত করিবার জন্য দণ্ড উত্তোলন করিলে কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য কর্ত্তব্য, ঐ দণ্ড যদি তাঁহার শরীরে ফেলা হয় অর্থাৎ উহা দ্বারা প্রহার করা হয় তাহা হইলে 'অতিকৃচ্ছ্র' এবং যদি রক্তপাত করা হয় তাহা হইলে 'কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র' কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—ইহা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মেরই প্রায়শ্চিত্ত। "ব্রাহ্মণের পীড়া উৎপাদন করিলে" ইত্যাদি বচনে যে প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে তাহা রক্তপাত করা ভিন্ন অন্য প্রকার শারীরিক ক্লেশ উৎপাদন করিলে সেইরূপ স্থলে প্রয়োজ্য। অথবা তাহার সহিত ইহার বিকল্প হইবে। ২০৭

(যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলা হয় নাই তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য পাপের প্রকৃতি অর্থাৎ তাহা ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত এবং একবার কি অনেকবার করা হইয়াছে ইহা আলোচনা করিয়া এবং পাপকারীর 'শক্তি' বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা উচিত।)

(মেঃ)—"অনুক্তনিষ্কৃতীনাং"=যাহাদের নিষ্কৃতি অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত বলা হয় নাই তাদৃশ পাপকর্ম্মসকলের ;—যেমন কেহ যদি চণ্ডাল প্রভৃতি প্রতিলোমজ মনুষ্য বধ করে তাহা হইলে সেরূপ স্থলে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হয়। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এরূপ স্থলেও ত প্রায়শ্চিত্ত বলাই হইয়াছে, যথা, "অস্থিযুক্ত নিকৃষ্ট প্রাণী বধ করিলে ব্রাহ্মণকে কিছু দান করা কর্ত্তব্য"। (উত্তর)—ঐ বচনটী 'অনস্থি' (অস্থিহীন) প্রাণিবধের সহিত পঠিত হইয়াছে বলিয়া ওখানে 'অস্থিমৎ' বলিতে ক্ষুদ্রজন্তুসদৃশ অস্থিযুক্ত প্রাণীই বুঝাইতেছে। কিন্তু বিশালকায় প্রাণী-দিগের বধে ঐ বিধিটী প্রয়োজ্য নহে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চারিটী, পঞ্চম বর্ণ নাই, ইহাই যখন নিয়ম তখন ঐ প্রতিলোমজ ব্যক্তিগণও শূদ্রজাতিরই ভেদ বিশেষ হইবে অর্থাৎ উহারাও শূদ্রজাতি বলিয়াই গণ্য হইবে? (উত্তর)—পঞ্চম বর্ণ নাই বলিয়া যে উহারা শূদ্র হইবে তাহা ত হইতে পারে না। যেহেতু, শূদ্রজাতিরও লক্ষণ যে নিয়মবন্ধই রহিয়াছে ; কারণ শূদ্র কর্ত্তৃক সমানজাতীয়া (শূদ্রজাতীয়া) বিবাহিতা নারীর গর্ভে উৎপাদিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে সন্তান সে হয় শূদ্র (ইহাই নিয়ম)। পক্ষান্তরে ঐ চণ্ডাল প্রভৃতিরা বর্ণসঙ্করই হইতেছে। অতএব চণ্ডালবধে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। আবার "ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিবে" ইত্যাদি প্রকার অন্য কিছু প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করাও সে স্থলে সম্ভব নহে।

"শক্তি" ইহার অর্থ প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তিটীর তপস্যা করিবার (শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিবার) সামর্থ্য। এ ব্যক্তি কি তপস্যা করিতে সমর্থ হইবে অথবা দান করিতে সমর্থ হইবে (ইহা বিবেচ্য)। "পাপং চ"—হিংসা করিলে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত এবং অভক্ষ্যভক্ষণে যেপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত তাহা বিবেচ্য আবার পাপের গুরুত্ব এবং লঘুত্বও বিবেচ্য। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, পাপের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব জানা যাইবে কিরূপে? যদি বলা হয়, যেস্থলে প্রায়শ্চিত্তের গুরুত্ব সেখানে পাপেরও গুরুত্ব? কিন্তু যেখানে প্রায়শ্চিত্ত পৃথক্‌ভাবে বলা হয় নাই, যেখানে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হয় সেখানে পাপের গুরুত্ব-লঘুত্ব বুঝা যাইবে কিরূপে? (উত্তর)—তাহা ঠিক; তবে অর্থবাদ মধ্যে যেখানে নিন্দিত কর্ম্মের দোষাধিক্য বর্ণনা আছে সেখানে সেই পাপের গুরুত্ব বুঝা যায়। (ঐ পাপটী যে গুরুতর তাহা বুঝা যায়)। এইরূপ কোন পাপ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক করা হয় কিংবা অনিচ্ছাপূর্ব্বক করা হয় তাহা হইলে সেখানে গুরুত্ব-লঘুত্ব কল্পনা করা যায়। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা যে, কেবল অনুক্তপ্রায়শ্চিত্ত স্থলেই প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে তাহা নহে; কারণ যে স্থলে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে সেখানেও গুরুলঘুভাব বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে হয়। (প্রশ্ন)—একথা কোথা হইতে পাওয়াইতেছে—ইহা বলিবার মূলে যুক্তি কি আছে? (উত্তর)—যেহেতু রাজদণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্ত দুইটাই তুল্যপ্রকার। আর, দণ্ডের দ্বারা উক্তবিষয়ক কিংবা অনুক্তবিষয়ক প্রায়শ্চিত্ত অনুমোদিত অর্থাৎ যে স্থলে যে পাপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত উল্লিখিত হইয়াছে কিংবা যে স্থলে তাহা নাই সেই উভয় স্থলেই রাজ-দণ্ডবিধিতে কিরূপ 'দণ্ড' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া পাপের গুরুত্ব বা লঘুত্ব এবং তদনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা উচিত, যেহেতু এতাদৃশ স্থলে যে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা হয় তাহা দণ্ডবিধিদ্বারা সমর্থিত হইয়া থাকে। আরও কথা এই যে, পাপ কর্ম্মের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব বিবেচনা করিবার উপদেশ রহিয়াছে বলিয়া সেইভাবে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করাও অবশ্যম্ভাবী—সকল দিক্ বিবেচনা করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। অতএব এই শ্লোকটী উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্তেরই অঙ্গরূপে বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতে হইলে সকল স্থলেই এই শ্লোকটীর কথা স্মরণ করিতে হইবে। ২০৮

(মানবগণ যে সমস্ত উপায়দ্বারা পাপ দূর করিতে পারে আমি তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি; দেবর্ষিগণ এবং পিতৃগণ ঐ সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতেন।)

(মেঃ)—আচ্ছা, পাপশুদ্ধির উপায়সকল ত বলাই হইল,—যেমন এস্থলে চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য, এরূপ স্থলে প্রাজাপত্য পালনীয়, এখানে দ্বাদশ বার্ষিক করণীয় ইত্যাদি। (উত্তর)—তাহা ঠিক। তবে ঐগুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। এক্ষণে এখানে ঐগুলির স্বরূপ এবং ইতিকর্ত্তব্যতা বলা হইতেছে। উপায়কেই 'অভ্যুপায়' বলা হয়। "ব্যপকর্ষতি"=ক্ষালন করিতে পারে। এখানে "দেবর্ষি" ইত্যাদি অংশটী উহার স্তুতি (প্রশংসা) মাত্র। "মানব" শব্দটীর দ্বারা সকল বর্ণের লোকই বুঝাইতেছে। ২০৯

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ 'প্রাজাপত্য' করিতে গেলে—তিন দিন কেবল প্রাতঃকালে, তিন দিন কেবল সায়ংকালে এবং তিন দিন অযাচিতভাবে প্রাপ্ত অন্ন ভোজন করিবে; আর তাহার পর তিন দিন কোন কিছু আহার করা চলিবে না; ইহাই 'প্রাজাপত্য ব্রত'।)

(মেঃ)—যদিও "প্রাতঃ" ইহার অর্থ দিবসের প্রারম্ভ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়সন্নিহিত কাল তথাপি এখানে লক্ষণা দ্বারা উহা পূর্ব্বাহ্ণ কালকেই বুঝাইতেছে। যেহেতু ইহা দ্বারা দিবসের অন্য অংশে ভোজন করা নিষিদ্ধ হইতেছে। এখানে প্রাতঃকালে ভোজন বিধান করিবার ফলে ইচ্ছামত অন্য সময়েও যে আহার করা চলিত তাহা নিবারিত হইতেছে। "পূর্ব্বাহ্ণে অথবা মধ্যাহ্নে মনুষ্যগণের ভোজন" অযাচিত প্রাপ্ত—ইহা স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হয়। সুতরাং এই বচনটী দ্বারা যদি ঐ ভোজনকে প্রাতঃকালে নিয়মিত করা হয় তাহা হইলে কেবল মধ্যাহ্নকালের ভোজনটী মাত্র রহিত হইয়া যায়। আর যদি এমন হয় যে, যেটী প্রথম ভোজন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইবে যাহা প্রাতঃকাল এবং মধ্যাহ্নকালে বিকল্পিতভাবে প্রাপ্ত হইতেছে তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে মাত্র তাহা হইলে উহা দ্বারা কালান্তরে (সায়ংকালে) যে ভোজন তাহা নিবারিত হইয়া থাকে। (অর্থাৎ দিবারাত্রে দুইবার মাত্র ভোজন বিহিত। তন্মধ্যে আবার দিবাভাবে একটীমাত্র ভোজন বিহিত—হয় পূর্ব্বাহ্লে, না হয় মধ্যাহ্নে। সুতরাং দিবারাত্রের ঐ দুইটী ভোজন যদি প্রাতঃকালে নিয়মিত হয় তাহা হইলে আর মধ্যাহ্নভোজনের সম্ভাবনা না থাকায় এবং তিন দিন কেবল প্রাতঃকালেই ভোজন করিবার নির্দ্দেশ থাকায় সায়ংকালীন ভোজনটী নিবৃত্ত হইয়া যায়।) ইহা যখন ব্রতরূপে বিহিত হইতেছে তখন এই প্রকার অর্থই সংগত। আর ব্রতনির্দ্দেশ স্থলে দিবারাত্রে একবার মাত্র ভোজন করাই বিহিত। কারণ, এই ব্রত হইতেছে তপঃস্বরূপ। আর ইহাকে যে 'তপঃ বলা হয় তাহার কারণ এই যে ইহা তাপিত করে অর্থাৎ দুঃখ বা ক্লেশ দিয়া থাকে। সুতরাং দ্বিতীয় ভোজনটী যদি রহিত করিতে হয় তাহা হইলে সায়ংকালের ভোজনটীই রহিত হওয়া উচিত।

কেহ কেহ বলেন 'প্রাতর্ভোজন' ইহার অর্থ হবিষ্যভোজন; আর তাহাতে ভোজনের পরিমাণ অল্প হইবে, ইহাই লক্ষণা দ্বারা বোধিত হইতেছে। কারণ, প্রাতরাশ অল্পপরিমাণই ভোজন করা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকেদের (নিম্নস্তরের লোকেদের) ইহাই স্বভাব। আগের দিনে যাহা পাক করা থাকে পর দিন প্রাতঃকালে যাহারা তাহা খায় তাহাদিগকে 'প্রাকৃতভোক্তা' বলা হয়।

"সায়ং"=সায়ংকালে মাত্র ভোজন; ইহা অপর তিন দিনের পক্ষে বিধি। তাহার পরের তিন দিন হবিষ্য হস্তবেদিকায় (হাতের চেটোয়) যে পরিমাণ অন্ন গৃহীত হয় সেই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট কয়েক গ্রাস মাত্র ভোজন করা অনুমোদিত।*

অন্য স্মৃতিকারগণও বলিয়াছেন "অল্প মাত্রায় ভোজন হইবে"। অযাচিতভোজনের পক্ষেও দিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন কর্ত্তব্য। নিজ গৃহেও যদি ভৃত্য প্রভৃতিকে আদেশ করা হয় যে আমার অন্ন দিয়া যাও তাহাও যাচিতভোজন হইবে অর্থাৎ তাহা অযাচিতভোজন বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। কারণ প্রার্থনামাত্রেই যাচ্ঞা; আর তাহা প্রেষণ (আদেশ) এবং অধ্যেষণ (বিনীতভাবে প্রার্থনা) উভয়স্থলেই বিদ্যমান। এই জন্য নিজগৃহেও ভার্য্যা প্রভৃতিরা আদিষ্ট না হইয়া যাহা খাইতে দিয়া আসিবে তাহাই খাইতে হইবে, অন্যপ্রকারে ভোজন করা চলিবে না। ২১০

(গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক—এইগুলি মিশাইয়া একদিন খাইয়া থাকিতে হইবে আর একদিন উপবাস করিতে হইবে; ইহাই 'সান্তপন' কৃচ্ছ্র নামে স্মৃতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—একদিন গোমূত্র এবং কুশোদক প্রভৃতি দ্রব্যগুলি মিশাইয়া ভোজন করিতে হইবে, আর একদিন উপবাস করিতে হইবে। অতএব সান্তপনটী 'দ্ব্যহ' (দুই দিন সাধ্য কর্ম্ম)। কেহ কেহ বলেন ঐগুলির এক একটী এক একদিন ভক্ষণ করিতে হয়, কারণ এখানে ঐগুলিকে সংহত (মিশ্রিত) করিবার কথা বলা নাই। আর তাহা হইলে 'সান্তপন' ব্রতটী সপ্তাহসাধ্য হয়। স্মৃত্যন্তরে এই দুই প্রকার ব্যবস্থাই স্বীকৃত হইয়াছে। ২১১

(দ্বিজাতিগণ 'অতিকৃচ্ছ্র' করিতে গেলে তিনগুণিত তিন দিন পূর্ব্বোক্ত প্রাজাপত্যের বিধান অনুসারে মাত্র এক গ্রাস করিয়া ভোজন করিবে আর শেষের তিন দিন উপবাস করিবে।)

(মেঃ)—'পূর্ব্ববৎ' ইহা দ্বারা প্রাজাপত্যে যেরূপ বিধান উক্ত হইয়াছে তাহারই অতিদেশ করা হইতেছে। ঐ স্থলে যেরূপ ভোজন কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কেবল সেই সময়েই এক এক গ্রাস মাত্র ভোজন করা বিহিত। ২১২

*কুল্লুকভট্ট এখানে পরাশরের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে "প্রথম তিন দিন ছাব্বিশ গ্রাস, মাঝের তিন দিন বাইশ গ্রাস এবং শেষের তিন দিন চব্বিশ গ্রাস হবিষ্যান্ন ভোজন কর্ত্তব্য। এক একটী গ্রাস 'কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণ' হইবে—ইহার অধিক না হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

('তপ্ত কৃচ্ছ্র' ব্রত করিতে হইলে প্রত্যহ একবার স্নান করিয়া সংযত হইয়া তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত এবং তিন দিন উষ্ণ বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হয়।)

(মেঃ)—ঐ প্রাজাপত্য ব্রতে যেরূপ সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই সময়েই জল প্রভৃতি দ্রব্যগুলি এরূপ পরিমাণ খাইতে হইবে যাহাতে অতিশয় তৃপ্তি না হয়। কোন কোন স্মৃতিমধ্যে ঐ জল প্রভৃতি দ্রব্যগুলির পরিমাণও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা,—। "জল খাইতে হইবে অনধিক তিন পল (চব্বিশ তোলা), ঘৃত এক পল (আট তোলা), দুগ্ধ দুই পল এবং উষ্ণ বায়ু তিন পল"। "সকৃৎ স্নায়ী"=একবার মাত্র স্নান করিয়া;—ইহা দ্বারা "দিবাভাগে তিন বার এবং রাত্রিকালে তিন বার" যে স্নান তাহা নিষিদ্ধ হইল। ২১৩

(সংযতচিত্ত এবং অপ্রমত্ত হইয়া দ্বাদশ দিন যে না খাইয়া থাকা ইহার নাম 'পরাক' ব্রত; ইহা সর্ব্বপ্রকার পাপনাশক।)

(মেঃ)—"যতাত্মা"=সংযতেন্দ্রিয় অর্থাৎ গীত প্রভৃতি শব্দ শ্রবণে আকৃষ্ট না হইয়া। "অপ্রমত্ত"=ঐ ব্রত বিষয়ে একাগ্র হইয়া। ইহা অর্থবাদ; কারণ সকলপ্রকার কৃচ্ছ্রে (ব্রতে) এই ধর্ম্মটী বিহিত। ২১৪

(পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিয়া কৃষ্ণপ্রতিপদ্ প্রভৃতি এক একটী তিথিতে এক এক গ্রাস কমাইয়া অমাবস্যায় উপবাস এবং শুক্লপ্রতিপদ্ প্রভৃতি তিথিতে যথাক্রমে এক গ্রাস, দুই গ্রাস ইত্যাদি প্রকারে পুনরায় পূর্ণিমায় পঞ্চদশ গ্রাস অন্ন ভোজন করিবে এবং প্রতিদিন তিন বার স্নান করিবে। ইহাই চান্দ্রায়ণ—'পিপীলিকাকৃতি' চান্দ্রায়ণ নামে স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে।)

(মেঃ)—চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া তাহার পর দিবস পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস অন্ন ভোজন করিতে হয়। এই চান্দ্রায়ণ নিরূপণ প্রসঙ্গে "আপ্যায়স্ব সন্তে পয়াংসি" ইত্যাদি মন্ত্রে 'গ্রাসানুমন্ত্রণ' বিষয়ে অন্য স্মৃতি মধ্যে গ্রাসের পরিমাণ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেই নিয়ম অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, সকল স্মৃতিই একজাতীয় শাস্ত্র; সুতরাং অন্য স্মৃতির সহিত যদি বিরোধ না হয় তাহা হইলে একটী স্মৃতিমধ্যে যেরূপ নির্দ্দেশ থাকে তাহা স্থলান্তরে সমগ্রভাবেই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তবে যদি বিরোধ হয় তাহা হইলে বিকল্প হইবে। প্রতিপদ্ হইতে প্রত্যেক তিথিতে এক এক গ্রাস অন্ন কমাইতে হয়। যেমন, প্রতিপদের দিন চৌদ্দ গ্রাস ভোজন, দ্বিতীয়ায় তের গ্রাস ভোজন ইত্যাদিক্রমে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে মাত্র এক গ্রাস অন্ন ভোজন হইয়া থাকে। তাহার পর অমাবস্যার দিন উপবাস করিয়া শুক্লপ্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র অন্নভোজন কর্ত্তব্য। এইভাবে দ্বিতীয়ায় দুই গ্রাস, তৃতীয়ায় তিন গ্রাস ইত্যাদি-ক্রমে এক এক গ্রাস বর্দ্ধিত করিয়া পূর্ণিমায় পঞ্চদশ গ্রাস দাঁড়ায়। "উপস্পৃশন্"=স্নান করিয়া। "ত্রিষবণং"=প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং অপরাহ্ণে এই তিনবার স্নান। রাত্রির তিনবার স্নান বন্ধ হইবে, কারণ ইহা বিশেষ বিধিদ্বারা বিহিত। ২১৫

(যবমধ্যনামক চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইলে ঐ নিয়মই সমস্ত বিপরীতক্রমে পালন করিতে হয়—শুক্লপ্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র অন্নভোজন ইত্যাদিক্রমে উহা কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—'যবমধ্যম' নামক চান্দ্রায়ণে প্রথমে অমাবস্যার দিন উপবাস করিয়া শুক্লপ্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র অন্নভোজন, দ্বিতীয়ায় দুই গ্রাস, এইভাবে এক এক গ্রাস বাড়াইতে থাকিয়া পূর্ণিমায় পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন। পুনরায় কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে প্রতিদিন এক গ্রাস করিয়া কমিয়া অমাবস্যায় উপবাস। ২১৬

('যতিচান্দ্রায়ণ' করিতে হইলে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একমাস যাবৎ প্রতিদিন মধ্যাহ্নে মাত্র আট গ্রাস করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয়।)

(মেঃ)—একমাস যাবৎ প্রতিদিন আট গ্রাস মাত্র ভোজন করিবে। ইহাও কৃষ্ণপক্ষ অথবা শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করা যায়। ইহা যতিচান্দ্রায়ণ নামক ব্রত। "মধ্যন্দিনে স্থিতে"= মধ্যাহ্নকাল পড়িলে—মধ্যাহ্নকালের মধ্যে। সুতরাং পূর্ব্বাহ্ণ এবং অপরাহ্ণ পরিত্যাজ্য। ২১৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(একমাস যাবৎ সংযত হইয়া প্রত্যহ প্রাতে চারি গ্রাস এবং রাত্রিতে চারি গ্রাস অন্ন ভোজন করিতে হয়। ইহা 'শিশুচান্দ্রায়ণ' নামে স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত।)

(মেঃ)—এখানে 'প্রাতঃ' এই শব্দটী লক্ষণা দ্বারা সূর্য্যোদয়সন্নিহিত সময়কে বুঝাইতেছে, কারণ, 'সূর্য্য অস্ত হইলে' এই প্রকার উক্তির সহিত উহা উল্লিখিত হইয়াছে। "অস্তমিতে সূর্য্যে" ইহার অর্থ প্রদোষ বা রাত্রিকালে। ২১৮

(যে রকমেই হউক সংযত হইয়া একমাসে সাকল্যে তিনগুণিত আশী অর্থাৎ দুইশত চল্লিশ গ্রাস মাত্র অন্ন ভোজন করিলে—ইহার অতিরিক্ত ভোজন না করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—কোন দিন চারি গ্রাস, কোন দিন বার গ্রাস এবং কোন দিন উপবাস এইভাবে যে কোন প্রকারে ত্রিশদিন কর্ত্তব্য। কোন দিন বা ষোল গ্রাস ভোজন। মোটের উপর এস্থলে নিয়ম এই যে, একমাসে "তিস্রঃ অশীতিঃ"=দুইশত চল্লিশ গ্রাস ভোজন হইবে। ইহাতে ব্রতকারী ব্যক্তিটী চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। ২১৯

(রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুৎগণ এবং মহর্ষিগণ সর্ব্বপ্রকার প্রত্যবায় পরিহার করিবার নিমিত্ত এই চান্দ্রায়ণব্রত পালন করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—এই চান্দ্রায়ণব্রত সকল দেবগণই সর্ব্বপ্রকার অকুশল (অমঙ্গল বা প্রত্যবায়) পরিহার করিবার নিমিত্ত সম্যক্ পালন করিয়াছিলেন। যে যে স্থলে অর্থাৎ যে যে নিমিত্তবশতঃ ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে কেবল সেই সেই স্থলেই যে ইহা কর্ত্তব্য তাহা নহে, কিন্তু যে যে স্থলে বিশেষ নিমিত্ত উল্লিখিত হয় নাই সেরূপ সাধারণ নিমিত্ত স্থলেও ইহা কর্ত্তব্য, বুঝিতে হইবে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে—কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ এগুলি সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত (সর্ব্বপ্রকার প্রত্যবায়ের প্রায়শ্চিত্ত)। এস্থলে এইরূপ সংশয় উঠিয়া থাকে—এইগুলিকে যে 'সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত' বলা হইল ইহারা কি 'তন্ত্রতা' নিয়ম অনুসারে সর্ব্বপ্রকার পাপের শুদ্ধি সম্পাদন করে অর্থাৎ এইগুলি একবার মাত্র করিলেই কি সকল পাপের মুক্তি ঘটে অথবা 'যোগসিদ্ধিন্যায়' অনুসারে যত বার যতটী পাপানুষ্ঠান রূপ নিমিত্ত উপস্থিত হয় ততবার এইগুলি কর্ত্তব্য? ইহার উত্তরে বক্তব্য পাপকর্ম্মরূপ নিমিত্তের আবৃত্তি (একাধিকবার উপস্থিতি) ঘটিলে নৈমিত্তিকও একাধিক বার অনুষ্ঠেয়, ইহাই যদিও সাধারণ নিয়ম তথাপি এই 'সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত' বচনটী সেইরূপ স্থলেই প্রয়োজ্য যেখানে প্রত্যেকটী নিমিত্তের জন্য ধরিয়া ধরিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হয় নাই, যেখানে অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্ম সকল সম্যক্ বিদিত হয় না, কিন্তু 'এইরূপ অবস্থায় হয়ত এইরূপ পাপ কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি অথবা তাহা করিয়া ফেলা সম্ভব', এই প্রকার পাপাচরণ সম্ভাবনা মাত্র থাকে। সেরূপ স্থলে যে সকল পাপের উক্তপ্রকার সম্ভাবনামাত্রে শুদ্ধি করা হয়, পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে "সম্বৎসরের মধ্যে যদি একটী মাত্রও চান্দ্রায়ণ করা হয়" ইত্যাদি। সেরূপ স্থলে প্রায়শ্চিত্তের 'নিমিত্ত'টী অনিশ্চিত অর্থাৎ উহা (ঐ প্রকার পাপ) যে করা হইয়াছে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে কিরূপে প্রায়শ্চিত্তের আবৃত্তি (একাধিকবার অনুষ্ঠান) সম্ভব হইতে পারে? নিদ্রিত ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফিরিয়া শুইলে যেমন বিছনায় যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণী থাকে সেগুলি পিষিয়া মরা সম্ভব (ইহাতে যেমন অজ্ঞাতসারে পাপ হইতে পারে) সেইরূপ নগরের পথে যাইতে থাকিলে যতক্ষণ না বাড়ীতে ফিরিয়া আসা হয় ততক্ষণ অনেকবার পরস্ত্রীর মুখ দেখাও সম্ভব (ইহাতেও অনিচ্ছাকৃত পাপ সঞ্চয় হইতে পারে)। এতাদৃশ স্থলে প্রায়শ্চিত্তের তন্ত্রতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। পূর্ব্বে "অস্থিমতাং" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, তাদৃশ স্থলে এক একটীর বধে প্রায়শ্চিত্ত নাই কিন্তু সমষ্টির বধেই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। আর, যে যে স্থলে পাপগুলি গুরুতর সেখানে প্রত্যেকটীর জন্য স্বতন্ত্রভাবেই প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই প্রায়শ্চিত্তটী পূর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রয়োজ্য এবং ইহা অধিক বলিয়া ঐ নিমিত্তগুলির বহুবার আবৃত্তি ঘটিলে তবেই কর্ত্তব্য। অতএব এস্থলে ইহাই স্থির হয় যে, পূর্ব্বোক্ত দোষসম্ভাবনা স্থলে ইহা কর্ত্তব্য হইলেও প্রায়শ্চিত্ত সন্দেহ হইলে কিংবা বিশেষ কোন নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সেখানে তন্ত্রতা অনুসরণ করা অর্থাৎ একবার মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করা যুক্তিসংগত হইবে না। অতএব কেবল পূর্ব্বোক্ত স্থলেই প্রায়শ্চিত্তের তন্ত্রতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ন্যায্য। তাহা অন্য শ্রৌত লিঙ্গ হইতেও জানা যায়। যেহেতু মন্ত্রে রহিয়াছে "আমরা দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে যে পাপ করিয়াছি তুমি তাহার নাশক স্বরূপ হইতেছ; আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা জাগিয়া থাকিয়া যে পাপ করিয়াছি তুমি তাহার পরিশোধনকারী হইতেছ। আমরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে" ইত্যাদি। এখানে 'যৎ' শব্দটী বীপ্সাবোধক এবং এখানে যুগপৎ সর্ব্বপ্রকার পাপ দূর করিবার কথা বলা হইতেছে। ২২০

(চান্দ্রায়ণকালে প্রতিদিন স্বয়ং মহাব্যাহৃতি হোম কর্ত্তব্য এবং তখন অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও ঋজুতা অবলম্বন করা উচিত।)

(মেঃ)—যে চান্দ্রায়ণগুলির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইল ঐ গুলির সব কয়টীতেই যেরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা তাহা বলিয়া দিতেছেন। সর্ব্বত্র হোমস্থলে ইহাই নিয়ম যে, হোমের দ্রব্য যদি উল্লিখিত না থাকে তাহা হইলে সেরূপ ক্ষেত্রে আজ্য (ঘৃত) দিয়া হোম কর্ত্তব্য। এখানে "স্বয়ং" শব্দটী থাকায় অন্যের দ্বারা হোম করা নিষিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে বিচার করা যাইতেছে যে, 'আবসথ্য' নামক অগ্নি যাহার নাই তাহার পক্ষে ইহা লৌকিক অগ্নিতে কর্ত্তব্য কি না। তাহার জন্য ইহাও বিচার্য্য যে, অগ্নিতেই যে হোম কর্ত্তব্য তাহা কোথায় পাওয়া যাইতেছে। কারণ, 'হোম' এস্থলে 'হু' ধাতুটীর অর্থ হইতেছে এই যে, কোন বস্তু ত্যাগ করিয়া প্রক্ষেপ করা। সুতরাং জলে, স্থলে অথবা অগ্নিতে ঐ প্রকার প্রক্ষেপরূপ হোম করা যায়। কারণ, যে কোন আধারে প্রক্ষেপ করিলেই হোম সিদ্ধ হয়। অতএব যাহার গৃহ্য অগ্নি (আবসথ্য অগ্নি) আছে তাহার পক্ষে লৌকিক অগ্নিতে হোম কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহার পক্ষে 'গ্রাম্য' অগ্নিতে হোম করা নিষিদ্ধ। যদি বলা হয়, এরূপ স্থলে শিষ্টাচার অনুসারে হোমের জন্য অগ্নি নিরূপিত হইবে তাহা হইলে বলিব, এখানে শিষ্টাচার কিরূপ তাহাই ঠিক করা হউক। তবে, গৃহ্যসূত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, যাহারা গৃহ্যাগ্নিসম্পন্ন তাহাদের পক্ষে 'কৃচ্ছ্র' কর্ম্মে হোম কর্ত্তব্য। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যাহাদের আবসথ্য অগ্নি নাই তাহারা যে 'কৃচ্ছ্র' ব্রত করিবে তাহাতে হোম নাই। তবে যাহারা অভ্যুদয়কামী তাহারা অনগ্নিক হইলেও হোম করিবে; কারণ 'সর্ব্বাঙ্গোপসংহার' (সব কয়টী অঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠান) হইতেই কর্ম্মের ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"অহিংসা" ইহার অর্থ—শিষ্য, ভৃত্য প্রভৃতি যাহাদিগকে পীড়ন করা যায় তাহাদিগকেও পীড়ন করিবে না। "সত্য"=ঠাট্টা-তামাসাচ্ছলেও মিথ্যাকথা না বলা। অথবা 'অহিংসা' এবং 'সত্য' এদুটী পুরুষার্থরূপে প্রাপ্ত (অন্য ফলের জন্য অনুষ্ঠেয়; এজন্য) এখানে এই কর্ম্মের অঙ্গরূপে উহার বিধান করা হইতেছে। "আর্জ্জব"=অ-ক্রূরতা। ২২১

(চান্দ্রায়ণকারী ব্যক্তি দিবাভাগে তিন বার এবং রাত্রিকালে তিন বার সবস্ত্র অবগাহন স্নান করিবে। স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং পতিত ইহাদের সহিত কখন আলাপ করিবে না।)

(মেঃ)—"ত্রিরহ্নঃ"=দিবাভাগে তিন বার। গৌতম বলিয়াছেন—"সবনকালে প্রত্যেকবার স্নান কর্ত্তব্য"। রাত্রিকালেও মহানিশা ছাড়া তিন প্রহরে স্নান কর্ত্তব্য। কারণ, মহানিশা হইতে স্নানকাল নাই—তখন থেকে স্নান নিষিদ্ধ। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যে বস্ত্রদ্বয় দেহে থাকে তাহার সহিত অর্থাৎ পরিধেয় এবং উত্তরীয় বস্ত্রের সহিত জলে প্রবেশ করিবে (স্নান করিবে)। "আবিশেৎ" এই শব্দটী থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, তোলা জলে স্নান করা চলিবে না। স্ত্রীলোকদের সহিত এমন কি ব্রাহ্মণীগণের সহিতও কথা কহিবে না। তবে, মাতা, জ্যেষ্ঠাভগিনী প্রভৃতির সহিত কথা কহা যাইতে পারে। পত্নীর সহিত গৃহকর্ম্মের জন্য আবশ্যক কথা বলা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু অন্যপ্রকার আলাপ আলোচনা চলিবে না। ২২২

(দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া থাকিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে ভূতলে শয়ন করিবে। ব্রহ্মচারী এবং ব্রতধারী ও গুরু-দেবতা ব্রাহ্মণের পূজাপরায়ণ হইবে।)

(মেঃ)—দাঁড়াইয়া থাকিবে অথবা বসিয়া থাকিবে—কখনও শয়ন করিবে না। অসমর্থ হইলে ভূমিতে শয়ন করিবে—পালঙ্কে শুইবে না। "ব্রহ্মচারী"=মৈথুন পরিত্যাগ করিয়া—। "ব্রতী",—শিষ্টজননিষিদ্ধ বিষয় সংকল্পে 'আমি ইহা করিব না' এই প্রকার নিয়ম গ্রহণ করিয়া। গুরু প্রভৃতিদের (গুরু, দেব, দ্বিজ—ইহাদের) 'অর্চ্চা'=পূজা—মাল্য, চন্দন প্রভৃতি উপহার প্রদান কর্ত্তব্য। ২২৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(নিত্য সাবিত্রীজপ এবং যথাশক্তি পবিত্র সূক্ত জপ করিবে। প্রায়শ্চিত্তের জন্য চান্দ্রায়ণ ছাড়া অপরাপর যে সমস্ত ব্রত করা হয় তাহাতেও এইভাবে যত্নের সহিত মন্ত্রজপ কর্ত্তব্য।)

(মেঃ) "সাবিত্রী"="তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি গায়ত্রী। এই ঋক্‌টীর দেবতা হইতেছেন সবিতা। এই জন্য যেখানেই 'সাবিত্রী জপ কর্ত্তব্য' এইরূপ বিধি থাকে সেইখানেই ঐ ঋক্‌টী গ্রহণীয়। "পবিত্রাণি"=অঘমর্ষণ সূক্ত, পাবমানী সূক্ত, পুরুষ সূক্ত প্রভৃতি। "সর্ব্বেষু"=সকল কৃচ্ছ্রব্রতে। "আদৃতঃ"=যত্নপরায়ণ হইয়া। এখানে "সর্ব্বেষু" ইত্যাদি অংশটী শ্লোকপূরণার্থক; কারণ, ঐ রকম ব্যক্তিরই ব্রতে অধিকার। ২২৪

(প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত যে পাপ তাহা হইতে শুদ্ধিলাভ করিতে হইলে দ্বিজাতিগণের পক্ষে এই সকল ব্রত করণীয়। কিন্তু যাহাদের পাপানুষ্ঠান অপ্রকাশ্যে কৃত হয় সেইরূপ স্থলে 'রহস্য পাপ' ক্ষয়ের নিমিত্ত মন্ত্র এবং হোম করিবার ব্যবস্থা দিতে হয়।)

(মেঃ)—"আবিষ্কৃতৈনসঃ"='আবিষ্কৃত' অর্থাৎ প্রকাশিত বা লোকবিদিত হইয়াছে 'এনঃ' অর্থাৎ পাপ যাহাদের তাহারা এই সমস্ত ব্রতের দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু যাহারা 'রহস্য' অর্থাৎ অপ্রকাশিত ভাবে পাপ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে কৃচ্ছ্রতপস্যাদি করণীয় নহে কিন্তু মন্ত্রজপ এবং হোম, ইহা দ্বারা তাহারা শুদ্ধ হইবে। 'রহস্যপাপ' অনুষ্ঠিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জানিবার জন্য পরিষদ্ সমীপে যাইতে হয় না, কারণ, তাহা হইলে আর তাহা 'রহস্য' (অপ্রকাশ্য) থাকে না। যেহেতু যাঁহারা তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা বিদিত আছেন তাঁহাদেরই ঐ রহস্যপাপের প্রায়শ্চিত্তে অধিকার। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, অনাগত পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শোধিত হইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার সময়ে শিষ্যগণকে ইহা বুঝাইয়া দিতে হয় যে, 'ইহাকে বলে রহস্য পাপ এবং এরূপ স্থলে প্রায়শ্চিত্ত এই প্রকার' ইত্যাদি। ২২৫

(পাপকারী ব্যক্তি নিজ কৃত পাপ কর্ম্ম লোকের নিকট প্রচার করিয়া, ঐ কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিয়া, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও মন্ত্রজপ করিয়া এবং আপৎকল্পে দান করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণগণের জ্ঞাতার্থে এবং অন্যান্যদেরও অবগতির জন্য বলিয়া বেড়াইতে হয় যে 'আমি এই রকম পাপ কাজ করিয়াছি'। ইহাই খ্যাপন। "অনুতাপ"=পশ্চাত্তাপ অর্থাৎ ঐ কৃত কর্ম্মের জন্য 'মন খারাপ হওয়া'; 'আমায় ধিক্; আমি গুরুতর অকার্য্য করিয়াছি; আমি পাপকারী, আমার জন্ম বৃথা' ইত্যাদিপ্রকার মনে মনে আলোচনা করিয়া যে মানসিক দুঃখ ইহা অনুতাপ। "অধ্যয়ন"=সাবিত্রী ঋক্ জপ কিংবা বেদপাঠ। যে ব্যক্তি তপস্যা করিতে অসমর্থ তাহার পক্ষে দান করা বিহিত; তাহাই বলিতেছেন "দানেন চাপদি";—যে লোক যথোক্ত তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারও যদি পীড়া ঘটে বা অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষেও দান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ২২৬

(মানুষ অকার্য্য করিয়া যতই লোকসমক্ষে তাহা প্রকাশ করিতে থাকিবে ততই সে, সাপ যেমন খোলসমুক্ত হয়, সেইরূপ পাপমুক্ত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকে যে পাপ খ্যাপন করিবার বিধি বলা হইল, ইহা তাহারই অর্থবাদ। "নরোঽধর্ম্মং" এখানে 'নঞ্' (অকার) লুপ্ত আছে। (কাজেই "নরো ধর্ম্মং" এরূপ পাঠ নহে); কারণ, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া তাহা নিজে প্রচার করা নিষিদ্ধ। "নিজ গুণ নিজমুখে বলা উচিত নহে"—ইহাই নিষেধবিধি। আর এখানে 'অধর্ম্ম' সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছে; যেহেতু পরেই বলা হইয়াছে "তেনাধর্ম্মেণ"=সেই অধর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। ২২৭

(ঐ পাপকারী ব্যক্তির মন পাপকর্ম্মকে যত নিন্দা কিংবা ঘৃণা করিবে ততই তাহার শরীর অর্থাৎ অন্তরাত্মা পাপ হইতে মুক্ত হইবে।)

(মেঃ)—"শরীর" বলিতে এখানে অন্তরাত্মাকেই বুঝাইতেছে, কিন্তু পাঞ্চভৌতিক শরীর নহে; কারণ অন্তরাত্মাই পাপপুণ্যের আশ্রয়। এখানে ঐ অন্তরাত্মা অর্থেই শরীর শব্দটীর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে যে অনুতাপ করিবার বিধি বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদ। "গর্হা" ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ। ২২৮

(পাপ করিয়া যদি অনুতাপ করা হয় তাহা হইলে পাপমুক্তি হইয়া থাকে। 'আমি আর এরকম করিব না' এই প্রকারে পাপ হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ বিরতি ঘটিলে পূত হয়।)

(মেঃ)—কেহ কেহ এখানে নিবৃত্তি পর্য্যন্ত সন্তাপ করা একই ক্রিয়ার অন্তর্গত বলেন; তাহা ঠিক নহে। 'সন্তাপ' ইহার অর্থ মনের খেদ—'আমি প্রমাদবশত এইরূপ করিয়াছি' ইত্যাদি প্রকার চিন্তা এবং তজ্জন্য মনঃপীড়া। আর 'নিবৃত্তি' ইহার অর্থ 'আমি পুনরায় এরূপ করিব না' এই প্রকার মানসিক সংকল্প। এস্থলে 'সন্তপ্য' এবং 'নিবৃত্ত্যা' ইহার মধ্যে পূর্ব্বটীতে যে ক্ত্বাচ্ (ল্যপ্) প্রত্যয় রহিয়াছে তাহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ঐ ক্রিয়া দুইটী ভিন্ন। অতএব—প্রায়শ্চিত্ত, পাপখ্যাপন, অনুতাপ এবং নিবৃত্তি, এই সবগুলিই প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। "পূয়তে"=সিদ্ধিলাভ করে। ২২৯

(এইভাবে পরলোকে কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি অর্থাৎ স্বর্গ বা নরকলাভ পর্য্যালোচনা করিয়া কায়-মনো-বাক্যে সতত শুভ কর্ম্ম করিতে থাকিবে।)

(মেঃ)—"এবম্"=এইভাবে,—ইহা দ্বারা সমুদায় বিধি এবং নিষেধ শাস্ত্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "প্রেত্য কর্ম্মফলোদয়ম্",—সৎকর্ম্মে স্বর্গাদি ফল লাভ করা যায়, আর অসৎকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করা না হইলে নরকে যাইতে হয়। আবার প্রায়শ্চিত্ত করাও বড়ই কষ্টকর—অতি দুঃখস্বরূপ। এই সমস্ত বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া সৎকর্ম্ম করাই উচিত। "শুভম্" ইহার অর্থ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "সকল কর্ম্মের মূলে আছে সংকল্প"। সুতরাং "হিংসা করিবে না" ইত্যাদি নিষেধদ্বারা যদিও দণ্ড প্রভৃতি দ্বারা পরের দুঃখ উৎপাদন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে তথাপি এই ব্যাখ্যায়মান শ্লোক এবং অন্যান্য শাস্ত্রবচন পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই নিরূপিত হয় যে, যে কোন পাপ কর্ম্ম করিতে অধ্যবসায় (নিশ্চয়) করাই নিষিদ্ধ। অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। যদিও অন্ন প্রভৃতি দ্রব্যের যে গলাধঃকরণ তাহারই নাম ভক্ষণ তথাপি ঐরূপ করিবার জন্য যে মানসিক অধ্যবসায় (নিশ্চয়) করা তাহাও অবশ্যই নিষিদ্ধ হইতেছে। অগম্যাগমন নিষেধ সম্বন্ধেও এইরূপ অর্থ বোদ্ধব্য। যদিও এস্থলে ইন্দ্রিয়সংযোগই 'গমন' শব্দটীর অর্থ তথাপি ঐ কার্য্য করিতে যে নিশ্চয় করা এবং ঐ কার্য্যে যে উদ্যত হওয়া তাহাও এই শ্লোকটীতে এবং এই প্রকার অপরাপর শাস্ত্রবচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইতেছে। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপই যদি হয় অর্থাৎ পাপ করিবার অধ্যবসায়ও যদি নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে হনন, ভক্ষণ এবং অগম্যাগমনের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে ঐ সকল কর্ম্ম করিতে যদি অধ্যবসায় (সংকল্প) করা হয় তাহা হইলে সে স্থলেও ত ঐ একই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপ বলায় কোন দোষ হইবে না। কারণ, ব্রাহ্মণ বধের বেলায় এরূপ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা বিধিবোধিতই বটে; যেহেতু "হনন না করিয়াও" ইত্যাদি বচনে ঐরূপই বলা হইয়াছে। অপরাপর স্থলে শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ তাহা গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত বটে কিন্তু নিষেধ বিধিগুলির পক্ষে উক্ত শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সংকল্পরূপ মনোব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া কায়ব্যাপার অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা অনুষ্ঠান করা পর্যন্ত সমস্তই ঐ নিষেধশাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা এবং তাহা করিবার সংকল্প করা সমস্তই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। (প্রশ্ন) —আচ্ছা তাহাই যদি হয় তবে এরূপ স্থলেও ত ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, কারণ "নিন্দিত (নিষিদ্ধ) আচরণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকে" ইহাই ত শাস্ত্রবিধি। (উত্তর)—কে একথা বলিতেছে যে এরূপ স্থলে প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে একই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত নহে; কিন্তু এরূপ স্থলে লঘু প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা উচিত। এইজন্য পূর্ব্বে "সর্ব্বাকুশলমোক্ষায়" ইত্যাদি বচনে যে চান্দ্রায়ণকে সর্ব্বপ্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে এই প্রকার মানসিক পাপ সকলের পক্ষেও তাহা প্রয়োজ্য হইবে। আচ্ছা, এরূপ যে পার্থক্য করা হইতেছে ইহা কিরূপে নিরূপিত হইতেছে? (উত্তর)—যেহেতু ইহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবার অধ্যবসায় মাত্র, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করা হয় নাই (কাজেই প্রায়শ্চিত্তে এস্থলে তারতম্য বা গুরুলঘুভাব হওয়াই উচিত)। ব্রত, নিয়ম এবং সকল প্রকার ধর্ম্মই সংকল্পমূলক। ব্রত এবং নিয়ম ইহা দ্বারা বিধি এবং নিষেধ লক্ষিত হইতেছে। কারণ ব্রত হইতেছে বিধিস্বরূপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং 'নিয়ম' হইতেছে (অহিংসা, অস্তেয়) প্রভৃতি নিষিদ্ধবর্জ্জনস্বরূপ। কাজেই ব্রত এবং নিয়ম ঐরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে বলিয়া নৈমিত্তিক স্থলে উহা প্রয়োজ্য নহে। অথচ ঐ পাপ কর্ম্মের সংকল্প করাটাও নিষিদ্ধ নিমিত্তস্বরূপ। কাজেই উহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত সেই একই প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। ইহা অন্তিম অধ্যায়ে "পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানাৎ" ইত্যাদি স্থলে দেখাইয়া দিব। ২৩০

(অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া সেই পাপ হইতে যদি মুক্ত হইতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহা দ্বিতীয়বার করা উচিত নহে।)

(মেঃ)—কোন লোক পাপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর পুনরায় যদি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহার অধিকতর প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে "দ্বিতীয়বার উহা করিবে না"। অথবা পূর্ব্বশ্লোকে যে 'পাপনিবৃত্তি'র কথা বলা হইল তাহারই অর্থবাদ বলা হইতেছে "দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ"=দ্বিতীয়বার পাপ কর্ম্ম করিবে না—অকার্য্যনিবৃত্তির সংকল্প রূপ ব্রত ত্যাগ করিবে না। "তস্মাৎ"=ঐ প্রথমানুষ্ঠিত যে পাপ তাহা হইতে "বিমুক্তিম্ অন্বিচ্ছন্"=মুক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে পুনরায় ঐরূপ করিবে না। অতএব এখানে ইহাই বলিয়া দেওয়া হইল যে, দ্বিতীয়বার যদি সেই পাপকর্ম্মটী করে তাহা হইলে প্রথম বারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হইলেও তাহা হইতে মুক্তি হইবে না। বস্তুতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পাপমুক্তি হয় না বটে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলে যে পাপমুক্ত হইবে না, ইহা বলা চলে না, (কারণ তখন সে দ্বিতীয়বার উহা করে না)। কাজেই সে যখন পাপমুক্ত হইয়াছে তখন তাহার পক্ষে "পাপমুক্তির ইচ্ছা থাকিলে" এরূপ বলা সংগত হয় না। অতএব এস্থলে, প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য হইবে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার করিলে অধিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই বলা হইতেছে যে "পুনর্ব্বার এরূপ করিবে না"। ২৩১

(যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও মনের ভার লাঘব না হয় অর্থাৎ সন্তোষ না জন্মে তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ কৃচ্ছ্রসহন করিবে যতক্ষণ না তাহাতে মন তুষ্টিলাভ করে।)

(মেঃ)—প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও যদি চিত্তশুদ্ধি না জন্মে তাহা হইলে যে পরিমাণ তপঃ বিহিত হইয়াছে তাহা অধিক পরিমাণে কর্ত্তব্য, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। পাপকর্ম্ম সম্বন্ধে যদি "অলাঘব" অর্থাৎ কোন প্রকার সংশয় হয় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা হইলেও যতক্ষণ না মন প্রসন্ন পরিতৃপ্ত হইয়া উঠে ততক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত বা তপঃ পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য। এখানে কেবল "তপঃ" শব্দটীর উল্লেখ থাকিলেও যথাবিহিত দানাদিও ইহা দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। ২৩২

(দেবলোকের কিংবা মনুষ্যলোকের এই যাহা কিছু সুখ তপই ইহার মূল, তপই ইহার অবসান, ইহা বেদবিৎ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন।)

(মেঃ)—মনুষ্যলোকে জনপদের আধিপত্য প্রভৃতি বিষয়াভিমানজন্য সুখ, রোগহীনতা প্রভৃতি যে সকল ঐহিক সুখ, ধনপুত্রাদি সম্পত্তি রূপ যে সংসর্গজন্য সুখ, নিজ মনোমত রমণী এবং ভোগ্য বস্তু উপভোগ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জ সুখ, "মনুষ্যলোকের যাহা আনন্দ দেবলোকে তাহার শতগুণ আনন্দ" ইত্যাদি প্রকার যত কিছু সুখ আছে সে সমস্তই "তপোমূলম্"=তপঃ হইয়াছে 'মূল' অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ যাহার,—। "তপোমধ্যম্"=তপ হইয়াছে 'মধ্য' যাহার;—উৎপন্ন সুখের যে স্থিতি তাহাই মধ্য অর্থাৎ মধ্যাবস্থা। "অন্ত" ইহার অর্থ অবসান। ঐ যে 'আদি' এবং 'মধ্য' ইহাদের সাপেক্ষতায়—'অন্ত'। ইহা বেদবিদ্ ব্যক্তিগণের অভিমত। বেদ-বিহিত কর্ম্ম হইতে যেমন স্বর্গ, গ্রাম প্রভৃতি অভিপ্রেত ফল জন্মে তপ হইতেও সেইরূপ হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। ২৩৩

(জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানই ব্রাহ্মণের তপ, প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের তপ, কৃষিবাণিজ্য বৈশ্যের তপ এবং সেবা করা শূদ্রের তপ।)

(মেঃ)—এ রকম মনে করা উচিত নহে যে 'তপস্যা করিতে যখন সামর্থ্য রহিয়াছে তখন তাহা হইতেই সর্ব্বপ্রকার ফল লাভ করিব, সুতরাং বিহিত কর্ম্ম না করিলেও ক্ষতি নাই, নানা দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক যাগাদিধর্ম্ম না করিলেও চলিবে'। যেহেতু "ব্রাহ্মণস্য তপঃ জ্ঞানম্";

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জ্ঞান ইহার অর্থ বেদার্থ জ্ঞান ; ইহা না থাকিলে ঐ তপস্যাদি কর্ম্ম ফলপ্রদ হয় না। এইজন্য জ্ঞানকেই 'তপ' বলা হইয়াছে। অতএব গুরুতর বিপত্তিতেও 'স্বধর্ম্ম' অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহার পক্ষে যাহা বিহিত হইয়াছে তাহার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা উচিত নহে, ইহা প্রতিপাদন করাই শ্লোকটীর উদ্দেশ্য—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এখানে যে 'জ্ঞান' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা স্বাধ্যায়গ্রহণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্বধর্ম্মই লক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের তপ (প্রজা-পালন)। দ্বিজাতিগণের সেবা শূদ্রের তপঃ। ইহা পূর্ব্বেই বিহিত হইয়াছে বলিয়া এখানে ইহা অনুবাদস্বরূপ। ২৩৪

(ঋষিগণ সংযতাত্মা হইয়া ফল, মূল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া যে তপস্যা করিতেন তাহারই প্রভাবে তাঁহারা ত্রিভুবনের সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন।)

(মেঃ)—মুনিগণ যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ করিতেন তাহাও তপঃ প্রভাবেই সম্ভব হইত। মন, বাক্ এবং শরীর সম্বন্ধে সংযমপরায়ণ হওয়ায় তাঁহারা 'নিয়তাত্মা'। ফল, মূল ও বায়ু ভোজন করা—ইহা আহারবিষয়ক সংযম। এতাদৃশ তপস্যা দ্বারা তাঁহারা ত্রিভুবনকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেন। ২৩৫

(রাসায়নাদি ঔষধ, ব্যাধি বিনাশক ভেষজ, বিশেষ বিশেষ বিদ্যা এবং অণিমাদি নানাপ্রকার দৈবী স্থিতি এ সমস্তই কেবল তপস্যা দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তপস্যাই ঐ সমস্ত লাভ করিবার উপায়।)

(মেঃ)—"ঔষধ"=রসায়ন প্রভৃতি। "অগদ"=ব্যাধি বিনাশক ভেষজ। "বিদ্যা"=ভূতবিদ্যা, বিষবিদ্যা প্রভৃতি। "দৈবী স্থিতি"=অণিমাদি সিদ্ধি, ইহা নানা প্রকার। ২৩৬

(যাহা পার হওয়া অতি কষ্টকর, যাহা লাভ করা অতি দুঃখসাধ্য, যেখানে গমন করা অতি ক্লেশকর এবং যাহা সম্পন্ন করা অতি আয়াসসাধ্য সে সমস্তই তপোবলে লাভ করা যায় ;—যে হেতু তপস্যার শক্তি অতিক্রম করা সম্ভব নহে।)

(মেঃ)—যাহা দুঃখে (অতি কষ্টে) উত্তীর্ণ হওয়া যায় (পার হওয়া যায়) তাহাকে বলে 'দুস্তর'। ব্যাধিজনিত যে গুরুতর বিপত্তি, প্রবল পরাক্রমশালী শত্রুদ্বারা যে অবরুদ্ধ হওয়া, এ সমস্তই তপঃপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট সুসাধ্য—তাঁহারা অনায়াসেই ইহা হইতে উত্তীর্ণ হন। যাহা অতি কষ্টে পাওয়া যায় তাহাকে বলে 'দুরাপ' ; যেমন আকাশগমন প্রভৃতি। 'দুর্গ'—যেমন মেরুপৃষ্ঠে গমন করা প্রভৃতি। 'দুষ্কর'—যেমন অভিশাপ দেওয়া, বরপ্রদান করা, কোন বস্তুকে অন্য প্রকার করিয়া দেওয়া ইত্যাদি। যেমন সম্বর্ত্তের অন্য দেবতা সৃষ্টি (?)। সমস্তই তপোবলে সিদ্ধ হয়।

এখানে তিনটী শ্লোকে এই কথা বলা হইল যে, কৃচ্ছ্রব্রতসকল হইতে 'সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়' অনুসারে অভ্যুদয়রূপ ফলও সিদ্ধ হইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এখানে প্রায়শ্চিত্তই যখন 'প্রকরণ'-প্রতিপাদ্য (আলোচ্য বিষয়) তখন এখানে কৃচ্ছ্রব্রতপালনরূপ তপস্যার যে প্রশংসা করা হইতেছে তাহাকে ঐ কৃচ্ছ্রব্রতরূপ তপেরই 'শেষ' (অঙ্গ) বলাইত সঙ্গত, কিন্তু ঐ প্রশংসাবাদকে অভ্যুদয়রূপ স্বতন্ত্র ফলের বোধক বলা ত সমীচীন নহে? আর "যদ্দুস্তরং" ইত্যাদি শ্লোকে যে দুস্তরত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা যে আলোচ্য কৃচ্ছ্রব্রতরূপ তপের অর্থবাদ হইতে পারে না তাহা নহে। কারণ অর্থবাদরূপে উহার অর্থ এইরূপ বলা যায়,—'কৃচ্ছ্রসকল এতই উন্নত শক্তিশালী যে উহার প্রভাবে সমুদ্রাদিও পার হওয়া যায়, সুতরাং উহা দ্বারা পাপ দূর করাটা এমন একটা গুরুতর কার্য্য কি?'

(উত্তর)—ইহার উত্তরে বক্তব্য,—গৃহ্যস্মৃতিমধ্যে এইরূপ দেখা যায় যে, তথায় সামবিষয়ক বিধি বলিবার সময় কৃচ্ছ্র সম্বন্ধে বিধি বলা হইয়াছে অথচ সেখানে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই নাই। সুতরাং সেখানে যখন 'কৃচ্ছ্র' অনারভ্যাধীত অর্থাৎ কাহারও প্রকরণে কাহারও অঙ্গরূপে উহা বিহিত হয় নাই তখন অভ্যুদয়ও যে উহার ফল হইতে পারে ইহা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়া থাকে। এইজন্য অন্য স্মৃতিকারও বলিয়াছেন, "এই সকল 'কৃচ্ছ্র' যিনি পালন করেন তিনি সকল বেদেই 'স্নাত' হইয়া যান, তিনি 'সকল দেবগণ কর্তৃকই বিদিত' হইয়া থাকেন"। এখানে যে 'সকল বেদে স্নাত' এইরূপ বলা হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে, নিয়মপূর্ব্বক অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিহিত নিয়মসকল পালন করিতে থাকিয়া বেদ অধ্যয়ন করিলে যে ফল লাভ করা যায় তাহা এই কৃচ্ছ্রপালনেও সিদ্ধ হইয়া থাকে। আবার, একটী বেদ অধ্যয়ন করা বেদগ্রহণার্থক বলিয়া তাহার অন্য কোন ফল নাই তাহাও ইহাতে সিদ্ধ হইয়া যায়। একাধিক বেদ অধ্যয়ন করার ফল যে ধর্ম্ম (পুণ্য) তাহা বলা হইয়াছে। (সুতরাং) তাহা যদি এই কৃচ্ছ্রপালনের দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা হইলে উহার ফল যে পুণ্যলাভ তাহাও সিদ্ধ হইয়া থাকে।) আবার, "দেবৈর্জ্ঞাতঃ"='সকল দেবগণের বিদিত হইয়া যান' ইহা দ্বারাও এই কথা বলা হইল যে, তিনি সকল যাগযজ্ঞেরই ফল লাভ করেন। কারণ যে ব্যক্তি যাগ করিতে থাকেন তিনিই দেবগণ কর্ত্তৃক বিদিত হন। (যেহেতু তিনি দেবগণকে যজ্ঞে আহবান করেন, স্তুতি করেন এবং হবির্দ্রব্য নিবেদন করিয়া থাকেন।) এখানেও তপোবিধি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পাছে কেহ নিজ ধর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম) পরিত্যাগ করে এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়া দিলেন যে "জ্ঞানই ব্রাহ্মণের তপঃস্বরূপ"; ঐ তপোবিধানের ফল যদি অভ্যুদয় হয় তবেই এইরূপ বলা সঙ্গত হয়, কিন্তু উহা যদি কেবল প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয় তাহা হইলে ঐ তপোবিধি দ্বারা নিজ নিজ বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কারণ প্রায়শ্চিত্ত করা হয় পাপমুক্তির জন্য, আর কাম্য কর্ম্ম করা হয় যথোক্ত ফল লাভের নিমিত্ত। পক্ষান্তরে ঐ কৃচ্ছ্রকর্ম্মসকল যদি অভ্যুদয় (পুণ্য) লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে উহা অপরাপর কাম্যকর্ম্মের সহিত তুল্যপ্রকার হইয়া থাকে। কাজেই (উহাকে যদি সকল কর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয় তাহা হইলে) যে ব্যক্তি উহাতে ব্যাপৃত থাকিবেন তিনি হয়ত অন্যান্য বিহিত কর্ম্মগুলি নাও করিতে পারেন। সুতরাং তপোবিধি দ্বারা অপরাপর কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে, এই প্রকার আশঙ্কা হওয়া অসঙ্গত নহে। (এইজন্য ইহার পরিহারার্থে বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানম্" ইত্যাদি।) অতএব "মহাপাতকিনশ্চ" ইত্যাদি বচন দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে, ঐ কৃচ্ছ্রসকল পাপমোচনার্থক—পাপমুক্তি উহাদের ফল। আবার "যদ্দুস্তরম্" ইত্যাদি বচন দ্বারা এইরূপ অর্থ বোধিত হইতেছে যে ঐ কৃচ্ছ্রব্রতসকল অভ্যুদয়ার্থক অর্থাৎ অভ্যুদয় লাভ উহার ফল। অথচ এই ফলবোধক বচন দুইটী পরস্পর-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র দুইটী বাক্য হইতেছে। আর বাক্যের দ্বারা প্রকরণের বাধ হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। (কাজেই প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে উপদিষ্ট হইলেও ঐ অভ্যুদয়ফলার্থতাবোধক বাক্যের স্বার্থ অব্যাহত থাকিবে)। এইজন্য দ্বৈপায়ন প্রভৃতি মুনিগণও বলিয়াছেন "তপঃপ্রভাবে বিচিত্র শক্তি লাভ করা যায়" ইত্যাদি। অতএব তপঃকর্ম্মসকল হইতে সর্ব্বপ্রকার ফল সিদ্ধ হয়। তবে বিশেষ এই যে, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি—কতক কতক বৈদিক কর্ম্মকেও 'সর্ব্বফলপ্রদ' বলা হইয়াছে, যথা—"দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞটী সকল ফলের নিমিত্ত, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞটী সকল ফলের নিমিত্ত", কিন্তু তথাপি ঐ 'সর্ব্বফল' বলিতে কতকগুলি নিয়ত (নির্দ্দিষ্ট) ফলই বোধিত হয়—বেদমধ্যে স্বর্গ-পশু প্রভৃতি কতকগুলি যে বিশিষ্ট ফল উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই ঐ 'সর্ব্ব' শব্দের প্রতিপাদ্য, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি, ভোগ প্রভৃতি উহার অর্থ নহে সেইরূপ এখানেও "যদ্দুস্তরং" ইত্যাদি শ্লোকটীতে তপস্যার ফল যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে "সর্ব্বং তৎ" বলিতে সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার ফলই বোধিত হইতেছে। ২৩৭

(যাহারা মহাপাতকী কিংবা যাহারা অবশিষ্ট উপপাতকাদি অকার্য্যকারী তাহারা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত তপস্যার প্রভাবেই পাপমুক্ত হয়।)

(মেঃ)—ইহার অর্থ উক্ত (স্পষ্ট) আছে। ২৩৮

(কীট, সর্প, পতঙ্গ, পশু পক্ষী এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীব ইহারা সকলেই তপঃপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—ইহা তপস্যার প্রশংসাস্বরূপ। তপঃপ্রভাবে সকল স্থানে গমন করা যায় বলিয়া সকলেই স্বর্গে যাইতে পারে। যাহাদের কোন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে অধিকার নাই তাদৃশ কীট পতঙ্গাদিরাও যখন স্বর্গে যায় তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণও যে স্বর্গে যাইবেন তাহাতে আর কথা (বক্তব্য) কি আছে? কীটপতঙ্গাদি প্রাণীকে জন্মানুসারে যে স্বাভাবিক দুঃখ সহ্য করিতে হয় তাহাই এখানে তাহাদের যে তপস্যাচরণ বলা হইতেছে তাহার আলম্বন। সেই তপোবলে তাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়া গেলে অন্য জন্মে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিবার যোগ্য দেহলাভ করিয়া পুণ্য কর্ম্মনিচয় অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহারা স্বর্গে যায়। ২৩৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মনের চিন্তার দ্বারা, কুবাক্যাদি প্রয়োগ দ্বারা এবং শরীর দ্বারা যাহা কিছু পাপ অনুষ্ঠিত হয় তপঃপরায়ণ ব্যক্তিগণ অতিশীঘ্র তৎসমুদয় তপস্যাদ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলেন।)

(মেঃ)—শরীরের দ্বারা, মনের চিন্তার দ্বারা কিংবা কথার দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হয় জপ এবং হোম দ্বারা তাহা হইতে শুদ্ধ হওয়া যায়, ইহা স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তপস্যা দ্বারাই যে উহা পরিপূর্ণ হয় তাহাই বলা হইতেছে। ২৪০

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ যদি প্রথমে তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধ হন তবেই দেবগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞের হবির্দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—কোন কাম্য কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে উপবাসরূপ তপস্যা করিতে হয়। তাহারই অনুবাদরূপে ইহা বলা হইতেছে। এই জন্য শাস্ত্রমধ্যে উক্ত হইয়াছে "প্রথমে তপস্যা করিলে তবেই যাগকারী ব্যক্তি শুচি, পবিত্র এবং কর্ম্মযোগ্য হয়"। যজ্ঞকালে দীক্ষা প্রভৃতি যে সমস্ত অংগ কর্ম্ম আছে তাহাই সেখানে তপস্যাস্বরূপ। যেহেতু আহারসংযমাদিরূপ 'ব্রত' গ্রহণাদিও যজ্ঞের প্রারম্ভে কর্ত্তব্য। শান্তিক, পৌষ্টিক প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্ম আছে তাহারও প্রারম্ভে ঐপ্রকার তপস্যা করিতে হয়। এখানে যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা 'কাম্যকর্ম্মে' প্রবৃত্ত কামনাবান্ মনুষ্যমাত্রই অভিহিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে,—"যে লোক যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে উপবাসাদিরূপ তপস্যা করে নাই দেবগণ তাহার যজ্ঞের হবির্দ্রব্য গ্রহণ করেন না। আর দেবতারা হবির্দ্রব্য গ্রহণ না করিলে যে কামনায় যজ্ঞ করা হয় তাহাও কখন পূর্ণ হয় না"। সত্য বটে যাজ্ঞিকগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেবতারা যজ্ঞাদিকর্ম্মের ফল প্রদান করেন না তথাপি দেবতা বিনা যাগ সম্পন্ন হয় না বলিয়াই এখানে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, "দেবতারা ফলপ্রদান করেন"। আর 'দেবতারা হবির্গ্রহীতা' ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, তাঁহারা উহা স্বীকার (আত্মসাৎ) করিয়া লন, কিন্তু যজ্ঞাদি কর্ম্মে হবির্দ্রব্যাদি সম্প্রদানের যিনি 'উদ্দেশ্যীভূত' হন তিনিই দেবতা। ২৪১

(প্রভু প্রজাপতি এই শাস্ত্র তপস্যাদ্বারাই রচনা করিয়াছেন। আবার ঋষিগণও তপস্যা-দ্বারাই বেদ লাভ করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—মনুর গ্রন্থের এই যে প্রতিষ্ঠা ইহা তপস্যার প্রভাবেই হইয়াছে। অন্য কেহও যদি নিজ গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা হউক এইরূপ কামনা করেন তাহা হইলে তাঁহাকেও প্রথমে তপস্যা করিয়া পরে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইবে। ঋষিগণের নিকটে যে সেইভাবে বেদরাশি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও তাঁহাদের তপস্যারই ফল। ২৪২

(এই নিখিল জগতের কল্যাণ তপস্যা হইতেই উদ্ভূত ইহা দেখিয়াই দেবগণ তপস্যার শক্তিকে, তপস্যার ফলকে এত বড় বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—তপঃপ্রশংসার উপসংহার করিতেছেন। তপস্যার এই যে "মহাভাগ্যং"=মহাফলত্ব বর্ণিত হইল ইহা যে কেবল মনুষ্যগণই বলিয়াছে তাহা নহে কিন্তু দেবগণও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। "সর্ব্বস্যাস্য" ইহা দ্বারা এই জগৎকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সমগ্র জগতের এই যে "পুণ্যমুদ্ভবম্"=শুভ জন্ম ইহাও "তপসঃ"=তপস্যারই ফল, ইহা দেখিয়া (তাঁহারা ঐরূপ বলিয়াছেন)। ২৪৩

(প্রতিদিন বেদপাঠ, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ক্ষমা অর্থাৎ তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতা এগুলি মহাপাতকসম্ভূত দুরদৃষ্টও নষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—বেদাভ্যাস প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মসকল যে পাপ দূর করিতেও সমর্থ তাহা বলা হইতেছে। যে সকল পাপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত উল্লিখিত হয় নাই অজ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সেই সকল পাপের সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইতেছে বুঝা যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন "জ্ঞানই ব্রাহ্মণের পক্ষে তপঃস্বরূপ" ইত্যাদি বচনটী যে অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে অর্থাৎ সেখানে যে তপশ্চরণের বিধান করা হইয়াছে তাহার ফলে পাছে কেহ অপরাপর বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করে এই প্রকার আশংকাতেই "জ্ঞান ব্রাহ্মণের পক্ষে" ইত্যাদি বচনটী বলা হইয়াছে এখানকার এই শ্লোকটীরও তাৎপর্য্য ঐরূপ বুঝিতে হইবে। এখানে 'ক্ষমা' শব্দটী দ্বারা অপরাপর গুণও লক্ষিত হইতেছে। "মহাপাতকজানি অপি" এস্থলে 'অপি' শব্দটী থাকায় ইহা যে প্রশংসাবাদ তাহা বুঝা যাইতেছে;—বস্তুগত্যা মহাপাতকজ অদৃষ্ট যে নিবৃত্ত হয় তাহা প্রতিপাদন করা ইহার তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য নহে। যেহেতু ইহা হইতে যে সেটী নিবৃত্ত হয় তাহা নহে; ইহা পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিষয়সকল হইতে জানা যায়। আবার সেই বেদাভ্যাস যে অকস্মাৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে অর্থাৎ মহাপাতক নাশের জন্য বিহিত হইয়াছে তাহাও নহে। ২৪৪

(অগ্নি যেমন সম্মুখে উপস্থিত সমস্ত কাষ্ঠকে নিজ তেজে ক্ষণকালমধ্যে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলে বেদজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়া ফেলেন।)

(মেঃ)—ইহা জ্ঞানের প্রশংসাস্বরূপ। বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বল্প প্রায়শ্চিত্তেই শুদ্ধিলাভ করেন, ইহা এই প্রকরণে বলা হইতেছে। 'জ্ঞান' বলিতে এখানে বেদ এবং বেদান্ত (উপনিষৎ) বিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক জ্ঞান নহে; কারণ উহা কেবল সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্যই আবশ্যক হয় মাত্র, যেহেতু তাহা জানা না থাকিলে কর্ম্মটী অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে উপনিষৎ মধ্যে দেবতাদিবিষয়ক যে জ্ঞান বর্ণনা করা হইয়াছে কিংবা তথায় যে আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা কোন কাম্যকর্ম্মের অংগ নহে; কাজেই উহা পাপক্ষয়ের পক্ষে হিতকরই। এইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে "পদ্মপাতায় যেমন জলের দাগ লাগে না সেইরূপ এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকেও কোন পাপ কর্ম্ম স্পর্শ (দোষগ্রস্ত) করিতে পারে না"। "এধঃ" ইহার অর্থ জ্বালানি কাঠ। শুক্নো কাঠ আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হইলে যেমন খুব তাড়াতাড়ি পুড়িয়া যায় সেইরূপ জ্ঞানও ঐ আগুনের সমান—তাহাও পাপকে পুড়াইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। এস্থলে আগুন এবং জ্ঞানের মধ্যে বিনাশকতারূপ যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তদনুসারে এইরূপ বলা হইতেছে। এখানে "বেদবিৎ" এই শব্দটী দ্বারা ঐ জ্ঞানেরই বৈশিষ্ট্য বুঝান হইতেছে। (অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত জ্ঞানেরই ঐ প্রকার শক্তি থাকে)। কাজেই তর্কবিদ্যা কিংবা কলা-কাব্যাদি বিষয়ক জ্ঞান এস্থলে গ্রাহ্য নহে (তাহা পাপনাশক নহে)। ২৪৫

(পাপের এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধি বলা হইল। ইহার পর 'রহস্যা'নুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনারা শুনুন।)

(মেঃ)—পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী প্রকরণের সম্বন্ধ এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে। ২৪৬

(মহাব্যাহৃতি এবং প্রণবযুক্ত করিয়া যদি একমাস প্রত্যহ ষোলবার প্রাণায়াম করা হয় তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মঘাতীকেও পাপমুক্ত করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—মুখ এবং নাসাপথে যে বায়ু সঞ্চরণ করে তাহাকে বলে 'প্রাণ'। ঐ 'প্রাণ' রূপ বায়ুর যে 'আয়াম' অর্থাৎ নিরোধ তাহা প্রাণায়াম। তাহা দুইপ্রকার; বাহিরে চলিয়া যাইতেছে যে বায়ু তাহাকে রুদ্ধ করা কিংবা ভিতরের বায়ুকে বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়া; ইহাকে 'রেচক' বলা হয়। "ব্যাহৃতি"=ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সাতটী। "প্রণব"=ওঙ্কার। ব্যাহৃতি এবং প্রণবযুক্ত করিয়া প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। "ষোড়শ"—ইহা আবৃত্তির সংখ্যা (কতবার করিতে হইবে তাহা ইহা দ্বারা বলা হইল)। "ব্যাহৃতি এবং প্রণব সহ প্রাণায়াম কর্ত্তব্য" এইরূপ যে বলা হইয়াছে এস্থলে উহাদের 'সহভাব'টী কিরূপ? (উত্তর)—কেহ কেহ বলেন, প্রাণায়াম করিয়া ব্যাহৃতি এবং প্রণব জপ করিতে হয়। যতবার প্রাণায়াম করা হইবে ততবারই এইরূপ কর্ত্তব্য। অন্য কেহ বলেন, প্রাণায়ামে যে সময় শ্বাস রুদ্ধ করা হয় ('কুম্ভক' করা হয়) সেই সময়ে এই ব্যাহৃতি এবং প্রণবের চিন্তা করিতে হয়। (প্রশ্ন)—প্রাণায়ামের কাল কি পরিমাণ (কতক্ষণ ধরিয়া প্রাণায়াম করা উচিত)? (উত্তর)—যে পরিমাণ সময় ঐরূপ করিলে শ্বাসনিরোধজনিত গুরুতর ক্লেশ উপস্থিত না হয়। প্রাণায়াম বলিতে 'কুম্ভক', 'রেচক' এবং 'পূরক' এই ত্রিবিধ শ্বাসক্রিয়া যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, কিন্তু কেবলমাত্র শ্বাসনিরোধ উহার অর্থ নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে সময়ের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, কারণ তাহা বলা অসম্ভব। "অপি ভ্রূণহনম্" এস্থলে 'অপি' শব্দটী থাকায় উহার সজাতীয় অপরাপর পাপও বুঝাইতেছে। ২৪৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(কুৎস-ঋষিদৃষ্ট "অপ" ইত্যাদি সূক্ত, বশিষ্ঠদৃষ্ট "প্রতি" ইত্যাদি সূক্ত, 'মাহিত্র' সূক্ত এবং 'শুদ্ধবতী' ঋক্‌সকল জপ করিয়া সুরাপায়ী ব্যক্তিও পাপমুক্ত হয়।)

(মেঃ)—'কুৎস' নামক ঋষি দ্বারা যাহা দৃষ্ট অথবা প্রবচনসিদ্ধ তাহাকে বলে 'কৌৎস'; "অপ নঃ শোশুচদঘম্" ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত। ইহাতে আটটী ঋক্ আছে; ইহা ঋগ্‌বেদমধ্যে পঠিত। "বাশিষ্ঠং চ প্রতীত্যচম্";—যাহার মধ্যে তিনটী ঋক্ একত্র থাকে তাহা 'তৃচ'। "প্রতি" এটী ঐ সূক্তটীর আদি অংশরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। "প্রতি স্তোমেভি রুষসং বসিষ্ঠাঃ" ইত্যাদি সূক্ত। "মাহিত্র" ইহার অর্থ "মহিত্রীণাম্" ইত্যাদি 'তৃচ'ই বুঝিতে হইবে। এই সূক্তটীর মধ্যে 'মহিত্র' শব্দটী রহিয়াছে এইজন্য ইহাকে 'মাহিত্র' বলা হয়। কেহ কেহ এখানে "মাহেন্দ্রম্" এইরূপ পাঠ ধরিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, "মহানিন্দ্রো য ওজসা" ইত্যাদি 'পয়ঃসূক্ত'টী উহার অর্থ হইবে। 'শুদ্ধবতী' ঋক্‌সকল যথা, "এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাং শুদ্ধেন" ইত্যাদি। এখানেও যে "অপি" শব্দটী রহিয়াছে ইহা দ্বারা তৎসদৃশ পাতক লক্ষিত হইয়াছে। ২৪৮

('অস্যবামীয়' সূক্তটী এবং 'শিবসংকল্প' সূক্তটী একবার পাঠ করিলে সুবর্ণ অপহরণকারী ব্যক্তিও ক্ষণমধ্যে পাপমুক্ত হয়।)

(মেঃ)—এখানে "সকৃৎ" একবার, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলগুলিতে ঐসকল সূক্ত অনেকবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। উহাদের মধ্যে কোন্‌টী কতবার পাঠ করিতে হইবে তাহা শিষ্টাচার এবং স্থলান্তরে ঐগুলির পাঠবিধি যেরূপ আছে তদনুসারে ঠিক করিতে হয়। যেমন, "অঘমর্ষণ মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া", ইত্যাদি স্থল অনুসারে ঐ আবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে। "অস্যবামীয়"=যে সূক্তটীর মধ্যে 'অস্যবাম' এই শব্দটী আছে তাহা 'অস্যবামীয়'; এটী "মতৌ ছঃ সূক্তসাম্নোঃ" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে সিদ্ধ হয়। ইহা "অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুঃ" ইত্যাদি বাহান্নটী ঋক্‌যুক্ত সূক্ত। 'শিবসংকল্প' সূক্ত বলিতে "যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি" ইত্যাদি ছয়টী ঋক্‌যুক্ত সূক্ত; ইহা শুক্লযজুর্ব্বেদমধ্যে পঠিত হয়। ২৪৯

(হবিষ্যন্তীয় সূক্ত, "ন তমং হ" ইত্যাদি সূক্ত এবং পুরুষসূক্ত জপ করিলে গুরুতল্পগ ব্যক্তিও পাপমুক্ত হয়।)

(মেঃ)—এখানে ("ইতীতি" এস্থলে) যে দ্বিতীয় 'ইতি' শব্দটী রহিয়াছে ইহা মন্ত্রের প্রতীক নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। উহা দ্বারা মন্ত্রের স্বরূপটী গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ বুঝা যাইতেছে। "পৌরুষং সূক্তং"="সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি ষোলটী ঋক্‌যুক্ত 'পুরুষসূক্ত'। ২৫০

(স্থূল এবং সূক্ষ্ম পাপসমূহ দূর করিবার অভিলাষে "অব" ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত এবং "যৎকিঞ্চেদং" ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত এক বৎসর জপ করিবে।)

(মেঃ)—মহাপাতক অপেক্ষা অর্ব্বাচীন অর্থাৎ লঘুভূত উপপাতক প্রভৃতিকে এখানে 'স্থূল-সূক্ষ্ম' পাপ বলা হইয়াছে। সেইসকল পাপ অপনোদন করিবার অভিলাষে 'অব' ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত এক বৎসর জপ করিবে। এখানে "অব" এই প্রতীকটী দ্বারা (অবয়বটী দ্বারা) "অব তে হেল বরুণ নমোভিঃ" ইত্যাদি ঋক্ লক্ষিত হইতেছে। কারণ উহার মধ্যে পাপমোচনরূপ লিঙ্গটী দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু "যৎ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনে" ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত (এবং "ইতি বা ইতি মে মনঃ" ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত) "যৎকিঞ্চ" এবং "ইতি" এই প্রতীক দ্বারা কথিত হইতেছে না। (কারণ ঐগুলিতে পাপপ্রমোচনের লিঙ্গ নাই।) ২৫১

(অপ্রতিগ্রাহ্য প্রতিগ্রহ করিলে কিংবা নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিলে "তরৎসম্মদীয়' সূক্ত তিন দিন জপ করিয়া মানব শুদ্ধ হইতে পারে।)

(মেঃ)—"অপ্রতিগ্রাহ্য"=যাহা প্রতিগ্রহ করা নিষিদ্ধ; যেমন, মদ্য প্রভৃতি। আবার পাপকর্ম্মা ব্যক্তির সুবর্ণাদি দ্রব্যও 'অপ্রতিগ্রাহ্য' শব্দের অর্থ। "বিগর্হিত অন্ন"; চারি প্রকারে দোষদুষ্ট অন্ন; যেমন,—স্বভাবতঃ দুষ্ট, কালদুষ্ট, পরিগ্রহদুষ্ট এবং সংসর্গদুষ্ট। পাবমানী ঋক্‌সকলের মধ্যে "তরৎ সমং দীধাবতি" ইত্যাদি চারিটী ঋক্। ২৫২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(বহু পাপযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যহ নদীতে স্নান করিয়া 'সোমারৌদ্র' সূক্ত এবং "অর্যম্নাম্" ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয় এক বৎসর জপ করিলে পাপমুক্ত হয়।)

(মেঃ)—'সোমারৌদ্র' সূক্ত বলিতে "সোমা রুদ্রা ধারয়েথামস্ত্রম্" ইত্যাদি চারিটী ঋক্ এবং "যজ্ঞং চ ভরণানি" ইত্যাদি ঋক্ বুঝায়। "সমাম্"=সম্বৎসর। "বহেবনাঃ"=বহু পাপগ্রস্ত লোক। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে কোন কোন স্থলে অনেক পাপের জন্য 'তন্ত্রতা' অনুসারে একটী প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, এইটী ('বহেবনাঃ' এই পদটী) তাহার লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক। এখানে 'স্রবন্ত্যাম্'=নদীতে, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় দীর্ঘি, পুষ্করিণী ব্যাবৃত্ত হইতেছে—তাহাতে স্নান করিলে চলিবে না (কিন্তু নদীতেই স্নান করিতে হইবে।) ২৫৩

(পাপী লোক ছয়মাস "ইন্দ্রম্" ইত্যাদি সাতটী ঋক্ জপ করিবে। জলের মধ্যে 'অপ্রশস্ত' কর্ম্ম—মলমূত্রত্যাগাদি করিলে একমাস ভিক্ষাহারী হইয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—"ইন্দ্রং মিত্রং" ইত্যাদি সাতটী ঋক্। "অব্দার্দ্ধং"=ছয় মাস জপ করিবে। এখানে কোন প্রকার বিশেষ পাপের উল্লেখ না থাকায় কেবলমাত্র "এনস্বী"=পাপী, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় সকল প্রকার পাপেই ইহা কর্ত্তব্য। "অপ্রশস্ত" ইহার অর্থ মৈথুন কিংবা মলমূত্রত্যাগ। উহা যদি জলের মধ্যে কেহ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে এক মাস ভিক্ষান্ন আহার করা বিহিত। ২৫৪

(দ্বিজাতিগণ যদি 'শাকলহোমীয়' মন্ত্রে এক বৎসর অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয় কিংবা যদি "নমঃ" ইত্যাদি ঋক্‌যুক্ত সূক্তটী জপ করে তাহা হইলে অতি গুরুতর পাপও ধ্বংস করিতে পারে।)

(মেঃ)—"দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি" ইত্যাদি আটটী মন্ত্রকে 'শাকলহোমীয়' মন্ত্র বলে। ঐ মন্ত্রে এক বৎসর ঘৃতহোম করিলে গুরুতর পাপও ধ্বংস করিয়া থাকে অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার মহাপাতকও নষ্ট হয়। "নমো রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে" ইত্যাদি মন্ত্র সম্বৎসর জপ করিলেও পূর্ব্বোক্ত ফললাভ হয়, শাকলহোম বিনাই উহা সিদ্ধ হয়। অতএব শাকলহোমীয় মন্ত্রে ঘৃতহোম এবং "নমো রুদ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্র জপ বৈকল্পিক প্রায়শ্চিত্ত। অথবা অন্য মন্ত্রে; "বামনঃ" ইত্যাদি ঋক্ জপ করিয়া। ঐ ঋক্‌টী ঋগ্বেদ পরিশিষ্ট মন্ত্রসকল হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। ২৫৫

(মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তি সংযত হইয়া গো-অনুগমন অর্থাৎ গো-পরিচর্য্যা করিতে থাকিয়া এক বৎসর ভিক্ষান্নভোজী হইয়া 'পাবমানী' ঋক্‌সকল প্রত্যহ আবৃত্তি করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে।)

(মেঃ)—"মহাপাতকসংযুক্তঃ" ইত্যাদির অর্থ;—। পূর্ব্বে যেরূপ বিশেষ সংখ্যা বলা হইয়াছে এস্থলেও যে তাহাই অনুসরণীয় (ততবার করিয়া উহা পাঠ করিতে হইবে)। অনেকগুলি দ্বারাও এক একটী লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। পাবমানী ঋক্;—ঋগ্বেদের সমগ্র একটী মন্ডল (নবম মন্ডল) যাহার আদিতে আছে "স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া" ইত্যাদি ঋক্ এবং অন্তে আছে "যত্তে রাজঞ্ছৃতং হবিঃ" ইত্যাদি ঋক্। গো-অনুগমন ইহার অর্থ কেবলমাত্র গরুর পশ্চাৎ গমন নহে কিন্তু উহার অর্থ গো-পরিচর্য্যা; ইহা কিরূপ তাহা গোবধ প্রায়শ্চিত্তের প্রকরণ হইতে জ্ঞাতব্য। ২৫৬

(অগ্রে তিনটী 'পরাক'ব্রতের দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া সংযত হইয়া বনমধ্যে বেদসংহিতা তিন বার পাঠ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।)

(মেঃ)—মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তির পক্ষেই ইহা অপর প্রকার প্রায়শ্চিত্তবিধান। 'বেদসংহিতা' ইহার অর্থ মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদ। ছত্রিশ দিন উপবাস করিয়া বনমধ্যে মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদ পাঠ করিলে পাপমুক্ত হয়। ২৫৭

(সংযত হইয়া তিন দিন উপবাসকরতঃ প্রতিদিন তিনবার জলমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মে)—এস্থলে "অপোঽভ্যুপযন্"=জলে যাইয়া "জপিত্বা অঘমর্ষণম্"=অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিয়া, এইরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। সুতরাং জলমধ্যে ঐ মন্ত্র জপ করিতে হয় ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অঘমর্ষণ মন্ত্রটী তিনটী ঋক্ সমষ্টিস্বরূপ, এইরূপই পঠিত হইয়া থাকে। ২৫৮

(সকল যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন সর্ব্বপ্রকার পাপ দূর করিয়া দেয় সেইরূপ অঘমর্ষণ সূক্তও সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী (অঘমর্ষণ সূক্তের) প্রশংসাস্বরূপ। ২৫৯

(যে ব্যক্তি ঋগ্বেদধারী অর্থাৎ অনায়াসে ঋগ্বেদ আবৃত্তি করিতে পারেন তিনি এই ত্রিভুবনবাসী সকলকে বধ করিলেও এবং যেখানে সেখানে ভোজন করিলেও কোন পাপে লিপ্ত হন না।)

(মেঃ)—ইহাও প্রশংসাবাদ। রহস্যপাপ করা হইলে ঋগ্বেদধারণ তাহার প্রায়শ্চিত্ত। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে "মহাপাতকসংযুক্তঃ" ইত্যাদি (২৫৬) শ্লোক হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা রহস্যপাপেরও প্রায়শ্চিত্তরূপে উক্ত হইয়াছে। ২৬০

(মন্ত্রাত্মক ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ এবং উপনিষৎসমেত সামবেদ সংযত হইয়া তিনবার আবৃত্তি করিলে সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়।)

(মেঃ)—এখানে সংহিতার সহিত 'ঋক্' প্রভৃতি বিশেষণ থাকায় ব্রাহ্মণাত্মক বেদ পাঠ করা বিহিত হইতেছে না (কিন্তু মন্ত্রাত্মক বেদ পাঠ করিবারই বিধান বলা হইতেছে)। 'রহস্যসাম' ইহার অর্থ আরণ্যকগ্রন্থে পঠিত সাম। ২৬১

(মহাহ্রদের উপরে নিক্ষিপ্ত ঢিলি-নুড়ি প্রভৃতি যেমন সেই জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যায় সেইরূপ ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন অবয়ববিশিষ্ট বেদের মধ্যেও সর্ব্বপ্রকার নিষিদ্ধ আচরণ লীন হইয়া যায়।)

(মেঃ)—"ত্রিবৃৎ" ইহার অর্থ তিনটী অবয়ববিশিষ্ট। ঋক্, সাম এবং যজুঃ এগুলির সব কয়টী মিলিয়া একই (যজ্ঞরূপ) কার্য্য সাধন করিয়া থাকে, এইজন্য ইহাদের সমষ্টি হইতেছে একটী অবয়বী; এইজন্য প্রত্যেকটীকে অবয়বরূপে ব্যবহার করা হয় সুতরাং একটী বেদ অপর একটী বেদের অবয়বস্বরূপ। ২৬২

(ঋক্‌সকল, প্রধান প্রধান যজুঃসকল এবং নানাবিধ সাম—ইহাই 'ত্রিবৃৎ' বেদ বলিয়া বুঝিতে হইবে; যিনি ইহা জানেন তিনি বেদবিৎ।)

(মেঃ)—পূর্ব্বোক্ত তিনটী অবয়ব কি তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। "আদ্যানি"=আদ্য অর্থাৎ প্রধান প্রধান। অথবা "অন্যানি" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থমধ্যে পঠিত। "বিবিধানি সামানি"=গ্রাম্য সাম, আরণ্য সাম ইত্যাদি নানা প্রকার সাম। ২৬৩

(অক্ষরত্রয়াত্মক যে প্রধান বেদ অর্থাৎ ওঙ্কার, সমগ্র বেদ যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যাহা সমগ্র বেদের কারণস্বরূপ তাহা অবয়বত্রয়াত্মক গুপ্ত বেদ; যিনি তাহার স্বরূপতত্ত্ব অবগত আছেন তিনি বেদবিৎ।)

(মেঃ)—"ত্র্যক্ষরম্"=তিনটী অক্ষরের সমষ্টিস্বরূপ যে ওঙ্কার তাহা—"আদ্যং ব্রহ্ম"=আদি বেদ, তাহা "গুহ্যম্"=গোপনীয়; কারণ তাহা রহস্য (গুপ্ত) বিদ্যা অর্থাৎ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রকরণে যথাযথভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা (ঐ ওঙ্কার) শব্দব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবার জন্য উপাস্যরূপে বিহিত হইয়াছে। অথবা ঐ ওঙ্কার হইতেছে পরমাত্মার বাচক —ওঙ্কার বলিতে পরমাত্মা বুঝায়, এইজন্য তাহা গুহ্য (গুপ্ত), কিন্তু অক্ষর-ত্রয়রূপে তাহা 'গুহ্য' নহে, যেহেতু অক্ষরগুলি অজ্ঞাত নহে। প্রত্যুত অক্ষরত্রয়াত্মক 'ওম্' এই শব্দটী লোকপ্রসিদ্ধ, কারণ উহা 'স্বীকার' অর্থে প্রয়োগ হয়। "ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা"=বেদত্রয় যাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সঙ্কুচিত। (ওঙ্কার হইতেছে সমগ্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেদের সংকুচিত স্বরূপ; ওঙ্কারের প্রসারিত রূপ সমগ্র বেদ—ওঙ্কার উহার কারণস্বরূপ।) যেমন 'অকারই সমস্ত বর্ণের কারণ, অকার হইতেই সমস্ত শব্দের উৎপত্তি' ওঙ্কারও সেইরূপ সমগ্র বেদের কারণ। ঐ ওঙ্কারের উপাসনা করিবার বিষয় ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমেই এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—"ওম্—এই অক্ষরটীর উপাসনা করিবে" ইত্যাদি। পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, 'যে ব্যক্তি ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবিধ মন্ত্র এবং তাহার অর্থ জানেন তিনি বেদবিৎ'। আর এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে যিনি বেদান্তজ্ঞানসম্পন্ন তিনি বেদবিৎ। আবার যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞানও আবশ্যক, কিন্তু তাহা স্বাধ্যায়বিধি দ্বারা বোধিত—ইহা হইতেই লব্ধ হয়, এজন্য সেটী এখানে পৃথক্‌ভাবে বলা হইল না। ২৬৪

ইতি শ্রীভট্টবীরস্বামীর পুত্র মেধাতিথি কর্ত্তৃক প্রণীত মনুভাষ্যে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজশ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত
মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদে
একাদশ অধ্যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বাদশ অধ্যায়

(হে নিষ্পাপ পুরুষ! আপনি চারিবর্ণের পক্ষে যাহা ধর্ম্ম তাহার বিষয় সমস্ত বলিলেন; ইহার পর আমাদিগকে কর্ম্মফল সম্বন্ধে উপদেশ দিন।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর প্রথম অর্দ্ধাংশে এই কথা বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা বলা সমাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং অধিক কিছু জানিবার আর আকাঙ্ক্ষা নাই (অধিক কিছু আর জিজ্ঞাস্য নাই)। "কৃৎস্নঃ ধর্ম্মঃ উক্তঃ"=ধর্ম্মের সমস্ত বিষয় বলা হইয়াছে, এখানে 'কৃৎস্ন' শব্দটী দ্বারা সম্মান বা গৌরব সূচিত হইতেছে। এমনই একটী শাস্ত্র বলা হইয়াছে যাহার মধ্যে এত সব স্মার্ত্তধর্ম্ম, এমন কি শেষে রহস্যবিদ্যা অর্থাৎ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য তত্ত্বও বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্যের এই শাস্ত্রে যে কৃৎস্নকারিতা (সমগ্র এই শাস্ত্রটী যে আচার্য্যই রচনা করিয়াছেন তাহা) শিষ্যের মুখ দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে; বস্তুতঃ ইহা এখানে বিবক্ষিতার্থক নহে। কারণ, বাস্তবিকপক্ষে শিষ্য এবং আচার্য্যের মধ্যে যে এইরূপ আলোচনা হইতেছে তাহা নহে। গ্রন্থকারই স্বয়ং এই গ্রন্থকে এইভাবে বিভাগ করিয়া উল্লেখ করিতেছেন।

এখানে যে 'ধর্ম্ম' শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ 'কর্ত্তব্য'; উহা দ্বারা বিহিত এবং নিষিদ্ধ উভয় প্রকার কর্ম্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। আর তাহা দ্বারা ইহা সূচিত করা হইল যে, কর্ম্মফল কিভাবে পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হয় নাই, তাহাই ইহার পর বলা হইবে। "কৃৎস্নো ধর্ম্ম উক্ত স্বয়া"=আপনি সমস্ত ধর্ম্মের বিষয় বলিয়াছেন। বিহিত এবং নিষিদ্ধ এই উভয় প্রকার কর্ম্ম অনুসারে এখানে ('সমস্ত ধর্ম্ম') এরূপ বলা সঙ্গত হয়। (প্রশ্ন)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, কোন্ কর্ম্মের ফলসম্বন্ধ এখানে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যাহার জন্য বলা হইল "আপনি কর্ম্মসকলের ফলনিষ্পত্তির বিষয় বলুন"? কারণ, যেগুলি নিত্যকর্ম্ম সেগুলিতে ফলাকাঙ্ক্ষা কর্ত্তব্য নহে, সেগুলি কেবল শাস্ত্রবিহিত বলিয়াই অনুষ্ঠান করিতে হয়, যেহেতু সেগুলি ফলার্থক নহে (সেগুলির কোন ফল নাই)। আবার, যেগুলি নিত্যকর্ম্ম নহে সে স্থলেও শাস্ত্রমধ্যে প্রায়ই প্রত্যেকটী কর্ম্মের সহিত তাহার ফলও উল্লিখিত হইয়াছে; যেমন "যে ব্যক্তি জলদান করে সে তৃপ্তিলাভ করে", "স্বর্গলাভ করে, আয়ুলাভ করে" ইত্যাদি। আর, যে স্থলে কর্ম্মবিধির সহিত ফলের উল্লেখ নাই বলিয়া মনে হয় সেখানেও স্বর্গাদিই যে সেই কর্ম্মের ফল তাহাও প্রতিপাদন করাই হইয়াছে। আবার, জাতকর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল সংস্কার কর্ম্ম আছে সেগুলিও সংস্কার্য্যবিশেষে সংস্কার ক্রিয়ার যেরূপ ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা সম্পাদন করিয়াই সফল হইয়া থাকে; কাজেই সেগুলির জন্য অন্য কোন অদৃষ্ট ফলসম্বন্ধে আর জিজ্ঞাসাই হয় না। আবার দ্রব্যশুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল নৈমিত্তিক কর্ম্ম আছে, যেমন চণ্ডালস্পর্শ হইলে স্নান করা ইত্যাদি সেগুলিরও প্রয়োজন (ফল) সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টই হইয়া থাকে। কারণ, সেগুলি শুদ্ধি সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, যেহেতু অশুদ্ধি থাকিলে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। আর প্রায়শ্চিত্তরূপ নৈমিত্তিক কর্ম্মেরও ফল ত এইমাত্র বলিয়া আসাই হইল। অতএব আমরা ত বুঝিতে পারিতেছি না যে, এস্থলে কোন্ কর্ম্মের ফল জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। (উত্তর)—নিষিদ্ধ কর্ম্মসকলের ফল জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। কারণ, "শরীর দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মের দোষে" ইত্যাদি বচনে ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্মকলাপের কথাই অগ্রে বলা হইবে। যেহেতু নিষেধের যে অনুষ্ঠান করা হয় অর্থাৎ নিষেধ পালন করা হয় তাহাও শাস্ত্রবোধিতই হইতেছে (কারণ, নিষেধসকল শাস্ত্রবোধিতই হইতেছে)। প্রশ্ন,—আচ্ছা, নিষেধবিধি স্থলেও যদি ফলার্থিতা থাকে, তাহা হইলে তাহাতে সকলের সকল সময়েই ত অধিকার থাকে না। (কারণ, ফলকামনা থাকিলে যেমন কাম্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য নচেৎ নহে, সেইরূপ নিষেধ স্থলেও যাহার ফলকামনা থাকিবে না তাহার পক্ষে উহা পালনীয় হইবে না। নিষেধের ফল স্বীকার করিলে এইরূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।) ইহার উত্তরে বক্তব্য,—ইহা এরূপ নহে। নিষেধ স্থলে সে রকম কোন ফলের উল্লেখ নাই যাহা পুরুষের কামনার বস্তু হইতে পারে। এখানে (নিষেধস্থলে) কেবল অনিষ্টফল দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে মাত্র। সেই অনিষ্টফল নিশ্চয়ই কেহ কামনা করে না। কারণ, কেহ মোটেই অনিষ্ট লাভ করিতে ইচ্ছা করে না। এইজন্য নিষেধসকলও যে সকলের পক্ষেই সর্ব্বদা পালনীয় (নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জনীয়) তাহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং "সকল কর্ম্মের ফল" এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, নিষেধ অনুষ্ঠান করাটাও ত শাস্ত্রবিহিতই করা হইয়া থাকে, ইহার উত্তরে বক্তব্য—ইহা ত অতি অল্পই বলা হইল। কারণ, বিহিত এবং নিষিদ্ধ পালন করা সবই ত শাস্ত্রোক্তই করা হইয়া থাকে। তবে প্রভেদ এই যে, কোন কোন স্থলে 'ফলার্থী ব্যক্তির পক্ষে সেই সেই কর্ম্ম কর্ত্তব্য', এইভাবে শাস্ত্র অনুষ্ঠাতার ফলসম্বন্ধ জানাইয়া দেয়। আবার কোন কোন স্থলে অনুষ্ঠাতার ফলসম্বন্ধ না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ 'নিমিত্ত'-নিবন্ধন তাহা কর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্র বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু এখানে (আলোচ্য নিষেধবিধি স্থলে) সে রকম কোন 'নিমিত্ত'—যেমন 'যাবজ্জীবন' প্রভৃতি শাস্ত্রমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং নিষিদ্ধবর্জ্জন না করা হইবে কেন? প্রত্যুত, ঐসকল নিষেধ উপেক্ষা করিলে যে প্রত্যবায় হয় তাহার নির্দ্দেশ দেখা যায়। যেমন,—"কেহ যদি ব্রাহ্মণ বধ করিবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে সে নরকপ্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি,—যাহা নিষিদ্ধ তাহা ত শাস্ত্রবিহিত হইতে পারে না? যেমন, ব্রাহ্মণবধ প্রভৃতি কর্ম্ম নিষিদ্ধ, তাহা কিরূপে শাস্ত্রবিহিত হইবে—তাহার কর্ত্তব্যতা কিরূপে শাস্ত্রবোধিত হইতে পারে? যেহেতু যাহা শাস্ত্রবিহিত তাহারই ফল শাস্ত্রোক্ত হইতে পারে। যেমন, "স্বর্গকামী ব্যক্তি যাগ করিবে" ইত্যাদি। কারণ, এতাদৃশ স্থলে যাগ যে কর্ত্তব্য তাহা কেবল শাস্ত্র হইতেই জানা যায় (স্বর্গরূপ ফলের সহিত কর্ত্তব্য যাগের যে সাধ্যসাধনতাসম্বন্ধ আছে তাহা কেবল শাস্ত্র হইতেই জানা যায়), অন্য কোন উপায়ে তাহা অবগত হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্ম লোকে বিদ্বেষাদিনিবন্ধনই করিয়া থাকে—ইহাতে শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকতা নাই (যাগদানাদি স্থলে যেমন শাস্ত্রনির্দ্দেশ আছে বলিয়াই তাহা করিতে লোকে প্রবৃত্ত হয় ব্রহ্মহত্যাদি স্থলে কিন্তু সেরূপ নহে)। সুতরাং যে কর্ম্মটী শাস্ত্রবিহিত নহে তাহার ফলসম্বন্ধ যে শাস্ত্রবোধিত হইবে, এরূপ বলা ন্যায়সংগত হইতে পারে না। আর যে বলা হইয়াছে—নিষেধ উপেক্ষা করিলে তাহাতে যে প্রত্যবায় হয় তাহা শাস্ত্রমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও বক্তব্য—তথায় কি তাদৃশ কোন আকাঙ্ক্ষা (প্রত্যবায়বিষয়ক জিজ্ঞাসা) থাকে। কারণ, নিষেধশাস্ত্র হইতে এইটুকু মাত্র অবগত হওয়া যায় যে—শত্রুর প্রতি (বিদ্বেষবশতঃ) কিছু করা উচিত নহে। উহাতেই (উহা জানাতেই) বাক্যার্থ সমাপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং এতাদৃশ স্থলে অন্য কি আকাঙ্ক্ষিত থাকে যে সে সম্বন্ধে আবার জিজ্ঞাসা উঠিবে? (উত্তর)—এ সমস্ত বিষয় বিচার বিবেচনা করিতে গেলে অতিশয় গ্রন্থবিস্তৃতি ঘটিবে। তবে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলা যায় তাহা এইরূপ হইবে,—।

"কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না" এই যে নিষেধবিধি এস্থলে নিষেধটী হইতেছে ভাবার্থ (ক্রিয়ার প্রতিপাদ্য)। এস্থলে বিধির নিয়োজ্যাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে—যে ব্যক্তি ঐ নিষেধ পালন করিবে সে হইবে ইহার 'নিয়োজ্য'; তাদৃশ কেহ না থাকিলে ঐ বিধিটী চরিতার্থ হইতে পারে না বলিয়া তাদৃশ পুরুষ ঐ বিধিটীর আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয়। এরূপ স্থলে ঐ বিধিবাক্যটী শুনিয়া সেই 'নিয়োজ্য' ব্যক্তিটীর এইরূপ জ্ঞান হয় যে 'ইহা আমার করা উচিত নহে'। সেস্থলে নিষিধ্যমান বস্তুটীতে বিধির বিধায়কতা থাকিতেছে না। কারণ, বিধি হইতেছে পুরুষের নিয়োগ (কার্য্য) বোধক। আবার সেই নিয়োজ্য পুরুষটী কিন্তু বিদ্বেষাদিবশতই ঐ নিষিদ্ধমান কর্ম্মে স্বতই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইভাবে বিদ্বেষাদিনিবন্ধন (নিষিদ্ধকর্ম্মে) স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই তাহাকে নিষেধবিধির নিয়োজ্যরূপে উপস্থাপিত করিয়া দেয়। সুতরাং নিষেধবিধিটীর অর্থ দাঁড়ায় এই যে—যে লোক স্ব-ইচ্ছায় (স্বাভাবিক বিদ্বেষাদিনিবন্ধন) হত্যায় প্রবৃত্ত হয় সে যেন সেরূপ হত্যা না করে।* এতাদৃশ স্থলে ভাবার্থটী (ক্রিয়াটী) রাগদ্বেষাদিনিবন্ধন প্রাপ্ত বলিয়া উহার দ্বারা উপলক্ষিত নিষিদ্ধানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তমান যে পুরুষ তাহারই সহিত বিধিটীর নিয়োজ্যতা (নিয়োগের বিষয়) রূপে সম্বন্ধ হয়। আবার ঐ যে নিয়োজ্য পুরুষ সেও যতক্ষণ না বুঝিতে পারে যে ঐ নিষিধ্যমান কর্ম্মটীর ফল হইতেছে অনর্থ ততক্ষণ সে নিজেকে ঐ নিষেধবিধিটীর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়োজ্যরূপে গ্রহণ করে না; (ফলিতার্থ এই যে, নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল যে অনর্থ তাহা বুঝিলে

*পঞ্চম অধ্যায়ের ৮৯ শ্লোকের ভাষ্য (অনুবাদ) হইতে বিশেষ কথা জ্ঞাতব্য। তথায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ভাষ্যটী এস্থলে অতি অস্পষ্ট—খণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তবে সে তখন শাস্ত্রোক্ত নিষেধটী যে 'নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যত আমার প্রতি প্রয়োজ্য' ইহা বিবেচনা করিয়া থাকে)। এইরূপই লোকব্যবহারে ব্যুৎপত্তি দেখা যায়;—যখন কাহাকেও নিষেধ করা হয়—'সাপের মুখে আংগুল দিও না' ইত্যাদি তখন ঐভাবেই লোকে ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত হয়। ইহা যেমন—সেইরূপ, বেদেও যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই নিষেধ উপেক্ষা করিয়া যদি তাহা করিতে কেহ প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সেটীও অনর্থের হেতু হয়, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং লোকব্যবহারে যেরূপ ব্যুৎপত্তি দেখা যাইতেছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বৈদিক নিষেধস্থলে ফলসম্বন্ধে অন্য প্রকার হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া সংগত হয় না। এ কারণে শাস্ত্রীয় নিষেধস্থলে যদি কোথাও অনিষ্টফলের উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে সেরূপ স্থলেও, শাস্ত্রীয়বিধির সামর্থ্য হইতে যে-কোন প্রকার একটা না একটা অনিষ্টফল হইবে, এইরূপে ফল কল্পনা করাই যখন সংগত হয় তখন যেখানে অনিষ্টফল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে সেরূপ স্থলে আর বলিবার কি থাকে? অর্থাৎ শাস্ত্রবোধিত অনিষ্টই সেইসব কর্ম্মের ফল। যেহেতু, যাহা শাস্ত্রমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করা ন্যায্য নহে।

আর শাস্ত্রমধ্যে ঐ নরক প্রভৃতি ফলের যে উল্লেখ তাহা যে অর্থবাদমাত্র, এরূপ বলাও সংগত হয় না। কারণ, পূর্ব্ববর্ণিতরূপে ঐগুলি ফলাপেক্ষায় অন্বয় লাভ করিতে পারিতেছে। আরও কথা এই যে, অর্থবাদসকল হয় 'বিধিশেষ' (বিধিবাক্যেরই অংশ)। অথচ এখানে কোন বিধি বলা হয় নাই—কিংবা প্রকরণমধ্যেও তাহা বলা হইতেছে না। কারণ, এখানে কর্ম্মফলের সম্বন্ধই প্রধানতঃ প্রতিপাদন করা হইবে। কিন্তু এখানে কোন কর্ম্মের বিধি বলা হয় নাই। অথচ কর্ম্মসকলের ফলসম্বন্ধ বলা হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে এই কর্ম্মফলবিষয়ক রাশি রাশি বাক্য অনর্থক হইয়া পড়িবে তাহা বলাও ত সংগত হইতে পারে না। এই সমস্ত স্মৃতিবাক্যের মূল বা তাৎপর্য্য হইতেছে কিন্তু এই দর্শন (যুক্তিসিদ্ধ বিষয়)। ইহা ছাড়া অন্য প্রকারে এইসকল বাক্যের সার্থকতা ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া যায় না। এখানে এগুলি যে 'বিধিশেষ' তাহা বলিবারও উপায় নাই। যদি বলা হয়, শাস্ত্রকারগণেরও এরূপ 'গুণবাদ' আশ্রয় করিয়া বলা ভ্রান্তিই হইবে (?)। তদুত্তরে বক্তব্য—না, তাহা নহে। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন তাঁহারা নিজেদের অত্যধিক বড় মনে করিয়া ঋষিগণকে অপমানই করিয়া থাকেন।

'অঘ' অর্থ পাপ; 'অনঘ' এই বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে—নিষ্পাপ বলিয়া প্রশংসা করা হইল। "শংস"=বলুন—ইহা দ্বারা বোধিত হইতেছে যে, তিনি কথা কহা বন্ধ করিয়াছিলেন। ১

(তখন ধর্ম্মাত্মা সেই মনুনন্দন ভৃগু ঐসকল মহর্ষিকে সমাদরপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন—আপনারা এই সব কর্ম্মফল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কি তাহা শুনুন।)

(মেঃ)—ইহা পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত) বিষয়ের উত্তর। আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার উত্তর আপনারা শুনুন। "কর্ম্মযোগস্য";—কর্ম্মসকলের 'যোগ' অর্থাৎ সম্বন্ধ। (কাহার সহিত সম্বন্ধ)? ;—(উত্তর,—) ফলের কথাই যখন আলোচ্য তখন তাহারই সহিত সম্বন্ধ (অর্থাৎ কর্ম্মফলসম্বন্ধ, এইরূপ অর্থ) বুঝিতে হইবে। ২

(শুভফলক কর্ম্মের ন্যায় অশুভফলক কর্ম্মও মন, বাক্য এবং শরীর দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই কর্ম্ম অনুসারে মানুষের গতি উত্তম, অধম কিংবা মধ্যম হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—এখানে শুভকর্ম্ম দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অথবা সবই যে মন, বাক্য কিংবা শরীর দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য দুয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'কর্ম্ম' শব্দটীর অর্থ যে কেবল যাগাদি তাহা নহে। কিন্তু উহা শারীরিক পরিস্পন্দ মাত্রকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং যোগ, ধ্যান এবং বচন ইত্যাদি ক্রিয়ামাত্রই ইহা দ্বারা বোধিত হইতেছে। "শুভাশুভফল" এখানে 'ফল' শব্দটী 'শুভ' এবং 'অশুভ' প্রত্যেকের সহিতই অন্বিত। সুতরাং উহার অর্থ—শুভফল এবং অশুভফল। অতএব এরূপ মনে করা সমীচীন হইবে না যে—কেবল শরীর দ্বারাই যদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তবেই তাহা হইতে শুভ অথবা অশুভ ফল জন্মিবে। কারণ, মন এবং বাক্যের দ্বারাও যে কর্ম্ম সাধিত হয় তাহারও ফল এইরূপই হইবে। এ কারণেও ত্রিবিধ কর্ম্মের ফলসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ৩

(কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিরা উত্তমাদি ভেদে ত্রিবিধ। তাহাদের কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ভেদে যে ত্রিবিধ কর্ম্ম তাহাও দশ প্রকার। মনই সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুঝিতে হইবে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,—"দান করিবে", "যাগ করিবে", "হিংসা করিবে না" এইভাবে বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মসকলই ত শুভ এবং অশুভ হয়। আর সেগুলি সবই ত শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। যেমন,—দানের দ্বারা প্রদত্ত বস্তুটীতে দানকারীর স্বত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং যাহাকে সেটী দেওয়া হয় তাহার উহাতে স্বত্ব জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সেই দানও যে "দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তব্য" তাহার বিধান পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ, যাগযজ্ঞও হইতেছে প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) স্বরূপ; কাজেই যাগের অবভৃথ স্নান পর্য্যন্ত সবটাই শারীরিক ক্রিয়া দ্বারাই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপ, (হিংসা করিবার জন্য) দণ্ডাদি দ্বারা যে আঘাত করা হয় তাহাও যে শরীরক্রিয়া দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া ইহা অতি প্রসিদ্ধ—সকলেরই জানা কথা। সুতরাং কেবলমাত্র মনের দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয় সেরূপ কর্ম্ম আবার কিরূপ?—সেরূপ কর্ম্ম ত হইতেই পারে না। এই প্রকার সংশয় উঠিতে পারে বলিয়া তাহারই উত্তরে বলিয়া দিতেছেন "অস্য সর্ব্বস্য মনো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্"=সকল প্রকার কর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক (প্রেরক) হইতেছে মন, ইহা বুঝিতে হইবে। কারণ, দর্শন করা প্রভৃতি সব কিছুই হইতেছে মনের ব্যাপার (ক্রিয়া)। কায়, মন, বাক্—এ তিনটীরই ক্রিয়া না থাকিলে কোন প্রাণীর কোন ক্রিয়াই সম্পন্ন হইতে পারে না। যেহেতু অনুধাবন করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে,—প্রথমতঃ লোকে বিষয়টীকে মনে মনে আলোচনা করে যে এটী এই প্রকারই বটে। তাহার পর তাহা সুখ অথবা দুঃখ কোন্‌টীর কারণ হইবে তাহা ভাবিয়া লয়। তাহার পর সেটী সুখপ্রদ অথবা দুঃখফলক হইবে, ইহা বিবেচনা করে। এইভাবে প্রথমে সেই বিষয়টীতে মনের ক্রিয়া বিরত হইলে—মন স্থির হইলে, তাহার পর সে এইরূপ নিশ্চয় করে—'অতএব আমি কাজটী সম্পাদন করি, অথবা এ কাজটী করিব না'। আর তাহার পর অন্য দুইটী কর্ম্ম (কায়িক এবং বাচিক কর্ম্ম) শরীর এবং বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই যে কোন ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কোন কর্ম্ম করে তাহাদের সকল কর্ম্মেরই মূলে মনের প্রবর্ত্তকতা (কার্য্যকারিতা) রহিয়াছে; অতএব মনই হইতেছে সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

অজ্ঞানপূর্ব্বক যখন কোন কাজ করা হয় তখন সব ক্ষেত্রেই যে সেখানে বস্তুটী যথার্থরূপে গৃহীত হয় তাহা নহে। যেমন 'পানক' ('সরবৎ'বিশেষ) মনে করিয়া মদ্যপানে প্রবৃত্ত হওয়া প্রভৃতি। মদ্যের বর্ণ 'পানক' দ্রব্যটীর বর্ণের সদৃশ বলিয়া অযথার্থদর্শন নিবন্ধন ঐরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ—গাঢ় অন্ধকার থাকায় পরস্ত্রীকে নিজস্ত্রী মনে করিয়া প্রবৃত্তি ঘটে। আবার—দৈবক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে—অস্বতন্ত্রভাবে করা হইয়াছে, এরূপ কর্ম্মও হইতে পারে। যেমন, সুপ্ত ব্যক্তির ঘুমন্ত অবস্থায় হাত পা ছড়ান, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করা প্রভৃতির ফলে মশকাদি প্রাণীর বধ ঘটিয়া যায়। এতাদৃশ স্থলেও যে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতেও ঐ ব্যক্তির কর্তৃত্ব রহিয়াছে, ইহা পূর্ব্বে উপপাদন করিয়া আসা হইয়াছে। "ত্রিবিধস্য"; —বাক্, মনঃ এবং শরীররূপ সাধনভেদে তৎসাধ্য কর্ম্ম ত্রিবিধ। "ত্র্যধিষ্ঠান",—কর্ম্মকারী পুরুষ —উত্তম, মধ্যম কিংবা অধম এই তিন প্রকারের। "দশলক্ষণযুক্তস্য",—শরীর এবং মনের দ্বারা তিন তিন রকম (মোট ছয় রকম) কর্ম্ম করা হয় এবং 'বাক্'সাধ্য কর্ম্ম চারি প্রকার—এইভাবে দশ প্রকার নিষিদ্ধ কর্ম্ম করা হইয়া থাকে;—সেগুলির বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোকে বলা হইবে। ৪

(পরের দ্রব্য সম্বন্ধে 'অভিধ্যান' অর্থাৎ অসৎ চিন্তা, মনে মনে অপরের অনিষ্টচিন্তা এবং মিথ্যাবিষয়ে অভিনিবেশ অর্থাৎ আগ্রহ—এই তিন প্রকার হইতেছে মানস কুকর্ম্ম।)

(মেঃ)—'অভিধ্যান' ইহার অর্থ পরের দ্রব্য সম্বন্ধে ঈর্ষ্যাবশতঃ তাহা যাহাতে নষ্ট হয় সেইরূপ চিন্তা; যেমন, 'কি আশ্চর্য্য! এই লোকটীর কত ঘোড়া, কত গরু, কত ছাগল-ভেড়া—কতই না ইহার ঐশ্বর্য্য! বিধাতাকে ধিক্, ইহার এত সমৃদ্ধি কি জন্য? কিভাবে ইহার এই সব আমি অপহরণ করি? এ ব্যক্তির এ সব যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে ভাল হয়।' "অনিষ্টচিন্তনং" ইহা "পরস্য" এই পদটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অপর ব্যক্তিকে বধ করিবার উপায় চিন্তা করা। যেমন, 'যদি ঐ লোকটী মরিয়া যায়, ভাল হয়'; অথবা 'উহার ঐ সব ধনসম্পত্তি আমার হউক'। আচ্ছা, 'পরদ্রব্যের অভিধ্যান' বলিতেও ত এইরূপ অর্থ বুঝায়। সুতরাং "মনসাঽনিষ্টচিন্তনং" ইহা দ্বারাই যখন ঐ অর্থটী সিদ্ধ হয় তখন উহা বলা অনর্থক। (উত্তর)—"মনে মনে পরের অনিষ্টচিন্তা" ইহা সাধারণভাবে উল্লেখ; (আর সেই অনিষ্ট চিন্তাটী কিরূপ তাহা "পরদ্রব্যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অভিধ্যান" ইহা দ্বারা বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে)। যাহা পরের 'অনিষ্ট' অর্থাৎ অনভিপ্রেত তাহা চিন্তা করিবে না। 'ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাক' ইহাও কাহারও মোটেই বাঞ্ছিত নহে। এই ভয়েই লোকে কোন কিছু পরের হউক, ইহা বলে না। কেহ কেহ বলেন, যাহা নিষিদ্ধ তাহা অনিষ্ট। এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইলেও 'পরদ্রব্যাভিধ্যান' এটী প্রধান নিষিদ্ধ, এইজন্য ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ "বিতথাভিনিবেশ";—পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্তিকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ, বিজ্ঞানবাদ, বেদের অপ্রামাণ্য, অনাত্মবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ। কেহ কেহ বলেন, 'নিরামিষ' (নিষ্ফল) বিষয়ে সর্ব্বদা যে বিদ্বেষ তাহা বিতথাভিনিবেশ। এই তিন প্রকার হইতেছে মনের 'অকুশলা' (অসাধু) বৃত্তি। ইহা ছাড়া অন্য সব 'কুশলা' বৃত্তি। যেমন, অপরের দ্রব্যে স্পৃহা না করা, সকল প্রাণীর প্রতি দয়া করা, ধর্ম্মাদি বিষয়ের অস্তিত্বে শ্রদ্ধা ইত্যাদি। এইজন্য ভগবান্ ব্যাসদেবও বলিয়াছেন,—"পরদ্রব্যে অভিধ্যান না করা, সকল প্রাণীর উপর বন্ধুভাব প্রকাশ করা এবং ধর্ম্মকর্ম্মের ফল অবশ্যই আছে ইহা বিশ্বাস করা—এই ত্রিবিধ ভাব মনে মনে চিন্তা করিবে"। ৫-৬

(কর্কশ কঠোর কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, পরদোষ আবিষ্কার করা এবং অসম্বন্ধপ্রলাপ অর্থাৎ রাজা, দেশ এবং নগরাদি সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন অথচ ক্ষতিকর আলোচনা, এই চারি প্রকার হইতেছে বাচিক অশুভকর কর্ম্ম। যে বস্তু কেহ দান করে নাই তাহা গ্রহণ করা, অশাস্ত্রীয় হিংসা করা এবং পরনারীসংসর্গ করা এই ত্রিবিধ শরীরসাধ্য অশুভ কর্ম্ম।)

(মেঃ)—শাস্ত্রবিধিকে প্রধান বলিয়া গ্রহণ না করায় "অদত্তানাম্ উপাদানম্"=অন্যের দ্রব্য দান করা না হইলেও তাহা গ্রহণ করা—। সেইরূপ অসৎপাত্র হইতে গ্রহণ করা। কুমারী এবং পরনারী গমন করা। যাহারা বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা। পরিত্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সংযম (?)। কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ভেদে এই অশুভ কর্ম্ম দশ প্রকার। কুশল প্রবৃত্তি এবং অকুশল প্রবৃত্তি ভেদে তাহা সাকল্যে বিংশতি প্রকার। ৭

(মানস যে শুভাশুভ কর্ম্ম তাহার ফল এই জীব মনে মনেই ভোগ করে, আর বাচিক শুভাশুভ কর্ম্মের ফল বাক্যের দ্বারা এবং শরীরকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল শরীর দ্বারাই ভোগ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—যে কর্ম্ম হইতে অপরের মনস্তাপ জন্মে তাহার ফলে মানস কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এইরূপ অর্থ কেহ কেহ বলেন। তবে আমরা এইরূপ বলি যে, পূর্ব্বে যে তিন প্রকার মানস কর্ম্ম বলা হইল তাহার ফলে মনোদুঃখ পাইতে হয়। কায়িক এবং বাচিক এই দুইটী কর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে। ৮

(শরীরকৃত অশুভ কর্ম্মের ফলে লোকে বৃক্ষলতাদি স্থাবর হইয়া জন্মে, বাচিক অশুভ কর্ম্মের ফলে পশুপক্ষী হইয়া জন্মে এবং মনঃকৃত অশুভ কর্ম্মের ফলে অন্ত্যজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।)

(মেঃ)—প্রায়িকত্ব অভিপ্রায়ে এইরূপ বলা হইল। কারণ (বেশীর ভাগ স্থলেই) সাধারণতঃ এই সকল কর্ম্ম ঐ সকল জন্মের হেতু হইয়া থাকে। তবে ইহাই যে নিয়ম তাহা নহে! মহাপাতকী ব্যক্তিরা তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়, ইহা বলিবেন। এখানে যে 'পক্ষিজাতি' এইরূপ বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা তির্য্যক্ জাতি মাত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। মনঃকৃত, বাক্য দ্বারা সম্পাদিত এবং শরীর দ্বারা সাধিত এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে যথাক্রমে পরবর্ত্তীগুলির যে গুরুত্ব অধিক তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য এইরূপ বলা হইতেছে। ৯

(বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড এই ত্রিবিধ দণ্ডকে যিনি বুদ্ধিতে স্থির রাখিয়াছেন অর্থাৎ ঐ তিন বিষয়ে যিনি স্থিরসংকল্প তিনিই 'ত্রিদণ্ডী' নামে অভিহিত হন।)

(মেঃ)—"দণ্ড" ইহার অর্থ দমন অর্থাৎ সংযত রাখা। "বাগ্‌দণ্ড"=বাক্যের দণ্ড (দমন) অর্থাৎ পরুষ কথা না বলা। অপর দুইটীর (মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড এই দুইটীর) অর্থও এইরূপ বুঝিতে হইবে। "এই ত্রিবিধ দণ্ড যাঁহার বুদ্ধিতে নিহিত (নিবদ্ধ) আছে" অর্থাৎ 'আমি এরূপ কর্ম্ম করিব না' এই ভাবের সংকল্প হইতে যিনি স্খলিত হন না তিনি 'ত্রিদণ্ডী' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে অনার্য্যের ন্যায় গুরু কাষ্ঠদণ্ড বহন করিতে হয় না। ১০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(সকল প্রাণীর প্রতি এই 'ত্রিদণ্ড' অবলম্বন করিয়া কাম ও ক্রোধকে সুসংযত করিলে তদনন্তর মানব সিদ্ধিলাভ করে।)

(মেঃ)—তিনটী দণ্ডের সমাহার=ত্রিদণ্ড; (এস্থলে সমাহারদ্বিগু হইলেও 'ঈপ্' হইল না, কারণ) পাত্রাদিগণের উত্তর 'ঈপ্' হয় না, তাহা অস্ত্রীলিঙ্গেই থাকে, এইরূপ বিধান বৈয়াকরণগণ বলিয়াছেন। "নিক্ষিপ্য"=বুদ্ধিস্থ করিয়া অর্থাৎ স্থির সংকল্প করিয়া। "সর্ব্বভূতেষু"= সর্ব্বজীবে অহিংস্রভাব ইত্যাদিরূপে ঐ প্রকার ত্রিবিধ সংযম অবলম্বন করিয়া,—। কাম এবং ক্রোধ এই দুইটীকে 'সু'সংযত করিয়া "ততঃ"=তদনন্তর "সিদ্ধিং"=মোক্ষ নামক সিদ্ধি "গচ্ছতি"= প্রাপ্ত হয়। অগ্রে যে আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথা বলা হইবে ইহা তাহারই উপক্রম অর্থাৎ তাহারই ভূমিকারূপে এই সব কথা বলা হইতেছে। এই যে সিদ্ধি ইহা কাহার অর্থাৎ কাহার এই মোক্ষ নামক সিদ্ধি হইবে? কেই বা পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিবে? এই শরীর ত ভস্মান্ত—ভস্মেই ইহার শেষ। অথচ আমরা এই শরীর ছাড়া ত অতিরিক্ত কাহাকেও উপলব্ধি করি না। এই প্রকার সংশয় হয় বলিয়া সকল প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের ফলভাগী যে শরীরাতিরিক্ত পুরুষ তাঁহারই স্বরূপ দেখাইয়া দিবার জন্য বলিতেছেন। ১১

(এই শরীরকে যিনি সকল প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান তাঁহাকে জ্ঞানিগণ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকেন। আর যিনি সর্ব্ববিধ কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহাকে জ্ঞানিগণ 'ভূতাত্মা' এই নামে অভিহিত করেন।)

(মেঃ)—"অস্য আত্মনঃ"=এই শরীরের পরিস্পন্দাত্মিকা ক্রিয়া যিনি সম্পাদন করিয়া থাকেন—তাঁহারই মধ্যে প্রযত্ন রহিয়াছে বলিয়া তিনিই কর্ত্তা—তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। "অস্য আত্মনঃ" এখানে সমানাধিকরণে ষষ্ঠী হইয়াছে। 'আত্ম' শব্দটী শরীর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ আত্মা অর্থে শরীরও বুঝায়। "যঃ করোতি"=পানভোজনাদি কর্ম্ম যে করে; ঐ প্রকার কর্ম্মসকল করার জন্য শরীর নামক যে কর্ত্তা তাহাকে 'ভূতাত্মা' বলা হয়; তাহা পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমষ্টির পরিণাম। তাহা জঘন্য অর্থাৎ স্থূল। ভূতগণের বিকারস্বরূপ যে আত্মা তাহা ভূতাত্মা। এইজন্য কথিত আছে "অন্তরাত্মা এবং শরীরাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মা"। ১২

(সকল প্রাণীর দেহমধ্যে এক অন্তরাত্মা আছেন, তাঁহাকে জীব বলা হয়; তিনি সৃষ্টির সময় হইতে বিদ্যমান; তাঁহারই প্রভাবে সুখদুঃখাদি উপলব্ধি করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—'ক্ষেত্রজ্ঞ'কেই যখন 'জীব' বলিয়া বিবেচনা করা হয় তখন এই 'জীব' আবার কি বস্তু? (উত্তর)—এস্থলে দুইটী পদার্থ উপলব্ধি করা যায়—শরীর এবং অন্তরাত্মা; এই অন্তরাত্মা অহংপ্রত্যয়বেদ্য অর্থাৎ 'আমি' ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহারই বিষয়—তাহা দ্বারা ঐ অন্তরাত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। 'জীব' ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন একটী পদার্থ। কেহ কেহ বলেন, মহৎ, অহংকার প্রভৃতি এবং ভূতসূক্ষ্ম অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র—এইসকল দ্বারা পরিবেষ্টিত (সপ্তদশ অবয়বযুক্ত) যে লিঙ্গশরীর তাহাকেই জীব বলা হয়। ইহা সাংখ্যকারিকামধ্যে উক্ত হইয়াছে, যথা,—"লিঙ্গশরীর নামক জীব ধর্ম্মাধর্ম্মাদি 'ভাব' সংযুক্ত হইয়া এক দেহ হইতে অন্য এক দেহে —ইহলোক হইতে পরলোকে গমনাগমন করে; তৎকালে তাহার সুখদুঃখাদিভোগ থাকে না"। এখানে (মূল শ্লোকে) "যেন বেদয়তে"='যাহা দ্বারা উপলব্ধি করে', এইভাবে যে করণ বিভক্তির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ঐ লিঙ্গশরীরাত্মক জীবের পক্ষেই সংগত হয়। কারণ ঐ লিঙ্গশরীরই স্থূল ভূতসকলের আশ্রয়। শরীর নামক এই যে বাহ্য ভূত ঐ লিঙ্গশরীরই তাহার আশ্রয় অর্থাৎ ধারক (কারণ স্থূল শরীরের মধ্যে লিঙ্গশরীর না থাকিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়)। আবার স্থূল শরীর থাকিলে তবেই আত্মা সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে পারে। এইজন্যই এখানে "যেন" এই প্রকার করণ বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্য কোন কোন দার্শনিক এইরূপ বলেন যে, মন, বুদ্ধি এবং অহংকাররূপ অন্তঃকরণই জীব। সুতরাং উহারই যখন 'অন্তঃকরণ' এই প্রকার নাম তখন উহাকে বুঝাইবার জন্য এখানে "যেন" এই করণ বিভক্তি দ্বারা উল্লেখ সংগতই হইয়াছে। আর ঐ প্রকার অর্থ বুঝায় বলিয়া উহাকে 'অন্তরাত্মা' বলাও সংগতই হইয়া থাকে। আর এখানে যে 'সহজ' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা এই কথা বুঝাইতেছে যে, মোক্ষ অথবা প্রলয়ের পূর্ব্বে উহার উচ্ছেদ হয় না। ১৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ঐ যে মহান্ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ উহারা পৃথিব্যাদি মহাভূতসকল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কারণ তিনি স্থূলসূক্ষ্ম নানারূপে বর্ত্তমান সকল পদার্থই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যেহেতু তিনি জগতের কারণ।)

(মেঃ)—"উচ্চাবচেষু ভূতেষু"=বহুবিধ অর্থাৎ নানারূপে বর্ত্তমান সকল পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। "তিষ্ঠতঃ"=উহারা উভয়ে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহারা ঐ পরমেশ্বর হইতেই সকল কর্ম্মের কর্তৃত্ব লাভ করিয়া থাকে। 'স্থা' ধাতুর অর্থ অনেক প্রকার বলিয়া এখানে এইরূপ অর্থ করা হইল। আচ্ছা, 'উচ্চাবচ' সকল পদার্থে যিনি ব্যাপ্ত হইয়া আছেন তিনি কে? (উত্তর)—তিনি পরমাত্মা; তিনি চেতন এবং অচেতন সমগ্র জগতের অধিপতি পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর; তাঁহার কথা পরে বলা হইবে। "ভূতসম্পৃক্তৌ"=ভূত অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত; তাহা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া। "মহান্" ইহার অর্থ ঐ পূর্ব্বোক্ত জীব; পূর্ব্বে "যেন বেদয়তে সর্ব্বং" এই অংশে যাহার বিষয় বলা হইয়াছে। "ক্ষেত্রজ্ঞ"=পূর্ব্বে "অস্যাত্মনঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভে ইহার কথা বলা হইয়াছে। "স্থিতং"=সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত ঐ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকে; যেহেতু তিনিই সমগ্র জগতের কারণ; আর কার্য্য কারণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অপেক্ষাই (সাপেক্ষ হইয়া থাকাই) এখানে আশ্রয়। এইজন্য ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, "জগতে পুরুষ এই দুই প্রকার—'ক্ষর' এবং 'অক্ষর'। তন্মধ্যে সমস্ত ভূত বা চরাচরকেই 'ক্ষর' বলা হয়, আর যিনি কূটস্থ পুরুষ তাঁহাকে 'অক্ষর' বলা হয়"। ক্ষর শব্দে এই চরাচরাত্মক জগৎকে বুঝায়; আর 'অক্ষর' বলিতে জগতের প্রকৃতি বা কারণকে বুঝায়; তিনি 'কূটস্থ', যেহেতু তিনি কারণস্বরূপ বলিয়া প্রলয়েও তাঁহার নাশ হয় না। অথবা 'ক্ষর' ইহার অর্থ শরীর আর 'অক্ষর' ইহার অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ। ইনি কূটস্থ; যেহেতু যতক্ষণ না মুক্তিলাভ হয় ততক্ষণ ইঁহার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নিবৃত্ত হয় না। এইজন্য ব্যাসদেব বলিয়াছেন, "আর একজন আছেন তিনি 'উত্তম পুরুষ', তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়; তিনি ত্রিভুবনমধ্যে ওতপ্রোতভাবে থাকিয়া তাহাকে ধারণ এবং ভরণ করিতেছেন। তিনি অব্যয়—অবিনশ্বর ঈশ্বর"। ১৪

(সেই পরমাত্মার শরীর হইতে অসংখ্য 'মূর্ত্তি'সকল নিঃসৃত হইতে থাকে এবং সেই মূর্ত্তিগুলি উচ্চনীচাদিভেদে নানা জীবে পরিণত হইয়া নানা কার্য্যে সচেষ্ট হয়।)

(মেঃ)—এখানে যে 'মূর্ত্তি' শব্দটী রহিয়াছে এটী জগতের কার্য্যকারণ ও শক্তিরূপ সকল পদার্থকেই বুঝাইতেছে। সে সমস্তই ঐ পরমাত্মার শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। স্ব ভাবই (সত্তাই) হইতেছে পরমাত্মার শরীর। 'শিলাপুত্রের শরীর' এস্থলে যেমন অভেদে ভেদ আরোপ করিয়া উল্লেখ করা হয়, 'পরমাত্মার শরীর' এখানেও সেইরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "অসংখ্যাঃ"=অনন্ত; সমুদ্র হইতে যেরূপ তরঙ্গসকল উত্থিত হইয়া থাকে। "নিষ্পতন্তি"=প্রাদুর্ভূত হয়; এবং প্রাদুর্ভূত সেই সমস্ত মূর্ত্তি দ্বারা এই জগৎ "চেষ্টতে"= ক্রিয়াযুক্ত হইয়া থাকে। শরীর, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান না থাকিলে 'চেষ্টা' (প্রযত্ন বা ক্রিয়া) থাকাও সম্ভব নহে, এইজন্য এখানে "চেষ্টয়ন্তি" এইরূপ (ণিজন্ত) প্রয়োগ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—"পরমাত্মার শরীর হইতে" ইহার অর্থ প্রকৃতি হইতে; কারণ প্রকৃতিই পরমাত্মার শরীর, যেহেতু তাহা পরমাত্মার অধীন হইয়াই প্রবৃত্ত (কার্য্যোন্মুখ) হইয়া থাকে; তাঁহার কোন ভৌতিক শরীর নাই। ১৫

(যে সমস্ত লোক নিষিদ্ধ গর্হিত কর্ম্ম করে তাহাদের ঐ কর্ম্মের যাতনা বা অতিদুঃখময় ফলভোগের নিমিত্ত পরলোকে তদুপযুক্ত অন্য শরীর পঞ্চভূত হইতেই উৎপন্ন হয়।)

(মেঃ)—পঞ্চভূত হইতে পরলোকে অন্য শরীর উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, শুক্রশোণিত সম্পর্ক বিনাই তাহাদের পাঞ্চভৌতিক শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুষ্কর্ম্মকারীদেরই শরীর পাঞ্চভৌতিক, কিন্তু যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মকারী তাঁহাদের শরীর তেজঃ ও আকাশের সূক্ষ্মাংশ হইতে উৎপন্ন হয়। এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "বায়ুভূত আকাশশরীরযুক্ত" ইত্যাদি। "যাতনা" ইহার অর্থ অত্যধিক যন্ত্রণা; তাহার জন্য তদুপযোগী অতি দৃঢ় অলৌকিক কষ্ট সহিবার উপযুক্ত শরীর। ১৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(সেই সমস্ত শরীরে ঐসকল যমযন্ত্রণা ভোগ করা হইলে সেইগুলি ঐ মহাভূতসকলের সূক্ষ্ম অংশমধ্যেই পৃথক্ পৃথক্ লীন হইয়া যায়।)

(মেঃ)—'যম' হইতেছেন একজন দেবতাবিশেষ, ইনি পাপীদের শাস্তি দিয়া থাকেন। সেই যম কর্তৃক বিহিত যাতনা ইহাকে ভোগ করিতে হয়; ঐ পাঞ্চভৌতিক শরীরে সেই যাতনাসকল ভোগ করা হইয়া গেলে সেই শরীরগুলি পুনরায় সূক্ষ্ম ভূতসকলের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ১৭

(সেই জীব নরকযন্ত্রণা ভোগের উপযোগী ঐ শরীরে পাপকর্ম্মের অশুভ ফল ভোগ করিয়া পাপশূন্য হইয়া মহাতেজোময় ঐ মহান্ এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ আশ্রয় করে।)

(মেঃ)—"বিষয়সঙ্গ" হইতে অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়ে আসক্তি হইতে উৎপন্ন পাপজনিত যে সমস্ত দোষ তাহার ফলে নরকে বহু দুঃখ ভোগ করিয়া যখন "ব্যপেতকল্মষঃ"=পাপশূন্য হয় তখন সে ঐ দুইজন মহাতেজোময়কে আশ্রয় করে। (প্রশ্ন)—ঐ দুইজন কে? (উত্তর)—যাহাদের বিষয় আলোচনা করা হইতেছে, উহারা সেই মহান্ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ক্ষেত্রজ্ঞই সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। এখানে "সঃ"=তিনি, ইহা দ্বারা সেই ক্ষেত্রজ্ঞকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। সুতরাং এখানে "অভ্যেতি"=প্রাপ্ত হয়, ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইল যে ঐ ক্ষেত্রজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা সংগত নহে অর্থাৎ ইহাতে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়; কারণ, ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞই প্রাপ্য এবং তিনিই প্রাপক। ইহার উত্তরে বক্তব্য, আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকার বিরোধ হয় সত্য; তবে এখানে ঔপচারিক (গৌণ) ভেদ কল্পনা করিয়া ঐরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে "অভ্যেতি" ইহার অর্থ—ঐ মহৎ এবং ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে পর্য্যবসিত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞরূপে যিনি প্রাণাদির সমষ্টিস্বরূপ, যাঁহাকে 'মহৎ' এই নামে উল্লেখ করা হয় তাহাতে পরিণত হইয়া থাকে। আর লিংগশরীররূপ জীবই ক্ষেত্রজ্ঞ। কেহ কেহ "তৌ এব উর্ভৌ" ইহার অর্থ বলেন 'মহৎ এবং পরমাত্মা'। "অসুখোদর্কান্" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেলে—পাপের ভোগ শেষ হইলে পরে সুখ অনুভব করে। সুখের পরিপন্থী পাপ অল্পমাত্রায়ও যদি থাকে তাহা হইলে সুখ জন্মে না। যেমন, অজীর্ণরোগ অতি অল্প পরিমাণেও যদি বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সে অবস্থায় ভোজন করা সুখদায়ক হয় না। ১৮

(সেই মহৎ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ে অবিচ্ছেদে সেই জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী হইয়া থকেন। জীব ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মে বিজড়িত থাকিয়াই ইহলোকে এবং পরলোকে সুখদুঃখ ভোগ করে।)

(মেঃ)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, "তৌ"='তাহারা উভয়ে', ইহা যদি মহান্ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়কে বুঝায় তাহা হইলে "তস্য"='তাহার', ইহা দ্বারা কাহাকে বুঝাইবে? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, উহা 'জীব'কে বুঝাইতেছে—উহার অর্থ এখানে জীব। এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে "তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই জীব"। "তস্য" ইহা দ্বারা লিংগশরীর অভিহিত হইতেছে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, 'মহৎ' ইহাও ত ঐ লিংগশরীরকেই বুঝায়। আর যদি বলা হয়, বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণই 'মহৎ' শব্দটীর অর্থ তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত লিংগশরীরের সম্বন্ধ কিরূপ? কারণ, ঐ লিংগশরীর ত মহাভূতসকলের সূক্ষ্ম অংশস্বরূপই হইয়া থাকে। এইজন্য এই গ্রন্থেই অন্যত্র বলা হইয়াছে "ইহা সেই সাতটী পদার্থেরই সূক্ষ্মাংশ হইতে" ইত্যাদি। এই কারণে আমাদের বিবেচনায় "তৌ এব উর্ভৌ" ইহা দ্বারা মহৎ এবং পরমাত্মা বোধিত হইতেছে, এইভাবে কেহ কেহ যে ব্যাখ্যা করেন তাহাই সংগত। কারণ উহাদেরই দ্রষ্টৃত্ব সংগত হইতে পারে। আর ঐ উভয়ের কর্তৃত্বের দৃষ্টান্ত মিলিতে পারে। 'মহৎ' ইহা করণ (অন্তঃকরণ) স্বরূপ হইলেও ঔপচারিকভাবে তাহাকে কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। যেমন (কাষ্ঠের দ্বারা পাক করিতেছে, এইরূপ না বলিয়া) 'কাষ্ঠসকল পাক করিতেছে' এইরূপ বলা হইয়া থাকে। আর, "তস্য"=তাহার, ইহা দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞকে বুঝান হইতেছে। আর ক্ষেত্রজ্ঞে আশ্রিত (স্থিত) ধর্ম্মাধর্ম্ম পরমাত্মা দেখিয়া থাকেন, এইরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, সকলেরই সুখদুঃখভোগ ঐ পরমাত্মার অধীন, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে। এইজন্য কথিত হইয়াছে—"ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত (চালিত) হইয়াই জীব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বর্গে অথবা পাতালে (নরকে) যায়"। আর এখানে 'প্রেরণা' বলিতে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা (ভগবদিচ্ছা) বুঝাইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার নিয়ামক হয় তাহা হইলে ত তাঁহার ঐশ্বর্য্যের (ঈশ্বরত্বের) হানি ঘটে (অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার ত কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। আর যাঁহার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য নাই কিন্তু তাহা অন্য কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তিনি আবার কিরূপ ঈশ্বর?)। ইহার উত্তরে বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে,—"এই পৃথিবীতে যেমন দেখা যায় যে, রাজা তাঁহার ভৃত্যবর্গকে তাহাদের সেবার অনুরূপ ফল দান করেন (এই ফলদান বিষয়ে তিনি তাহাদের কর্ম্মের উপর যে নির্ভর করেন) তাহাতে তাঁহার প্রভুত্বের কোন হানি হয় না (ঈশ্বর যে জীবের ভালমন্দ কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগের ভালমন্দ ফল বিধান করেন তাহাতেও সেইরূপ তাঁহার ঈশ্বরত্ব ব্যাহত হয় না)। এই কারণে এখানে বলা হইয়াছে যে, "মহৎ এবং পরমাত্মা ইঁহারা তাহা দেখিতে থাকেন"। "তস্য" ইহা 'ক্ষেত্রজ্ঞ'কে বুঝাইতেছে।

ইহাও কিন্তু সংগত নহে; কারণ, এরূপ বলিলে "যাভ্যাং প্রাপ্নোতি সংপৃক্তঃ" এই পরবর্ত্তী সন্দর্ভের সহিত বিরোধ ঘটে। কারণ, পরমাত্মার সহিত কাহারও ত 'সম্পর্ক' অর্থাৎ সম্বন্ধের কথা বলা হইতেছে না। বস্তুতঃ পরমাত্মার সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। (উত্তর)—তাহাই যদি হয় তবে "যাভ্যাং" ইহা দ্বারা 'মহৎ ও পরমাত্মা' বোধিত হইতেছে না, কিন্তু ইহা দ্বারা ধর্ম্ম এবং পাপ উদ্দিষ্ট হইতেছে। কারণ, এই ধর্ম্মাধর্ম্মের কথাও এখানে আলোচিত হইতেছে। যদি 'মহৎ' শব্দের অর্থ এখানে অন্তঃকরণ হয় তাহা হইলে আরও ইহার অসামঞ্জস্য হইয়া পড়িবে। যেহেতু, পরমাত্মার যে সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব (পরমেশ্বর যে সমস্তই দেখেন) তাহার জন্য তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিতে হয় না। করণবর্জ্জিত যে পরমাত্মার স্বরূপ তাহারই "অভ্যেতি"=নিকটে অভিগমন করে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এই অভিগমনটী কিরূপ ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, 'পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়' তাহা হইলে সেরূপ বলা সংগত হইবে না; কারণ, কেবলমাত্র পাপ দূর হইলেই পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহার অর্থ 'পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইবার প্রবণতা' এইরূপ যদি বলা হয় তাহাও ঠিক হইবে না। কারণ, শরীরারম্ভক ভূতসকল লয়প্রাপ্ত হইলে জীব তখন অশরীর হইয়া যায়। তাহার পক্ষে ঐ প্রবণতাপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। অতএব 'তৌ ধর্ম্মং পশ্যতস্তস্য" এখানে "তস্য" ইহার অর্থ 'আত্মার'—এইভাবেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ১৯

(যদি সে বেশী ধর্ম্ম আচরণ করে এবং অল্প অধর্ম্ম করে তাহা হইলে সেই সমস্ত সূক্ষ্ম ভূতাবয়ব পরিবেষ্টিত শরীরে স্বর্গে সুখ অনুভব করিয়া থাকে।

(মেঃ)—"প্রায়শঃ" ইহার অর্থ বেশীর ভাগ। "তৈরেব ভূতৈঃ"=মহদাদি মহাভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতিবর্গের দ্বারা উৎপাদিত শরীরে—স্বর্গে সুখভোগ করে। ২০

(আর যদি সে বেশী অধর্ম্ম এবং অল্প পরিমাণ ধর্ম্ম করিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ সমস্ত ভূতের প্রাধান্যশূন্য অন্য শরীরে যমযন্ত্রণা ভোগ করে।)

(মেঃ)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 'পাপিগণের শরীর পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা নির্ম্মিত', আবার এখানে বলা হইতেছে 'ঐসকল মহাভূতের দ্বারা পরিত্যক্ত', ইহা কিরূপ কথা হইল? ইহার উত্তরে বক্তব্য, নরকে নারকী জীবের যে শরীর তাহা ভৌতিক (ভূতনির্ম্মিত) নহে। আবার, যাহার শরীর নাই তাহার পক্ষে যাতনাভোগ করাও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ স্বর্গসুখভোগ এবং নরকযন্ত্রণাভোগের জন্য যে শরীর তাহা পরস্পর একেবারে ভিন্ন প্রকার। স্বর্গোপযোগী মৃদু, স্নিগ্ধ ও সুকুমার শরীর যাহা দ্বারা নির্ম্মিত হয় সেগুলি অত্যন্ত ভিন্ন ধরণের। সুতরাং "তৈঃ পরিত্যক্তঃ" ইহার অর্থ, স্বর্গভোগের উপযুক্ত যেসকল শরীর সেগুলি তাহাকে পরিত্যাগ করে, যাহাতে সে দুঃখভোগ করিতে পারে। ২১

(সেই জীব সেই সমস্ত যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া যখন পাপমুক্ত হইয়া যায় তখন পুনরায় সেই পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়া থাকে—মনুষ্যাদি দেহ লাভ করে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীর অর্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।। পূর্ব্বোক্ত এই চারিটী শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, জীবের যদি অধর্ম্ম অধিক হয় তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে যমযন্ত্রণা ভোগ থাকে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর অধর্ম্মের পরিমাণ যদি অতি অল্প হয় তাহা হইলে তাহার ইহলোকেই সুখানুভবরূপ স্বর্গভোগ ঘটে। ২২

(ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের ফলে জীবের এইসকল গতি—সদ্‌গতি বা দুর্গতি ঘটিয়া থাকে ইহা নিজের মনে মনে বেশ পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই মনোনিবেশ করা উচিত।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীর অর্থ সূক্ষ্ম বা জটিল নহে। "ধর্ম্মতোঽধর্ম্মতঃ" এখানে 'নঞ্‌' প্রশ্লিষ্ট আছে ('অ'কার লুপ্ত আছে); ইহার অর্থ—ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ নিমিত্তবশতঃ। "জীবস্য"=জীবের অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার। "স্বেনৈব চেতসা"=নিজেরই বুদ্ধিতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য অনুসরণ করিয়া উহা অনুভব করিবে। এখানে সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যে ফল তাহার উপসংহার করা হইল। ২৩

(সত্ত্বঃ, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটী আত্মার গুণ বলিয়া জানিবে। জীব ঐ তিনটী গুণের প্রভাবেই এই সমস্ত ভাব বা পদার্থনিচয়কে সমগ্রভাবে ব্যাপিয়া আছে।)

(মেঃ)—ধর্ম্মাধর্ম্মের যে অংশটী কর্ম্মকান্ডের উপযোগী তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞানকান্ড আরম্ভ করিতে চাহিতেছেন। তাহার জন্য ঐ জ্ঞানেরই অঙ্গ কি তাহা বলিয়া দিবার জন্য প্রথমতঃ যেন দ্বৈতবাদ অনুসরণ করিয়া বক্তব্য বিষয়টীর আলোচনা করা হইতেছে। 'সত্ত্ব' প্রভৃতি তিনটী গুণ আত্মার ধর্ম্ম। এখানে 'আত্মা' ইহার অর্থ জীব নহে, কিন্তু উহা মহান্‌—মহৎ তত্ত্বকে বুঝাইতেছে। কারণ, 'আত্মা' ইহার অর্থ এখানে স্বভাব, ইহা প্রত্যগাত্মাকে বুঝাইতেছে না; যেহেতু পুরুষ অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা নির্গুণ—কোনও গুণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই। অথবা আত্মা ভোক্তা এবং গুণত্রয় ভোগ্য; এইজন্য ঐ গুণত্রয়কে ভোক্তা আত্মার সহিত ভোগ্যতাসম্বন্ধযুক্ত বলা হইতেছে। আর এখানে 'মহান্‌' ইহা দ্বারা মহৎ-তত্ত্ব বুঝাইতেছে; কারণ তাহাই সত্ত্বাদিগুণের সহিত প্রত্যাসন্ন। প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির যে প্রথম বিকারাবস্থা তাহার নাম 'মহৎ'। তাহাই সকল বিকারকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। যেহেতু তাহা সকল প্রকার বিকারেরই প্রকৃতি, এইজন্য এইরূপ বলা হইতেছে। ২৪

(এই গুণত্রয়ের মধ্যে যে গুণটী যখন শরীরমধ্যে সমগ্রভাবে অভিব্যক্ত হয় তখন তাহা সেই শরীরী ব্যক্তিকে নিজ ক্রিয়া বা ধর্ম্মযুক্ত করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—যদিও জগতের সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক তথাপি যে গুণটী যখন "সাকল্যেন"= সমগ্রভাবে "অতিরিচ্যতে"=আধিক্য প্রাপ্ত হয় এবং জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশেই তাহা ঘটিয়া থাকে, তখন সেই গুণটী প্রাণীর অপরাপর গুণগুলিকে অভিভূত করিয়া থাকে। এই কারণে শরীরী (প্রাণী) প্রধানতঃ সেই গুণযুক্ত হইয়া থাকে; সেই গুণটীরই ধর্ম্ম ও ক্রিয়া দেখাইয়া থাকে,-যেন অন্য গুণদ্বয়কে ত্যাগ করিয়াছে। ২৫

(ইহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণটী জ্ঞানস্বরূপ, তমোগুণ অজ্ঞানস্বরূপ এবং রজোগুণ রাগদ্বেষ-স্বরূপ। ইহাই এই গুণত্রয়ের স্বভাব, এইভাবে উহারা সমগ্র চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছে।)

(মেঃ)—ইহাদের সাধারণ লক্ষণ এই যে, ইহারা সর্ব্বজীবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 'জ্ঞান' ইহার অর্থ যাহা বিষয়ের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দেয়। অজ্ঞান=মোহ; মদমূর্চ্ছাদি অবস্থাতে যে অচৈতন্যভাব তাহাই কেবল অজ্ঞান নহে (কিন্তু মোহও অজ্ঞান)। 'রজঃ' হইতেছে জ্ঞানাজ্ঞান উভয়স্বরূপ। "রজঃ রাগদ্বেষস্বরূপ" এখানে 'রাগদ্বেষ' শব্দের দ্বারা ঐ জ্ঞানাজ্ঞান উভয় প্রকার ধর্ম্মের সমাবেশ বুঝাইতেছে। উহাতে সম্যক্‌ জ্ঞানও নাই, অতিশয় ক্রোধও নাই এবং অতিশয় প্রসন্নতাও নাই। উহাই রজঃ। "বপুঃ" ইহার অর্থ স্বভাব; কারণ, বীজস্বরূপ যে বাসনা তাহার উচ্ছেদ হয় না, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তাহা বিদ্যমান থাকে। ২৬

(আত্মমধ্যে কোন কালে প্রীতিযুক্ত, প্রশান্ত এবং শুদ্ধাভ যাহা কিছু লক্ষ্য করিবে তাহাই উহাদের মধ্যে সত্ত্ব বলিয়া বুঝিবে।)

(মেঃ)—"প্রীতিসংযুক্তং"=প্রীতি ও জ্ঞান প্রকাশস্বরূপ স্বচ্ছ, "শুদ্ধাভং"=যাহা শুদ্ধের ন্যায় প্রকাশমান, যাহাকে রজঃ কিংবা তমঃ কলুষিত করে নাই, যাহা মদ, মান, রাগ, দ্বেষ, লোভ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মোহ, ভয়, শোক এবং মাৎসর্য্য ইত্যাদি প্রকার দোষশূন্য। এই যে অবস্থা, ইহা সকলেরই নিজের মধ্যে কখন কদাচিৎ প্রকাশ পায়; ইহা স্বসংবেদ্য—কেবল নিজে নিজেই অনুভব করিতে হয়। ২৭

(যাহা দুঃখসংযুক্ত এবং যাহা নিজের প্রীতিজনক নহে, তাহা সর্ব্বদা পুরুষকে বিষয় ভোগে আকৃষ্ট করে বলিয়া তাহাকে অভ্যুদয়ের পরিপন্থী রজোগুণ বলিয়া জানিবে।)

(মেঃ)—যাহা "দুঃখেন সমাযুক্তং"=দুঃখমিশ্রিত, তাহা শুদ্ধ প্রীতিস্বরূপ হয় না; এইজন্য বলা হয় তাহা অপ্রীতিকর,—তাহা দুঃখানুবিদ্ধ বলিয়া প্রীতিযুক্ত নহে। "অপ্রতিপম্" ইহার অর্থ অপ্রত্যক্ষ পারমার্থিক (?); তাহাই রজোগুণের স্বরূপ; তাহাই "হর্ত্তৃ" অর্থাৎ তাহা পুরুষকে বিষয়ে প্রবৃত্ত (আকৃষ্ট) করে; তাহা স্পৃহা (কামনা ও আকাঙ্ক্ষা) বর্দ্ধিত করে। ২৮

(আর যাহা মোহসংযুক্ত, যাহার ফলে সৎ ও অসৎ বিবেচনা থাকে না, যাহা বিষয়াত্মক অর্থাৎ জড়স্বরূপ যাহার স্বরূপ অবধারণ করা যায় না, তাহা তমোগুণ বুঝিবে।)

(মেঃ)—"মোহ" ইহার অর্থ বিচিত্ততা অর্থাৎ ইহা সংগত, ইহা অসংগত এরূপ বিবেচনা না থাকা। 'বিষয়' হইয়াছে 'আত্মা' অর্থাৎ স্বভাব যাহার তাহা বিষয়াত্মক। আচ্ছা, এই তমোগুণ যখন সকলের অন্তরের বস্তু তখন ইহা 'বিষয়' অর্থাৎ বহির্বস্তু হইবে কিরূপে? (উত্তর)—মোহজনক বিষয়ে ইহা আসক্তি উৎপাদন করে বলিয়া বুদ্ধিকেই এইরূপ বলা হইতেছে। অথবা বুদ্ধিই বিষয়সংসর্গে বিষয়াত্মক হইয়া যায়। এইভাবে সংখ্যার ত্রৈগুণ্য থাকে, কিন্তু ভিতরের এবং বাহিরের সত্ত্বসকলেরও যে ত্রৈগুণ্য হয় তাহা নহে (?)। তাহা "অপ্রতর্ক্য" অর্থাৎ অনুমানগম্য; তাহা "অবিজ্ঞেয়" অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রেয়র অগোচর। ২৯

(এই তিন প্রকার গুণেরই যে ফল প্রকাশ পায় তাহা উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিন রকম হইয়া থাকে। তাহা আমি সমগ্রভাবে বলিতেছি।)

(মেঃ)—এই ত্রিবিধ গুণকে আশ্রয় করা হইলে ইহাদের যেরূপ ফল উৎপন্ন হয় তাহা যে উত্তম, অধম এবং মধ্যম এই তিন প্রকার হইয়া থাকে তাহাই বর্ণনা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। যে গুণ অভিব্যক্ত হইয়া আধিক্য প্রাপ্ত হইলে, বেশীভাবে প্রকটিত হইলে পুরুষের যেরূপ স্বভাব হয় তাহা বলা যাইতেছে—এই প্রকার প্রতিজ্ঞা (বক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ) করা হইতেছে। ৩০

(বেদাভ্যাস, তপ, জ্ঞান, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং আত্মধ্যান এইগুলি সব সত্ত্বগুণের লক্ষণ।)

(মেঃ)—সত্ত্বসম্বন্ধযুক্ত গুণের লক্ষণ, ইহাই এখানে বক্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। এখানে "সাত্ত্বিকং" এই পদটীকে কোন প্রকারে "গুণলক্ষণং" ইহার সহিত অন্বয় করিতে হইবে। যাহা দ্বারা গুণ লক্ষিত হয় তাহা 'গুণলক্ষণ'। সুতরাং এখানে "সাত্ত্বিকং" এই পদটী কাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে? (কারণ, 'গুণ' ইহার সহিত উহার সম্বন্ধ হইতে পারে না, যেহেতু এখানে 'গুণ' এই শব্দটী সমাসে প্রবিষ্ট হইয়া অন্যের বিশেষণ হইয়া গিয়াছে।) (উত্তর)—কখন কখন সমুদায়ান্তর্গত এক একটী অবয়বও (পদও) পদান্তরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, এরূপ দেখা যায়। যেমন, "দেবদত্তস্য গুরুকুলম্"=দেবদত্তের গুরুকুল। এখানে 'গুরু' এই শব্দটী সমাসপ্রবিষ্ট হইয়া উপসর্জ্জন (অপ্রধান বা বিশেষণ) হইয়া গেলেও 'দেবদত্ত' এই পদটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এখানেও সেইরূপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং "সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণং" ইহা অর্থ 'সত্ত্বগুণের ইহা লক্ষণ'। ৩১

(কর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহ, অধৈর্য্য, অসৎকার্য্য আশ্রয় এবং নিয়ত বিষয়াসক্তি—এগুলি সব রজোগুণের লক্ষণ।)

(মেঃ)—দৃষ্টার্থক কিংবা অদৃষ্টার্থক কাম্যকর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিতে আগ্রহ এবং বৃথা কর্ম্মের অনুষ্ঠান—ইহা রজোগুণের লক্ষণ। "অধৈর্য্য",—অল্প একটু বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে চিত্তের ব্যাকুলতা, তাহার ফলে দীনতা অবলম্বন এবং উৎসাহ পরিত্যাগ। "অসৎকার্য্য"= লোকবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম; তাহার "পরিগ্রহ" অর্থাৎ আচরণ। "অজস্রং"=পুনঃ পুনঃ "বিষয়োপসেবা"=বিষয়ে আসক্তি বা প্রবৃত্তি। ৩২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(লোভ, নিদ্রালুতা, অধৈর্য্য, ক্রূরতা, নাস্তিকতা, সদাচার হইতে স্খলন, যাচ্ঞা করিবার প্রবৃত্তি এবং প্রমাদ—এগুলি সব তমোগুণের লক্ষণ।)

(মেঃ)—ধনাদিতে যে অনুরাগ তাহাই লোভ। "ক্রৌর্য্য"=ক্রূরতা অর্থাৎ কেহ যদি অল্প একটু দোষ করে তাহাতেই তাহার শত্রুতা করা। নাস্তিক্য অর্থাৎ শাস্ত্রে এবং পরলোকে অবিশ্বাস। "ভিন্নবৃত্তিতা"=সদাচার ভ্রষ্ট হওয়া। এখানে "চ" শব্দটী থাকায় শিষ্টজননিন্দাও বুঝাইতেছে। "যাচিষ্ণুতা"=যাচ্ঞা করিবার প্রবণতা। "প্রমাদ"=ধর্ম্মাদিতে অবহিত না হওয়া; যাহা হইতে অনিষ্ট ঘটিবে তাহা পরিহার করিবার বিষয়ে আগ্রহ না থাকা। "স্বপ্নোঽধৃতিঃ" এখানে একটী নঞ্ ('অ'কার) প্রশ্লিষ্ট আছে অর্থাৎ স্বপ্ন এবং ধৃতি এরূপ নহে কিন্তু স্বপ্ন এবং অধৃতি ইহাই পাঠ। ৩৩

(কালত্রয়ে বিদ্যমান এই গুণত্রয়ের লক্ষণ সংক্ষেপে ক্রমিকভাবে এইরূপ অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ প্রকার বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—"ত্রিষু"=ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালে অথবা সাম্য, উপচয় এবং অপচয় এই তিন অবস্থায় কিংবা উত্তম, অধম এবং মধ্যম এই ত্রিবিধ ফলপ্রকাশে। "ইদম্" ইহা দ্বারা বক্ষ্যমাণ বিষয়টীর নির্দ্দেশ করা হইল। ৩৪

(যে কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়া কিংবা করিতে থাকিয়া অথবা পরে করিবে এইরূপ ভাবিয়া লোকে লজ্জিত হয় সে সমস্তই তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া জ্ঞানিগণ জানিবেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বশ্লোকে "ত্রিষু" ইহার অর্থ তিনকাল এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাই 'কৃত্বা', 'কুর্ব্বন্' এবং 'করিষ্যন্' ইহা দ্বারা দেখাইয়া দিতেছেন। কখনও বা তিনকালেই লজ্জিত হয় আবার কখনও বা কোন একটী কালে লজ্জা অনুভব করে। 'আমি কি জন্য এরূপ করিলাম, আমি কিরূপে ভাল লোকেদের সামনে গিয়া দাঁড়াইব" এই প্রকার চিত্তপরিখেদই লজ্জা। ৩৫

(যে কর্ম্মের দ্বারা ইহলোকে প্রচুর খ্যাতি লাভ করিতে চায় অথচ যাহা সম্পন্ন না হইলে লোকে অনুশোচনাও করে না তাহাই রজোগুণের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—'এরূপ করিলে লোকসমাজে আমায় সাধু বলিবে—প্রশংসা করিবে' এইরূপ বিবেচনা করিয়া যে যাগযজ্ঞ, তপ, দানাদি ধর্ম্ম করা হয়, ইহা আত্মখ্যাপনের জন্যই করা হইয়া থাকে। 'তীর্থকাক' লোকদিগকে দান করা, রাজার সম্বন্ধে স্পর্দ্ধা-উক্তি, শূদ্রগণের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা ইত্যাদিও ঐরূপ। "পুষ্কলাম্"=প্রচুর খ্যাতি, এই কথাটী থাকায় এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে যে, খ্যাতি ধর্ম্মকর্ম্মসকলের অনুষঙ্গী সহভাবী (সৎকর্ম্ম করিলে সাধারণভাবে খ্যাতি স্বতই হইয়া থাকে)। কাজেই কেহ ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে থাকিলে যদি লোকেরা তাহা প্রচার করে তাহা হইলে তাহাতে দোষ নাই—সেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান রজোগুণমূলক নহে। এইজন্য "ইক্ষুর নিমিত্ত চাষ করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির" ইত্যাদি প্রকার একটী উক্তি রহিয়াছে। মহাভারতের মধ্যে একটী উপাখ্যানেও বলা হইয়াছে—"ইক্ষুচাষকারী ব্যক্তি ইক্ষু তুলিবার সময় যেমন তাহার সহিত ছালছিবড়ে তৃণলতাও তুলিয়া সঞ্চয় করে সেইরূপ মানবও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকিয়া যশ, কাম এবং অর্থও লাভ করিয়া থাকে"। "অসম্পত্তৌ"=কর্ম্মফল প্রকাশিত না হইলেও। "ন শোচতি"=শোক করে না; তাহাতেও তাহার দুঃখ নাই। অথবা "অসম্পত্তৌ" ইহার অর্থ কর্ম্ম সম্পন্ন না হইলেও। ৩৬

(যাহা সর্ব্বপ্রকারে জানিতে ইচ্ছা করে, যাহা সম্পাদন করিয়া লজ্জিত হইতে হয় না এবং যাহা অনুষ্ঠান করিয়া অন্তরাত্মা তৃপ্তিলাভ করে, এই সমস্তগুলি সত্ত্বগুণমূলক বলিয়া ঐগুলি সত্ত্বগুণের পরিচায়ক হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর অর্থ অতি স্পষ্ট। ৩৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(কামপ্রধানতা তমোগুণের লক্ষণ, অর্থপ্রধানতা রজোগুণের এবং ধর্ম্মপ্রধানতা সত্ত্বগুণের লক্ষণ। ইহাদের মধ্যে পরবর্ত্তীগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।)

(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, কামে অর্থাৎ কামনাতেও ত সুখ আছে। আবার, যাহা প্রীতিসংযুক্ত তাহা সত্ত্বগুণের পরিচায়ক, ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং ঐ 'কাম' যে তমোগুণের পরিচায়ক, ইহা বলা কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এস্থলেও তমঃ মোহস্বরূপ, কিন্তু উহা জ্ঞানস্বরূপ নহে, যেহেতু জ্ঞান সত্ত্বগুণেরই লক্ষণ; এইজন্য বলা হইয়াছে "সত্ত্বগুণ জ্ঞানস্বরূপ"। "কাম তমোগুণের লক্ষণ" এস্থলে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবরূপ অবস্থা বক্তব্য নহে, কিন্তু বিষয়গত যে স্পৃহাধিক্য তাহাকেই 'কাম' বলা হইয়াছে। আর স্পৃহাধিক্য অবস্থায় যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহাও নহে। প্রত্যুত এরূপ স্থলে স্পৃহণীয় বিষয়টী অব্যক্তই (অপ্রাপ্তই) থাকে। যে লোক ঐপ্রকার কামপ্রধান তাহার ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা থাকে না বলিয়া এতাদৃশ স্থলে কামের মধ্যে মোহরূপতা থাকে; (আর তাহাই তমোগুণ)। এই প্রকার 'কাম'ই এখানে বক্তব্য। কিন্তু ঋতুকালে নিজপত্নীতে উপগত হইবার জন্য যে ঔৎসুক্য তাহা শাস্ত্রবিহিত; কাজেই তাহা তমোগুণের লক্ষণ নহে। ৩৮

(এইগুলির মধ্যে যে গুণের প্রভাবে জীব যে সমস্ত গতি লাভ করে এই সমগ্র জগতের সেই গতি আমি সংক্ষেপে যথাক্রমে বলিব।)

(মেঃ)—"এষাং"=এইসকল গুণের মধ্যে যে গুণের প্রভাবে পুরুষ (জীব) যেসকল 'সংসার' (সংসৃতি) লাভ করে,—। 'সংসার' শব্দটীর অর্থ গতি (জন্মপ্রাপ্তি)। সুতরাং "যান্ সংসারান্" ইহার অর্থ 'যে যে জন্ম' লাভ করে, তাহা অগ্রে বলা হইবে। এইভাবে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রতিজ্ঞা নির্দ্দেশরূপে এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। ৩৯

(যাহারা সত্ত্বগুণপ্রধান তাহারা দেবত্ব লাভ করে, যাহারা রজোগুণপ্রধান তাহারা মানুষ হইয়া জন্মে, আর যাহারা তমোগুণপ্রধান তাহারা তির্য্যগযোনি প্রাপ্ত হয়—পশুপক্ষী হইয়া জন্মিয়া থাকে; জীবের এই তিন প্রকার গতি হইতে পারে।)

(মেঃ)—গুণানুসারে সাধারণভাবে এই গতি নির্দ্দেশ। ৪০

(গুণানুসারে ঐ ত্রিবিধ গতির প্রত্যেকটী আবার অধম, মধ্যম এবং উত্তম এই তিন প্রকার; তাহাও আবার কর্ম্ম এবং বিদ্যার বিশেষত্ব অনুসারে বহু প্রকার হইতে পারে।)

(মেঃ)—"এষা ত্রিবিধা"=এই তিন প্রকার গতি আবার "গৌণিকী"=সত্ত্ব প্রভৃতি গুণানুসারে উত্তম, অধম এবং মধ্যমভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব উহা সমষ্টিতে নয় প্রকার হইবে। তাহাও আবার কর্ম্ম এবং বিদ্যার বিশেষত্ব অনুসারে অনন্ত প্রকার। যেহেতু ভালমন্দ কর্ম্ম বুদ্ধিপূর্ব্বক (জ্ঞানকৃত) অনুষ্ঠান এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক (অজ্ঞানকৃত) অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রকার বহু ভেদ রহিয়াছে। এই কথাটীই "কর্ম্মবিদ্যাবিশেষতঃ" এই অংশে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪১

(স্থাবর বৃক্ষাদি, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কচ্ছপ, পশু, এবং মৃগ হইয়া জন্মান নিকৃষ্ট তামসী গতি। হস্তী, অশ্ব, গর্হিত শূদ্র, ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং বরাহযোনি মধ্যম তামসী গতি। চারণ, সুপর্ণ, দাম্ভিক পুরুষ, রাক্ষস এবং পিশাচযোনি উত্তম তামসী গতি।)

(মেঃ)—"চারণাঃ"=কথক, গায়ক, স্ত্রীসংযোজক প্রভৃতি। "সুপর্ণাঃ"=পক্ষিবিশেষ। শ্লোকের "গর্হিতাঃ" এটী "শূদ্রাঃ" এই পদটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। 'গর্হিত শূদ্র' বলিতে তাহাদের বুঝায় যাহারা ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করে, যাহারা ব্রাহ্মণের নিকট বেতন গ্রহণ করে এবং যাহারা মদমানাদিযুক্ত, হিংস্র চোর ইত্যাদি প্রকার তাহারাও ঐ গর্হিত। ৪২-৪৪

(ভল্ল, মল্ল, নট, শস্ত্রজীবী পুরুষ এবং দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপানে যাহারা আসক্ত তাহাদের ঐ জন্ম নিকৃষ্ট রাজসী গতি।)

(মেঃ)—ঝল্ল ও মল্ল ইহারা রঙ্গক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা বাহুযুদ্ধ করে তাহারা 'মল্ল', আর যাহারা লাঠি, মুগুর লইয়া যুদ্ধ করে কিংবা যাহারা পরিহাসজীবী (ভাঁড়) তাহারা ঝল্ল। ৪৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(রাজা, ক্ষত্রিয়, রাজার পুরোহিত, বাদপ্রধান অর্থাৎ যাহারা বেশী তর্ক কলহ করে এবং যাহারা যুদ্ধপ্রধান তাহাদের ঐ জন্ম মধ্যম রাজসী গতি।)

(মেঃ)—"রাজা"=জনপদের অধিপতি, "ক্ষত্রিয়"=ঐ রাজার অনুজীবী সামন্তগণ। "বাদপ্রধান"=যাহারা শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয়সকল আলোচনা করিতে থাকিয়া পরস্পর জল্প (কথা কাটাকাটি) করিয়া থাকে। "যুদ্ধপ্রধান"=যাহারা যুদ্ধ করে। ৪৬

(গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপরাপর দেবানুচর এবং অপ্সরা ইহাদের জন্ম উত্তম রাজসী গতি।)

(মেঃ)—গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিরা দেবযোনিবিশেষ; উহাদের পরস্পর পার্থক্য কি তাহা বেদের অর্থবাদ এবং ইতিহাস প্রভৃতি হইতে জ্ঞাতব্য। 'বিবুধ' ইহার অর্থ দেবতা; তাঁহাদের অনুচর =বিবুধানুচর; যেমন সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রভৃতি। ৪৭

(তাপস, যতি, ব্রাহ্মণ, বিমানবিহারী দেবগণ, নক্ষত্রগণ এবং দৈত্যগণ ইহাদের জন্ম নিকৃষ্ট সাত্ত্বিক গতি।)

(মেঃ)—"তাপসাঃ"=তপস্যাই যাঁহাদের প্রধান কর্ম্ম, যেমন বানপ্রস্থ প্রভৃতি। "যতয়ঃ"= পরিব্রাজক প্রভৃতি যতিগণ। ইহা দ্বারা এই বিষয়টী সূচিত হইতেছে যে, কেবলমাত্র সেই সেই যোনিতে জন্মলাভই গতি নহে, কিন্তু বিশিষ্ট কর্ম্ম আচরণ হইতেও (ইহলোকেই) বিশিষ্ট গতি হইতে পারে। কারণ, এই যে তাপস প্রভৃতি ইঁহারা কোন বিশেষ বিশেষ জাতি নহেন, কিন্তু তপস্যাদি কর্ম্ম অনুসারে উহাদের ঐ নামে উল্লেখ করা হয়। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন,—মেরুনিবাসী এক জাতি আছেন তাঁহাদের নাম 'যতি"। এইজন্য বেদমধ্যে এইরূপ উপাখ্যান আছে,—"ইন্দ্র যতিগণকে কুকুরের মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলেন" ইত্যাদি। "বৈমানিকাঃ" ;—বিমান বলিতে যানবিশেষ বুঝায় ; যেমন 'পুষ্পকরথ' প্রভৃতি। সেই বিমানে যাঁহারা বিচরণ করেন তাঁহারা বৈমানিক অর্থাৎ অন্তরিক্ষচারী কোন কোন দেবযোনি। "প্রথমা সাত্ত্বিকী গতি" অর্থাৎ নিকৃষ্ট সাত্ত্বিক গতি। ৪৮

(যাজ্ঞিকগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, বেদগণ, জ্যোতির্গণ, বৎসরগণ, পিতৃগণ এবং সাধ্যগণ ইঁহাদের জন্ম মধ্যম সাত্ত্বিকী গতি।)

(মেঃ)—আনুপূর্ব্বীবিশিষ্ট (বিশেষপারম্পর্য্য বা ক্রমযুক্ত) যে বর্ণাত্মক শব্দরাশি তাহারই নাম বেদ। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এখানে কর্ম্মজন্য কিরূপ গতি লাভ হয় তাহাই ত আলোচ্য এবং বক্তব্য; সুতরাং অচেতন পদার্থসকলের বর্ণনা করা হইতেছে কেন? যেহেতু শব্দাদি পদার্থসকল ত অচেতনই হইতেছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, 'শব্দাদি পদার্থ সকল অচেতন' ইহা ত অতি অল্পই (সামান্যই) বলা হইল। কারণ, দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্যন্ত যত কিছু পদার্থ আছে ইহারা সকলেই ত শরীরবিশিষ্ট। অথচ শরীর মাত্রেই অচেতন—যত যত শরীর আছে সে সমস্তই অচেতন। চৈতন্যশক্তি পুরুষের, যেহেতু পুরুষই কেবল চিতিশক্তি বা চেতনস্বরূপ। কিন্তু পুরুষ সত্ত্বাদিগুণের সহিত সম্বন্ধ নহে, যেহেতু পুরুষ নির্গুণ। শরীরসকল স্বরূপতঃ অচেতন হইলেও পুরুষ দ্বারা অধিষ্ঠিত (আশ্রিত) হইলে তখন চেতন বলিয়া কথিত হয়। অতএব এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ;—। বেদ হইতেছে সত্ত্বপ্রধান; সেই বেদ অভ্যাস করিলে তাহার ফলে সাত্ত্বিক গতি লাভ হয়। তাই বলিয়া সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তির যে বেদত্বপ্রাপ্তি হয় এবং তাহাই সাত্ত্বিকী গতি, এরূপ অর্থ নহে। কাহারও কাহারও মতে বরুণলোকে বেদের অধিষ্ঠাতা বেদপুরুষ বিদ্যমান আছেন, ইহা শাস্ত্রমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। ৪৯

(ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি বিশ্বসৃক্‌গণ, ধর্ম্ম, মহান্ এবং অব্যক্ত এই সমস্ত জন্ম লাভ করাকে জ্ঞানিগণ উত্তম সাত্ত্বিকী গতি বলিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—"বিশ্বসৃজঃ"=বিশ্বসৃক্‌গণ অর্থাৎ মরীচি, অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ। "ধর্ম্ম"= বেদার্থ। পূর্ব্বে বেদের স্বরূপ বলা হইয়াছে, আর এখানে বেদার্থ বলা হইতেছে; ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, বেদের স্বরূপ অপেক্ষা বেদের অর্থ প্রধান। অথবা ধর্ম্ম বলিতে 'সত্য' প্রভৃতি বুঝাইবে। ইহাদের সব শরীরসম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে হইবে। (ঐ সমস্তের অধিষ্ঠাতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শরীরী পুরুষই এখানে ঐসকল শব্দের অর্থ।) 'মহান্' এটী আলাদা একটী নাম। "অব্যক্তং" =অব্যক্ত, প্রধান, প্রকৃতি এগুলি সব একার্থক। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এখানে বলা হইল যে, 'অব্যক্ত' হইয়া জন্মান উত্তম সাত্ত্বিকী গতি; সুতরাং ইহাতে সত্ত্বগুণের আধিক্য রহিয়াছে। অতএব প্রধান বা অব্যক্তের মধ্যে সত্ত্বগণের আধিক্য থাকিলে জগতের সকল পদার্থের মধ্যেই ত সত্ত্বগুণের আধিক্য হইবে; কারণ সমগ্র জগৎই হইতেছে ঐ প্রধান বা অব্যক্তের বিকার অর্থাৎ কার্য্য বা পরিণামস্বরূপ। আর তাহা হইলে স্থলবিশেষে রজঃ এবং স্থলবিশেষে তমোগুণেরও যে আধিক্য হইবে তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? সুতরাং পূর্ব্বে "এইগুলির মধ্যে দেহে যখন যে গুণটীর আধিক্য ঘটে" ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা কিরূপে সংগত হয়? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এস্থলে ঐ প্রকার উক্তির তাৎপর্য্য এরূপ নহে যে, তাহারা প্রধানভাব (অব্যক্ত-স্বরূপ) প্রাপ্ত হয় (কারণ উহাতে জড়ভাবাপত্তি হইয়া যায়)। কিন্তু এখানে ঐ প্রকার উক্তির তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে,—অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হওয়া, অব্যক্তকে দর্শন করিবার সম্বন্ধে বিধি বলা হইতেছে, অথবা এই অব্যক্ত সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত প্রধান (প্রকৃতি) রূপ অর্থে গ্রহণ না করা। বস্তুতপক্ষে এই যে 'অব্যক্ত'ভাব লাভ করা ইহা ক্রিয়াজন্য; ইহার ব্যক্তি (অভিব্যক্তি বা স্থূলভাবে প্রকাশ) থাকে না; এইজন্য প্রকাশের ঐ অস্ফুটত্বনিবন্ধন 'অব্যক্ত' বলা হয়। আর তাহা হইলে 'অব্যক্ত' শব্দটীর অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে। আর তাঁহাকে মহান্‌ও বলা যায়, কারণ তিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। আচ্ছা, তাঁহাতে যখন কোন গুণ নাই তখন ঐ পরমাত্ম-গতিকে সাত্ত্বিক (সত্ত্বগুণপ্রধান) বলা যায় কিরূপে? (উত্তর)—ঔপাধিক গুণসম্পর্ক ত্যাগ করা না হইলে এইরূপ বলা যায়। কারণ, মানব যখন 'আমি অহংকারস্বরূপ নহি, এবং আমার বলিতেও কিছু নাই' এইভাবে অহংকার এবং 'মম'কার পরিত্যাগ করে তখন তাহার ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি হয়, ইহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। নিদিধ্যাসন প্রভাবেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। আবার, যাঁহারা সত্ত্বগুণপ্রধান তাঁহারাই জ্ঞানাদিতে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু রাজস অথবা তামস লোকেরা ঐরূপ হইতে পারে না। এইজন্যই এখানে বলা হইয়াছে "ইহা উত্তমা সাত্ত্বিকী গতি"। এ সম্বন্ধে অন্য যে দুইটী পক্ষ দেখান হইল তাহা যুক্তিসংগত নহে। কারণ, প্রধানের (প্রকৃতি বা অব্যক্তের) স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। কেন না, ঐ প্রধানকে অচেতন বলা হয়। আর ঐ অচেতনস্বরূপ হইয়া যাওয়াটা স্থাবরত্বপ্রাপ্তি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। আর এখানে যে অব্যক্তকে দর্শন করিবার সম্বন্ধে বিধি বলা হইতেছে, একথাও মোটেই বলা যায় না, অর্থাৎ এ পক্ষটীও সংগত নহে। কারণ "আত্মদর্শন কর্ত্তব্য" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে আত্মদর্শনই কর্ত্তব্য—এই কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রধান (প্রকৃতি) দর্শন কর্ত্তব্য, এরূপ উল্লেখ কুত্রাপি নাই। অতএব এখানে 'মহান্' এবং অব্যক্ত এই দুইটী শব্দ দ্বারা পরমাত্মাই বোধিত হইতেছে। ৫০

(কায়িক, বাচিক এবং মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্মের গতি সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিন প্রকার, তাহাও আবার উত্তম, অধম এবং মধ্যম এই প্রকারে ত্রিবিধ—এইভাবে সকল প্রাণীর যে নানা প্রকার সংসারগতি হয় তাহা বলা হইল।)

(মেঃ)—"ত্রিপ্রকারস্য" ইহার অর্থ শরীর, মন এবং বাক্যের দ্বারা সম্পাদিত। "ত্রিবিধঃ"= সত্ত্ব প্রভৃতি গুণভেদে তিন প্রকার। তাহাও আবার উত্তম, অধম এবং মধ্যম এইভাবে তিন প্রকার। এখানে অপরাপর যে সকল গতির সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই তাহাও উক্ত প্রকার সাদৃশ্য অনুসারে ইহারই অন্তর্ভুক্ত হইবে। এইভাবে গুণবিষয়ক আলোচনার উপসংহার করা হইল। পরবর্ত্তী শ্লোকটীতেও, অগ্রে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইবে তাহারই সূচনা করা হইয়াছে। ৫১

(অজ্ঞ অধম লোকেরা ইন্দ্রিয় প্রসংগযুক্ত হইয়া এবং ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়া পাপযোনি-সকলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—'ইন্দ্রিয়প্রসংগ' ইহা নিষিদ্ধ আচরণ সকলের দৃষ্টান্তরূপে উক্ত হইয়াছে। "ধর্ম্মস্য অসেবনম্"=শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম না করা। এ সমস্তগুলি অবিদ্বান্ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। এইজন্য বলিয়াছেন "অবিদ্বাংসঃ";—। যেহেতু তাহারা অবিদ্বান্ সেইজন্য "নরাধমাঃ"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

=তাহারা অতি অধম মনুষ্য। আর এই কারণে "পাপান্ সংসারান্"=নানা প্রকার কুৎসিত যোনি "সংযান্তি"=প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ কর্ম্মবিপাক সম্বন্ধেই এখানে এইরূপ বলা হইতেছে। ৫২

(এই জীব যে যে কর্ম্মের ফলে ইহলোকে পর পর যে যে যোনিতে জন্মিয়া থাকে সে সমস্ত বিষয় আপনারা শ্রবণ করুন। মহাপাতকী লোকেরা বহু বৎসর ধরিয়া ঘোর নরক ভোগ করিয়া সেই পাপ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে এই সমস্ত যোনি লাভ করে।)

(মেঃ)—"ঘোরান্ নরকান্"=ঘোর নরকে;—দুঃখভোগের যন্ত্রণার আধিক্য অনুসারে 'ঘোর' বলা হয়। যন্ত্রণাভোগের যে স্থান তাহার নাম নরক। নরকভোগের পর পাপকর্ম্মের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতে 'সংসার' (নানাবিধ গতি) লাভ হইয়া থাকে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পাপকর্ম্মের সবটাই সেখানে ভোগ হইয়া যায় না কেন? ইহার উত্তর বলা হইয়াছে। কার্য্যপ্রবৃত্ত ফলোন্মুখ কর্ম্মের ফল নরক; কিন্তু উহা কার্য্যবিরত কর্ম্মের ফল নহে; ফলের দ্বারাই কর্ম্মের উপশম (নিবৃত্তি বা ক্ষয়) হইয়া থাকে, যেহেতু কার্য্যই (ফলই) কর্ম্মের বিরোধী বা নাশক। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন নিবৃত্ত হইলেও কিছু থাকিয়া যায় ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।* অগ্নির দুইটী অবস্থা—প্রশান্তভাব এবং জ্বালা বা শিখাযুক্ত হইয়া উঠা। কিন্তু নরক সর্ব্বদা একই প্রকার—কেবলই জ্বালাবৎ দাহপ্রদ। প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় কর্ম্মসকলেরও উপচয় এবং অপচয় আছে। এইজন্য উপচিত কর্ম্মরাশি নরকে যখন অপচিত (ক্ষয়প্রাপ্ত) হইতে থাকে তখন নরক ছাড়া অন্য স্থানে সেগুলির ভোগ হয়। কাজেই 'অবশিষ্ট কর্ম্মের ফলে নানাবিধ যোনি লাভ হয়' ইহা বলাই যুক্তিসংগত। ৫৩, ৫৪

(ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি নরকভোগের পর কুকুর, শূকর, গাধা, উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল এবং পুল্কস এই সমস্ত যোনিতে জন্মে। ব্রাহ্মণ যদি সুরাপান করে তাহা হইলে সে কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠাভোজী পক্ষী এবং হিংস্র জন্তু—এই সমস্ত যোনি প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—বিষ্ঠাভোজী পক্ষী—যেমন বায়স প্রভৃতি। হিংস্র জন্তু—যেমন ব্যাঘ্র প্রভৃতি। ঐসব যোনি প্রাপ্ত হয়। ৫৫, ৫৬।

(যে ব্রাহ্মণ সুবর্ণ অপহরণ কর্ম্ম করে সে নরকভোগের পর মাকড়সা, সাপ, কাঁকলাস, জলচর জন্তু, পিশাচাদি হিংসুক জীব হইয়া হাজার হাজার বার জন্মিয়া থাকে। গুরুতল্পগামী ব্যক্তি নরকভোগের পর তৃণ, গুল্ম, লতা, আমমাংসভোজী প্রাণী এবং অতিহিংস্র সিংহাদি শ্বাপদ, এই সমস্ত যোনিতে শত শত জন্ম ঘুরিয়া থাকে।)

(মেঃ)—"ক্রূরকর্ম্মকৃৎ" ইহার অর্থ যাহারা অন্য প্রাণীকে বধ করে। ৫৭, ৫৮

(যাহারা অন্ত্যজনারী গমন করে তাহারা হিংস্র ক্রব্যাদ, অমেধ্যভোজী কৃমি, পরস্পরভক্ষণশীল প্রাণী ও প্রেত হইয়া জন্মে।)

(মেঃ)—"ক্রব্যাদ"—যেমন গৃধ্র (শকুনি) প্রভৃতি। অমেধ্যভক্ষী কৃমি। "পরস্পরাদিনঃ"=যাহারা পরস্পরকে ভক্ষণ করে;—যেমন মহামার্জ্জার (উদ্‌বিড়াল) মার্জ্জারকে ভক্ষণ করে, মহামৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে খাইয়া ফেলে; এই রকম সব অনেক ভেদ আছে। ৫৯

(পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করিলে, পরস্ত্রী গমন করিলে এবং ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকে। মানব যদি লোভবশতঃ মণি, মুক্তা ও প্রবাল অপহরণ করে কিংবা অন্যান্য নানাজাতীয় রত্ন চুরি করে তাহা হইলে হেমকর্ত্তৃ হইয়া জন্মে।)

(মেঃ)—"হেমকর্ত্তৃ"=পক্ষিবিশেষ। ৬০, ৬১

(ধান্য অপহরণ করিলে ইঁদুর হইয়া জন্মিতে হয়, কাংস্য চুরি করিলে হাঁস, জল চুরি করিলে 'প্লব' নামক পক্ষী, মধু চুরি করিলে ডাঁশ, দুধ চুরি করিলে কাক, রস চুরি করিলে কুকুর এবং ঘৃত অপহরণে নেউল হইয়া জন্মিতে হয়।)

(মেঃ)—'আখু' ইহার অর্থ মূষিক। ৬২, ৬৩

*এখানকার ভাষ্যটী অসংলগ্ন। ভাবার্থ-অনুবাদ লিখিত হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মাংস চুরি করিলে শকুনি হয়, চর্ব্বি চুরি করিলে মদ্‌গু পাখী অর্থাৎ পানকৌড়ি পাখী, তৈল চুরি করিলে তেলাপোকা অর্থাৎ আর্শুলা, লবণ চুরি করিলে ঝিঁঝিঁপোকা, দধি চুরি করিলে বলাকা নামক পক্ষী, তসর-বস্ত্র চুরি করিলে তিতির পাখী, গরদের কাপড় চুরি করিলে দর্দ্দুর, কার্পাসতন্তু নির্ম্মিত বস্ত্র অপহরণে ক্রৌঞ্চপক্ষী, গরু চুরি করিলে গোসাপ এবং গুড় চুরি করিলে বাদুড় হইয়া জন্মিতে হয়।)

(মেঃ)—'দর্দ্দুর' ইহার অর্থ ভেক। ৬৪

(উত্তম গন্ধদ্রব্য চুরি করিলে ছুঁচো, পত্রশাক চুরি করিলে ময়ূর, সিদ্ধান্ন ভাত ছাতু প্রভৃতি চুরি করিলে সাজারু এবং আমান্ন অপহরণ করিলে শল্যক হইয়া জন্মে।)

(মেঃ)—"বর্হিণঃ" ইহার অর্থ ময়ূর। ৬৫

(অগ্নি হরণ করিলে বক, কুলো ধুচুনি হামালদিস্তা চুরি করিলে 'গৃহকারী' কীট, রক্তবস্ত্র চুরি করিলে জীবঞ্জীব অর্থাৎ চকোর হয়। মৃগ কিংবা হস্তী অপহরণে নেকড়ে বাঘ, অশ্ব অপহরণে ব্যাঘ্র, ফলমূল চুরি করিলে মর্কট, নারীহরণ করিলে ভল্লুক, শস্যক্ষেত্রের জল অপহরণে চাতক, যান অপহরণে উট এবং পশু অপহরণ করিলে ছাগ হইয়া জন্মিতে হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'জল চুরি করিলে পানকৌড়ি হয়',—এখানে 'জল' ইহার অর্থ পানীয় জল। 'বারি অপহরণে চাতক হয়' এখানে 'বারি' ইহার অর্থ ধান্যাদি ক্ষেত্রে সেচ দিবার জল। 'রস' ইহার অর্থ ভক্ষণযোগ্য রস; অথবা অতিরিক্ত ঔষধ প্রভৃতি। ৬৬, ৬৭

(অপরের যে কোন দ্রব্য সেটী যত তুচ্ছই হউক তাহা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিলে অবশ্যই তির্য্যক্ যোনিতে জন্মিতে হয় এবং হোমের জন্য রক্ষিত দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও ঐ গতি।)

(মেঃ)—ইহার মধ্যে অস্পষ্ট মত কিছু নাই। ৬৮

(স্ত্রীলোকেরাও যদি ঐভাবে অন্যের দ্রব্য অপহরণ করে তাহা হইলে তাহারাও পাপগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে তাহারা ঐসকল জাতির প্রাণীর স্ত্রী হইয়া জন্মে। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ যদি আপৎকাল ছাড়াও নিজ নিজ বৃত্তি হইতে বিচ্যুত হয় তাহা হইলে তাহারা নানা প্রকার পাপযোনিতে জন্মিয়া অবশেষে মানুষের মধ্যে যাহারা দস্যু তাহাদের ভৃত্য হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণ যদি অধ্যাপনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়াদির বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করে, এইরূপ ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরাও যদি অন্য বৃত্তি অবলম্বন করে তাহা হইলে উহারা সব নিজ নিজ কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হওয়ায় "পাপান্ সংসারান্"=নানা প্রকার তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে মনুষ্যমধ্যে জন্মিয়া "দস্যুষু"=চৌরাদি হিংস্রস্বভাব মনুষ্যগণের মধ্যে তাহাদের ভৃত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এখানে "অনাপদি"=আপৎকাল ছাড়া অন্য সময়ে, এই অংশটী অনুবাদস্বরূপ; কারণ, আপৎকালে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া তাহা অবলম্বন করিলে তাহাতে দোষ নাই। ৬৯, ৭০

(ব্রাহ্মণ যদি নিজ বৃত্তি হইতে বিচ্যুত হয় তাহা হইলে সে বান্তভোজী উল্কামুখ প্রেত অর্থাৎ আলেয়া হইয়া জন্মে; আর ক্ষত্রিয় যদি নিজবৃত্তি হইতে বিনা কারণে ভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে সে ঘৃণিত শবভোজী 'কটপূতন' নামক প্রেত হয়।)

(মেঃ)—স্ব স্ব বৃত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কিরূপ পাপগতি হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। "বান্তাশী"=যে বান্ত (বমি) খাইয়া থাকে; আর তাহার মুখ অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতে থাকে। "কুণপ" ইহার অর্থ মৃত শরীর। "কূটপূতন"=ইহার নাসিকা দুর্গন্ধিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অথবা এখানে "কটপূতন" এইরূপ পাঠ; 'কটপূতন' এক প্রকার পিশাচ জাতি; উহা এক রকম অদৃশ্য ভূতযোনিবিশেষ, শ্মশানভূমি আশ্রয় করিয়া থাকে। ৭১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(বৈশ্য যদি নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সে পূযভক্ষণকারী 'মৈত্রাক্ষিজ্যোতিক' নামক পিশাচ হয় আর শূদ্র স্ববৃত্তিচ্যুত হইলে 'চৈনাশক' নামক প্রেত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—'মৈত্রাক্ষিজ্যোতিক' এটী একটী স্বতন্ত্র শব্দ, পূর্ব্বের ন্যায় ইহারও অর্থ পিশাচ-বিশেষ। অথবা 'মৈত্রাক্ষে' অর্থাৎ মিত্রদেবতার স্থান যে ইন্দ্রিয় সেইখানে 'জ্যোতি' অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি যাহার। মৈত্রাক্ষ ইহার অর্থ পায়ু (মলদ্বার); তাহা যাহার অক্ষিবিবরস্বরূপ। কেহ কেহ বলেন, 'মৈত্রাক্ষিজ্যোতিক' ইহার অর্থ পেচক। 'মৈত্র' ইহার অর্থ মিত্রের (সূর্য্যের) আলোক; 'অক্ষজ্যোতিঃ'=ইন্দ্রিয়জ দর্শন। পেচক সূর্য্যের আলোকে দেখিতে পায় না। ৭২

(বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যেভাবে যেভাবে বিষয়সকল উপভোগ করিতে থাকে, নিষিদ্ধ বিষয়ভোগ হইতে সেই সেই ভাবে তাহাদের ইন্দ্রিয়ের কুশলতা অর্থাৎ দুঃখভোগ করিবার শক্তি বাড়িয়া যায়।)

(মেঃ)—যে সকল মনুষ্যকে ভেদবুদ্ধি পাইয়া বসিয়াছে তাহারা উহার দ্বারা অবশ হইয়া থাকে। স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি এবং ধনাদি বিষয়ে লোভ ইত্যাদি প্রকার যে বিষয়সুখের গন্ধ ইহা একাত্মতাদর্শনের পরিপন্থী, ইহা তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিকূল। ইহা নিবৃত্ত করিয়া দিবার জন্য সংসারের স্বরূপ, মনুষ্যের জন্ম যেভাবে চলিতেছে যাহা সকলেরই নিকট অতি প্রসিদ্ধ (পরিচিত) তাহারই উল্লেখ করিতেছেন। "যথা যথা"=যে যে ভাবে বিষয়াভ্যাস অনুসারে মানুষ চলিয়া থাকে,—। "বিষয়াত্মকাঃ" ইহার অর্থ বিষয়লালসাযুক্ত মানবগণ। এখানে 'আত্ম' শব্দটী থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে (আসক্ত হইলে) তাহাই তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু যে লোক অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করে তাহার নিকট ঐ বিষয়-ভোগের স্মৃতি এবং তজ্জনিত অভিলাষ সক্রিয় হয় না (তাহাকে বশীভূত করিতে পারে না)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একেবারে বিষয়ভোগের অধীন, তাহাতেই ডুবিয়া থাকে, সেরূপ লোকের মধ্যে ঐ বিষয়ভাবনা প্রবল হয় বলিয়া সে ব্যক্তি ঐ বিষয়াত্মকই হইয়া যায়। এই কথাটীই "তথা তথা কুশলতা" এই অংশে বলা হইয়াছে। 'কুশলতা' ইহার অর্থ একরসীভাব (একরস বা একাত্মা হইয়া যাওয়া)। আর এই কারণে সে ব্যক্তি বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্বদারগমন, ন্যায়পথে সদুপায়ে অর্জ্জিত ধন এবং অনিষিদ্ধ ভক্ষণ ইত্যাদি যে সকল বিষয় শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে তাহাতেও যে ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রবৃত্তি তাহাও নিষিদ্ধ। ৭৩

(সেই সমস্ত অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাহাদের ঐসকল পাপকর্ম্মের অভ্যাসবশতঃ সেই সমস্ত পাপযোনিতে জন্মিয়া বহু দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—আর তাহার পর ঐ সমস্ত 'পাপ' অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অভ্যাস (পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান) বশতঃ—"নিন্দিত (নিষিদ্ধ) কর্ম্ম পুনঃপুনঃ করিলে পতন হয়"—তাহাই উহাদের ঘটিয়া থাকে। "তাসু তাসু যোনিষু"=ঐসকল কৃমি কীটাদি যোনিতে বহু দুঃখ ভোগ করে। ৭৪

('তামিস্র' প্রভৃতি অতি ভয়ংকর নরকসকলে ঘুরিতে হয় এবং অসিপত্রবন মধ্যে বন্ধন, ছেদন ইত্যাদি যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে "তামিস্রম্ অন্ধতামিস্রম্" ইত্যাদি যে সব নরকের কথা বলা হইয়াছে তাহাই এখানে "তামিস্রাদিষু" ইহা দ্বারা বোধিত হইতেছে। সেখানে "বিবর্ত্তনম্"=এক পাশে ভর দিয়া আর এক পাশে ফেরা অথবা সেখানে এমন সব গাছ আছে যেগুলির পাতা খড়্গের ন্যায় ধারাল, সেই সব গাছে বাঁধা থাকিতে হইবে, সেই সব পাতার উপর বাঁধিয়া চিৎভাবে শুয়াইয়া রাখিবে। কিংবা ভূমিতেই ঐ প্রকার পত্রের উপর কলাগাছের টুকরার ন্যায় ফেলিয়া রাখিবে—খণ্ড খণ্ড হইবে। এইভাবে পাপীদের অঙ্গচ্ছেদন হইবে। ৭৫

(দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তিরা নরকে নানা প্রকার যন্ত্রণা পায়; কাক, পেচক প্রভৃতি প্রাণীরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে থাকে, উত্তপ্ত 'করম্ভ' অর্থাৎ কর্দ্দম এবং বালুকার মধ্যে কিংবা দারুণ কুম্ভীপাক নরকমধ্যে তাহাদিগকে থাকিতে হয়।)

(মেঃ)—'করম্ভ' ইহার অর্থ কাদা। "কুম্ভী" অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ হাঁড়ী, তাহার মধ্যে রাখিয়া তাহার তলায় আগুনের তাপ দিয়া অন্নব্যঞ্জনাদির ন্যায় তাহাদিগকে সিদ্ধ করা হয়। ৭৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যাহারা সতত দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করে এমন সব 'বিযোনি'তে জন্মিতে হয়, দারুণ শীত, রৌদ্রজনিত ক্লেশ এবং নানা প্রকার ভয় সর্ব্বদা ভোগ করিতে হয়।)

(মেঃ)—'বিযোনি'—যেমন, তির্য্যক্, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি। দুঃখবহুল সেই সমস্ত যোনিতে 'সম্ভব' অর্থাৎ জন্ম হইয়া থাকে। ৭৭

(পুনঃপুনঃ গর্ভবাস, অতি দুঃখপ্রদ জন্ম, অতিশয় ক্লেশদায়ক বন্ধন এবং দাসত্বমধ্যে জীবন যাপন হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—ইহার অর্থ স্পষ্ট। ৭৮

(বন্ধু এবং প্রিয়জনগণের বিয়োগদুঃখ ভোগ করিতে হয়, দুষ্ট দুর্জ্জনগণের সহিত বাস করিতে হয়; অতি কষ্টে ধনার্জ্জন করিতে হয়, তাহাও আবার নষ্ট হইয়া যায়; যাহাকে বন্ধু ভাবিয়া আশ্রয় করা হয় সেই ব্যক্তিই আবার শত্রু হইয়া থাকে। অসাধ্য জরা, নানা প্রকার রোগক্লেশ, বহুবিধ অপ্রত্যাশিত কষ্ট এবং অবশেষে দুর্জ্জয় মৃত্যু —এই সব ভোগ করিতে হয়।)

(মেঃ)—এই দুইটী শ্লোকেরও অর্থ স্পষ্ট। ৭৯, ৮০

(মনের মধ্যে যেরূপ ভাব লইয়া লোকে যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকে তদনুরূপ শরীরের দ্বারা সেই সেই ফলও সে ভোগ করে।)

(মেঃ)—সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক যে ভাব লইয়া "যদ্ যৎ কর্ম্ম নিষেবতে"=সাত্ত্বিক হউক, রাজস হউক কিংবা তামস হউক—যে যে কর্ম্ম করিতে থাকে;—। "তাদৃশেন শরীরেণ" =সত্ত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান কিংবা তমঃপ্রধান সেই সেই শরীরে, "তৎ তৎ ফলমুপাশ্নুতে"=সাত্ত্বিক, রাজস অথবা তামস সেই সেই ফল ভোগ করে। অতএব রজোবহুল এবং তমোবহুল অসাধু কর্ম্ম ও অসৎ সংকল্প হইতে যখন এইভাবে অনিষ্ট ফল ভোগ করিতে হয় তখন উহা বর্জ্জন করিয়া সৎসংকল্প এবং সাধুকর্ম্ম করাই উচিত। ৮১

(আমি আপনাদিগের নিকট কোন্ কোন্ কর্ম্মের কি ফল হয় তাহা সব এইভাবে বলিলাম। এক্ষণে আপনারা ব্রাহ্মণের মোক্ষফলক কর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করুন।)

(মেঃ)—নিষিদ্ধ কর্ম্মসকলের যে পরিমাণ ফল প্রকাশ পায় তাহা বর্ণিত হইল। ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্মসকল হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত এবং বক্ষ্যমাণ বিদ্যাকাণ্ডে যে শ্রেয়োজনক কর্ম্মবিধান বলা হইবে তাহাতে নিরত থাকা উচিত। তাহাই এক্ষণে বলিব। ৮২

(পুনঃপুনঃ বেদপাঠ, তপঃ, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা এবং গুরুসেবা এগুলি সব শ্রেষ্ঠ নিঃশ্রেয়সসাধক কর্ম্ম।)

(মেঃ)—এখানে 'নিঃশ্রেয়স' শব্দটী যে কেবল পুরুষার্থবিশেষকে বুঝাইতেছে তাহা নহে, কিন্তু যাহা নিশ্চিত সুখজনক তাদৃশ প্রীতিবিশেষও উহা দ্বারা বোধিত হইতেছে। 'বেদাভ্যাস' প্রভৃতি কর্ম্মগুলি যদ্যপি পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে তথাপি আত্মজ্ঞানের প্রশংসার জন্য সেগুলি পুনরায় বলা হইতেছে। অন্য পদগুলির অর্থ স্পষ্ট। ৮৩

(এই যে সমস্ত শুভকর্ম্ম রহিয়াছে ইহার মধ্যে কোন্ কর্ম্ম পুরুষের মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ সম্পাদনের পক্ষে অধিক উপযোগী বলিয়া কথিত হয় এইরূপ প্রশ্ন হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, এই সকল কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; কারণ তাহাই সর্ব্ব বিদ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।)

(মেঃ)—আত্মজ্ঞান দুই প্রকার। একটী হইতেছে, আত্মা যে কর্ম্মফলভোক্তা, শরীরের নাশ হইলেও যে সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ না হওয়ায় নষ্ট হয় নাই বলিয়া যেগুলি দেহান্তর অবলম্বনে ভোগ করিতে হয় আত্মাই সেই সকলের ভোক্তা, আত্মার সম্বন্ধে এই ভোক্তৃত্বজ্ঞান; এই যে ভোক্তা আত্মা ইনি দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে পৃথক্; কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইঁহারই ধর্ম্ম; প্রত্যেকটী বিষয়জ্ঞানে ('ঘটম্ অহং জানামি, পটম্ অহং গৃহ্লামি' ইত্যাদি প্রকার ঘটপটাদিবিষয়ক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রত্যেকটী জ্ঞানে) ইনি অহং-প্রত্যয়ের বিষয় অর্থাৎ 'অহম্' ইত্যাকার যে জ্ঞান হয় তাহার বিষয় অর্থাৎ সেই জ্ঞানের জ্ঞেয়। ('অহং' বলিতে যাহা বুঝায় ইনি তাহাই—কাজেই সকলে 'অহং'রূপে এই আত্মাকে ও ঘটপটাদিবিষয়ক প্রত্যেকটী জ্ঞানের সহিত বুঝিয়া থাকে); ইহাকে জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, বিজ্ঞান ইত্যাদি পর্য্যায়ে (একার্থবোধক শব্দে) অভিহিত করা হয়। আর এক প্রকার আত্মজ্ঞান হইতেছে—মনুষ্য তির্য্যক্ প্রভৃতি সর্ব্বত্র আত্মার একত্বদর্শন; অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আত্মাই সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান—তদ্ব্যতিরেকে কিছু নাই। "ওগো মৈত্রেয়ি! আত্মদর্শন, আত্মতত্ত্বশ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—যে আত্মতত্ত্বের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার স্বরূপজ্ঞানই হইতেছে অপর প্রকার সেই আত্মজ্ঞান। এই আত্মা নিত্য, এক, সদ্‌বস্তু; অবিদ্যাবাসনা উপাধিযোগে তিনি নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন; তিনিই পরমাত্মা; তিনিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের একমাত্র কারণ (তদ্‌ব্যতিরেকে পরমার্থসৎ বলিয়া কিছুই নাই)।

এই যে দ্বিবিধ আত্মজ্ঞান ইহার মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট জীবাত্মার সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই কর্ম্মকাণ্ডের উপযোগী। এই আত্মা শরীরেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্; কারণ তাহা না হইলে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে যে সমস্ত ফল ভোগ করিতে হয় তাহার ভোক্তা আত্মা দেহাদি হইতে পৃথক্ যদি না হয় তাহা হইলে (মরণে শরীরের সহিত সবই উচ্ছিন্ন হইয়া যায় বলিয়া) স্বর্গকামাদিবিষয়ক যেসকল বেদবিধি আছে তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে (যেহেতু মরণের পর স্বর্গাদি ফল ভোগ করিবার যদি কেহ না থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য বেদবিহিত কর্ম্ম করা অনর্থক; সুতরাং ঐসকল বিধিই বৃথা); অতএব ঐসকল বেদবিহিত কর্ম্ম করিতে কেহই প্রবৃত্ত হইবে না। এইজন্য তাদৃশ আত্মজ্ঞান শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী বা উপকারী। পক্ষান্তরে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান যাহাতে আত্মার শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, আনন্দ অবিনশ্বর যে স্বরূপ তাহার প্রকাশ হইয়া থাকে, সেই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা বলা সংগত হইতেছে "তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ"। এখানে "ততঃ" ইহা দ্বারা আত্মবিদ্যার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার (জীবাত্মার) সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা কর্ম্মবিধিরই উপকারক বা উপযোগী বলিয়া তাহা হইলে অমৃতত্বলাভ হয় না। অতএব দ্বৈত এবং অদ্বৈত সর্ব্ববিষয়ে যে সৎস্বরূপ আত্মদর্শন যাহা বেদান্তমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে তাদৃশ আত্মজ্ঞানই এস্থলে লক্ষিত হইয়াছে। ৮৪, ৮৫

(পূর্ব্বোক্ত ঐ ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে 'বৈদিক কর্ম্ম' ইহলোকে এবং পরলোকে পরম শ্রেয়স্কর বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—বেদাভ্যাস প্রভৃতি ছয়টী কর্ম্ম শ্রেয়স্কর। সেগুলির মধ্যে আবার "বৈদিকং কর্ম্ম" =বেদবিহিত (প্রত্যক্ষশ্রুতিবচনবোধিত) জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম অধিক নিঃশ্রেয়সকর বুঝিতে হইবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি "পূর্ব্বেষাং" ইত্যাদি স্থলে যে ষষ্ঠী বিভক্তি রহিয়াছে ইহা কিরূপে সংগত হয়? কারণ, এখানে 'নির্দ্ধারে ষষ্ঠী' সংগত হয় না। যেহেতু একজাতীয় সমষ্টিভূত পদার্থ হইতে যদি কোন বিশেষ ধর্ম্ম অনুসারে একটীর পৃথক্‌করণ বুঝায় তবেই তাহাকে নির্দ্ধারণ বলে, এবং সেখানে নির্দ্ধারে ষষ্ঠী হইয়া থাকে। যেমন, 'মনুষ্যের মধ্যে ক্ষত্রিয় শূরতম'। এখানে দেখা যাইতেছে ক্ষত্রিয়ও মনুষ্যজাতিরই অন্তর্ভুক্ত; তাহাকে 'শূরতম' বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইতেছে। কিন্তু যাহার সমষ্টির সম্বন্ধে নিকটে কোন উল্লেখ নাই সেখানে কিরূপে নির্দ্ধারণ হইতে পারে? কারণ এখানে পূর্ব্বে বৈদিক কর্ম্মের কোন প্রকার যে নির্দ্দেশ আছে তাহা নহে। ইহাতে যদি বলা হয় যে, 'অন্তর্বেদি' (যাগাদির মধ্যে কর্ত্তব্য) 'বেদাভ্যাস' প্রভৃতিগুলি ত বৈদিক কর্ম্মই হইতেছে; সুতরাং পূর্ব্বে যে বৈদিক কর্ম্মের উল্লেখ নাই, একথা বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, একটী সামান্য (জাতি) হইতে সেই সামান্যটীরই নির্দ্ধারণ করা মোটেই সম্ভব নহে। যেহেতু এরূপ বলা চলে না যে 'গরুর মধ্যে গরু প্রচুর দুগ্ধযুক্ত হইয়াছে'। এখানে যদি অবৈদিক কর্ম্মকলাপেরও উল্লেখ থাকিত তাহা হইলে 'অবৈদিক এবং বৈদিক কর্ম্মকলাপের মধ্যে বৈদিক কর্ম্ম শ্রেয়স্করতর' এরূপ বলা চলিত।

আরও কথা এই যে, এখানে 'বৈদিক কর্ম্ম' বলিতে কোন্ কর্ম্মগুলিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? যদি বলা হয় 'জ্যোতিষ্টোম' প্রভৃতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা হইলে বক্তব্য, এই প্রকার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রমাণ কি আছে তাহা বলা আবশ্যক। কারণ 'বেদাভ্যাস' প্রভৃতিগুলিও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত বৈদিক কর্ম্ম ছাড়া আর কিছু নহে। যদি বলা হয়, ঐগুলি 'স্মার্ত্ত' কর্ম্ম, কাজেই ঐগুলি বৈদিক (প্রত্যক্ষবেদবচনবিহিত) নহে; যেহেতু, যেগুলি প্রত্যক্ষ (উপলভ্যমান) শ্রুতিবচন দ্বারা বিহিত কেবল সেইগুলিকেই বৈদিক কর্ম্ম বলা হয়। কিন্তু ইহাও সংগত নহে; কারণ—সকল প্রকার বৈদিক কর্ম্মের মধ্যেই যে বেদাভ্যাস প্রভৃতি সবগুলিই অংগকর্ম্মরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহাও নহে। ইহা পরবর্ত্তী বচনে, "অন্তর্ভবন্তি ক্রমশঃ" ইত্যাদি বচনে (১২।৮৭ শ্লোকে) বলা হইবে। কারণ তাহা না হইলে অগ্নিহোত্রাদি লঘু নিত্যকর্ম্মেতেও গুরুতর তপঃ সম্পাদন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে (অথচ তাহা করা হয় না, কিন্তু সোমযাগাদি বিশেষ বিশেষ কর্ম্মেই তপশ্চরণ করিবার বিধি আছে)। সুতরাং ইহা বলিয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বেদাভ্যাস প্রভৃতিও করিতে হইবে আবার অগ্নিহোত্রাদিরও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এরূপ স্থলে ঐ বেদাভ্যাস প্রভৃতি কর্ম্মের অধিক শ্রেয়স্করত্ব (শ্রেয়স্করতরত্ব) যে কিরূপ তাহা ত আমরা বুঝিতেছি না। আবার, উহাদের সবগুলিরই ফল যে সমান (একই প্রকার) তাহাও নহে; সুতরাং তদনুসারে (ফলের একজাতীয়ত্ব অনুসারে) একটীর ফল উৎকৃষ্ট (অর্থাৎ অধিক এবং অন্যটীর ফল অল্প) ইহা জানাইয়া দিবার জন্য যে এরূপ বলা হইতেছে তাহাও নহে। কর্ম্মের তারতম্যে ফলেরও তারতম্য ঘটে; যেমন গোদান করিলে স্বর্গ হয়; কিন্তু জ্যোতিষ্টোম যাগ করিলে যে স্বর্গ হয় তাহা তদপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। এইজন্য মীমাংসাদর্শনের (১।২।১৭) সূত্রে বলা হইয়াছে—"লৌকিক নিয়ম অনুসারে কৃষ্যাদি কর্ম্মে কর্ষণাদির তারতম্যে ফলের তারতম্যের ন্যায় বৈদিক কর্ম্মেরও পরিমাণ অনুসারে ফলের আধিক্য বা অল্পতা ঘটে"।

এইসকল আপত্তির উত্তরে এইরূপ বলা যায়,—। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, 'একথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই'* তাহার উত্তরে কেহ কেহ এইরূপ বলেন,—। শ্রৌতকর্ম্ম এবং স্মার্ত্তকর্ম্মের মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে কোন্‌টী বাধক অর্থাৎ বলবৎ হইবে তাহা জানাইয়া দিবার জন্য এইরূপ বলা হইতেছে যে বৈদিক কর্ম্মই অধিক শ্রেয়স্কর। কারণ, যাহাদের বল (প্রামাণ্য) তুল্য প্রকার তাহাদের মধ্যে বিরোধ হইলে বিকল্প হয়, ইহা বলিয়া দেওয়া আছে। কিন্তু স্মৃতি শ্রুতির সহিত তুল্যবল নহে; সুতরাং উহাদের প্রামাণ্য সমপ্রকার নহে বলিয়া শ্রুতি স্মৃতির বাধা ঘটাইয়া থাকে। পরন্তু যে স্থলে দুইটী শ্রুতির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় সেরূপ স্থলে দুইটীরই ধর্ম্মত্ব (বিধায়কত্ব বা প্রামাণ্য) স্বীকৃত হইয়া থাকে; (তাদৃশ স্থলে বিকল্প স্বীকৃত হয়)। সুতরাং শ্রুতি এবং স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে স্মৃতিটী অনুবাদ অর্থাৎ স্বার্থে অপ্রমাণ, ইহাও অর্থতঃ উক্ত হইয়া থাকে। যদি বলা হয় অর্থাপত্তিবলেই যখন ইহা জানা যায় তখন আর বচন দ্বারা ইহা বলিয়া দিবার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বক্তব্য,—উহা সুস্পষ্ট করিয়া দিবার জন্যই পুনরায় বলা হইতেছে; কাজেই ইহাতে কোন দোষ হয় না। অথবা ইহার অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে। বিরুদ্ধ শ্রুতিদ্বয়ের† বিকল্প নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বটে কিন্তু দুইটী স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে বিকল্প হইবে না। সুতরাং অর্থটী দাঁড়াইতেছে এইরূপ;—স্মার্ত্তকর্ম্ম অপেক্ষা শ্রৌতকর্ম্ম বলবৎ। এখানে যে 'বেদাভ্যাস' প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে উহা দ্বারা সকল প্রকার স্মার্ত্তকর্ম্মেরই নির্দ্দেশ সূচিত হইতেছে। ছন্দের অনুরোধে ঐভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। তবে, আমরা কিন্তু এস্থলে এই কথা বলি যে, এই বিষয়টী ন্যায়সিদ্ধ (যুক্তিসিদ্ধ); তথাপি ইহা কোন প্রকরণের অন্তর্গত না করিয়াও সুহৃদ্‌ভাবে উপদেশ করা অসংগত নহে।

এস্থলে সংগেসংগেই আত্মজ্ঞানের কথা বলা হইতেছে। সুতরাং সেস্থলে ইহার প্রসংগ কি? কারণ ইহাতে তাহার বাধ প্রসংগ হইয়া পড়ে। আবার স্মৃতিকারগণ যে নিজ বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহা দ্বারা নিজ বচনকেই প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করিবেন তাহাও ত সংগত হইতে পারে না। ইহাতে যদি বলা হয়—ইহা যাজ্ঞবল্কীয় স্মৃতির বিধি বলা হইতেছে, কিন্তু নিজ স্মৃতির সমানতা বলা হয় নাই; তদুত্তরে বক্তব্য, নিজ স্মৃতিমধ্যেও ত সেই কথা বলা হইয়াছে।‡ অতএব প্রকরণের অনুরোধে 'বেদাভ্যাস' প্রভৃতি পদগুলি পৃথক্ বলিয়া ধরিতে হইবে। এখানে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা বলিয়া এই বেদাভ্যাসাদিকে তাহার অংগ বলা হইতেছে না। .... (ভাষ্য বিচ্ছিন্ন)।

---

*এখানে "ন কশ্চিদর্থঃ" এইরূপ পাঠ ধরিয়া অনুবাদ করা হইল। পূর্ব্বে ভার্য্যপংক্তির শঙ্কা-অংশে এইরূপই আছে।
†এখানে "শুদ্ধে" ইহার স্থানে "দ্বৈধে" এইরূপ পাঠ ধরিয়া অনুবাদ করা হইল।
‡এখানকার ভাষ্যটী অসংলগ্ন—বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুতরাং কেবলমাত্র বেদাভ্যাস প্রভৃতি অপেক্ষা যাগাদি কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। আবার অধ্যাত্মজ্ঞান তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এরূপ অর্থ না বলিলে প্রতিজ্ঞাবাক্যে একরকম বলা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী স্থলে অন্য প্রকার বলা হইতেছে এইরূপ হওয়ায় একদিকে (ঢিলি) ছুঁড়িল এবং আর একদিকে তাহা পড়িল এই রকম হইয়া পড়ে। অথবা "বৈদিকং কর্ম্ম" ইহার অর্থ এখানে আত্মজ্ঞানই হইবে; কারণ, উহা প্রতিপাদন করাই বেদের তাৎপর্য্য। ঔষধ পান করিলে শরীর পুষ্ট হইবে, ইত্যাদি প্রকার উপদেশ যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা বালক প্রভৃতিকে দেওয়া হয় ঐ ঔষধপান কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, সেইরূপ শাস্ত্রেও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিবার যেসকল উপদেশ আছে তাহাও ঐ প্রকার। (এইজন্য শাস্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ"=শাস্ত্রমধ্যে কর্ম্মসকলের যে ফলনির্দ্দেশ দেখা যায় সৎকর্ম্মবিমুখ সুতরাং অসৎ কর্ম্মে ব্যাপৃত পুরুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই তাহার তাৎপর্য্য। ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারা যায়।) ব্রহ্মবাদিগণ এইরূপ বলেন যে, যাঁহারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অনুশাসন দ্বারা চালিত হন তাঁহারা (ঐসকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে সতত নিবিষ্ট থাকার ফলে)—স্বাভাবিক এই যে অনাদি অবিদ্যা তাহা দূর করিতে পারেন। ঐ অবিদ্যাই হইতেছে সকল প্রকার বাসনা এবং বিষয়াসক্তির কারণস্বরূপ। (সুতরাং কারণস্বরূপ অবিদ্যা দূর হইলে তাহার কার্য্যস্বরূপ যে বাসনা এবং বিষয়াসক্তি তাহাও দূর হইয়া যায়)। তখন তাঁহাদের চিত্ত পুনঃপুনঃ শাস্ত্রানুশাসনপালনে নিবিষ্ট হওয়ায় শাস্ত্রবাসনাময় হইয়া উঠে; এবং সেই শাস্ত্রবাসনারই প্রভাবে (বিষয়াসক্তিশূন্য হওয়ায়) চিত্তে ক্রমশঃ বিষয়বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। এইভাবে বিষয়ের প্রতি যে দৃঢ় তৃষ্ণা এবং আসক্তি ছিল তাহা শিথিল হইয়া যায়। তখন তাঁহারা বেদান্তবিহিত জ্ঞানের যে বিষয়, যাহাতে উত্তম অধিকারী ব্যক্তিরই অধিকার তাহার উপযুক্ত হইয়া উঠেন। বেদান্তবিহিত সেই জ্ঞান সম্পাদনের অধিকারী হইয়া তাহা যাহাতে অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় সেই অধিকার লাভ করাইয়া দিবার জন্যই বেদের সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড উপকারক (উপযোগী) হইয়া থাকে, ইহা বুঝা যায়। এইজন্য এখানে "শ্রেয়স্করতরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বদা কর্ম্ম বৈদিকম্" ইহা বক্ষ্যমাণ নিবৃত্তিপর কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

অথবা কর্ম্মসকলের মধ্যে (কতকগুলি শ্রেয়স্কর এবং কতকগুলি শ্রেয়স্কর-'তর' এই প্রকার) ভেদ যদি ধরা হয় তাহা হইলেও 'এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ছাড়া সমস্ত বস্তুই স্বপ্নবৎ মিথ্যা' এইভাবে যে অদ্বিতীয় আত্মার একত্ব সাক্ষাৎকার তাহা হইতে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়। বেদাভ্যাস প্রভৃতিগুলির যে ভেদোপদেশ (পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ) রহিয়াছে তাহা দ্বারা ইহা বুঝা যায়। এখানে ("কর্ম্মণাং" ইহাতে) যে 'ষষ্ঠী' রহিয়াছে উহা দ্বারা যে ভেদ বুঝাইতেছে তাহারও সমাধান তাঁহারাই করিয়া দিয়াছেন—বুদ্ধিকল্পিত ভেদ দ্বারা এইরূপ পার্থক্যবোধ হইতে পারে। "মথুরা দেশবাসীরা পাটলীপুত্র দেশবাসী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক ধনাঢ্য" এই প্রকারে আপেক্ষিক উৎকর্ষ বুঝাইতে পারে। এরূপ হইলে "কর্ম্মণাং" এখানে পঞ্চমী হওয়া উচিত, এই প্রকার আপত্তি উঠিলে তাহারও প্রতিবিধান বলা হইয়াছে। (শেষের এই কয় পঙ্ক্তি ভাষ্য অসংলগ্ন —ভাবার্থানুবাদ লিখিত হইল।) ৮৬

(বেদবিহিত কর্ম্মপ্রয়োগে পূর্ব্বোক্ত ঐ বেদাভ্যাস প্রভৃতিগুলি সব এক একটী কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—যাঁহারা 'বৈদিক কর্ম্ম' ইহার অর্থ জ্যোতিষ্টোমাদি বলেন তাঁহাদের মতানুসারে শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ হইবে;—। "ক্রিয়াবিধি" ইহার অর্থ বৈদিক কর্ম্মবিধি। "কর্ম্মযোগে" =কর্ম্মানুষ্ঠানে। "এতানি সর্ব্বাণি"=উপনিষৎপাঠ এবং বেদপাঠ প্রভৃতিগুলি "অন্তর্ভবন্তি তস্মিন্"=কোন না কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে ঐগুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। এখানে মূল শ্লোকটীর মধ্যে "কর্ম্মযোগে" এই শব্দটী দ্বারাই গতার্থ হয় বলিয়া "ক্রিয়াবিধি" এই শব্দটী শ্লোকপূরণার্থক—ইহা দ্বারা অধিক কোন অর্থ বোধিত হইতেছে না। অথবা "যজ্ঞের মধ্যে ক্রতু" এই প্রকার উক্তিস্থলে 'ক্রতু' শব্দটী যেমন যজ্ঞবিশেষরূপ, সোমযাগরূপ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে এস্থলেও সেইরূপ বিশেষ অর্থে উহা গ্রহণ করা যায়। এইভাবে দুইটী প্রয়োগের পার্থক্য রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। ঐগুলির মধ্যে বেদাভ্যাস নামক কর্ম্মটী 'সত্র' নামক যজ্ঞের মধ্যে পড়ে। যজমান ব্যক্তির পাঠ্য মন্ত্রসকলের মধ্যে উহার উপযোগিতা রহিয়াছে (তাহার জন্য উহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আবশ্যক হয়)। 'তপঃ'—ইহা দীক্ষা, উপসৎ এবং সোমযাগের মধ্যে পড়িয়া যায়। "ব্রাহ্মণ কেবল দুগ্ধপান করিয়া 'ব্রত' পালন করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে ইহা বলা হইয়াছে। 'জ্ঞান' ইহা সকল কর্ম্মেই আবশ্যক; কারণ, অজ্ঞ ব্যক্তির শাস্ত্রীয় কোন কর্ম্মেই অধিকার নাই। এইরূপ, 'ইন্দ্রিয়সংযম'টী প্রত্যেক যাগেতেই সম্বন্ধযুক্ত; কারণ, শাস্ত্রমধ্যে—"যজ্ঞেনিযুক্ত ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গ করিবে না, মাংস ভক্ষণ করিবে না" এইরূপ সংযমবিষয়ক বিধি রহিয়াছে। এইরূপ, হিংসানিবৃত্তির বিষয়ও উপদিষ্ট হইয়াছে,—যথা, "অতএব সেই অমাবস্যার রাত্রিটীতে কোন প্রাণীর প্রাণবিয়োগ ঘটাইবে না, এমন কি একটী কৃকলাসকেও মারিবে না"। গুরুসেবা প্রভৃতিগুলিও এইভাবেই কর্ম্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। (এইভাবে বেদাভ্যাসাদিগুলি বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া থাকে।) (এই অনুচ্ছেদটীর ভাষ্য বড়ই অশুদ্ধ।)

যাঁহাদের মতে, 'কর্ম্ম' বলিতে এখানে কেবল নিবৃত্তিকর্ম্মই বোধিত হইতেছে, তাঁহাদের মতানুসারেই 'বেদাভ্যাস' প্রভৃতি কর্ম্মগুলিরও নিবৃত্তি হইবে না, কিন্তু নিবৃত্তিস্থলেও ঐগুলির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হইবে, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। "অন্তর্ভবন্তি", —যিনি উপাসনাত্মক কর্ম্মে নিবিষ্ট তাঁহার পক্ষেও এগুলি অনুষ্ঠেয়; কাজেই এগুলি তাহার অন্তর্গত হইয়া থাকে। এইজন্য উপনিষৎমধ্যে দেখা যায় পাপক্ষয়ের নিমিত্ত, উপাসনানিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষেও প্রায়শ্চিত্ত করিবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। তাই বলিয়া যে উহা প্রত্যেকটী উপাসনা-বিধানের বিকার অর্থাৎ অংগ তাহা নহে। (কিন্তু তাহা পাপক্ষয়ার্থেই কর্ত্তব্য।) এইজন্য বিহিত কর্ম্ম না করিলে কিংবা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এরূপ যদি হয় তাহা হইলে মোক্ষ হইবে কিরূপে? (উত্তর)—পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগ দ্বারা পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইলে জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য কোন পাপ আর যদি না করা হয়, যাহা অসাবধানতাবশতঃ (অজ্ঞানতঃ) করা হইয়া থাকে তাহা প্রাণায়াম এবং শাস্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ বিদ্যার (উপাসনার) পুনঃপুনঃ পরিশীলনে দূরীভূত হইলে সর্ব্ব প্রকার উপাধিশূন্য যে আত্মা তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইতে মুক্তি হইয়া থাকে; আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মোক্ষ; তাহা আত্মজ্ঞান হইতেই সিদ্ধ হয়। অতএব যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠাপরায়ণ তাঁহার পক্ষেও বেদাভ্যাসাদি অনুষ্ঠেয়। যাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস বিহিত তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

'ক্রিয়াবিধি' ইহার অর্থ উপাসনাবিধিই হইতেছে; "আত্মদর্শন কর্ত্তব্য, আত্মতত্ত্বশ্রবণ কর্ত্তব্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ঐ বিধি বলা হইয়াছে। আর, উপাসনার প্রকার নানাবিধ; এইজন্য "তস্মিন্ তস্মিন্" এস্থলে যে বীপ্সা প্রয়োগ রহিয়াছে ইহা সংগতই হইতেছে। "আদিত্যমণ্ডলমধ্যে ঐ যে হিরণ্ময় পুরুষ", "এই যে আত্মা যিনি পাপশূন্য" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ (উপনিষৎ) সকল ঐ উপাসনার বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার মধ্যে কোন কোন স্থলে অধ্যারোপপূর্ব্বক (অব্রহ্মে) ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। কোথাও কোথাও আবার—যেমন ঐ "হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি স্থলে, লক্ষণামূলে ব্রহ্মেরই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে—যেমন "স এবাধস্তাৎ স এব উপরিষ্টাৎ" ইত্যাদি স্থলে সর্ব্ববিধ উপাসনার অধিপতিরূপে (সকল প্রকার উপাধিত্যাগপূর্ব্বক নিরুপাধিক) ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। এইজন্য উপাসনাবিধি বহু রহিয়াছে বলিয়া উপাসনা বহু প্রকার হইতেছে। একারণে "তস্মিন্ তস্মিন্ ক্রিয়াবিধৌ" এস্থলে বীপ্সা হইয়াছে। ৪৭

(বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্ত কর্ম্ম এবং নিবৃত্ত কর্ম্ম। তন্মধ্যে স্বর্গাদি সুখফলক এবং ইহলোকে অভ্যুদয়দায়ক যে কর্ম্ম তাহা প্রবৃত্ত কর্ম্ম; আর নিঃশ্রেয়সফলক যে কর্ম্ম তাহা নিবৃত্ত কর্ম্ম।)

(মেঃ)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, বৈদিক কর্ম্ম কেবল প্রবৃত্ত কর্ম্মই হইয়া থাকে, এইরূপই ত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তবে আবার একথা কিরূপ বলা হইতেছে যে বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার? (উত্তর)—না, ইহা দোষের নহে; কারণ প্রবৃত্ত কর্ম্মই প্রধান অর্থাৎ অধিক পরিমাণ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তবে উভয় স্থলেই বৈদিকত্ব সমভাবে বিদ্যমান। সুখম্ উপৈতি=সুখলাভ করে। 'সুখাভ্যুদয়' যাহার প্রয়োজন তাহা 'সুখাভ্যুদয়িক'; এইভাবে উহার সার্থকতা রক্ষা করিতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইবে। নিঃশ্রেয়স যাহার প্রয়োজন তাহা 'নৈঃশ্রেয়সিক'। মূল শ্লোকে যে 'প্রবৃত্ত' এবং 'নিবৃত্ত' শব্দ দুইটী রহিয়াছে উহা যথাক্রমে 'সাখাভ্যুদয়িক' এবং 'নৈঃশ্রেয়সিক' এই দুইটী শব্দের সহিত অন্বিত করিতে হইবে। ৮৮

(ইহলোকে এবং পরলোকে যে 'প্রবৃত্ত'কর্ম্ম হইতে ফললাভ করা যায় তাহা 'কাম্য'কর্ম্ম। আর জ্ঞানপ্রধান যে নিষ্কামকর্ম্ম করা হয় তাহ নিবৃত্তকর্ম্ম।)

(মেঃ)—যে সমস্ত কাম্যকর্ম্ম হইতে ইহলোকে ফল পাওয়া যায়—যেমন 'কারীরী' ইষ্টি (যাগ), 'বৈশ্বানরী' ইষ্টি প্রভৃতি। যাহা হইতে পরলোকে ফল পাওয়া যায়—যেমন 'জ্যোতিষ্টোম' প্রভৃতি। এইগুলি সব কাম্য (অভিলষিত) ফল সম্পাদক কর্ম্ম। যাহা কামনা করা যায় তাহা কাম্য; সুতরাং ফলই কাম্য। তথাপি, যে কর্ম্ম দ্বারা তাহা সাধিত (সম্পাদিত) হয় তাহাকেও 'কাম্য' বলা হয়। 'নিষ্কামকর্ম্ম' অর্থ নিত্যকর্ম্ম। এই শ্লোকের "জ্ঞাতপূর্ব্বং" এটী কাম্য এবং নিস্কাম উভয়েরই অংশ অর্থাৎ উভয়েরই সহিত সম্বন্ধযুক্ত; কারণ জ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তির শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকার নাই। আর যদি বলা হয় রহস্যবিদ্যা প্রকরণে (উপনিষদে) জ্ঞানের উপদেশ রহিয়াছে (কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে তাহার উপদেশ নাই) তাহা হইলে এই মতানুসারে এখানে "জ্ঞাতপূর্ব্বং" এটী উক্ত উভয় প্রকার কর্ম্মের অংগ হইবে না। "জ্ঞাতপূর্ব্বং" এখানে 'পূর্ব্ব' শব্দটীর অর্থ আদ্য। সুতরাং উহার অর্থ—'জ্ঞাত' অর্থাৎ জ্ঞান হইয়াছে 'পূর্ব্বে' অর্থাৎ অর্থাৎ আদ্য বা প্রধান যাহার। যে লোক অভিমুখ্য (প্রধান) সে পূর্ব্বে (সর্ব্বাগ্রে) ক্রিয়া লাভ করে। অতএব এখানে এই কথা বলা হইল যে, জ্ঞান প্রধান অর্থাৎ প্রধানতঃ অনুষ্ঠেয়; আর বেদাভ্যাস প্রভৃতিগুলি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পরিমাণমত কর্ত্তব্য। ৮৯

(প্রবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতার সাম্য লাভ করা যায়, কিন্তু নিবৃত্ত কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি পঞ্চভূতের অধিকার হইতে অব্যাহতি লাভ করে।)

(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে ত বলা হইল যে, কাম্য কর্ম্মকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম বলে! কাম্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে কতকগুলির ফল হইতেছে পারলৌকিক স্বর্গ, আবার কতকগুলির ফল ইহলোকেই লাভ করা যায়। কিন্তু কোন কাম্য কর্ম্মেরই ত দেবতার সাম্যতারূপ ফল হইতে পারে না। সুতরাং এখানে যে বলা হইয়াছে "দেবানামেতি সাম্যতাং"=দেবতার সাম্যলাভ করে, এ উক্তিটী কিরূপ হইল? 'বিশ্বজিৎ' যাগ প্রভৃতি যেসমস্ত কর্ম্মের কোন ফল শাস্ত্রমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই সেগুলিরও ফল স্বর্গই হইয়া থাকে। অতএব দেবসাম্যতাপ্রাপ্তি যে কোন্ প্রকার কর্ম্মের ফল তাহা ত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আর একথাও বলা যায় না যে, যেসমস্ত কর্ম্ম বিশেষ বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে সেইগুলিই ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয়; আর সেইভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সেগুলি দেবত্বরূপ ফল সাধন করিবে। কারণ, এরূপ বলিলে শ্রুতহানি এবং অশ্রুতকল্পনা প্রসংগ হইয়া থাকে। অথচ দেখিতে পাওয়া যায় বেদে "গ্রামকামঃ", "স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বচনে কাম্যমান গ্রাম, স্বর্গ প্রভৃতিকে ফলরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই বিষ ভক্ষণ করা হইলে যেমন তাহার ফল প্রকাশ পাইবেই (যেহেতু বস্তুর স্বভাব নষ্ট হয় না), সেইরূপ ফল কামনা করা হউক বা নাই হউক কর্ম্ম করিলেই বস্তুস্বভাববশত তাহার ফলও প্রকাশ পাইবেই। আবার এরূপও বলা যায় না যে, কর্ম্ম হইতে দেবত্বাদি প্রাপ্তিও হইবে অথচ তাহা কাম্য কর্ম্ম হইবে না; কারণ এরূপ বলা পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাতে যদি বলা হয় যে, নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কামনাবিহীন ব্যক্তির অনিষ্ট ফল প্রাপ্তি ঘটে কিরূপে, কারণ অনিষ্ট ফল ত কাম্য হয় না। তদুত্তরে বক্তব্য সেখানে কর্ম্মের স্বভাবই হইতেছে সেইভাবে ফল উৎপাদন করা। কারণ, অনিষ্ট (অনভিপ্রেত নরকাদি) কাম্য হইতে পারে না (যেহেতু নিষিদ্ধ কর্ম্মের তাহাই ফল)। আবার যদি বলা হয়, এখানে নিত্যকর্ম্ম সকলেরই দেবতাসাম্যতাপ্রাপ্তিরূপ ফল বলা হইতেছে তাহা হইলে কিন্তু তাহার নিত্যতাহানি ঘটে—উহা আর 'নিত্যকর্ম্ম' নামে অভিহিত হইতে পারে না। অথচ "যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বচনে ইহাই বোধিত হয় যে উহা নিত্যকর্ম্ম। আর যদি বলা হয়, নিত্যকর্ম্মেরও ফল অবশ্যই কল্পনা করিতে হয় (যেহেতু তাহা না হইলে নিষ্ফল কর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না), তাহা হইলে বলিব প্রত্যবায় পরিহারই নিত্যকর্ম্মের ফল, এইরূপই কল্পনা করা উচিত, কারণ, এরূপ কল্পনাতে নিত্যতার সহিত কোন বিরোধ ঘটে না অর্থাৎ উহাতে নিত্যকর্ম্মের নিত্যত্বহানি হয় না। আবার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্লোকটীর শেষ অংশে যে "ভূতান্যপ্যেতি পঞ্চ বৈ" এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহারও অর্থ যে "বিমুক্ত হয়", এরূপ ত বুঝা যায় না। কারণ, স্থলান্তরে দেখা যায় যে "অপ্যেতি"=অপ্যয় প্রাপ্ত হয়, 'অপ্যয়' ইহার অর্থ লয়। কিন্তু এখানে ত এরূপ অর্থ বক্তব্য নহে যে 'ভূতগণের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়', কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপতাপ্রাপ্তিই এখানে বিবক্ষিত। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—তাদৃশ ব্যক্তি পঞ্চভূতের অধিকার অতিক্রম করিয়া থাকেন (তাহার মধ্যে পড়েন না)—তাঁহার আর পাঞ্চভৌতিক শরীর হয় না; তিনি তেজোমূর্ত্তি হইয়া যান। কিন্তু এরূপ অর্থ করাও কোন কাজের নহে। কারণ, কোন প্রকার শরীর গ্রহণ না করাই মোক্ষ। সুতরাং তাঁহার সেই শরীর তেজোরূপ একটী ভূতের দ্বারাই আরব্ধ হউক আর তাহা পাঞ্চভৌতিকই হউক তাহাতে কি আসে যায়,—ইহাতে তাহার সংসারিত্বেরপক্ষে বিশেষত্ব কি আছে অর্থাৎ উভয়স্থলেই সংসারিত্ব সমভাবে বিদ্যমান। অতএব শ্লোকটীর এই অংশটীরও ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—দেবতাসাম্যলাভ কোন্ কর্ম্মের ফল, কারণ নিত্যকর্ম্মসকলের কোন ফল নাই আবার কাম্য কর্ম্মসকলেরও যথানির্দ্দিষ্ট ফল ছাড়া অন্য ফল হইতে পারে না, এইরূপ যে প্রশ্ন করা হইয়াছে তাহার উত্তরে বক্তব্য—সকল বেদোক্ত কর্ম্মেরই যে এই দেবতাসাম্যতাপ্রাপ্তি ফল তাহা এই বচনটীতে বলা হইতেছে না। কিন্তু নিবৃত্তকর্ম্মের ফল কি তাহারই প্রশংসারূপে এখানে বলা হইতেছে যে, এমন কি কর্ম্ম আছে যাহা দ্বারা এই নিবৃত্ত কর্ম্মের সমান ফল পাওয়া যাইতে পারে? কারণ, কতকগুলি কর্ম্ম আছে যাহার ফল হইতেছে দেবত্বপ্রাপ্তি; কর্ম্মকাণ্ডে যত কিছু কর্ত্তব্য আছে ইহাই তৎসমুদয়ের চরম ফল; কিন্তু তাহাতে মোক্ষলাভ হয় না। পক্ষান্তরে রহস্যাধিকারে (উপনিষদে রহস্য বিদ্যা-প্রকরণে) যে উপাসনাদি কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে শেষে অনাবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ করা যায়। যেখানে কর্ম্মী পুরুষ কামনাযুক্ত হয় সেখানে তাহার কর্ম্ম ফললাভেচ্ছা দ্বারা দূষিত; এইজন্য কর্ম্ম সেখানে বন্ধের হেতু হইয়া থাকে। কারণ, কর্ম্মের ইহাই হইতেছে স্বভাব যে তাহা নিজ ফল নিষ্পাদন করিবার জন্য সেই কর্ম্মাধিকৃত ব্যক্তির ভোগসাধন শরীর উৎপাদন করিবেই। আবার, এই নিত্য (অবশ্য করণীয়) কর্ম্মগুলি যদি অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাহা প্রত্যবায়জনক হইবেই। সুতরাং সেগুলিও পাপের ভোগ সম্পাদনের জন্য অবশ্যই শরীর উৎপাদন করিবে।

আচ্ছা, ইহাই যদি হয় তাহা হইলে মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি কেবল নিত্যকর্ম্মসকলই অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবে না; সুতরাং (ফলভোগের প্রসংগ না থাকায়) তাঁহার শরীরারম্ভক কর্ম্ম নাই বলিয়া তিনি (অশরীর হইয়া) মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। আর তাহা হইলে আত্মজ্ঞানের উপযোগিতা কোথায়? এইজন্য এইরূপ কথিত আছে;—"প্রত্যবায় পরিহার করিবার জন্য নিত্যকর্ম্ম এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম করণীয়। যে লোক মোক্ষাভিলাষী নহে, সে ব্যক্তি কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়"। যে ব্যক্তি আত্মবিদ্যা অনুশীলন না করে তাহার অবিদ্যার ক্ষয় হয় না। আর, জ্ঞান প্রভাবে যদি অবিদ্যার উচ্ছেদ না ঘটে তাহা হইলে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইরূপ অর্থ জ্ঞাপনের অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে "জ্ঞানকে প্রধান করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়"। পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়েও এইজন্য বলিয়াছেন "কামনাপরায়ণতা মোটেই ভাল নহে" ইত্যাদি।

"দেবনামেতি সাম্যতাং" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে দেবগণের সমানগতি হয়। আর "ভূতান্যপ্যেতি" এই অংশটীর অর্থ সম্বন্ধে যে ব্যামোহ (বুদ্ধিবিভ্রম) উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহাও ঠিক নহে। কারণ, "ভূতান্যপ্যেতি" এখানে 'অপ্যয়' ইহার অর্থ বিশেষরূপে লয় করিয়া দেওয়া।* সুতরাং ইহার অর্থ—তাঁহার নিকট নিখিল প্রপঞ্চ অসার (মিথ্যা)

*এখানে এবং পূর্ব্বেও ভাষ্যমধ্যে মূলশ্লোকটীর প্রতীকরূপে ধরা হইয়াছে "ভূতান্যত্যেতি", অথচ ব্যাখ্যাকালে বলা হইতেছে 'অপ্যয়'; ইহা বিভ্রান্তিকর। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের উপোদ্‌ঘাত-ভাষ্যে ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন এখানে "ভূতান্যত্যেতি" এই পাঠটী অজ্ঞতামূলক। "ভূতান্যপ্যেতি" এইপ্রকার পাঠই সঙ্গত। টীকাকার আনন্দগিরিও এখানকার পূর্ব্বাপর শ্লোক উদ্ধার করিয়া উহা সমর্থন করিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়া যায়। এস্থলে যদি "অভ্যেতি" এই প্রকার পাঠ ধরা হয় তাহা হইলেও ঐ অশরীরভাব প্রাপ্তিই অভিহিত হইয়া থাকে। ৯০

(যিনি সর্ব্বভূতমধ্যে নিজেকেই দেখেন এবং নিজের মধ্যেও সকলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন সেই সমদর্শী আত্মযাজী ব্যক্তি 'স্বারাজ্য' প্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—কিরূপে প্রপঞ্চলয় করা যায়? (অথবা প্রপঞ্চের উপর কিরূপ দৃষ্টি কর্ত্তব্য?)—ইহারই উত্তরে বলিতেছেন "সর্ব্বভূতেষু" ইত্যাদি। এখানে 'ভূত' শব্দটী দ্বারা চেতন এবং অচেতন স্থাবরজঙ্গম সমদুয় পদার্থ অভিহিত হইতেছে। সেইগুলির সকলেরই মধ্যে এইভাবে আত্মদর্শন কর্ত্তব্য—'এই জগৎ আমারই স্বরূপ হইতেছে'। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে (তৈত্তিরীয় উপনিষদে) আম্নাত হইয়াছে—"আমি এই সংসাররূপ বৃক্ষের প্রেরয়িতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ইহার উচ্ছেদকর্ত্তা"। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, জগতে আপন-পর ব্যবহার (ভেদজ্ঞান) ত্যাগ করিবে। 'এই আমি, এটী আমার—ইহা আমার নহে' এই প্রকার ব্যবহারে বন্ধ ঘটে। কিন্তু যিনি আপন-পর অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়াছেন—আপন-পর ভেদজ্ঞান যাঁহার নাই, তাঁহার নিকট আত্মার একত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূল-শ্লোকে যে 'স্বারাজ্য' কথাটী রহিয়াছে ইহাই তাহার অর্থ। "সর্ব্বভূতানি চাত্মনি",—বিকার প্রপঞ্চরূপ এই যে জগৎ ইহা আমার মধ্যেই রহিয়াছে—আমি এককই স্রষ্টা, কর্ত্তা, ধ্যাতা এবং ধ্যেয় এইভাবে সব হইয়া রহিয়াছি। "আত্মযাজী",—যিনি নিজেকেই সর্ব্বদেবতাত্মক জ্ঞান করেন (এইভাবে 'অহংগ্রহোপাসনা' করেন),—তিনি এইরূপ জ্ঞান করেন যে অগ্নি, আদিত্য প্রভৃতি দেবতারা সব আলাদা নহে (আমা হইতে পৃথক্ নহে), কিন্তু আমিই সর্ব্বদেবতাত্মক;—এইভাবে দর্শন করিতে থাকিয়া তিনি 'আত্মযাজী' হইয়া থাকেন; কিন্তু "আত্মযাজী" এখানে যে আত্মার উদ্দেশ্যে যাগ করিতে বলা হইয়াছে তাহা নহে। কেহ কেহ বলেন,—'আগ্নেয়' প্রভৃতি যাগে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে যে আত্মরূপে উল্লেখ করিতে হইবে না, তাহাও নহে। "স্বারাজ্যম্",—স্ব (নিজ) রাজ্যে যাহা সিদ্ধ হয় তাহা 'স্বারাজ্য'; ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তিনি পরমাত্মার ন্যায় স্বতন্ত্র এবং স্বপ্রকাশ হইয়া থাকেন। তাঁহার নিকট বহিঃপ্রকাশের জন্য চন্দ্র-সূর্য্যের আলোক, চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় কিংবা অন্তঃকরণ মন প্রভৃতির আবশ্যকতা থাকে না। এইজন্য এখানে "পশ্যন্" ইহার অর্থ ভাবনা (চিন্তা বা ধ্যান); উহার অর্থ যে কেবল 'দর্শন' (চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া) তাহা নহে। তিনি বাহিরের এবং অভ্যন্তরের সকল প্রকার ব্যাপার বিদূরিত করিয়া কেবলমাত্র তাদৃশ ভাবনাপরায়ণ হন। ৯১

(এমন কি সকল প্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মও পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান, শম এবং বেদাভ্যাস পরিশীলনে ব্রাহ্মণের যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি" ইহা দ্বারা যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলা হইতেছে তাহা নহে; কিন্তু 'আত্মজ্ঞানসাধনে যত্নবান্ হইবে' এইভাবে আত্মজ্ঞান পরিশীলন বিধান করা হইতেছে। প্রশস্ত দেবায়তন প্রদক্ষিণ, মন্ত্রগুরুর নিকট অভিগমন ইত্যাদি প্রকার কর্ত্তব্যকলাপ পরিত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞান পরিশীলন করা কর্ত্তব্য, ইহাই "কর্ম্মাণি পরিহায়"=বিহিত কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া, এই প্রকার উক্তির আলম্বন। কারণ, নিত্য কর্ম্মসকল নিজ ইচ্ছানুসারে পরিত্যাগ করা যায় না, যেহেতু ঐগুলি পুরুষধর্ম্মরূপে বিহিত হইয়াছে বলিয়া সন্ন্যাস ব্যতীত উহাদের ত্যাগ শাস্ত্রসম্মত নহে। ৯২

(এই যে আত্মজ্ঞান ইহাই বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে জন্মসাফল্য—ইহাতেই ব্রাহ্মণের জন্ম সফল হয়। দ্বিজাতিগণ ইহা যদি লাভ করেন তবেই কৃতকৃত্য হন, অন্য কোন প্রকারে কৃতকৃত্যতা হয় না।)

(মেঃ)—"দ্বিজো ভবতি"=দ্বিজাতি কৃতকৃত্য হয়,—ইহা দ্বারা দেখান হইল যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও আত্মজ্ঞানে অধিকার রহিয়াছে। এসম্বন্ধে আরণ্যকশ্রুতিতেও এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। "ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ"=বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে, ইহার সহিত 'বেদাভ্যাস'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইটীর সম্বন্ধ। সর্ব্বত্র সমদর্শন অভ্যাসিত হইলে আত্মজ্ঞান জন্মে। ঐ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দ্বিজাতিগণ কৃতকৃত্য হন—কারণ ইহা দ্বারাই পুরুষার্থপ্রাপ্তির সমাপ্তি ঘটে; যেহেতু মোক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন পুরুষার্থ নাই। ৯৩

(পিতৃগণ, দেবগণ এবং মনুষ্যগণের পক্ষে বেদ সনাতন চক্ষুঃস্বরূপ; উহা প্রণয়ন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে এবং মীমাংসাদিশাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে ঐ বেদশাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হওয়াও অসম্ভব, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।)

(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে যে বলা হইল 'নিজেকে সর্ব্বাত্মকরূপে দেখিবে—সকলের সহিত অভিন্ন দেখিবে অর্থাৎ ভেদদৃষ্টি পরিত্যাগ করিবে'—ইহা ত প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রত্যক্ষ অনুসারে ভিন্নভাব অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রত্যেকটী বস্তুর মধ্যে ভেদই ত প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন বস্তুসকলকে এক অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিরূপে? এরূপ বলিলে ত অশক্য (অসম্ভব) বিষয়ের উপদেশ করা হয়। কারণ, যাহা ভিন্ন তাহাকে অভিন্ন বলিয়া দেখা কিরূপে সম্ভব? যেহেতু গাধাকে গরু বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে তাহা যথার্থজ্ঞানের বিষয় করা যায় না। তবে যদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন দোষ থাকে তাহা হইলে এক বস্তুতে অপর এক বস্তুর প্রতীতি হয় বটে; যেমন শুক্তিকা প্রভৃতিতে রজতের জ্ঞান জন্মে। কিন্তু উপদেশ অনুসারে—কাহারও কথামত এরূপ জ্ঞান ত (ইচ্ছাপূর্ব্বক) হইতে পারে না। যদি কেহ এরূপ উপদেশ করে তাহা হইলে তাহা অসত্য হয়—সেখানে ঐ প্রকার বচনের সত্যতা এবং সার্থকতা থাকে না। এই প্রকার আপত্তি হইলে ইহার উত্তরে বলিতেছেন "পিতৃদেব" ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ,—। এতাদৃশ স্থলে বেদই প্রমাণ; তাহা চক্ষুর ন্যায়; চক্ষুর মধ্যে যেমন দর্শনের কারণতা রহিয়াছে বেদের মধ্যেও সেইরূপ দর্শনের (অলৌকিক বিষয়ক জ্ঞানের) কারণতা রহিয়াছে; এই প্রকার সাদৃশ্যবশতঃ তাহাকে (বেদকে) চক্ষুঃস্বরূপ বলা হইয়াছে। চক্ষুর্গ্রাহ্য বিষয়ে যে রূপদর্শন (রূপপ্রতীতি) হয়, তাহাতে যেমন চক্ষুর প্রামাণ্য অবিসংবাদিত সেইরূপ বেদ হইতেও অলৌকিকবিষয়ক অবিসংবাদিত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, এই কথাটী এখানে বলা হইল।

"সনাতন" ইহার অর্থ নিত্য বা শাশ্বত। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, বেদ পুরুষ-রচিত নহে। যেহেতু যাহা পুরুষ-রচিত বাক্য তাহার প্রামাণ্য নির্ভর করে সেই পুরুষের প্রামাণ্যের উপরে। পুরুষেরও আবার ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষ থাকিতে পারে; কাজেই সেই কারণে তাহার বাক্যেরও প্রামাণ্য থাকে না (তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না)। কিন্তু বেদ পুরুষ-রচিত নহে; কাজেই রচয়িতা পুরুষের গুণ বা দোষ থাকা না থাকার উপর তাহার বাক্যের প্রামাণ্য নির্ভর করিলেও বেদে যখন উহার সম্ভাবনা নাই তখন বেদ প্রমাণই হইবে, যেহেতু বেদ অপৌরুষেয়। অতএব বেদের প্রামাণ্য রহিয়াছে বলিয়া বেদোক্ত বিষয়ের প্রামাণ্যের সহিত কাহারও বিরোধ হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, যদি এরূপ উপদেশ থাকে যে, 'আগুন দিয়া ভিজাইয়া দিবে, জল দিয়া জ্বালাইয়া দিবে' তাহা হইলে কি তাহাতে বিরোধ হয় না? (উহা কি প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ নহে)? ইহার উত্তরে বক্তব্য, দৃষ্টান্তটী সমপ্রকার হয় নাই। কারণ, এতাদৃশ স্থলে পদার্থের শক্তি লৌকিক প্রমাণসিদ্ধ এবং ঐ প্রকার নির্দ্দেশ দ্বারা একটী দৃষ্ট বিষয়েরই কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে। কাজেই প্রমাণান্তরসিদ্ধ ঐ বিষয়টী যদি প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে এতাদৃশ উক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে এই বেদবাক্যের অর্থ যখন বিধি নির্দ্দেশ করিতেছে, আর বিধি যখন প্রমাণান্তরের গ্রাহ্য বা বিষয় নহে, কারণ সিদ্ধ বস্তুই প্রমাণান্তরের বিষয় (কিন্তু বিধি সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদক নহে, অলৌকিক যে নিয়োগ বা সাধ্য অপূর্ব্ব তাহাই বিধির প্রতিপাদ্য; উহা প্রমাণান্তরবেদ্য নহে); কাজেই এরূপ স্থলে একবিষয়তা না থাকায় প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ হইবে কিরূপে? (যেহেতু একই বিষয় যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রমিত হয় তবেই সেরূপ স্থলে বিরোধ হইয়া থাকে)। এখানে কিন্তু স্বারাজ্যরূপ ফলের জন্য অনাত্মভূত পদার্থনিচয়ে আত্মদর্শন কর্ত্তব্য, এই প্রকারে আত্মদর্শনের বিধান করা হইতেছে। সুতরাং যেখানে ভেদদর্শন অধিক অর্থাৎ যেখানে ভেদদর্শনের প্রাবল্য সেখানে ঐ আত্মদর্শনের অভ্যাসের দ্বারা তাহার অন্যথা করিতে পারা যায়। যেমন রাগ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(অনুরাগ, আসক্তি) প্রভৃতিগুলিকে বিপরীত ভাবনারূপ যোগাঙ্গ অভ্যাস দ্বারা সংযত করিতে পারা যায়। মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনা দ্বারা বিদ্বেষবুদ্ধি নিবৃত্ত হয়, এইভাবে দ্বেষকেও সংযত করা যায়, ইহা সকলেরই নিজ নিজ অনুভবের সাক্ষ্য দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। ভাবনার এমনই একটী সামর্থ্য আছে যে, কোন বস্তু বিদ্যমান না থাকিলেও তাহা ভাবনা দ্বারা প্রত্যক্ষ দৃশ্য হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ যেমন, বিরহকালে বিরহী কামী ব্যক্তি সর্ব্বত্র স্বাভিপ্রেত কামিনী দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু যেখানে একত্বই তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ (কিন্তু ভেদটী অবিদ্যাকল্পিত) সেখানে একত্ব ভাবনা দ্বারা যে যথার্থ একত্বই প্রতিভাত হইবে তাহাতে আর বলিবার কি আছে হে? সুতরাং ঐ একত্বের বিরুদ্ধ যে ভেদ তাহার সহিত একত্ব জ্ঞান হইবে কিরূপে? কারণ, সমস্ত ভাবনাই অভেদস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার অভেদদর্শনই এখানে সমদর্শন কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে আর 'ইহা আমার, ইহা আমার নহে' এই প্রকার জ্ঞান সম্ভব নহে। এসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে,—'মম' (আমার) এই যে দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ ইহা মৃত্যু স্বরূপ (কারণ ইহা ভেদ দৃষ্টিকারক), আর 'ন মম' (=আমার নহে) এই যে শব্দ, ইহা শাশ্বত (মৃত্যুশূন্য অবস্থা সম্পাদক)। অতএব সর্ব্বত্র যে একাত্মতা দর্শন করিতে বলা হইয়াছে তাহাতে কোন বিরোধ নাই।

"পিতৃদেবমনুষ্যাণাং" ইত্যাদি পদগুলি দ্বারা এই কথা বলা হইয়াছে যে, দেবতা প্রভৃতিরা মহাঋদ্ধি সংযুক্ত; কিন্তু তাঁহারাও এই প্রকার অতীন্দ্রিয় বিষয় সাক্ষাৎকার করিতে পারেন না, কারণ বেদ নির্দ্দেশ বিনা অন্য কোন উপায়ে উহা জানা সম্ভব নহে। "অপ্রমেয়ং চ",—এই বেদশাস্ত্র অপরিমেয়; যেহেতু বেদের শাখা অনন্ত। আবার বেদাঙ্গাদি বিনা বেদের অর্থও নিরূপণ করা যায় না বলিয়াও ইহা অপ্রমেয়। ৯৪

(বেদবাহ্য যে সকল শ্রুতি অর্থাৎ উপদেশ আছে এবং যে-কোন প্রকার কু-দৃষ্টি অর্থাৎ কুৎসিত দর্শন বা অসৎ সিদ্ধান্ত আছে সেগুলি সব শেষ পর্য্যন্ত একেবারে নিষ্ফল—বাজে, সেগুলি তমোনিষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে বেদ অপৌরুষেয়, এইজন্যই তাহার প্রামাণ্য (এই কারণেই তাহা প্রমাণ)। এক্ষণে বলিয়া দিতেছেন যে, পৌরুষেয় বেদ (অর্থাৎ লৌকিক উপদেশ) সকলের প্রামাণ্য নাই অর্থাৎ সেগুলি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। "বেদবাহ্যাঃ"= বেদবিরুদ্ধ যাহা বেদমূলক নহে এমন যেসব "শ্রুতয়ঃ"=গ্রন্থসন্দর্ভ মধ্যে নিবন্ধ কর্ত্তব্যতা-উপদেশ, যেমন—চৈত্যবন্দন করিলে স্বর্গ হয় ইত্যাদি উপদেশ, যেগুলি শাক্য-নির্গ্রন্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধ,—। "কু-দৃষ্টয়ঃ"=কু-দর্শন অর্থাৎ অসৎ তর্কযুক্ত মতবাদ সকল; —যেমন বেদের কর্ত্তা (রচয়িতা) আছে ইহা অনুমান দ্বারা প্রতিপাদন করা, অপূর্ব্ব এবং দেবতা বলিয়া কিছু নাই, এইভাবে যুক্তি দ্বারা উহাদের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করা, ইত্যাদি প্রকার মতবাদ; এগুলি সব 'কুদৃষ্টি'। "সর্ব্বাস্তাঃ"=সেগুলি সব "প্রেত্য"=প্রকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ শেষ অবস্থায় গিয়া সেই সকল যুক্তির 'হেতু' ও 'দৃষ্টান্ত' নিপুণভাবে পরীক্ষিত হইলে তখন চরমে সেগুলি "নিষ্ফলাঃ"=বৃথা বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হয়; কারণ সেগুলি সব সৎ (নির্দ্দোষ) যুক্তি নহে, কিন্তু সেগুলি 'যুক্ত্যাভাস' অর্থাৎ দোষগ্রস্ত যুক্তি। সেই সকল যুক্তি নানা প্রকার বাগ্জালে আবদ্ধ, বিশাল গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ; তাহা প্রকাশ্য রাজপথে দিবালোকে অন্ধকার সৃষ্টি করে।

ঐ যে সকল উপদেশ, ঐগুলি পৌরুষেয়, এ কারণে ওগুলির প্রামাণ্য নাই; যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মাদির ন্যায় অতীন্দ্রিয় বস্তু দর্শন করিবার শক্তি কোন পুরুষেরই থাকিতে পারে না (তিনি যতই অসাধারণ এবং তপঃপ্রভাবাদিসম্পন্ন হউন না কেন)। যদি বা কাহারও সেরূপ শক্তি থাকে তথাপি যে ব্যক্তি তাহা উপদেশ করিবে (জানাইয়া দিবে) যে 'ইনি সর্ব্বজ্ঞ, এই আগম ইঁহার প্রণীত' তাদৃশ ব্যক্তির কথায় কোন প্রামাণ্য নাই। (অর্থাৎ স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ না হইলে অন্য কোন ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ কি না তাহা জানা যায় না, কাজেই সেরূপ নির্দ্দেশও দেওয়া যায় না যে ইনি সর্ব্বজ্ঞ। আর 'ইনি সর্ব্বজ্ঞ', ইহা নিরূপিত না হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে তাঁহার বচনকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।) সেগুলি কর্ত্তৃপূর্ব্বক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুতরাং দৃষ্টার্থক; তথাপি সেগুলিকে অদৃষ্টার্থক বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং সেগুলির প্রামাণ্য থাকিলে তবেই সেই সকল উপদেশের দ্বারা দেবতাত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। এ কারণে ঐ সমস্ত যুক্তি বিপরীতবুদ্ধিমূলক বুঝিতে হইবে।

কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—"প্রেত্য"=মৃতের পক্ষে অর্থাৎ মরণের পর ঐগুলি সব নিষ্ফল। কারণ, ঐগুলি "তমোনিষ্ঠাঃ"=তামসযোনির কারণ হয় বলিয়া ঐগুলির তমোমধ্যেই পর্য্যবসান ঘটে। "প্রেত্য" শব্দটীর ঐ প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে "সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে" এই নিয়ম অনুসারে এখানে ঐ ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদটীর প্রয়োগে সমানকর্ত্তৃকত্ব পাওয়া কঠিন; কারণ, এখানে অসমানকর্ত্তৃকত্ব রহিয়াছে। অথবা এপক্ষে "প্রেত্য" ইহার পরিবর্ত্তে "প্রেতে" এইরূপ নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয়ান্ত পদ সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ৯৫

(এই বেদ ছাড়া আর যত কিছু শাস্ত্র আছে সেগুলি কালক্রমে উৎপন্ন হয় এবং বিনাশও প্রাপ্ত হয়। সেগুলি সব অর্ব্বাচীনকালীন; এজন্য সেগুলি সব বাজে ও মিথ্যা।)

(মেঃ)—"অতঃ"=এই বেদ ছাড়া "অন্যানি"=আর যত কিছু অনুশাসন আছে সেগুলি সব "উৎপদ্যন্তে বিনশ্যন্তি"=হঠাৎ উৎপন্ন হয় এবং বিনাশ প্রাপ্তও হয়। সেগুলির সব উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে বলিয়া সেগুলি অনিত্য। পক্ষান্তরে বেদ উহার বিপরীতধর্ম্মা অর্থাৎ তাহার উৎপত্তিও নাই এবং বিনাশও নাই; কাজেই তাহা অনিত্য নহে। "অর্ব্বাক্-কালিকতয়া"=ইদানীন্তন (পরবর্ত্তী কালের) কোনও পুরুষের দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া সেগুলি "নিষ্ফলানি"=ফলশূন্য; কারণ কোন অদৃষ্ট ফল সেগুলির নাই। "যানি কানিচিৎ"= যেকোন প্রকার প্রবঞ্চনামূলক ভ্রান্ত অনুশাসন। ৯৬

(চারি বর্ণ, তিন লোক, পৃথক্ পৃথক্ চারি আশ্রম এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এগুলি সব একমাত্র বেদ হইতেই প্রচারিত হয়।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটীও বেদের প্রশংসাস্বরূপ। চারি বর্ণ বেদ হইতেই প্রসিদ্ধ হয়—কারণ তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মাধিকার বেদ হইতেই নিরূপিত হইয়া থাকে। "ব্রাহ্মণ বসন্ত-কালে অগ্ন্যাধান করিবে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে অগ্ন্যাধান করিবে" ইহা কেবল বেদ হইতেই জানা যায়। তবে চারি বর্ণের স্বরূপটী বৃদ্ধব্যবহারজ্ঞেয়, যেহেতু মনুষ্যত্বাদি ধর্ম্ম, সকল বর্ণের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান বলিয়া উহা দ্বারা কে কোন্ বর্ণের লোক তাহা নিরূপণ করা যায় না, ইহা পূর্ব্বে স্থলান্তরে আলোচনা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। "ত্রয়ো লোকাঃ"=স্বর্গ প্রভৃতি তিনটী লোক ঐ বেদ হইতেই সিদ্ধ হয়। কারণ, এখানে (ভূলোকে) দেবতার উদ্দেশ্যে যে হবির্দ্রব্যাদি যজ্ঞাদিকালে প্রদত্ত হয় দেবগণ তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা এবিষয়টীও সিদ্ধ (প্রতিপাদিত) হইতেছে যে, বেদ ত্রিভুবনের স্থিতির হেতুস্বরূপ। স্মৃতিসকল বেদমূলক বলিয়া সেগুলিরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। চতুরাশ্রমও বেদ হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। "ভূতং"=অতীত জন্ম অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম এবং সুখদুঃখাদি,—। এবং যাহা "ভবৎ" অর্থাৎ বর্ত্তমান এবং যাহা "ভবিষ্যং"=ভবিষ্যৎ, সে সকলেরই কারণ হইতেছে বেদ; সে সকল বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানের জন্য বেদকেই আশ্রয় করিতে হয়। ৯৭

(শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং পঞ্চমতঃ গন্ধ এগুলি সব একমাত্র বেদ হইতেই উৎপন্ন হয়; কারণ লোকেদের নিকট তাহাদের নিজ নিজ গুণকর্ম্ম অনুসারেই সেগুলি প্রকাশ পায়।)

(মেঃ)—শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সকল ভোগ্যরূপে যে সুখসাধন হয় অর্থাৎ ঐগুলি যে সুখ সম্পাদন করে তাহা বেদ হইতেই সিদ্ধ হয়। কারণ, বেদবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে সুখজনক মধুর শব্দাদি শ্রবণ করিবার ভাগ্য ঘটে, অন্যথা—আর যদি বেদবিহিত কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করা হয় তাহা হইলে দুরদৃষ্টবশতঃ শ্রুতিকটু শব্দাদি শ্রবণ করিতে হয়। এইজন্য বেদবিহিত কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করা কিংবা তাহা পরিত্যাগ করা এই দুইটী অনুসারে শরীর উৎপাদনের এবং সুখদুঃখাদি ভোগের অনুকূল শব্দাদি বিষয় সকলের সহিত সম্বন্ধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়; সেইভাবে যে ঐগুলি ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয় তাহা বেদ হইতেই নিরূপিত হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই এখানে বলা হইয়াছে "বেদাদেব প্রসূয়ন্তে"; কিন্তু বেদ যে ঐগুলির উপাদান কারণ (বেদ হইতেই ঐগুলির উৎপত্তি) একথা ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না। অতএব ঐ দুইটী অনুসারে শরীরারম্ভক সুখদুঃখজনক শব্দাদি সম্পন্ন হয়। এই কথাটীই "প্রসূতিগুণকর্ম্মতঃ" এই অংশে বলিয়া দিতেছেন। "প্রসূতি" ইহার অর্থ শব্দাদি বিষয়ের উৎপত্তি অর্থাৎ ভোগ্যরূপে উপস্থিতি। ইহার জন্য গুণকর্ম্ম;—গুণকর্ম্ম এবং ফলার্থক প্রধান কর্ম্ম; 'চিত্রা'যাগাদি প্রধান কর্ম্ম, এবং ঐ প্রধান কর্ম্মের উপকারক গুণকর্ম্ম, ইহা উক্ত হইয়াছে। এখানে "প্রসূতির্গুণধর্ম্মতঃ" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। তাহার অর্থ এইরূপ,—। 'গুণ' অর্থ সত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি; সেইগুলির 'ধর্ম্ম' অর্থাৎ পরিণাম বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; তাহার যে প্রসূতি অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি; তাহারই উদ্রেকে (অল্পাধিকতা-বশতঃ) জগৎরূপে পরিণতি। বেদই ইহার হেতু; কারণ, যে অদৃষ্টসহকারে গুণত্রয়ের ঐ পরিণাম ঘটে বেদই সেই অদৃষ্টের নিয়ামক—যেহেতু বেদেই ধর্ম্মাধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; আর ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মই হইতেছে 'অদৃষ্ট'। এসম্বন্ধে যেসকল ব্যাখ্যাবৈচিত্র্য কিংবা পাঠান্তর আছে সেগুলি আর বলা হইল না; কারণ সেগুলি অনাবশ্যক। ৯৮

(সনাতন বেদশাস্ত্রই সকল প্রাণীকে ধারণ করিতেছে। সেই বেদশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহাই জীবের সুখদুঃখের সাধন নির্দ্দেশ করে।)

(মেঃ)—বেদ কিভাবে সমস্ত জীবকে ধারণ করে তাহা ব্রাহ্মণমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা,—। "অগ্নিতে হবির্দ্রব্য আহুতি দেওয়া হয়; সেই অগ্নি আদিত্যকে তৃপ্ত করে। সূর্য্য রশ্মিজাল দ্বারা তাহা বৃষ্টিরূপে পরিণত করে। তাহা হইতে অন্ন জন্মে। তাহার ফলে এই ভূলোকে জীবগণের উৎপত্তি এবং স্থিতি, ইহা জানা যায়"। এই গ্রন্থমধ্যেও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "অগ্নিতে যে যথাবিধি আহুতি দেওয়া হয় তাহা আদিত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে" ইত্যাদি। "তস্মাদেতৎ পরং মন্যে"=এই কারণে এই বেদকে 'পরম' অর্থাৎ পুরুষার্থের হেতুস্বরূপ বলিয়া মনে করি। যেহেতু ইহার মধ্যে ধর্ম্মের অনুশাসন রহিয়াছে, এইজন্য এসম্বন্ধে যেরূপ উপপত্তি (যুক্তি) দেখান হইল তাহা সংগত হয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—যাগাদি কর্ম্মটী যদি ঔপাদানিক হয় (স্বর্গাদির হেতু বলিয়া বিধিব্যাপার বিনা যদি স্বতই তাহাতে ফলাভিলাষী পুরুষের প্রবৃত্তি হয়) তাহা হইলে 'বেদ অলৌকিক অর্থ উপদেশ করিয়া থাকে' ইহা বলা কিরূপে সংগত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, কর্ম্মের অনুষ্ঠানটী বৈদিক (বেদৈকগম্য), কিন্তু অনুষ্ঠীয়মান কার্য্যটী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য বলিয়া তাহাকে লৌকিক বলা যায় (অর্থাৎ এতাদৃশ অনুষ্ঠানটী যে ধর্ম্ম—ইহা যে অলৌকিক স্বর্গাদিফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাহা বেদ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। কাজেই বেদমধ্যে ইহার যে উপদেশ তাহা অলৌকিক বিষয়েরই উপদেশ)। (এই শ্লোকটীর ভাষাটীর মধ্যে বহু অশুদ্ধ পাঠ আছে—পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল)। ৯৯*

(যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রবিৎ তিনি সেনাপতিত্ব, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব, সর্ব্বলোকাধিপত্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই যোগ্য—উপযুক্ত পাত্র।)

(মেঃ)—ইহাও বেদের প্রশংসা। "দণ্ডনেতা"=দণ্ডের নায়ক—গ্রাম ও নগরের ভালমন্দ পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাহারা নিযুক্ত। 'সেনা' অর্থ হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি এই চতুষ্টয়; ইহার পতি=চালক। "রাজ্যং"=মণ্ডলের অধিপতিত্ব। "সর্ব্বলোকাধিপত্য"=সার্ব্বভৌমত্ব। ১০০

(অগ্নি যেমন প্রবল হইলে ভিজা কাঠ, কাঁচা গাছ সবই পুড়াইয়া ফেলে সেইরূপ বেদজ্ঞ ব্যক্তি নিজ কর্ম্মজনিত দোষসকলও দগ্ধ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—এটীও পূর্ব্বের ন্যায় প্রশংসার্থবাদ মাত্র; এখানে পদযোজনা স্পষ্টই রহিয়াছে এবং পদার্থগুলিও প্রসিদ্ধ অর্থাৎ কোন অপ্রসিদ্ধ দুরূহ অর্থ নাই। ১০১

---

*পূর্ব্বের শ্লোকগুলির ভাষ্যমধ্যেও বহু অশুদ্ধ পাঠ আছে। আবশ্যকমতে পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(বেদশাস্ত্রের অর্থ যিনি তত্ত্বতঃ অবগত হইয়াছেন তাদৃশ বেদার্থজ্ঞ ব্যক্তি যে-কোন আশ্রমেই থাকুন না কেন তিনি ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান।)

(মেঃ)—"ব্রহ্মভূয়"=ব্রহ্মভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি। "যত্র তত্র"=যেখানে সেখানে অর্থাৎ যে-কোন আশ্রমে;—। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই হউক অথবা অন্য প্রকারেই হউক (তাঁহার ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী)। এইজন্য (বৃহদারণ্যক শ্রুতিমধ্যে) এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—"পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষাচর্য্য অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন"*। ১০২

(অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা 'গ্রন্থী' অর্থাৎ কেবল গ্রন্থমাত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ; আবার যাঁহারা 'ধারী' অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক গ্রন্থ আয়ত্ত রাখেন তাঁহারা ঐ গ্রন্থিগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার যাঁহারা জ্ঞানী অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থবিৎ তাঁহারা ঐ ধারিগণ অপেক্ষাও প্রশস্ত। আবার যাঁহারা ব্যবসায়ী অর্থাৎ গ্রন্থনির্দ্দেশ অনুসারে কর্ম্ম করেন তাঁহারা ঐ জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।)

(মেঃ)—"অজ্ঞ" অর্থ মূর্খ অর্থাৎ যাহারা বেদ্যাধ্যয়ন করে না। "গ্রন্থিনঃ"=যাহারা কেবল গ্রন্থটুকু মাত্র বলিতে পারে। "ধারিণঃ"=যাঁহারা যত্নসহকারে পাঠ করেন; আর যাহারা বিশেষ যত্ন না করিয়া যথাকথঞ্চিৎ পাঠ করে তাহারা 'গ্রন্থী'। "ধারিণঃ" এস্থলে "গ্রন্থস্য" এই শব্দটীর সহিত সম্বন্ধ হইবে। ইহারা শ্রেষ্ঠ, কারণ জপ অর্থাৎ গ্রন্থপাঠ এবং প্রতিগ্রহাদিতে ইঁহাদের অধিকার আছে। আবার যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সকল কর্ম্মের অধিকারী; কাজেই তাঁহারা অধিক শ্রেষ্ঠ। কারণ জপাদি কর্ম্মসকল যদি অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সেগুলি অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এইজন্য (ছান্দোগ্য উপনিষৎ মধ্যে) এইরূপ আম্নাত হইয়াছে—"যাহা কিছু বিদ্যা (জ্ঞান)সহকারে, শ্রদ্ধাসহকারে এবং অপ্রকাশ্যভাবে অর্থাৎ প্রচার না করিয়া করা যায় তাহাই অধিক সামর্থ্যযুক্ত হইয়া থাকে"। "ব্যবসায়িনঃ"=যাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন—তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ বা ইতস্ততঃ করেন না—'ইহা অন্য রকম' এই প্রকার শংকা যাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। এই বচনটীও প্রশংসাস্বরূপ। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বেদ যদি কেবল অধ্যয়ন করা যায় তাহা হইলে তাহাতেই উহা পুরুষার্থ সাধন করিতে সমর্থ হয়, আর উহার অর্থ জ্ঞান যদি থাকে তাহা হইলে তাহার শক্তি যে অতি অধিক সে বিষয়ে বক্তব্য কি আছে? ১০৩

(ব্রাহ্মণের পক্ষে তপস্যা এবং বিদ্যা এই দুইটীই নিঃশ্রেয়সলাভের পরম উপকারক। তন্মধ্যে তপস্যা দ্বারা পাপ ধ্বংস করা হয় আর বিদ্যা দ্বারা মোক্ষলাভ ঘটে।)

(মেঃ)—ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, বিদ্যা থাকিলেও যদি পাপ ক্ষয় করা না হয় তাহা হইলে মোক্ষলাভ হয় না; আবার পাপকর্ম্ম ক্ষয় হইলেও বিদ্যা না থাকিলে—আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হইলেও মুক্তিলাভ ঘটে না। কাজেই "কর্ম্ম ক্ষয় হইলে তাহারা স্বভাবতই মুক্তিলাভ করিবে" এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমীচীন নহে। 'অমৃত' ইহার অর্থ—যে অবস্থা হইতে সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা শুদ্ধ আনন্দস্বরূপতা। ১০৪

(যে ব্যক্তি ধর্ম্মশুদ্ধি অর্থাৎ ধর্ম্মের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অবগত হইতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং নানাপ্রকার বিধিনিষেধযুক্ত শাস্ত্র এই তিনটী প্রমাণ সম্যক্‌রূপে বিদিত হওয়া আবশ্যক।)

(মেঃ)—যে বিষয়টী লোকপ্রসিদ্ধ তাহাই আচার্য্য বন্ধুভাবে বলিয়া দিতেছেন। "ধর্ম্মশুদ্ধি" এস্থলে 'ধর্ম্ম' শব্দটীর অর্থ বেদার্থ—বেদবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ; তাহার 'শুদ্ধি' অর্থাৎ বিবরণ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ নিরাসপূর্ব্বক সদ্‌যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত অবধারণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সম্বন্ধে যদি নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান হয় তবেই উহা (শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-নিরূপণ) সম্ভব। যেমন জ্বালা (দীপশিখা) প্রভৃতির একত্ব প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা প্রতীত হয়: কিন্তু যথার্থ প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহার ক্ষয় দেখিয়া সেখানে যে ভেদ আছে তাহা নিরূপিত হইয়া থাকে। ঐভাবে শব্দের ক্ষয় দ্বারা তাহার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে পারা যায়।

*ঐ শ্লোকগুলির ভাষ্যমধ্যে বহু স্থলই অশুদ্ধ। আবশ্যকমতে পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করা হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং সেই কারণে বেদও অনিত্য এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করা চলে; কারণ, বেদও শব্দ-সমষ্টিমাত্র। বস্তুত যাহার সম্যক্ বিবেচনা বুদ্ধি নাই তাহার নিকট ঐ দীপজ্বালা এবং শব্দ উভয় স্থলেই একই প্রকারে অনিত্যত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। দীপশিখা প্রভৃতি স্থলে প্রত্যক্ষতঃ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া তাহাকে যেমন অনিত্য বলিয়া বুঝে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শব্দকেও সেইরূপ অনিত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। আর সেই অনুসারে তাহার নিকট বেদও অনিত্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ বেদ ঐ অনিত্য শব্দরাশিরই সমষ্টিমাত্র। কিন্তু যাঁহার নিকট প্রমাণ সকল সম্যক্ বিদিত, যিনি প্রমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ,—। 'প্রমাণ' এস্থলে 'প্র' শব্দটী দ্বারা এইরূপ অর্থ বোধিত হইতেছে যে বিপরীত গ্রহণ নিবন্ধন ভ্রম যাঁহার নাই,—। তিনি ঐ দীপজ্বালা দৃষ্টান্তে শব্দের অভেদ-প্রত্যভিজ্ঞাসিদ্ধ নিত্যত্বকে অনিত্য বলেন না। কারণ, শব্দের যে অভিন্নতা-প্রত্যভিজ্ঞা হয় তাহার বাধক কোন প্রমাণ নাই; পক্ষান্তরে দীপশিখার মধ্যে কখন শুক্লতা, কখন বা কৃষ্ণতা, কখন স্থূলতা, সূক্ষ্মতা এবং বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়; এজন্য—'যাহা বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত তাহা এক নহে' এই নিয়ম অনুসারে দীপশিখার একত্ব-প্রত্যভিজ্ঞাটী যথার্থ নহে বলিয়া বুঝা যায়।*

এইরূপ, অনুমানও 'সুবিদিত' করা উচিত। কারণ, যিনি অনুমানকে সম্যক্‌রূপে (নির্দ্দোষ যুক্তির সাহায্যে) বিবেচনা করিতে না পারেন তাঁহার নিকট—অনুমানের 'হেতু'টী পক্ষে আছে এবং বিপক্ষে নাই, কেবলমাত্র এই জ্ঞান দ্বারাই সেটী সৎ-'হেতু' (নির্দ্দোষ 'হেতু') এইরূপ বিবেচিত হয় এবং তদনুসারে তিনি—'বেদেরও একজন কর্ত্তা আছে', যেহেতু উহা বাক্যরাশি—যেমন মহাভারতাদি বাক্যরাশি,—এইভাবে বেদেরও একজন কর্ত্তা (রচয়িতা) অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি অনুমানে নিপুণমতি হন তাহা হইলে ঐ 'বাক্যত্ব'রূপ হেতুটী যে অপ্রয়োজক (অর্থাৎ উহা যে বেদের সকর্ত্তৃকত্বের অনুমাপক নহে—উহা 'সোপাধিক' সুতরাং ব্যভিচারী) তাহা বুঝিতে পারিয়া বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াই নিশ্চয় করেন।

"শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্";—। শাস্ত্রমধ্যে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ রহিয়াছে; এজন্য তাহা 'বিবিধাগম'। 'বিবিধ'=অনেক প্রকার 'আগম'=যাহা আগমিত (প্রতিপাদিত) হয়, তাহা আছে যেখানে তাহা 'বিবিধাগম'। বেদের শাখা বহু; সেই কারণে এবং শ্রুতি-স্মৃতিভেদ অনুসারেও শাস্ত্র বহু; এইজন্যও 'বিবিধ' বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে যাহা বলা হইল সেই অর্থটী 'স্বাধ্যায় বিধি' দ্বারাই বোধিত হয়। তথাপি এখানে ইহা সুহৃদ্‌ভাবে বলিয়া দেওয়া হইল। ১০৫

(যে ব্যক্তি বেদোক্ত ধর্ম্মোপদেশ সকল বেদশাস্ত্রের অবিরোধী অনুকূল তর্কের সাহায্যে অনুসন্ধান করেন—নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন তিনিই ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদের অর্থ অবগত হন, ইহার বিপরীত স্বভাব ব্যক্তি বেদার্থ ধর্ম্ম বুঝে না।)

(মেঃ)—"আর্ষং",—'ঋষি' অর্থ বেদ; সেই বেদমধ্যে যাহা বিদ্যমান তাহা 'আর্ষ'; অর্থাৎ বেদোক্ত যে ধর্ম্মোপদেশ। যিনি "তর্কেণ"=অনুমান দ্বারা, যুক্তি সহকারে নিরূপণ করেন তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হন। 'তর্ক' ইহার অর্থ উহ এবং অপোহ;—এই প্রকার অর্থ এখানে উহ করা উচিত, এবং এই প্রকার অর্থ এখানে অপোহ (পরিত্যাগ) করা কর্ত্তব্য। যেমন, সৌর্য্যযাগে নির্ব্বাপ গ্রহণকালে (দেবতার উদ্দেশে একমুষ্টি ব্রীহিধান্য তুলিয়া লইবার সময়) যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহাতে স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র নাই। কিন্তু সকল ইষ্টিযাগের প্রকৃতিভূত যে আগ্নেয় যাগ তাহাতে ঐ কর্ম্মে "দেবস্য ত্বা সবিতুঃ...........অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" এই মন্ত্রটী উপদিষ্ট হইয়াছে। (আর "প্রকৃতিভূত যাগের ন্যায় বিকৃতিভূত যাগের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য", এই অতিদেশবিধি অনুসারে) বিকৃতিভূত সৌর্য্যযাগেও ঐ মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতিযাগের দেবতা হইতেছে অগ্নি; এজন্য ঐ মন্ত্রটীতে যে "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং

*শব্দ দ্বিবিধ ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং বর্ণাত্মক শব্দ। তন্মধ্যে 'ধ্বনি'রূপ যে শব্দ তাহা অনিত্য—বিনাশশীল। কিন্তু বর্ণাত্মক শব্দ মীমাংসকমতে নিত্য; নৈয়ায়িক মতে অনিত্য। মীমাংসকগণ বর্ণরূপ শব্দের নিত্যত্ব কিভাবে প্রতিপাদন করেন তাহা মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৬-১৪ সূত্রগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনের সংস্কৃত বঙ্গানুবাদমধ্যেও ঐস্থলে এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নির্ব্বপামি" এই অংশটী রহিয়াছে তাহার অর্থ ওখানে সংগত হয়। পক্ষান্তরে বিকৃতিভূত সৌর্য্যযাগের দেবতা হইতেছে 'সূর্য্য'; কাজেই তাহাতে মন্ত্রের ঐ অংশটী অর্থের সহিত খাপ খায় না। এজন্য তথায় উহার বদলে "সূর্য্যায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" এই প্রকার উহ (পদান্তর প্রক্ষেপ বা পরিবর্ত্তন) করিয়া ঐ মন্ত্রটী সমগ্র পাঠ করিতে হয়। এখানে "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং" ইহার বদলে "সূর্য্যায় ত্বা জুষ্টং" এই প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যে 'তর্ক' (যুক্তিপূর্ব্বক আলোচনা) করা হয় তাহা বেদশাস্ত্রের বিরোধী নহে (কিন্তু তাহা বেদার্থের—বেদবিহিত বিষয়ের অনুকূল তর্ক)। পক্ষান্তরে এস্থলে যদি কেহ এইরূপ মনে করেন যে,—যেহেতু মন্ত্রসকল অর্থপ্রয়োজ্য (অনুষ্ঠেয় অর্থ অনুসারে মন্ত্র পাঠ্য) অথচ সৌর্য্যযাগে অগ্নিদেবতার সম্বন্ধ নাই, আবার মন্ত্রের একাংশ যদি বাদ পড়ে তাহা হইলে তাহাও আর মন্ত্র থাকে না, কাজেই এরূপ স্থলে সমগ্র মন্ত্রটীই পরিত্যাজ্য; এই যে তর্ক, ইহা বেদার্থবিরোধী তর্ক হইতেছে। আবার, কেহ যদি এরূপ মনে করেন যে, মন্ত্রসকল যখন উচ্চারণপ্রয়োজ্য (উচ্চারণ করাই তাহার প্রয়োজন) তখন ঐ মন্ত্রটী সৌর্য্যযাগেও অবিকৃত-রূপেই পাঠ করা কর্ত্তব্য (কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে), তাহা হইলে ইহাও শাস্ত্রবিরোধী তর্কই হইবে। বস্তুতঃ এখানের "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ" ইত্যাদি এই বচনটী বিধি নহে, কিন্তু এটী অর্থবাদ। এই বাক্যের এই প্রকার অর্থে তাৎপর্য্য, ইহা মীমাংসা (বেদার্থবিচার) হইতে জানা যায়; এজন্য ধর্ম্মশুদ্ধির নিমিত্ত মীমাংসা (বেদার্থবিচারবিষয়ক ন্যায়) বিদিত হওয়া উচিত, ইহাই এখানে উপদিষ্ট হইয়াছে।

কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,—। "তর্কেণ" ইহা দ্বারা তর্কপ্রধান গ্রন্থসকল লক্ষিত হইয়াছে। লৌকিক প্রমাণ নিরূপণে ব্যাপৃত ন্যায়, বৈশেষিক, লোকায়তিক (চার্ব্বাক) গ্রন্থসকল ঐ প্রকার। ইহার মধ্যে বৌদ্ধ, লোকায়তিক (চার্ব্বাক), নির্গ্রন্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রন্থসকল বেদবিরুদ্ধ বলিয়া ঐগুলি অনুসরণ করিতে নিষেধ করা হইতেছে। সেগুলি বেদবিরুদ্ধ; কারণ, ঐগুলিতে বেদকে প্রমাণ বলা হয় না। কিন্তু কপিল, অক্ষপাদ গৌতম ও কণাদের গ্রন্থে শব্দকে (বেদকে) প্রমাণ বলা হইয়াছে। এসম্বন্ধে অক্ষপাদ দর্শনের (ন্যায়-দর্শনের) সূত্রটী এইরূপ,—"প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ"। বৈশেষিক দর্শনেও বলা হইয়াছে "বেদ ঈশ্বরের উক্তি; কাজেই তাহা প্রমাণ"। একারণে ঐ সকল শাস্ত্র আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মহাভারতে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নও এইরূপ বলিয়াছেন,—ক্রুদ্ধ ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন "হে রাজন্ শ্রোত্রিয়ের ন্যায় আপনার বুদ্ধি 'অনুবাহকতা' অর্থাৎ কেবলমাত্র শব্দরাশির মধ্যে নিবদ্ধ থাকায় তাহা দ্বারাই প্রতিহত হইয়া গিয়াছে; ইহা সূক্ষ্ম বিষয় দেখিতে পায় না—উহা তাহা নিরূপণে অসমর্থ"। এখানে 'অনুবাহকতা' এই পদটী দ্বারা ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, অনুকূল তর্কসহকারে যুক্তিপূর্ব্বক অর্থ নিরূপণ করা উচিত; যুক্তিশূন্য কেবল জ্ঞান, থাকা আর না থাকা সমান। এ সম্বন্ধে অন্য একটী বচনও এইরূপ রহিয়াছে,—"কোনও স্মার্ত্ত (ধার্ম্মিক) লোকায়তমতস্থ ব্রাহ্মণের মতবর্ত্তী হয় না; উহারা সব মূর্খ, অনর্থপরায়ণ অথচ পণ্ডিতম্মন্য"। অতএব এই বচনটী দ্বারা অসৎ তর্ক শ্রবণ করা নিষিদ্ধ হইতেছে, আর পূর্ব্ব বচনটীতে সৎ তর্ক শ্রবণ অনুমোদন করা হইতেছে।

কেহ কেহ (নৈয়ায়িকগণ) বলেন ঈশ্বর বেদের প্রণেতা, এইজন্য বেদের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ তাহা সম্ভব নহে। কারণ, এ পক্ষে স্বীকার করিতে হয় যে ঈশ্বর বৈদিক পদপদার্থের সঙ্কেত স্থির করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ বলিলে বেদ আর প্রমাণ হয় না—বেদের আর প্রামাণ্য থাকে না। (কারণ, এরূপ হইলে বেদ পৌরুষেয় সুতরাং অপ্রমাণ হইয়া পড়ে)। এই সকল মতবাদ শুনিতে থাকিলে লোকের বিপরীত দিকে অভিনিবেশ জন্মে; তাহা প্রামাণিক নহে। এইজন্য ঐগুলি সব অসৎ তর্ক। ঐ সমস্ত অসৎ তর্ক বৈদিক বাক্যের অর্থনিরূপণ বিষয়ে কাহারও কোন প্রকারে উপযোগী হয় না। যেমন, সাংখ্য মতাবলম্বিগণ বলেন, "বৈদিক ক্রিয়াকলাপ নিঃশ্রেয়স-সাধন নহে, কারণ, উহার ফলের মধ্যে হিংসাজন্য অশুদ্ধি, ক্ষয় এবং তারতম্য রহিয়াছে"। অক্ষপাদ গৌতমের মতেও বেদের অপ্রামাণ্য বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষরূপে যাহা দেখান হইয়াছে তাহাও কেহ কেহ অনুমোদন করিয়া থাকেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কর্ম্মমীমাংসা এবং বেদান্তভাষ্য শ্রুতির অনুগত—তাহা বেদাবিরোধী তর্ক। এ সম্বন্ধে শ্রুতিমধ্যে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, "দেবগণ এই ভূলোক হইতে ঐ দ্যুলোকে গিয়াছিলেন। ঋষিগণ তাঁহাদের পিছনে পিছনে গিয়াছিলেন। মনুষ্যগণ তাঁহাদের বলিল 'আমরা কিরূপে থাকিব'? ঋষিগণ তখন তাঁহাদিগকে বৈদিক কর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য উত্তম ব্রাহ্মণ যাহা তর্ক করেন—যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিয়া দেন তাহা আর্ষই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা বেদার্থই হইয়া থাকে বা বেদানুকূলই হয়"। 'তর্ক' শব্দটীর যেরূপ অর্থ বলা হইল এই শ্রুতিটীও তাহারই অনুবাদিনী। ১০৬

(নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধে যাহা উপকারী সেই কর্ম্মের বিষয় এই প্রকারে সমগ্রভাবে বলা হইল। এক্ষণে এই মানবশাস্ত্রের রহস্য—গোপনীয় কথা যাহা, তাহা বলা যাইতেছে।)

(মেঃ)—বক্ষ্যমাণ বিষয়টীতে যাহাতে অধিক আগ্রহ জন্মে সেজন্য শ্রোতৃগণকে সম্বোধন করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। "রহস্য" ইহার অর্থ গোপনীয়। কাজেই ইহা সকলের নিকট প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি গুরুশুশ্রূষা এবং শাস্ত্রজিজ্ঞাসাপরায়ণ নহে, যাহার পরমা ভক্তি নাই এবং যে স্থিরপ্রকৃতি নহে তাহার নিকট এই তত্ত্ব প্রকাশ করা উচিত নহে। ১০৭

(অনিরূপিত অনাম্নাত অর্থাৎ অনুপদিষ্ট অথচ সন্দিগ্ধ স্থলে ধর্ম্ম কিরূপ হইবে এই প্রকার যদি সংশয় এবং জিজ্ঞাসা হয় তাহা হইলে বলিব 'শিষ্ট' ব্রাহ্মণগণ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া মত দিবেন তাহাই নিঃসন্দিগ্ধ ধর্ম্ম হইবে।)

(মেঃ)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, যাহা উপদিষ্ট হয় নাই তাহাতে আবার সন্দেহ কিরূপ? যেহেতু, 'জানি না এরূপ স্থলে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, কারণ উহাদের পক্ষে ঐ প্রকার বিধান নহে'—এই প্রকারের কোন কথা ত বলা চলে না। তবে আবার সন্দেহ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এতাদৃশ অনাম্নাত (শাস্ত্রে অনুপদিষ্ট) বিষয়ের কথা এখানে বলা হইতেছে না। কিন্তু শাস্ত্রে যে সম্বন্ধে সাধারণভাবে নির্দ্দেশ আছে অথচ বিশেষভাবে উপদেশ নাই—সেরূপ স্থলে সেই বিশেষ বিষয়টীর সম্বন্ধে জ্ঞান বা নির্ণয় না থাকায় যখন সংশয় উপস্থিত হয় তাদৃশ স্থলে কিরূপ আচরণ ধর্ম্ম সঙ্গত হইবে তাহাই এখানে বলিয়া দেওয়া হইতেছে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, সেরূপ স্থলেই বা সন্দেহের কি থাকিতে পারে? কারণ, যাহা সামান্য তাহা বিশেষসাপেক্ষ বলিয়া তাদৃশ স্থলে যে-কোন একটী বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিলেই ত শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয়। যেমন, শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে "জল দিয়া আচমন করিবে" (যদিও এখানে সাধারণভাবে 'জল' বলা হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ জলের নির্দ্দেশ নাই তথাপি) কূপ, তড়াগ, কিংবা নদীর জল ইত্যাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ জল হইলেও কেহ যদি ইহাদের যে-কোন একটী গ্রহণ করে তাহা হইলেও সে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিষয়ই ত সম্পাদন করিয়া থাকে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—উহা সত্য বটে, তথাপি যে স্থলে শাস্ত্রমধ্যে নিষেধ রহিয়াছে অথচ ঐ নিষেধ লঙ্ঘনের কোন প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হয় নাই সেরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি, তাহারই জন্য এই প্রকার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। যেমন, কোন পাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট হওয়ায় অশুদ্ধ হইয়াছে। অন্য একটী পাত্র আবার সেটীর সহিত সংসৃষ্ট হওয়ায় অশুচি হইয়া গিয়াছে। সেই পাত্রটী শুদ্ধ করা হয় নাই এরূপ অবস্থায় সেটীতে যদি কেহ ভোজন করে তাহা হইলে সেরূপ স্থলে প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হইবে? ইহা সন্দেহ হইয়া থাকে। অথচ এস্থলে নিশ্চয় করিবার কোনও সূত্র পাওয়া যায় না। ইহা যে "স্ত্রী-শূদ্রোচ্ছিষ্টম্" ইত্যাদি বিধানের মধ্যে পড়িবে তাহাও হইতে পারে না। (ইহার পর ১ পঙ্‌ক্তি ভাষ্য অসংলগ্ন)। সুতরাং তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তাহা যে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট এ-কথা বলা যায় না; কারণ, সে আবার কিরূপে উহা উচ্ছিষ্ট করিল? এই প্রকার অপরাপর সন্দিগ্ধস্থলে শিষ্টগণের যাহা নির্দ্দেশ তাহাই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ, যে সকল শূদ্র প্রভৃতিরা বিপ্রের অংশ (ব্রাহ্মণ সহচারী) তাহাদের এইরূপ ধর্ম্মসন্দেহ হয়। সুতরাং এরূপ স্থলে শিষ্টজনগণ যেরূপ উপদেশ দেন সেই অনুসারে কাজ করাই সঙ্গত। আর এরূপ স্থলে ন্যূনাধিকভাবে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করা হয় তাহাই ধর্ম্ম হইবে। আর ঐ শিষ্টগণ ঐভাবে উপদেশ দিলেও কোন দোষ হয় না। এইজন্যই বলিতেছেন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"স ধর্ম্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ"=তাহাই নিঃসন্দিগ্ধ ধর্ম্ম হইবে। যিনি অধর্ম্ম বলিবেন তাহাতে তাঁহার দোষ হইবে; কিন্তু ধর্ম্ম উপদেশ করা হইলে তাহাতে সংশয় কি থাকিতে পারে? এইরূপ, কথঞ্চিৎ স্মৃতি বিচ্ছেদবশত যদি কাহারও গোত্র প্রবর সম্বন্ধে সন্দেহ হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ অনুসারে গোত্র প্রবর নিরূপিত হইবে। প্রবরসন্দেহে গোত্র সংশয় হয়;। কিন্তু গোত্র সন্দেহে কিরূপে প্রবর নিরূপণ হইবে? আবার, গোত্রসম্বন্ধে যদি কোন সংশয় না হয় তাহা হইলে প্রবরসম্বন্ধে সন্দেহ হইবে কিরূপে? কারণ, প্রত্যেকটী গোত্রেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রবর পঠিত হইয়া থাকে। এভাবে ইহা গোত্রের নাম বলা চলে (?)। প্রবর অভিন্ন কিন্তু গোত্র বিভিন্ন হইতে পারে। এরূপ স্থলে প্রবর কি তাহা নিশ্চিতরূপে জানা থাকিলেও গোত্র কি সে সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া সম্ভব। (যেমন বাৎস্য এবং সাবর্ণ গোত্রের প্রবর এক; কাজেই এস্থলে প্রবর জানা থাকিলেও গোত্রটী কি—তাহা কি 'বাৎস্য' না 'সাবর্ণ', এরূপ সন্দেহ হইতে পারে)। ১০৮

(যে সকল ব্রাহ্মণ ইতিহাস-পুরাণ দ্বারা পরিপুষ্ট বেদ বিধিপূর্ব্বক আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে 'শিষ্ট' বলিয়া বুঝিতে হইবে; শ্রুতিই তাঁহাদিগের নিকট প্রত্যক্ষস্বরূপ এবং হেতুস্বরূপ অর্থাৎ অনুমানাদি অন্যান্য প্রমাণস্বরূপ।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীতে 'শিষ্ট' কাহাকে বলে তাহারই লক্ষণ বলা হইতেছে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, পূর্ব্বে "অর্থকামেষ্বসক্তানাং" ইত্যাদি শ্লোকে ত শিষ্টের লক্ষণ বলা হইয়াছে? (উত্তর)—সেখানে অন্য প্রকার অর্থও সম্ভব হয় বলিয়া সেস্থলে যে 'শিষ্ট' লক্ষণই বলা হইয়াছে তাহা নহে। আবার "যিনি কামনার বশীভূত স্বভাব নহেন তিনি শিষ্ট" এইভাবে বশিষ্ঠও যে লক্ষণ বলিয়াছেন সে স্থলেও বিদ্যাবত্তার বিষয় বলা হইয়াছে। "সপরিবৃংহণঃ"= যেখানে আকাঙ্ক্ষিত অর্থ সকল পরিপূর্ণ করা হইয়াছে এবং সেইভাবে তাহা আয়ত্ত করা হইয়াছে এবং তাহার অর্থও বিদিত হওয়া গেছে তাহা 'সপরিবৃংহণ'। ভগবান্ ব্যাসদেবও এইরূপ বলিয়াছেন—"ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারা বেদার্থকে পরিপুষ্ট করিবে" ইত্যাদি। এইরূপ হইলে স্মৃতিসকলেরও অর্থ গৃহীত হইয়া যায়। এখানে মূল শ্লোকটীর মধ্যে যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটী রহিয়াছে উহা অনুবাদস্বরূপ; কারণ ধর্ম্ম উপদেশ কার্য্যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। (সুতরাং তাহা বলা পুনরুল্লেখ মাত্র)।

"শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ";—প্রত্যক্ষ এবং হেতু। এখানে 'হেতু' শব্দটী দ্বারা প্রত্যক্ষ ছাড়া অপরাপর প্রমাণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রুতিই হইতেছে 'প্রত্যক্ষ' এবং 'হেতু' স্বরূপ যাঁহাদের নিকট তাঁহারা "শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ"। এস্থলে যাহা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—। প্রত্যক্ষ যেমন নির্ব্বিবাদ প্রমাণই হইয়া থাকে—তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে যেমন কোনও বাদীরই আপত্তি নাই সেইরূপ যাঁহারা শ্রুতিকেও (প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণ বলিয়া) গ্রহণ করেন। আর হেতুগর্ভ যে-সকল প্রমাণ আছে (যেমন অনুমান প্রভৃতি) সেগুলিতে তাঁহারা নির্ভর করেন না, কিন্তু শ্রুতিকেই তাঁহারা 'তর্ক' বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা হেতুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া শ্রুতিকে অপ্রমাণ করেন না। অথবা—"শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ" এস্থলে 'শ্রুতি' ইহার অর্থ প্রত্যক্ষশ্রুতি; আবার শ্রুতিজন্য যে জ্ঞান তাহাকে 'প্রত্যক্ষ' বলা হয়, এই প্রকার অর্থেও 'প্রত্যক্ষ' শব্দটী প্রয়োগ করা হয়; কারণ, শ্রুতিজন্য যে জ্ঞান তাহা প্রত্যক্ষেরই তুল্য। সেই শ্রুতিরূপ 'প্রত্যক্ষ' হইয়াছে 'হেতু' অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের তত্ত্ব বিদিত হইবার নিমিত্তস্বরূপ যাঁহাদের নিকট তাঁহাদিগকে 'শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতু' এইরূপ বলা হয়। ১০৯

(কমপক্ষে দশজন অথবা তিনজন বৃত্তস্থ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ এবং সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি লইয়া হইবে "পরিষৎ"; সেই পরিষৎ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়া দিবে তাহা অন্যথা করিবে না।)

(মেঃ)—দশ হইয়াছে অবর (ন্যূন সংখ্যা) যাহার তাহা 'দশাবরা' পরিষৎ। যদি ইহার অধিক বহু ব্যক্তির সমবধান সম্ভব না হয় তাহা হইলে দশজনকে অবশ্যই সন্নিহিত করা কর্ত্তব্য; তাহার অভাবে 'ত্র্যবরা' পরিষৎ। "বৃত্তস্থা",—পূর্ব্বে "অর্থকামেষ্বসক্তানাং" ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অনুবাদ (পুনরুল্লেখ)। আর ইহা দ্বারা যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরুষগত সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু ইহা গুণের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছে (অর্থাৎ পরিষৎ এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট হইবে)। এইজন্য অগ্রে বলিবেন "একোঽপি বেদবিৎ" (বেদজ্ঞ ব্যক্তি একজনও থাকিলে পরিষৎ হইবে)। একজন ব্যক্তির সাধারণতঃ ঐ গুণসমূহ থাকে না, এইজন্য এখানে যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে পুরুষ প্রধান (বিশেষ্যরূপে) উল্লিখিত হইয়াছে। (বস্তুতঃ, যদি তাদৃশ সংখ্যারূপ গুণবিশিষ্ট হয় তবেই উহা পরিষৎ হইবে—ইহাই এখানে বক্তব্য)। ১১০

(ঋগ্বেদাদি তিন বেদে অভিজ্ঞ তিনজন, 'হেতুক' অর্থাৎ অনুমানাদি নিপুণ একজন, 'তর্কী' অর্থাৎ ঊহাপোহকুশল একজন, নিরুক্তবিৎ একজন, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্যক্তি এবং প্রথম তিনটী আশ্রমের তিন ব্যক্তি এই দশজন লইয়া 'দশাবরা' পরিষৎ।)

(মেঃ)—এখানে যেভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে পুরুষের প্রাধান্য থাকিলেও গুণেরই প্রাধান্য বক্তব্য, বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ 'বেদত্রয়জ্ঞতা', 'হেতুশাস্ত্রে নিপুণতা' ইত্যাদি গুণই পরিষৎ-বিষয়ে প্রধানতঃ আবশ্যক (ঐ প্রকার গুণবিশিষ্ট হইলে তবেই পরিষৎ হইবে)। যিনি "ত্রৈবিদ্য" অর্থাৎ বেদত্রয়ের অধ্যেতা এবং বেদার্থবেত্তা। "হেতুকঃ"=অনুমানাদিনিপুণ। "তর্কী"=ঊহাপোহাদিকুশল। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, যে ব্যক্তি 'এবংবিৎ' নহে অর্থাৎ 'হেতুক' এবং 'তর্কী' নহে তাহার পক্ষে বেদার্থবিৎ হওয়াও ত সম্ভব নহে; (সুতরাং 'ত্রৈবিদ্য' বলাতেই যখন 'হেতুক' এবং 'তর্কী' এই উভয় অর্থই উক্ত হইয়া যাইতেছে তখন উহার আবার পৃথক্ উল্লেখ কেন?)। ইহার উত্তর এই যে, কেহ বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও অন্যের নিকট বেদের কথা ধার করিয়া (শুনিয়া) অল্পস্বল্প বেদার্থ জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারে। এইজন্য বলা হইতেছে যে, 'হৈতুক' এবং 'তর্কী' না হইলে স্বয়ং বেদ গ্রহণ এবং তাহার অর্থ নিরূপণ করা সম্ভব হইতে পারে না। কাজেই তাদৃশ 'হৈতুক' এবং 'তর্কী'ও হওয়া আবশ্যক। ইহা দ্বারা 'নৈরুক্ত' শব্দটীরও সার্থকতা বুঝাইয়া দেওয়া হইল। "ধর্ম্মপাঠকঃ"=মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন (ও অধ্যাপন)কারী। "ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ",—ইঁহারা সব শাস্ত্রবিধি অনুষ্ঠান করেন বলিয়া ধর্ম্মনিরূপণে নিপুণ হইয়া থাকেন। "পূর্ব্বে"=প্রথমগুলি; ইহার অর্থ কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মচারী, গৃহী এবং ভিক্ষু। কারণ, গ্রামে প্রবেশ করা ঐ ভিক্ষুর পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। গৌতমীয় ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে এ-সম্বন্ধে এই প্রকার আনুপূর্ব্বী (ক্রম বা পারম্পর্য্য) পঠিত হইয়াছে,—যথা,—"ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বৈখানসভিক্ষু"। অন্য কেহ কেহ এস্থলে বলেন,—হিংসা করিবার অনুমোদন নাই। কিরূপে সে ব্যক্তি ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে? এইজন্য তাপসগণের সমীপে অন্যসকলের সহিত যাওয়া উচিত (ভাষ্যের এই শেষ পংক্তি দুইটী অসংলগ্ন)। ১১১

(ঋগ্‌বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ এবং সামবেদজ্ঞ এই তিনজনকে লইয়া যে পরিষৎ হয়, সন্দিগ্ধ ধর্ম্ম নিরূপণ করিবার জন্য উহাই 'ত্র্যবরা পরিষৎ' বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—নিরুক্ত, ব্যাকরণ এবং মীমাংসার সাহায্যে বেদার্থ অবগত হওয়া যায়। এগুলি সকল বেদের পক্ষেই সাধারণ (সমানভাবে উপকারসাধক)। কারণ, ঐগুলি দ্বারা যে কেবল একটী বেদেরই অর্থ জানা যায় আর অন্য বেদের অর্থ জানা যায় না এরূপ নহে। আচ্ছা, এখানে ঋগ্‌বেদাদি ইত্যাদি যে ভেদ নির্দ্দেশ করা হইল তাহা কিরূপে সংগত হয়? (উত্তর)—সেস্থলে গৃহ্যসূত্রের ভেদ অনুসারে এইরূপ বলা হইয়াছে (?)। ১১২

(বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ একজনও যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়া দিবেন তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে, কিন্তু বেদানভিজ্ঞ অযুত অযুত লোকের উক্তিও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।)

(মেঃ)—"ব্যবস্যেৎ" ইহার অর্থ—নিরূপণ করিয়া বলিয়া দিবেন। কিন্তু অযুত অযুত মূর্খের উক্তিও এ-সম্বন্ধে গ্রাহ্য নহে। 'উদিত' উহার অর্থ যাহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে। ১১৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যাহারা বেদ গ্রহণের ব্রত পালন করে নাই, যাহারা বেদমন্ত্র গ্রহণ করে নাই কিন্তু যাহারা জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণত্ব লইয়া আছে তাহারা হাজারে হাজারে মিলিত হইলেও তাহাদিগকে লইয়া 'পরিষৎ' নিষ্পন্ন হইবে না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে বিষয়টী বলা হইয়াছে তাহাই এক্ষণে "অব্রতানাম্" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যতিরেক মুখে (বিপরীত দিক্ দিয়া) বলিতেছেন। "ব্রতী" অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী; তাঁহারা যাহা নিশ্চিত সিদ্ধান্তরূপে বলিবেন সে সম্বন্ধে বিদ্বান্ই কি আর অবিদ্বান্ই কি কাহারও সন্দেহ করা উচিত হইবে না। এইজন্য সাধারণ বিদ্বান্ এবং বেদব্রতী ইহাদের উক্তি তুল্যগুণ বলিয়া বিকল্পিত হইবে না। ১১৪

(তমোগুণবহুল ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ মূর্খগণ যাহা 'ধর্ম্ম' অর্থাৎ পাপকারীর প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া উপদেশ দিবে তাহার সেই পাপ শতগুণ হইয়া ঐ ধর্ম্ম উপদেষ্টাদিগকে আশ্রয় করে।)

(মেঃ)—যে-সমস্ত ধর্ম্মোপদেষ্টা অবিদ্বান্ (শাস্ত্রার্থে অনভিজ্ঞ) তাহাদের দোষ কি হয় তাহা বলিতেছেন। ১১৫

(যাহা নিঃশ্রেয়সসাধক যথার্থ ধর্ম্ম সে সম্বন্ধে আপনাদিগকে এইসব তত্ত্ব বলিলাম। ব্রাহ্মণ যদি এই ধর্ম্ম হইতে স্খলিত না হন তাহা হইলে তিনি পরমা গতি লাভ করেন।)

(মেঃ)—ধর্ম্মের তত্ত্ব বলিবার যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল এই শ্লোকটী তাহারই উপসংহার স্বরূপ হইতেছে। "আমাদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব বলুন" এইভাবে পূর্ব্বে যাহা প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং মহর্ষিগণের নিকট "আপনারা শ্রবণ করুন" এইভাবে যে বক্তব্য-বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল সেই অনুশাসনীয় বিষয়টীরই পরিসমাপ্তি ইহা দ্বারা বলা হইল। আচ্ছা, এইখানে শাস্ত্রের উপসংহার হইল, একথা বলা যায় কিরূপে? কারণ, ইহার পরেও ত শাস্ত্র (অনুশাসন বা কর্ত্তব্যতা-উপদেশ) রহিয়াছে। যেহেতু পরে 'আত্মদর্শন কর্ত্তব্য' ইত্যাদি প্রকার উপদেশ সকল রহিয়াছে। বক্তব্য বিষয় কিছু অবশিষ্ট থাকিতে বক্তা উপসংহার করেন না ত? (উত্তর)—পরে শুদ্ধ আত্মবিদ্যারই উপদেশ করা হইতেছে; ঐ বিদ্যা স্বপ্রধান, উহা কোন কর্ম্মের অঙ্গ নহে। (কিন্তু এখানে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত ধর্ম্ম অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম-কলাপের উপসংহার করা হইয়াছে)। কাজেই ইহাতে কোন বিরোধ হইতেছে না। আর এভাবে উপসংহার করিয়া পুনরায় ঐ প্রকার বিদ্যা-অনুশাসনের প্রয়োজন এই যে, ইহা দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইল শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম অপেক্ষা আত্মবিদ্যা শ্রেয়সী। ১১৬

(এই প্রকারে সেই ভগবান্ দেব মনু সর্ব্বলোকের হিতাকাঙ্ক্ষায় আমার নিকট ধর্ম্মের এই সব পরম গুহ্যতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—"স ভগবান্"=অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সেই মনু "ইদং"=এই শাস্ত্র সর্ব্বলোকের হিতার্থে বলিয়াছিলেন, এই কথা ভৃগু নিজ শিষ্যগণকে বলিলেন। ইহা দ্বারা—বক্তা ভৃগুর ইহা বলিবার অধিকার কি, এই প্রকার জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইল, (ইহার উত্তর দেওয়া হইল)। ১১৭

(সমাধিযুক্ত হইয়া সৎ এবং অসৎ সকল পদার্থই যে আত্মার উপর অধ্যস্ত তাহা ভাবনা করিবে। কারণ, সমস্ত পদার্থই আত্মাতে কল্পিত এই প্রকার জ্ঞান যাঁহার হয় তিনি আর অধর্ম্মাচরণে ইচ্ছা করেন না।)

(মেঃ)—"সর্ব্বং"=সমগ্র জগৎ যাহা 'সদসদাত্মক'=উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মক অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হয় আবার বিনাশও হয়, ইহাই যাহার স্বভাব। অথবা—"অসৎ" অর্থাৎ যাহা শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অলীক এবং "সৎ" অর্থাৎ আকাশাদির ন্যায় নিত্য; সমস্তই "আত্মনি সংপশ্যেৎ"=আত্মার উপর বিশেষভাবে অবস্থিত অর্থাৎ অধ্যস্ত বা কল্পিত, এইভাবে উপাসনা করিবে। যতক্ষণ না আত্মসাক্ষাৎকার হয় ততক্ষণ উপাসনা, কারণ 'আত্মদর্শন' ইহার অর্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্পৃষ্ট (অপরোক্ষ) আত্মজ্ঞান। যেহেতু একবার মাত্র আত্মতত্ত্বশ্রবণ দ্বারাই যে আত্মসাক্ষাৎকার হইবে, কিংবা একবার আত্মজ্ঞান হইলেই যে তাহা নির্ব্বাধ হইবে তাহা সম্ভব নহে। এইজন্য রহস্যশাস্ত্রে (উপনিষৎ মধ্যে) সেই প্রকার উপদেশ রহিয়াছে। উপনিষৎ মধ্যে আত্মধ্যানের নিমিত্ত এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে যথা, "আত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য"। এখানে 'সৎ'-পদার্থের অর্থাৎ আত্মার দর্শনের জন্য যে ধ্যানই শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। আর 'আত্মধ্যান' ইহার অর্থ—শাস্ত্রমধ্যে যেভাবে আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই পুনঃ পুনঃ এমনভাবে অনুশীলন করা যাহাতে কোনরূপে অন্য প্রকার জ্ঞানের দ্বারা উহা মধ্যে মধ্যে ব্যবহিত বা বিচ্ছিন্ন না হয়। অথবা, আত্মজ্ঞানের এই যে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন, ইহা শাস্ত্রমধ্যে কণ্ঠতঃ উক্ত না হইলেও সামর্থ্য বা আকাঙ্ক্ষাবশতঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ, সংস্কার কর্ম্ম সকলের প্রয়োজন তখনই সম্পাদিত হয় যখন সংস্কার্য্য বিষয়টীতে সংস্কারের দ্বারা কোন বৈশিষ্ট্য সাধিত হয়। যেমন, শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "ব্রীহির উপর অবঘাত করিবে"। (এস্থলে একবার মাত্র অবঘাত করিলেই শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষিত হয় বটে তথাপি) ব্রীহিসকল হইতে তুষ নিষ্কাসন করা ঐ শাস্ত্রটীর দৃষ্ট প্রয়োজন বলিয়া যতক্ষণ না তুষ নিষ্কাসন হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ অবঘাতই কর্ত্তব্য; যেহেতু এরূপ না বলিলে ঐ 'অবঘাত' বিধিটীকে কেবলমাত্র অদৃষ্টার্থক বলিতে হয় (ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে)। ইহা কর্ম্মবিধি বলিয়া ইহাতে ইহার সংস্কার কর্ম্মতার হানি ঘটিয়া থাকে (?)। অতএব মূল শ্লোকে যে "সংপশ্যেৎ" পদটী রহিয়াছে ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, আত্মা ছাড়া অন্য জ্ঞেয়বিষয়ক জ্ঞান রহিত করিয়া (অনাত্মদর্শন না করিয়া) কেবল এক আত্মবিষয়কই ধ্যান করিতে থাকিবে।

"সর্ব্বমাত্মনি" এখানে এই যে আত্মার কথা বলা হইল এই আত্মার সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। এই 'আত্মা' বলিতে কাহাকে বুঝাইতেছে? দেহমধ্যস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞই এই আত্মা, যদি এরূপ বলা হয় তাহা হইলে অগ্রে "প্রশাসিতারং রুক্মাভম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত বিরোধ ঘটে। কারণ, পরমাত্মাই প্রশাসন কর্ত্তা। এইজন্য বৃহদারণ্যক-শ্রুতিমধ্যে আম্নাত হইয়াছে "ওগো গার্গি! এই যে অক্ষর পরমাত্মা ইঁহারই প্রশাসনে দ্যুলোক এবং ভূলোক শূন্যে বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে"। অতএব 'অহম্' ইত্যাকার জ্ঞানের বিষয় যে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা তদ্‌বিষয়ক দর্শন (ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে—জীবাত্মাকে দর্শন করিবে) এইরূপ বিধি ইহা নহে অর্থাৎ এই বিধিটীর এই প্রকার তাৎপর্য্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ এরূপ হইলে অধিভূত এবং অধিদৈবভাবে ব্যবস্থিত যে বহির্ব্বস্তু তাহাকে আত্মমধ্যে 'উপসংহার' করিবার যে উপদেশ রহিয়াছে (অধিভূত বহির্ব্বস্তু সকলকে অধিদৈবে লয়—একীভাবাপন্ন করিতে হইবে এবং সেই প্রকার 'অধিদৈব'কে আবার আত্মমধ্যে বিলীন করিতে হইবে এই প্রকার যে উপদেশ রহিয়াছে) তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। (ইহার পর ভাষ্যের এক পঙ্‌ক্তি অসংলগ্ন)। কিন্তু সমগ্র জগৎ যাঁহার অবচ্ছেদক (উপাধিস্বরূপ) সেই কারণপুরুষ পরমাত্মার সহিত নিজকে এবং জগৎকে অভিন্ন দর্শন করাই কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন এই যে সন্দর্শনবিধি ইহা দ্বারা জীবাত্মাকেই সম্যক্ দর্শন করিতে বলা হইয়াছে। কারণ, অগ্রে শ্রোত্র প্রভৃতির মধ্যে অধিভূত সমেত অধিদৈবকে লয় করিতে বলা হইয়াছে; আর জীবাত্মারই শ্রোত্র প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য—আত্মা বলিতে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাকেই বুঝায়; কারণ সমস্ত বেদান্ত বাক্যেরই তাৎপর্য্য অদ্বয়ব্রহ্মে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইয়াছে—তাৎপর্য্যতঃ উহাই প্রতিপাদন করিতেছে, এবং তাহাই ঐ বিষয়ে প্রমাণ, ইহা বেদান্তদর্শনের সমন্বয়াধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (কাজেই ঐ অদ্বয় ব্রহ্মাতিরিক্ত জীবাত্মা বলিয়া পারমার্থিক কিছুই নাই)। তাঁহার স্বরূপ কি প্রকারে সিদ্ধ হয় এই প্রকার প্রশ্ন উঠিলে তদুত্তরে বক্তব্য—আত্মজ্ঞানে এই যে শ্রৌত বিধি রহিয়াছে এই শ্রুতি প্রমাণ ছাড়া সে সম্বন্ধে অন্য কি প্রমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়? অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক সেই সকল শ্রুতিবাক্য বেদের প্রত্যেকটী শাখার প্রত্যেকটী উপনিষৎ হইতে জ্ঞাতব্য। বস্তুতঃ প্রমাণান্তরগুলিও একত্বই প্রতিপাদন করিয়া থাকে; যেহেতু ভেদ কোন প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয় না। এইজন্য 'বাক্যপদীয়' নামক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—"তাহা অস্তিত্ও নহে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং তাহা নাস্তিও নহে"। আত্মদর্শনে যে বিধি রহিয়াছে তাহা শারীরকমীমাংসা (বেদান্ত-দর্শন) হইতে জ্ঞাতব্য।*

আর যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—'যাহা অসৎ তাহা কিরূপে দর্শনযোগ্য হইবে, তদুত্তরে বক্তব্য "সচ্চাসচ্চ" ইহার অর্থ এইরূপ,—'সৎ' ইহা দ্বারা সমস্ত বিকার পদার্থকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর 'অসৎ' বলিতে অপ্রত্যক্ষতা বুঝাইতেছে, কারণ, যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। আর যে অপর একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলা হইয়াছে 'পরমাত্মার শ্রোত্রসম্বন্ধ নাই—পরমাত্মার শ্রোত্র নাই বলিয়া শ্রোত্রে লয় করিবার বিধান এপক্ষে খাটে না', ইহার উত্তরে বক্তব্য, যাহা সেই পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত নয় এমন কি বস্তু আছে বা থাকিতে পারে? কারণ, তিনি যে সমগ্র জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ, ইহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। (অতএব অবিদ্যাকৃত সম্বন্ধ সহকারে, তিনি ঐ শ্রোত্রাদি মধ্যে যে লয় করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহারও সহিত সম্বন্ধযুক্ত।) আর, অগ্রে ইন্দ্রিয়াদির সন্নিবেশসম্বন্ধে যে বিধি বলা হইয়াছে তাহারও অর্থ এইরূপ,—জগতে যাহা কিছু ভেদযুক্তরূপে প্রতীত হইতে থাকে ভিন্ন ভিন্নবৎ প্রতীয়মান সেই সমুদয় পদার্থকেই অদ্বৈততত্ত্বে প্রবিলাপিত করিবে—ভেদ অবিদ্যাকল্পিত—একমাত্র অদ্বৈততত্ত্বই পরমার্থ সত্য, এই প্রকার জ্ঞান করিবে। সমস্ত বস্তুই আত্মস্থ অর্থাৎ সমস্ত কিছুই পরমার্থ সৎ এক অদ্বৈত আত্মার উপর অবিদ্যাবশে কল্পিত—কাজেই সেই অদ্বৈত-তত্ত্বেই সেগুলির বিরতি অর্থাৎ বিশ্রান্তি বা লয় হইয়া থাকে (যেমন রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানকল্পিত সর্প, জলধারা প্রভৃতি বস্তু রজ্জুতেই লয় প্রাপ্ত হয়।)

"সমাহিতঃ"=সমাধিযুক্ত হইয়া;—'সমাধি' হইতেছে (যোগশাস্ত্রের পরিভাষা সিদ্ধ) চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায়বিশেষ। ইহার স্বরূপ যোগশাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য। (যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ"=পাঃ দঃ ৩।৩ সূত্র)। "নাধর্ম্মে কুরুতে মতিম্"=অধর্ম্মের দিকে মন চালিত হইবে না;—বুদ্ধি এবং চিত্ত পরমতত্ত্বে নিশ্চল হইবে। এই নিশ্চলতা ততকাল এমনভাবে অভ্যাস সহকারে অনুশীলন করিবে যাহাতে বিপরীত মতবাদিগণের বাগ্‌জালে চিত্ত আকৃষ্ট না হয়। অতএব জাগতিক যত কিছু ভেদসাধক ভাব আছে তৎসমুদয়ই অদ্বৈততত্ত্বে লয় প্রাপ্ত করিয়া দিবে। ১১৮

---

*এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে,—আত্মজ্ঞানে অর্থাৎ আত্মদর্শনে বিধি, ইহা একদেশী অদ্বৈতবেদান্তিগণের মত। কোন কোন প্রাচীন মীমাংসক আচার্য্য এবং পরবর্ত্তিকালের মীমাংসক আচার্য্য প্রভাকরও জ্ঞানে বিধি স্বীকার করিতেন। কিন্তু বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যে সমন্বয়াধিকরণে এই মতবাদটী খণ্ডিত হইয়াছে। মণ্ডনমিশ্রকৃত ব্রহ্মসিদ্ধিনামক গ্রন্থেও ইহার খণ্ডন দৃষ্ট হয়। বাচস্পতিমিশ্রও মণ্ডনপৃষ্ঠযায়ী।

বিবরণাচার্য্য (শ্রীমৎপ্রকাশাত্মযতি) প্রভৃতির মতে আত্মদর্শনে বিধি নহে, কিন্তু আত্মশ্রবণেই বিধি। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আত্মদর্শনের জন্য আত্মশ্রবণ অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিষয়ক বেদান্তবাক্যার্থ বিচার কর্ত্তব্য, এইভাবে আত্মশ্রবণেই বিধি বোধিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে.........তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব" এই বাক্যে স্পষ্টই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়কবেদান্তবাক্যার্থ বিচারের কর্ত্তব্যতা অর্থাৎ সে বিষয়ে বিধি নির্দ্দেশ রহিয়াছে। বেদান্তদর্শনের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রটীর মূল হইতেছে ঐ 'শ্রোতব্যবাক্য'।

বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন—আত্মজ্ঞানে অর্থাৎ আত্মদর্শনে বিধি হইতেই পারে না। তবে একান্তই যদি এস্থলে বিধি স্বীকার করিতেই হয় তাহা হইলে ইহা পরিসংখ্যাবিধিই হইবে। কারণ বিধি বলিতে কেবল অপূর্ব্ব বিধিই বুঝায় না, যে হেতু 'নিয়ম' এবং 'পরিসংখ্যাও' বিধি। সুতরাং "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ" ইহার অর্থ "অনাত্মদর্শনং ন কুর্য্যাৎ"=অনাত্মজ্ঞান করিবে না—অনাত্মজ্ঞান যাহাতে না হয় সেইরূপ করিবে। আর, সতত আত্মনিদিধ্যাসনের দ্বারাই তাহা সম্ভব। বার্ত্তিককারের বচনটী এইরূপ,—"নিয়মঃ পরিসংখ্যা বা বিধ্যর্থোঽপি ভবেদ্ যতঃ। অনাত্মাঽদর্শনেনৈব পরাত্মানমুপাস্মহে॥" (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ১।৮৮)।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য এই যে, বার্ত্তিককারের এই বচনটীতে আত্মদর্শনেই পরিসংখ্যাবিধির কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু আত্মশ্রবণেও যে পরিসংখ্যাবিধি তাহা এই বচনটী হইতে পাওয়া যায় না। যে-হেতু এখানে "অনাত্মাদর্শনেন" ইহা দ্বারা "অনাত্মাদর্শনং কুর্য্যাৎ"=অনাত্মদর্শনং ন কুর্য্যাৎ" এইরূপই বলা হইয়াছে, কিন্তু "অনাত্মাশ্রবণেন=অনাত্মশ্রবণং ন কুর্য্যাৎ" এরূপ বলা হয় নাই। বস্তুতঃ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিগ্রন্থে ঐ শ্লোকটীর দুই পংক্তি পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষ-রূপে বলা হইয়াছে—"পুরুষস্য আত্মদর্শনক্রিয়ায়াং নিয়োগোঽবসীয়তে"। ঐ শ্লোকটি ইহারই উত্তর।

আত্মদর্শনে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে বিধি হইতে পারে না কেন তাহা মূল নিবন্ধ সকল হইতে জ্ঞাতব্য—গ্রন্থবিস্তৃতি ঘটে বলিয়া এখানে তাহা উল্লেখ করা হইল না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(এক আত্মাই সকল দেবতারূপে বিরাজমান; সমস্ত বস্তুই আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কল্পিত। আত্মাই সকল জীবের কর্ম্মফলসম্বন্ধ সম্পাদন করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—সকল স্থলেই—যাগাদি ক্রিয়া, স্বর্গাদিফল এবং ঐ যাগাদির দেবতা—সকল পদার্থকেই 'আত্মা' জ্ঞান করিতে হইবে। যাগের দেবতা এই যে অগ্নি তিনি বা অন্য যত সব দেবতা আছেন তাঁহারা সব ঐ আত্মস্বরূপ—আত্মা ছাড়া অগ্নি বা অন্য কোন দেবতা নাই। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে আম্নাত হইয়াছে—একই আত্মা বহু প্রকারে নানা আকারে বর্ণিত হইয়া থাকে। "একই আত্মা দেবতা, আমি সেই আত্মা হইতে ভিন্ন নহি"। শ্রুতিমধ্যে আরও আম্নাত হইয়াছে "ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি যত সব দেবতা আছেন ব্রাহ্মণগণ এক সৎপদার্থ পরমাত্মাকেই ঐ সকল নানা নামে নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন"। "যিনি আত্মা আলাদা এবং ঐ সব দেবতাদি আলাদা এইভাবে ভেদদৃষ্টি করেন তাঁহার নিকট সমস্তই বৃথা হইয়া যায়" এইভাবে ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া কর্ম্মাঙ্গ দেবতা সকলকে আত্মরূপে (আত্মা হইতে অভিন্নভাবে) দর্শন করিবার বিষয় (বৃহদারণ্যক উপনিষদে) উপদিষ্ট হইয়াছে।*

(প্রশ্ন)—তবে কি তাহার দেবতাদি সম্বন্ধে কোন কৃত্য নাই—করণীয় কিছু নাই? (উত্তর)—ঐ প্রকার আত্মদৃষ্টি দ্বারাই সমস্ত কৃত্য সিদ্ধ হইয়া যায়—কর্ত্তব্য কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। কি রকম? "আত্মা হি জনয়ত্যেষাম্"=আত্মাই তাহাদের,—। "কর্ম্মযোগ" ইহার অর্থ কর্ম্মফলসম্বন্ধ,—সেই আত্মাই তাহাদের উহা (ঐ কর্ম্মফলসম্বন্ধ) নিষ্পন্ন করিয়া দেন—অন্য কোন দেবতা কিংবা ঐ দেবতাদিগুণ বিশিষ্ট কর্ম্ম (অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট) যে তাহা সম্পাদন করে, এরূপ নহে। ১১৯

(বাহ্য আকাশকে দেহের নবচ্ছিদ্ররূপ আকাশে সন্নিবেশিত অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত বা একীভূত করিয়া দিবে, বাহ্যবায়ুকে শরীরের চেষ্টায় এবং স্পর্শে লীন করিয়া দিবে, বাহিরের প্রকৃষ্ট তেজকে নিজ জাঠরাগ্নিরূপ তেজে এবং দৃষ্টিতে লয়প্রাপ্ত করাইবে, বাহিরের জলকে শরীরের রসাদিতে এবং পৃথিবীকে নিজ দেহে প্রবিলাপিত করিবে।)

(মেঃ)—শরীরে এই যে নবচ্ছিদ্র রহিয়াছে তাহাতে বহিরাকাশকে "সন্নিবেশয়েৎ"=সন্নিবেশিত বা একীভূত করিয়া দিবে। তখন আর বাহ্য আকাশ কিছু থাকিবে না। "অনিল" অর্থাৎ বায়ু; তাহাকেও সন্নিবেশিত করিবে, "চেষ্টনে"=যাহা চেষ্টাযুক্ত অর্থাৎ স্পন্দনযুক্ত হয়—হস্তপদাদির ক্রিয়াবিশেষরূপ শরীরের অবস্থা। "স্পর্শ"=শরীরের বহিঃস্পর্শাদি; তাহাকে, সন্নিবেশিত করিবে। "স্নেহে"=শরীরের মেদো-মজ্জাদিরূপ আর্দ্রতায় "অপঃ"=জলকে এই দুইটীতে "পরং"=সমুদয় "তেজঃ"=তেজকে, যাহা আদিত্যরূপে বাহিরে বিরাজমান তাহাকে, সন্নিবেশিত করিবে। "স্নেহে"=শরীরের মেদ-মজ্জাদিরূপ আর্দ্রতায় "অপঃ"=জলকে সন্নিবেশিত করিবে। "গাং"=পৃথিবীকে "মূর্ত্তিষু"=স্থূলশরীরভাগে (প্রবিলাপিত করিবে)। এইভাবে মহাভূত সকলকে উপসংহৃত করিবার বিষয় বলা হইল। ১২০

(নিজ মনে চন্দ্রকে, শ্রবণেন্দ্রিয়ে দিক্‌সকলকে, পরিক্রমণক্রিয়ায় বিষ্ণুকে, বলে হরকে, বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নিকে, পায়ু-ইন্দ্রিয়ে মিত্রদেবতাকে এবং জননেন্দ্রিয়ে প্রজাপতিকে সন্নিবেশিত করিবে।)

(মেঃ)—এক্ষণে দেহমধ্যে দেবতাগণকে কিভাবে উপসংহৃত করিতে হয় তাহাই বলিতেছেন। ঐ যে "ইন্দু"=চন্দ্রমা তাঁহাকে নিজ মনে সন্নিবেশিত করিবে—ঐ যে চন্দ্র উনি আকাশবিহারী নহেন কিন্তু মনেতেই উনি ব্যবস্থিত। আর ঐ যে দশদিক্ উহারা শ্রবণেন্দ্রিয়শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। "ক্রান্তে বিষ্ণুং",—যে কেহ অল্পমাত্রায়ও যে পরিক্রমণ করে সেই পরিক্রমণ ক্রিয়ায় বিষ্ণুই সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপ, "বলে হরম্",—(পরবর্ত্তী দুই পংক্তি ভাষ্য

*ভগবদ্গীতার "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।" (৪।২৪) এই শ্লোকটাতে এই কথাই পরিস্ফুটরূপে বলা হইয়াছে। শ্লোকটীর বিস্তৃতব্যাখ্যা মধুসূদন সরস্বতীকৃত 'গীতাগূঢ়ার্থ দীপিকা' নামক টীকায় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ টীকার সংকৃত বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অসংলগ্ন। ইহার আনুমানিক বক্তব্যটী এইরূপ,—), 'হর' ইহা 'হরতি'='হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; বলের (শক্তি-সামর্থ্যের) ক্রিয়া—অতি দ্রুত উত্থান করা ইত্যাদি সে সমস্তই ইন্দ্রেরই কাজ (কারণ ইন্দ্র বলাধিপতি)। এইরূপ বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) এবং অগ্নি, উৎসর্গ (মলত্যাগ, পায়ু-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া) এবং মিত্র, আর জননেন্দ্রিয় এবং প্রজাপতির অভেদ সম্পাদন কর্ত্তব্য। এইভাবে দেহমধ্যে উপসংহৃত করিয়া সমস্তই যে পরমাত্মার উপর কল্পিত তাহা জ্ঞান করিতে হইবে। 'সমস্তই পরমাত্মায় কল্পিত, আমি বলিয়া কোন কিছু সেই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নাই', এই প্রকার দৃষ্টি করিতে হইবে। এইভাবে এই সর্ব্বোপাসনা কর্ত্তব্য।* ১২১

(যিনি সমগ্র জগতের নিয়ন্তা, যিনি অণু অপেক্ষাও অণু অর্থাৎ পরম সূক্ষ্ম, যিনি হিরণ্যবর্ণ, স্বপ্নের ন্যায় কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারাই যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় সেই পরম পুরুষকে বিদিত হইবে।)

(মেঃ)—এইরূপই বলিতেছেন। "প্রশাসিতারং" ইহার অর্থ নিয়ন্তা, "সর্ব্বেষাং"=ব্রাহ্মণাদি শূদ্র পর্য্যন্ত সকলের,—। অগ্নি প্রভৃতি পদার্থের এই যে স্বাভাবিক উষ্ণতা একই নিয়মে চলিতেছে, সূর্য্য প্রভৃতির এই যে তেজঃ, জগৎভ্রমণ এবং সকল বস্তুকে প্রকাশ করা—এই যে একইভাবে নিয়মমত চলিয়া আসিতেছে, আবার মানুষের শুভাশুভ কর্ম্মের যে ইষ্টানিষ্ট ফলপ্রাপ্তি একই নিয়মে ঘটিতেছে, এ সকলেরই কারণ এই যে, সেই পরমাত্মা নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শাসন কর্ত্তারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। "হে গার্গি! এই অক্ষর পরমাত্মারই অলঙ্ঘ্য শাসনে" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। "সূর্য্য যে উত্তাপ দিতেছেন, চন্দ্রমা যে সুধাবর্ষণ করিতেছেন, সে কেবল তাঁহারই ভয়ে। অগ্নি, বায়ু এবং মৃত্যু ইহারা সব তাঁহারই ভয়ে স্ব স্ব কার্য্যের দিকে ধাবিত হইতেছে।"

"অণীয়াংসমণোরপি",—আরা অর্থাৎ লৌহকন্টক তাহার অগ্রভাগের ন্যায়, কেশের যে অগ্রভাগ তাহাকে শতধা বিভক্ত করিলে তাহা যেমন সূক্ষ্ম চক্ষুর অগ্রাহ্য হয় তিনিও সেইরূপ পরম সূক্ষ্ম। যেহেতু "তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম (গুণ-ক্রিয়াদি) রাহিত্য বর্ণিত হইয়াছে। তবে তিনি কিরূপ? তিনি কুশাগ্রীয় বুদ্ধির ধ্যানগম্য। এখানে এই কথা বলা হইতেছে—যে ব্যক্তি অত্যন্ত কুশল নহে এবং তাঁহার ধ্যানে নিবিষ্ট নহে তাহার পক্ষে তিনি অজ্ঞেয়। ১২২

(এই পরম পুরুষকেই কেহ কেহ অগ্নি বলিয়া থাকেন, কেহ মনু বলেন, কেহ প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ প্রাণ এবং কেহ সনাতন ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। ইনি পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতরূপে চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সকলকে জন্ম, মৃত্যু এবং ক্ষয় দ্বারা চক্রবৎ ঘুরাইতেছেন। এইভাবে যিনি সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে নিজ হইতে অভিন্নরূপে দেখেন তিনি সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মভাব লাভ করেন।)

(মেঃ)—"ব্রহ্মাভ্যেতি" ইহার অর্থ ব্রহ্মভাব লাভ করেন। মৈত্রী প্রভৃতি অবলম্বন করায় রাগ-দ্বেষ ক্ষয় হইয়া যায়। ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দিতেছেন যে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একত্ববিষয়ক জ্ঞান কর্ত্তব্য; সেই জ্ঞানটী যেন তদ্বিরুদ্ধ অন্য জ্ঞানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়। কারণ, তাদৃশ বিজাতীয় জ্ঞানান্তর জন্মিলে সর্ব্বসমতা লাভ হয় না। অতএব এস্থলে যাহা বলা হইল তাহা এইরূপ,—যে ব্যক্তি 'অহং মম'='আমি আমার', এই প্রকার অহঙ্কার এবং মমকার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অদ্বৈত আত্মবিষয়ক জ্ঞানে চিত্তকে অবিচলিত করিয়া রাখিতে পারেন তিনিই নিরতিশয় পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার অনিষ্ট নিবৃত্তি এবং শাস্ত্রপ্রদর্শিত নিয়মপ্রাপ্তি ও ইষ্টফলসিদ্ধি হয়। ১২৩-১২৫

(ভৃগুমুখবিনির্গত এই মানব শাস্ত্র দ্বিজাতিগণ নিয়মিত পাঠ করিতে থাকিলে তাঁহারা সতত আচারনিষ্ঠ হন এবং উৎকৃষ্ট গতি অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—শ্লোকটীতে যে 'ইতি' শব্দটী রহিয়াছে সেটী শাস্ত্রের সমাপ্তি বুঝাইয়া দিতেছে। "আচারবান্"=অধ্যাহার দ্বারা জ্ঞেয় অপরাপর আচার এবং এই শাস্ত্রটীর মধ্যে যেরূপ

*এই শ্লোকটীর ভাষ্য অত্যন্ত অশুদ্ধ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুশাসন বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল আচার—সেগুলির অনুষ্ঠানপরায়ণ;—এইরূপ হইলে "যথেষ্টাং গতিং"=দেবতার সরূপতা প্রাপ্ত হওয়া প্রভৃতি যেরূপ গতি (প্রাপ্তি অর্থাৎ ফল) কামনা করেন তাহা লাভ করিয়া থাকেন।

মনুর স্মৃতি যেমন সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয় শ্রেষ্ঠ তাহার উপর মেধাতিথির যে ব্যাখ্যা সেটীও তাহার উপযুক্ত। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ সেটী লুপ্তই হইয়া গিয়াছে। তাহার মূল পুস্তক কুত্রাপি পাওয়া না যাওয়ায় সহারণতনয় নরপতি মদন ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, খণ্ডিত বহু পুস্তক লেখাইয়া আনাইয়া তাহার জীর্ণোদ্ধার করাইয়াছেন।

ইতি ভট্টবীরস্বামীর পুত্র ভট্টমেধাতিথিকৃত
মনুভাষ্যে দ্বাদশ অধ্যায়।

বচঃ-পীযূষধারাভির্যস্য কারুণ্যবারিধেঃ।
জড়োঽপ্যহং চেতিতোঽস্মি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

স্থিরচরনিকরাণাং সর্বচেষ্টানিয়ন্ত্রী
জগতি চ বহিরন্ত র্যোর্ণুতে শক্তিরেকা।
শ্রুতিসমুদিতরূপা শ্রেয়সো যা চ হেতু
র্মম হৃদয়গুহায়াং সা শিবালং চকাস্তু॥

ইতি, শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মশ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজশ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত
মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শিবমস্তু

পবসমু-৫৮/৯-৫৩৫এফ-১হাঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

९५ वे पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार

पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

३०,७७६

Published by Dr. P. C. Lahiri, Principal, Sanskrit College, Calcutta and
Printed by S. Mukherjee, Superintendent, West Bengal
Government Press, Alipore, Calcutta

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar